আল কুর'আনে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

[Modern Information and Communication Technology in the Quran : Bangladesh Perspective]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ মাসউদুর রহমান

এম.ফিল. গবেষক

রেজিঃ নং-১৫১/২০১৬-২০১৭

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

Abstract

গবেষণার শিরোনাম (Title)

আল কুর'আনে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

[Modern Information and Communication Technology in the Quran : Bangladesh Perspective]

গবেষক

মোঃ মাসউদুর রহমান

এম.ফিল. গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৫১, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ (Abstract of the Thesis)

আল কুর'আন সকল জ্ঞানের উৎস। এ যাবত বিশ্বে বিজ্ঞানের যতকিছু আবিষ্কৃত হয়েছে সবকিছুতেই মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের বিরাট অবদান রয়েছে। আল কুর'আনের ৬২৩৬টি আয়াতের মধ্যে ৭৩৫টি বিজ্ঞান সংক্রান্ত আয়াত আছে। বিজ্ঞানের এমন কোনো দিক-বিভাগ নেই যার ইঙ্গিত আল কুর'আন প্রদান করেনি। পবিত্র কুর'আনে ঘোষিত হয়েছে, 'আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।'[১] আল্লাহ্ তা'আলা আল কুর'আনকে 'বিজ্ঞানময়'[২] বলে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য আল কুর'আনে জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত এরূপ প্রায় সহস্রাধিক শব্দ ও আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশন রয়েছে। আল কুর'আনের এসব নির্দেশনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আমি আমার গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে 'আল কুর'আনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' নির্ধারণ করি। উদ্দেশ্য হলো অসচেতন মুসলিম মানসকে আল কুর'আনের আলোকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা। এ লক্ষ্যে আলোচ্য অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার মূল বিষয় হলো আল কুর'আন পরিচিতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিচিতি এবং আল কুর'আনের নির্দেশনার আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা এবং নেতিবাচক ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহারের পথ রুদ্ধ করা।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। সরকারি সকল প্রকারের সেবা এখন অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। বাড়িতে বসেই জনগণ তার প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারছে। তাই বর্তমান সরকার কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে গৃহিত প্রকল্প ও রূপকল্প সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে যেসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যেগুলো বাস্তবায়নাধীন এবং যে সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভাব ও উন্নত রাষ্ট্রের যে যে সপ্ন দেখছি তা বাস্তবায়িত হবে। আল কুর'আনের আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় আমরা এ বিষয়ে আরো কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি সে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার এই পর্যায়ে এসে ইসলামের দৃষ্টিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বীন প্রচারের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক তৎকালীন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তার আলোকে বর্তমান আধুনিক মিডিয়া, ইন্টারনেট ব্যবহারের বিষয়টি বিশ্লেষণ করত: এ বিষয় অভিজ্ঞ আলিম ইসলাম প্রচারকগণের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

---

১. আল কুর'আন, ৬ : ৩৮

২. আল কুর'আন, ৩৬ : ২

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সপক্ষে আল কুর'আনের বক্তব্য তুলে ধরা এখন সময়ের দাবি। মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। তাদেরকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করা যেতে পারে। উন্নত দেশ গড়ার যে সপ্ন আমরা দেখছি, তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন দেশের সর্বস্তরের জনগণকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলা।

নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণই পাড়ে একটি উন্নত রাষ্ট্র উপহার দিতে। অত্র গবেষণার মূল লক্ষই হলো মুসলিম প্রধান এ দেশের প্রতিটি নাগরিককে যুগোপোযুগী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করা। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয়ের মাধ্যমেই আমরা সমৃদ্ধশীল জাতি ও দেশ পেতে পারি। সর্বোপরি তথ্য প্রযুক্তির এ বিশ্বে আল কুর'আনের বিজ্ঞানধর্মী গবেষণা প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আর এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ও তথ্যভিত্তিক সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে আলোচ্য **'আল কুর'আনে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'** শিরোনামে এ গবেষণাকর্ম করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বিনীত,
গবেষক- মোঃ মাসউদুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

“পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা ও মমতাময়ী মা এবং
আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের প্রতি যাদের
অক্লান্ত পরিশ্রম, সীমাহীন উৎসাহ-উদ্দীপনা
আর অফুরন্ত দু‘আকে পাথেয় করে এ স্তর
পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি।”

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

ঘোষণাপত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছি যে, **‘আল কুর’আনে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ’** শীর্ষক শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও দিক-নির্দেশনায় সম্পন্ন করা হয়েছে। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এ গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোনো গবেষক এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোনো অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

তারিখ : ঢাকা
জুলাই, ২০২২ খ্রি.

(মোঃ মাসউদুর রহমান)
এম.ফিল. গবেষক
রেজিঃ নং-১৫১
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০ বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬২৯০, ৬২৯১
ফ্যাক্স : ৮৮-২-৯৬৬৭২২২
ওয়েব : http://islamicstudiesdu.ac.bd/

DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : 9661920-73/6290, 6291
Fax : 88-2-9667222
Web : http://islamicstudiesdu.ac.bd/

স্মারক নং : ..... তারিখ : ০৩/০৭/২০২২ খ্রি.

প্রত্যয়নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল. গবেষক মোঃ মাসউদুর রহমান কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **'আল কুর'আনে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটা সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম; কোনো যুগ্মকর্ম নয়।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও কোনো ভাষাতেই এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহ্‌র অবারিত দয়ায় নানামুখী বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **'আল কুর'আনে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে সর্বপ্রথম পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। লক্ষ-কোটি দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি। যার উপস্থাপিত ইসলামি জীবনাদর্শ শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত বিশ্ববাসীকে ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির দিশা দিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

গবেষণাকর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সর্বপ্রথম সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যার-এর প্রতি। তিনি অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্ধারণ থেকে শুরু করে গবেষণা কর্মের শেষ পর্যন্ত অবিরাম উৎসাহ-উদ্দীপনা, অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় ও উপ-অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও মূল্যবান দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

তার আন্তরিক অনুপ্রেরণা, সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও যথাপোযুক্ত দিক-নির্দেশনার কারণেই এ গবেষণার কাজটি শেষ করা সম্ভব হয়েছে। অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও একজন অভিভাবক হিসেবে তার মূলাবান সময় ব্যয় করে গবেষণা কর্মের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করে আমাকে ভার মুক্ত করেছেন। অযোগ্যতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় যখন আমি হতাশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি, তখন তার অমূল্য উপদেশ, নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ প্রদান ও যথার্থ পথনির্দেশ আমার হৃদয়ে নতুন করে আশার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে; কর্মের ক্ষেত্রে নবোদ্দীপনা ফিরে পেয়েছি। মহিমান্বিত আল্লাহর কাছে আমি তার জন্য উত্তম প্রতিদানের আবেদন করছি।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় বড়ভাই তুল্য ও আমার তত্ত্বাবধায়ক স্যারের প্রিয় গবেষক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক ড. মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক-এর প্রতি। যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও তার অতি মূল্যবান সময় দিয়ে আমার এ অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ সযত্ন পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন-বিয়োজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটিকে এর অবয়ব ও ভাষাসৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ দৃষ্টিনন্দন ও প্রাণবন্ত স্তরে উন্নীত করতে নিরন্তর সহায়তা প্রদান করেছেন। এজন্য আমি তার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই তার সহধর্মিনীর প্রতিও। আমি স্বকৃতজ্ঞ হৃদয়ে মহান রবের কাছে তাদের জীবনে সুখ-শান্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করছি।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই পরম শ্রদ্ধেয় পিতা ও আমার অনুপ্রেরণার বাতিঘর অধ্যাপক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, অধ্যক্ষ (অব.), সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ পিরোজপুর-এর প্রতি। লেখালেখি ও গবেষণার আগ্রহ তার থেকেই পেয়েছি। তার একটি গবেষণা প্রবন্ধ যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকার শীত সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল, তা পাঠ করেই আমি আমার এ গবেষণাকর্মের অনুপ্রেরণা পেয়েছি।

আব্বা বাংলা সাহিত্যের একজন অধ্যাপক হওয়ায় প্রুফ দেখাসহ এ গবেষণাকর্মের সার্বিক বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করেছেন। সাথে সাথে আমার আম্মাজান প্রতিনিয়ত গবেষণার খোঁজ-খবর নেয়াতে গবেষণার কাজে অন্যরকম গতি পেয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার পিতামাতাকে সুস্থতার সাথে নেক হায়াত দান করুন।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শিক্ষা জীবনের সকল স্তরের শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি। বিশেষভাবে, ঐতিহ্যবাহী ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত কামিল মাদরাসার শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞানপ্রদীপ সকল শিক্ষাগুরুর প্রতি, যাদের বিস্তৃত জ্ঞানের স্নিগ্ধ ছায়ায় আমি দীর্ঘ সময় অবগাহন করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছি। আমার অজান্তেই তারা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। হৃদয়ের গভীর থেকে প্রার্থনা করছি, মহান আল্লাহ্ যেন তাদের খিদমতসমূহ কবুল করেন।

আরো স্মরণ করছি প্রিয় বিভাগ আল কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞানপ্রদীপ শিক্ষকমণ্ডলীকে। যাদের নগণ্য ছাত্র হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার গবেষণার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও করণীয় সম্পর্কে তথ্য প্রদান করার জন্য অন্তর থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী স্যার ও ড. এ.বি.এম. হিজবুল্লাহ স্যারদ্বয় এবং বিশেষভাবে ড. মোহাঃ জালাল উদ্দিন স্যারের প্রতি। আমি তার পিতৃব্য-স্নেহের প্রতি কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে নানা পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য আমার প্রিয় বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গভর্নর বাহরুল উলুম ড. মাওলানা মুহাম্মাদ কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহি মহোদয়ের প্রতিও শ্রদ্ধান্বিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও যিনি আমার গবেষণার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং বলিষ্ঠ প্রামাণ্যতার মাধ্যমে গবেষণার অভিসন্দর্ভ উপস্থাপনের উপদেশ প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ্ তাকে ও তার খিদমাতগুলো কবুল করুন।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গবেষণা সংশ্লিষ্ট নানা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ ও বরিশালের বিভাগীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন সময়ে এসব কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গবেষণাটির বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের সকলের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রেজিস্ট্রার অফিস এবং এম.ফিল. শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে গবেষণাকর্মের জন্য দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় কাজকর্মে যথেষ্ট সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন। মহান আল্লাহ্ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন এ কামনা করি।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমি বিজ্ঞানভিত্তিক তাফসির, আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বাংলাদেশ বিষয়াবলিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত দেশি-বিদেশি লেখকের রচনা, প্রতিবেদন, প্রামাণ্য পত্র-পত্রিকা ও জার্নালের সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে সেসব লেখকের নাম, তাদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম স্বশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করেছি এবং তাদের কাছেও বিশেষভাবে ঋণী।

বিশেষ করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ আমার সহধর্মিনী মিসেস নাদিরা সুলতানা, পরম আদরণীয় ছোট্ট মেয়ে মুহসিনা আদিবা যাদের প্রাপ্য মূল্যবান সময় নষ্ট করে এ গবেষণাকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তাদের

Dhaka University Institutional Repository

ত্যাগ স্বীকার ও অবদানের কথা ভুলবার নয়। মহান আল্লাহ্ ইহকাল ও পরকালে তাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

অভিসন্দর্ভটি দক্ষতা, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে কম্পিউটার কম্পোজ, মুদ্রণ ও সুবিন্যস্ত করে গবেষণাকর্মে সহযোগিতা করার জন্য জনাব আতিকুর রহমানের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্র কাছে আকুল প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর এ নগণ্য বান্দার ক্ষুদ্র সাধনা কবুল করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহজাগতিক কল্যাণ ও পরজাগতিক মুক্তির পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

(মোঃ মাসউদুর রহমান)
এম.ফিল. গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন (رموز تلفظ الحروف العربية بالبنغالية)

[আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত]

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا ء	অ	ض	দ	ـَ	া (আ-কার)	وُ	উ
ب	ব	ط	ত	ـِ	ি (ই-কার)	وُوْ	ঊ
ت	ত	ظ	য	ـُ	ু (উ-কার)	وِيْ	বি / ভী
ث	ছ	ع	‘	ـَا	া (আ-কার)	يَ	ইয়া
ج	জ	غ	গ	ـِيْ	ী (ঈ-কার)	يِ	ই
ح	হ	ف	ফ	ـُوْ	ূ (ঊ-কার)	يِيْ	ঈ
خ	খ	ق	ক্ব/ক	أَ	া (আ-কার)	يُ	য়ু
د	দ	ك	ক	أ	া (আ-কার)	يُوْ	য়ূ
ذ	য	ل	ল	إِ	ি (ই-কার)	عَ	‘আ
ر	র	م	ম	إِيْ	ী (ঈ-কার)	عَا	‘আ
ز	য	ن	ন	أُ	ু (উ-কার)	عِ	‘ই
س	স	ه	হ	أُوْ	ূ (ঊ-কার)	عِيْ	‘ঈ
ش	শ	و	ও	وَ وَا	ওয়া	عُ	‘উ
ص	ছ	ى	য়	وِ	বি	عُوْ	‘ঊ

ع (‘আইন) বর্ণের উচ্চারণ বুঝাতে (‘) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : اَلْمُعْجَمُ (আল-মু‘জাম), اَلْعٰلَمِيْنَ (আল ‘আলামিন), جَامِعٌ (জামি‘), رَعْدٌ (র‘দ) প্রভৃতি।

ء (হামযা) ا (আলিফ)-এর মত। তবে সাকিন হলে (’) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : اَلْقُرْاٰن (আল কুর’আন), تَأْثِيْر (তা’ছীর), تَأْجِيْرٌ (তা’জীর) প্রভৃতি।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত বিদেশি শব্দের বানানগুলো অনেক ক্ষেত্রে যথাবস্থায় রাখা হয়েছে। যেমন– ইন্টারনেট (Internet), ডাটা (Data), কুর’আন (قُرْاٰن), দ্বীন (دِيْن), দা‘ওয়াহ্ (دَعْوَة), নবী (نَبِي), রসুল (رَسُوْل), রোযা (روزه), সালাত (صَلَاة), নামাজ (نماز) প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

সংকেত		বিবরণ
অনু.	:	অনুবাদ
অনূ.	:	অনূদিত
খ.	:	খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
প্র.	:	প্রকাশ
ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বুখারি	:	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ইল আল বুখারি
মুসলিম	:	আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরি
তিরমিযি	:	আবু 'ইসা মুহাম্মাদ ইব্ন 'ইসা ইব্ন সাওরহ্
নাসাই	:	আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন নাসাই
আবু দাউদ	:	আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস
ইবন্ মাজাহ	:	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াজিদ ইব্ন মাজাহ
মাও.	:	মাওলানা
মৃ.	:	মৃত্যু
(র.)	:	রহমাতুল্লাহি আলাইহি (رحمة الله عليه)
(রা.)	:	রাদিআল্লাহু আনহু (رضي الله عنه) / রাদি'আল্লাহু আনহা (رضي الله عنها)
সং.	:	সংস্করণ
(সা.)	:	সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (صلى الله عليه و سلم)
(আ.)	:	আলাইহিস সালাম (عليه السلام)
হি.	:	হিজরি
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
১ম	:	প্রথম
প্রাগুক্ত	:	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
ed.	:	edited
M.Phil	:	Master of Philosophy
p.	:	page
Ph.D.	:	Doctor of Philosophy
pp.	:	pages
vol.	:	volume

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

- উৎসর্গ ii
- ঘোষণাপত্র iii
- প্রত্যয়নপত্র iv
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার v
- প্রতিবর্ণায়ন viii
- শব্দ সংক্ষেপ ix
- সূচিপত্র x

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- সারসংক্ষেপ (Abstract) ২
- গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and Importance of the Study) ৩
- গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Objectives of the Study) ৩
- গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology) ৪
- গবেষণাকর্মের পরিধি (Scope of the Research) ৪
- গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস (Sources of Data) ৫
- তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis) ৫
- গবেষণার সময়কাল (Time Frame of the Research) ৬
- গবেষণাকর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Study) ৬
- তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা (Literature Review) ৭
- অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা (Structure of the Research) ১০
- উপসংহার (Conclusion) ১১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয় ১৩
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৫
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ২৬
- ❖ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো ৩০

তৃতীয় অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ পরিচিতি ৩৪
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ ৫২
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের সফলতা ৫৮
- ❖ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ৬৪

চতুর্থ অধ্যায়

আল কুর'আনের আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ : আল কুর'আন পরিচিতি ৭৭
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল কুর'আনে তথ্যের ধরন, তথ্য অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের নির্দেশনা ৮৬
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল কুর'আনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ ও আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি ১০৮
- ❖ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আল কুর'আনে সংখ্যাতত্ত্ব ও সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ ১২৫

পঞ্চম অধ্যায়

আল কুর'আনের দৃষ্টিতে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ : রসুলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক যোগাযোগ প্রযুক্তি গ্রহণ ১৩৬
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দ্বীন প্রচারে আধুনিক মিডিয়া ও ইন্টারনেট ১৫২
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দ্বীন প্রচারের মাধ্যম হিসেবে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে ইসলাম প্রচারকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে আল কুর'আনের নির্দেশনা

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বিদ্যমান অপব্যবহার ও এর ক্ষতিকর দিক ১৭৭
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে আল কুর'আনের নির্দেশনা ২০২
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে করণীয় ২১৪

- ❖ উপসংহার ২২৩
- ❖ গ্রন্থপঞ্জি ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- সারসংক্ষেপ (Abstract)
- গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব
  (Rationality and Importance of the Study)
- গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)
- গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)
- গবেষণাকর্মের পরিধি (Scope of the Research)
- গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস (Sources of Data)
- তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis)
- গবেষণার সময়কাল (Time Frame of the Research)
- গবেষণাকর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Study)
- তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা (Literature Review)
- অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা (Structure of the Research)
- উপসংহার (Conclusion)

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ (Abstract)

আল কুর'আন সকল জ্ঞানের উৎস। এ যাবত বিশ্বে বিজ্ঞানের যতকিছু আবিষ্কৃত হয়েছে সবকিছুতেই মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের বিরাট অবদান রয়েছে। আল কুর'আনের ৬২৩৬টি আয়াতের মধ্যে ৭৩৫টি বিজ্ঞান সংক্রান্ত আয়াত আছে। বিজ্ঞানের এমন কোনো দিক-বিভাগ নেই যার ইঙ্গিত আল কুর'আন প্রদান করেনি। পবিত্র কুর'আনে ঘোষিত হয়েছে, 'আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।'[১] আল্লাহ্ তা'আলা আল কুর'আনকে 'বিজ্ঞানময়'[২] বলে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য আল কুর'আনে জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত এরূপ প্রায় সহস্রাধিক শব্দ ও আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল কুর'আনের এসব নির্দেশনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আমি আমার গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে **'আল কুর'আনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'** নির্ধারণ করেছি। উদ্দেশ্য হলো অসচেতন মুসলিম মানসকে আল কুর'আনের আলোকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা। এ লক্ষ্যে আলোচ্য অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার মূল বিষয় হলো আল কুর'আন পরিচিতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিচিতি এবং আল কুর'আনের নির্দেশনার আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা এবং নেতিবাচক ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহারের পথ রুদ্ধ করা।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারি সকল প্রকারের সেবা এখন অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। বাড়িতে বসেই জনগণ তার প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারছে। তাই বর্তমান সরকার কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প ও রূপকল্প সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে যে সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যেগুলো বাস্তবায়নাধীন এবং যে সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভাব ও উন্নত রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন জাতি দেখছে তা বাস্তবায়িত হবে। আল কুর'আনের আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় এ বিষয়ে আরো কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার এ পর্যায়ে এসে ইসলামের দৃষ্টিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বীন প্রচারের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক তৎকালীন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তার আলোকে বর্তমান আধুনিক মিডিয়া, ইন্টারনেট ব্যবহারের বিষয়টি বিশ্লেষণ করত: এ বিষয়ে অভিজ্ঞ আলিম ও ইসলাম প্রচারকগণের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

---

১. আল কুর'আন, ৬ : ৩৮

২. আল কুর'আন, ৩৬ : ২

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির স্বপক্ষে আল কুর'আনের বক্তব্য তুলে ধরা এখন সময়ের দাবি। মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। তাদেরকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করা যেতে পারে। উন্নত দেশ গড়ার যে স্বপ্ন জাতি দেখছে, তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন দেশের সর্বস্তরের জনগণকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলা।

নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণই পারে একটি উন্নত রাষ্ট্র উপহার দিতে। অত্র গবেষণার মূল লক্ষ্যই হলো মুসলিম প্রধান এ দেশের প্রতিটি নাগরিককে যুগোপোযুগী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করা। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয়ের মাধ্যমেই একটি সমৃদ্ধশীল জাতি ও দেশ পাওয়া যেতে পারে। সর্বোপরি তথ্য প্রযুক্তির এ বিশ্বে আল কুর'আনের বিজ্ঞানধর্মী গবেষণা প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আর এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ও তথ্যভিত্তিক সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে আলোচ্য **'আল কুর'আনে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'** শিরোনামে এ গবেষণাকর্ম করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and importance of the study)

আল কুর'আন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। আল কুর'আন গবেষণা করেই আজ বিজ্ঞান সমৃদ্ধ। যুগে যুগে মুসলিম বিজ্ঞানীগণই কুর'আন কেন্দ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমেই এ পৃথিবীকে সহজ ও সুন্দর করেছেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এ যুগের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বায়নের এ যুগে যারা প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকবে বিশ্বনিয়ন্ত্রণ তাদেরই হাতে ন্যস্ত থাকবে। আল কুর'আন সর্বদা মানব কল্যাণে প্রতিটি আবিষ্কারের পক্ষে সমর্থন দিয়ে থাকে। আর এ বিষয়ের উপর বাংলাদেশে তেমন কোনো গবেষণামূলক কাজ কিংবা গবেষণামূলক বই প্রকাশিত হয়নি। যে কারণে এ বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব অত্যাধিক। আর এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সামনে এগিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও আইসিটিতে জনসচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে **'আল কুর'আনে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'** শিরোনামে এ গবেষণার প্রয়াস।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানই মহান আল্লাহর নি'আমত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ নতুন শাখা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শীর্ষক বিষয়টিও এর ব্যতিক্রম নয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপারে আল কুর'আন, সুন্নাহ্‌ ও ইসলামি গ্রন্থাদিতে যে ইঙ্গিত রয়েছে তা ফুটিয়ে তোলা এ গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার বৃদ্ধি করা ও এর অপব্যবহার রোধে ইসলামের দিক-নির্দেশনা উপস্থাপন করা এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো :

- আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির পরিচয় ও গুরুত্ব তুলে ধরা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তথ্য লাভ করা;
- আল কুর'আনে বর্ণিত তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং
- ইসলাম প্রচার ও প্রসারে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

সর্বোপরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা ও এর অপব্যবহারের ফলশ্রুতিতে ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ক আল কুর'আন ও হাদিসের আলোকে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাই বক্ষ্যমান গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

গবেষণা হলো সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। প্রকৃতপক্ষে গবেষণা হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কৌশল যা জ্ঞানার্জনের জন্য যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা[৩] দ্বারা পরিচালিত হয়। গবেষণা প্রচলিত জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞানের সম্মিলন ঘটায়। প্রকৃত অর্থে গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা বা বিদ্যমান জ্ঞানের সাথে নতুন মাত্রা সংযোজন করা। প্রচলিত কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে গবেষণার যাত্রা শুরু হয় এবং তা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়।

বৈজ্ঞানিক ও দক্ষ নীতির বিষয়বস্তু তুলে ধরাই হলো গবেষণা পদ্ধতি– যা পাঠককে কোনো বিষয় উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে যুক্তি নির্ভরতা অনুসরণ করার পাশাপাশি সত্যানুসন্ধানী করে তোলে। বৈধ জ্ঞান অর্জন এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য একজন গবেষককে সঠিকভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় ও পদ্ধতি তাকে বিশেষভাবে অনুসরণ করতে হয়। গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য পাঠ ও পর্যালোচনা গবেষণার আরেকটি অন্যতম বিষয়। এ গবেষণায় অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে কার্যোপযোগী গবেষণার ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক ও পর্যবেক্ষণমূলক ধাপসমূহ ক্রমানুসারে অনুসৃত হয়েছে।

এ গবেষণার মাধ্যম বাংলা। এ গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত প্রমীত বানানরীতির অনুসরণ করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে প্রাচীন ও আধুনিক তাফসিরগ্রন্থ, বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে। কুর'আন, হাদিস, তাফসির ও ফিক্বহ শাস্ত্রের উদ্ধৃতি সরল অনুবাদসহ উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য ইংরেজি, আরবি, উর্দু, ফার্সি প্রভৃতি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির উদ্ধৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে। কুরআনিক সায়েন্স বিষয়ক বই, ইন্টারনেট, ই-বুক এবং বিভিন্ন এ্যাপস্ থেকেও তথ্য নেয়া হয়েছে। গবেষণায় ঐতিহাসিক (Historical) ও পর্যবেক্ষণমূলক (Observational) আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এটা বাংলা ভাষায় প্রণীত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম।

গবেষণাকর্মের পরিধি (Scope of the Research)

বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মের পরিধি হলো– তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মৌলিক ধারণা প্রদান। আল কুর'আন থেকে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা। আল কুর'আনে তথ্য ও প্রযুক্তির সম্পর্কে যে দিক-নির্দেশনা উল্লিখিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা করা। প্রসঙ্গক্রমে বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এ গবেষণার পরিধির অর্ন্তভুক্ত। এ গবেষণাকর্মটি বাংলা ভাষায় রচিত, তবে তথ্য-উপাত্ত সংযোজন ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ইংরেজি ও আরবি ভাষায় প্রণীত গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান বাংলাদেশে সরকারিভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করার চেষ্টার ধারাবহিকতা চলছে। জনগণের মাঝে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন উপকরণ সহজলভ্য করে দেয়া হয়েছে। মানুষ তার দৈনন্দিন নানা কর্ম প্রযুক্তির কল্যাণে সহজেই সম্পন্ন করতে সক্ষম হচ্ছে। তবে

---

৩. মানসম্পন্ন গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ৪টি ধাপ হলো– ১. ঐতিহাসিক (Historical); ২. বর্ণনামূলক (Descriptive); ৩. বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) এবং ৪. পর্যবেক্ষণমূলক (Observational)। একটি গবেষণার জন্য উল্লিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করলে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর খুব গভীরে প্রবেশ করা সহজ হয় এবং একটি মানসম্পন্ন সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো সম্ভব হয়। এ গবেষণার ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত ধাপসমূহ সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার অর্জিত ফলাফল যাতে টেকসই কৌশলে পরাজিত কিংবা অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত না হয় সে বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক প্রযুক্তি বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থার জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসলেও এর নানারকম অপব্যবহারের কারণে সামাজিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডগুলোও সহজে সংঘটিত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আল কুর'আনের আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ও সঠিক ব্যবহার আলোচ্য গবেষণাকর্মে স্থান পেয়েছে।

গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস (Sources of Data for the Study)

গবেষণাকর্মটি দু'টি উৎসের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে; প্রাথমিক উৎস এবং দ্বৈতীয়িক উৎস।

প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

গবেষণাকর্মটি প্রাথমিক উৎস এবং দ্বৈতীয়িক উভয়বিধ উৎস অনুসরণে গবেষণা রীতির প্রতি যত্নবান থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে– সমাজে প্রচলিত সামাজিক অবক্ষয়সমূহ জানতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামত গ্রহণ। সমস্যা সমাধানে কু'রআন ও হাদিসের আলোকে উলামায়ে কিরামের মতামত, আল কুর'আন বিষয়ক বিভিন্ন প্রকাশনা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, সাময়িকী, ত্রৈমাসিকী, অর্ধবার্ষিকী, কিংবা বার্ষিকভিত্তিতে প্রকাশিত বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন, বিভিন্ন ঘোষণা সম্বলিত বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা, বিবরণী, পুস্তিকা, জার্নাল, ব্রুশিউর, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট ইত্যাদি গবেষণাকর্মের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source)

দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে কু'রআন, হাদিস, উলুমুল কুর'আন ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক গ্রন্থাদি। এছাড়া আরো রয়েছে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি, আল কুর'আনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রকাশিত জার্নাল, বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন ও আধুনিক তাফসিরগ্রন্থ, জাতীয় আর্কাইভে সংরক্ষিত তথ্য, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে কৃত জরিপের ফলাফল, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ক বই-পুস্তক, জাতীয় পত্র-পত্রিকা (অনলাইন ও কাগজে মুদ্রিত অফলাইন সংস্করণ), সরকারি-বেসরকারি নথিপত্র, সাময়িকী ও গবেষণা প্রতিবেদন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থাবলি ও বাংলাদেশ বিষয়াবলি সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি এ গবেষণাকর্মের দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[৪]

তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis)

বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য, তত্ত্ব ও উপাত্তসমূহ সম্পর্কে আলোচনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে আল কুর'আনের নির্দেশনা, ইন্টারনেটের সুফল-কুফল নিয়ে তুলনামূলকভাবে আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞানময় আল কুর'আনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আইসিটিতে বাংলাদেশের ক্রমাগ্রগতির বিভিন্ন দিক উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

---

৪. দ্বৈতীয়িক উৎসসমূহের মধ্যে আল কুর'আনে বিজ্ঞান ও আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক জার্নাল ও গ্রন্থসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় আর আল কুর'আন হলো সবচেয়ে সঠিক ও নির্ভুল তথ্যদানকারী গ্রন্থ। তাই এ সংক্রান্ত তথ্যাবলি সম্বলিত বই-পুস্তক গবেষণার উৎসের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সময়কাল (Time Frame for the Study)

এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে চার বছর সাত মাস সময় অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়কালকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বই-পুস্তক, সাময়িকী, জার্নাল, সরকারি-বেসরকারি রিপোর্ট, এতদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত বেশকিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। আল কুর'আনের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রকাশিত জার্নাল, বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক তাফসির গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ ও লাইব্রেরিওয়ার্ক করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞজনদের সাথে আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা লাভ করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ যাছাই-বাছাই করে গবেষণাকর্মের মানদণ্ড বজায় রেখে কার্য সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে ড্রাফটিং, পুনঃসম্পাদনা এবং চূড়ান্ত প্রুফসহ সময় লেগেছে প্রায় চার বছর সাত মাস। গবেষণাকর্মে নিয়োজিত মোট সময়কাল নিচের ছকের মাধ্যমে প্রদর্শিত হলো :

নিয়োজিত সময়ের তালিকা

কাজের প্রকার		নিয়োজিত সময়
১ম পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	:	৮ মাস
২য় পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	:	১০ মাস
উভয়বিধ পর্যায়ের উৎসের মাঝে সমন্বয় সাধন	:	৫ মাস
জরিপ (সমাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভাল ও মন্দ দিক)	:	৬ মাস
তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	:	৮ মাস
কম্পিউটার কম্পোজ	:	৮ মাস
১ম, ২য় ও ৩য় প্রুফ	:	৮ মাস
চূড়ান্ত মুদ্রণ, সম্পাদনা ও বাঁধাই	:	২ মাস
	মোট :	৫৫ মাস (৪ বছর ৭ মাস)

গবেষণাকর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Study)

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার সময় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারী করোনায় লকডাউন ও শাটডাউনে তথ্য সংগ্রহ ও লাইব্রেরিওয়ার্কে বেশ বিঘ্ন ঘটেছে। চলাচলে বিধি-নিষেধ থাকায় গবেষণা বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের সাক্ষাৎ পেতে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিম্নে সীমাবদ্ধতাসমূহের কতিপয় দিক উল্লেখ করা হলো :

১. **তথ্য সংগ্রহে বাধা :** করোনাকালীন সময় হওয়াতে অবাধ চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা ছিল। তাই তথ্য সংগ্রহে সময় ও অর্থ দু'টিই বেশি ব্যয় হয়েছে। তবে আল্লাহর অশেষ রহমতে ও যথাসময়ে টিকা গ্রহণ করায় সমস্যার সমাধান অনেকটা সহজ হয়েছে।

২. **তথ্য ভান্ডারের অপর্যাপ্ততা :** সারা বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত হলেও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো রেফারেন্স গ্রন্থ পাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বাংলা ভাষাতেও এর বড় অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। বিষয়টি নতুন হওয়াতে এর ব্যবহার বেড়েছে; কিন্তু সে তুলনায় এ বিষয়ে তেমন একটা গ্রন্থ প্রণীত হয়নি। তাই এতদ্‌সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে অনেক খুঁজতে হয়েছে।

৩. **গবেষণার সময় :** এম.ফিল. একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ শিক্ষার স্তর হওয়ায় এটা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে; যার জন্য পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। এ জন্য আরো বেশি সময় পেলে গবেষণাকর্মটি অপেক্ষাকৃত আরো সুন্দর ও সূচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হত।

তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা (Literature Review)

বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে **'আল কুর'আনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'** সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত যে সমস্ত একাডেমিক পুস্তক পাওয়া গেছে তার প্রায় সবই সংগ্রহ করা হয়েছে। ইসলামের আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে ইতোপূর্বে যে সকল গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে সে সকল বই-পুস্তক, গবেষণামূলক জার্নাল, প্রবন্ধ প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আধুনিক ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, উইকিপিডিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেগুলো থেকে প্রয়োজনীয় গবেষণাকর্ম, প্রকাশিত গ্রন্থ ও ওয়েবভিত্তিক পুস্তক এবং প্রবন্ধের উপর একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বিদ্যমান বিভিন্ন গবেষণাকর্ম ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হলেও আল কুর'আন ও আস সুন্নাহ্-এর আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষিত হয়নি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ইসলামি দা'ওয়াহ্ সম্প্রসারণের বিষয়ে প্রায়োগিক কোনো গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়নি।

আলোচ্য গবেষণাকর্মে **'আল কুর'আনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'** সম্পর্কে অধ্যায়ভিত্তিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ বিষয়ে বাংলাদেশে যে সকল গবেষণাকর্ম হয়েছে তা ধারাবাহিকভাবে অত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যালোচনায় মৌলিকভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইসলামের আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রাসঙ্গিক পুস্তকাদি পাঠ করে এ বিষয়ে কেমন গবেষণা হওয়া আবশ্যক এবং প্রচলিত গবেষণাকর্মের অসামঞ্জস্যতা ও ত্রুটিসমূহ তুলে ধরা হয়েছে :

মুহাম্মাদ আবু তালেব রচিত *'বিজ্ঞানময় কুর'আন'* (চট্টগ্রাম : মদিনা একাডেমি, সং. ৪, ২০০৬ খ্রি.) গ্রন্থটিতে আল কুর'আনের যে সকল বিষয় আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে প্রমাণিত সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া বিগ ব্যাঙ থিওরি, মানব সৃষ্টির ভ্রুণতত্ত্ব, মাতৃগর্ভে শিশুর বিকাশ, শিশুর জন্ম, মানব দেহের বিভিন্ন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা, মানব মনের মানসিক দিকসমূহের আলোচনা, সৃষ্টিকুলের অন্যান্য যে সকল বিষয়ে আল কুর'আনে আলোচনা করা হয়েছে এবং বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান সেগুলোকে প্রমাণিত বলে মনে করেছে সে সব বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে। তবে বিষয়গুলো যদি আরেকটু সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হত তাহলে তা আরও সহজপাঠ্য হতে পারত।

মাহবুবুর রহমান কর্তৃক রচিত *'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'* (ঢাকা : সিসটেক পাবলিকেশন্স, সং. ৮, ২০১৮ খ্রি.) শীর্ষক গ্রন্থটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক অনবদ্য একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যম হিসেবে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, সফট্ওয়্যার প্রভৃতির পরিচয়, ব্যবহার পদ্ধতি, সফট্ওয়্যার-এর বিভিন্ন ভাষা প্রভৃতি সম্পর্কে সহজ-সাবলীল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে।

মোঃ নাইমুল হক নাঈম রচিত গ্রন্থ হলো– *'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'* (ঢাকা : আইসিটি পাবলিকেশন্স, ২০১৫ খ্রি.)। গ্রন্থটি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত হয়েছে। আলোচ্য

গ্রন্থটিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয়, ব্যবহার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইন্টারনেট, সফট্ওয়্যার প্রভৃতির পরিচয়, ব্যবহার পদ্ধতি, সফট্ওয়্যার-এর বিভিন্ন ভাষা প্রভৃতি সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

কামালুদ্দীন আদ-দুমাইরি রচিত *'হায়াতুল হায়াওয়ানিল কুবরা'* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ২০০৩ খ্রি.) গ্রন্থটি প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক একটি অনবদ্য গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখক বিভিন্ন প্রাণীর পরিচয়, আল কুর'আন ও বিজ্ঞানের আলোকে প্রাণীর ভ্রুণতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, বিকাশ, জীবনপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান রচিত *'কম্পিউটার ও আল কুর'আনের সত্যতার বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ'*(ঢাকা : ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৪১৭ হি.) শীর্ষক গ্রন্থটি সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে আল কুর'আনের সত্যতা প্রমাণে অনবদ্য একটি গ্রন্থ। আল কুর'আনে সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে সর্বপ্রথম গবেষণা করেন মিসরের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. রাশাদ খলিফা। ১৯৭৩ সালে তিনি এ চমকপ্রদ গবেষণাটি পরিচালনা করেন। এ গবেষণার মধ্য দিয়ে তিনি আল কুর'আনে ১৯ সংখ্যার দুর্ভেদ্য বন্ধন আবিষ্কার করেন। কম্পিউটার প্রদত্ত গাণিতিক সংখ্যা অনুযায়ী আল কুর'আনের অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করতে হলে মানুষকে ৬৩ অকটিলিয়ন বার চেষ্টা করতে হবে; তারপরও সফলতা আসবে মাত্র একবার। তবে আধুনিক গবেষকগণ তার এ গবেষণাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ড. মোঃ আবদুল কাদের রচিত *'ইসলাম ও মিডিয়া'*(ঢাকা : সেন্টার ফর দা'ওয়াহ্ অ্যান্ড শরী'আহ স্টাডিজ, ১ম প্রকাশ, ২০১২ খ্রি.) শীর্ষক গ্রন্থটি ইসলাম ও মিডিয়া বিষয়ক অনবদ্য একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে মিডিয়ার স্বরূপ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ইসলামি মিডিয়ার সংজ্ঞা, উৎস, মূলনীতি, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইত্যাদি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া গণমাধ্যমের পরিচয় তুলে ধরার পাশাপাশি প্রাচীন ও আধুনিক গণমাধ্যমসমূহের ব্যবহার সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও ইসলামের দৃষ্টিতে গণমাধ্যম ব্যবহারের গুরুত্ব, ইসলামি মিডিয়ার সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং রসুল (সা.) ইসলামি দা'ওয়াহ্ পরিচালনায় যেসব মাধ্যম ব্যবহার করেছেন তা তুলে ধরা হয়েছে।

ড. মোঃ আবদুল কাদের রচিত অপর একটি গ্রন্থ হলো *'ইসলামী দা'ওয়াহ ও আধুনিক মিডিয়া'*(ঢাকা : নাহদাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০১৯ খ্রি.)। আলোচ্য গ্রন্থটিতে ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর পরিচিতি, ইসলামি দা'ওয়াহ্র ইতিহাস, দা'ওয়াহ্র উৎসমূল, ইসলামি দা'ওয়াহ্র পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি দা'ওয়াহ্র ইতিহাস আলোচনায় গ্রন্থকার রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগ, খুলাফায়ে রশিদিন-এর যুগ, বানু উমাইয়াদের যুগ, আব্বাসিয়দের যুগ, উসমানিয়দের যুগ এবং আধুনিক যুগের ইসলামি দা'ওয়াহ্ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর উৎসমূল সম্পর্কিত আলোচনায় লেখক দা'ওয়াহ্'র প্রমাণাদি, উৎসসমূহ, দা'ওয়াহ্-এর রুকনসমূহ তথা দা'ই, মাদ'উ, দা'ওয়াহ্'র বিষয়বস্তু প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি ইসলামের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইসলামি দা'ওয়াহ্র পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কিত আলোচনায় হিকমাহ্, মাউ'য়িযা হাসানাহ্, মুজাদালাহ্, উত্তম নমুনা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি দা'ওয়াহ্'র মাধ্যমসমূহ সম্পর্কিত আলোচনায় অবস্তুগত মাধ্যম ও বস্তুগত মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনায় লেখক আধুনিক মিডিয়া ও ইসলামি দা'ওয়াহ্ এবং ইসলামি দা'ওয়াহ্ প্রসারে আধুনিক মিডিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন।

মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম রচিত *'আল কুর'আন শব্দ সংখ্যা ও তার শিক্ষা'*(ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০১৪ খ্রি.) বিষয়ক গ্রন্থটি সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে আল কুর'আনের সত্যতা প্রমাণে অনবদ্য

একটি গ্রন্থ। তথ্যবহুল এ বইটিতে লেখক কুর'আনকে এক অলৌকিক বিস্ময়কর গ্রন্থ হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কুর'আনের একই শব্দ অবস্থানভেদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশের যে তাৎপর্য রয়েছে তার প্রমাণ দিয়েছেন। এতে গাণিতিক সংখ্যা, শব্দের সমতা-অসমতা ও অর্থের ভিন্নতা প্রসঙ্গে সুন্দর আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। শব্দ সংখ্যা 'ঊনিশ' এবং 'দিন'-এর তাৎপর্য ভালভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। লেখকের দার্শনিক চিন্তাধারার চিত্র তার লেখনিতে ফুটে উঠেছে। তবে সহজ ও সাবলীল বাক্য ব্যবহার করা হলে পাঠকবৃন্দ আরো বেশি উপকৃত হতে পারত।

মাসুদ হাসান ও মাহবুব মোর্শেদ রচিত গ্রন্থটির নাম হলো– *'কম্পিউটার'* (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০১৪ খ্রি.)। গ্রন্থটিতে কম্পিউটারের পরিচয়, ইতিহাস, বহুমুখী ব্যবহার ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ড. শামসুল আলম ও অন্যান্যদের রচিত গ্রন্থটির নাম *'বাংলাদেশের পরিচয়'* (ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, নভেম্বর ২০০১ খ্রি.)। গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস, মধ্য যুগ, ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস চমৎকাররূপে তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পরিচয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এম আমিনুল আলম রচিত *'মাধ্যমিক ভুগোল'* (ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, নভেম্বর ১৯৯৮ খ্রি.) শীর্ষক গ্রন্থটি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি তথা ভৌগোলিক সীমা, স্থলভূমি, জলাভূমি, বনাঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল, পর্যটন, প্রশাসনিক অঞ্চল প্রভৃতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

রফিকুল ইসলাম আজাদ রচিত কলাম হলো *'৩৩ মিলিয়ন ইন্টারনেট ইউজার্স ইন বাংলাদেশ,* দ্যা ইনডিপেনডেন্ট' (ঢাকা : ইনডিপেনডেন্ট পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি.)। এখানে তিনি বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা, ব্যবহার পদ্ধতি, কোন কোন প্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়, সে সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন।

শাহাব উদ্দিন মাহমুদ রচিত প্রবন্ধ হলো– *'বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব'* (http://www.albd.org/bn/articles/news/31416/, visited on 10/03/2019 AD)। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সরকারি সেবায় তথ্য-প্রযুক্তি, কৃষি, চিকিৎসা সেবা, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে।

ড. রাশিদ আসকারী রচিত প্রবন্ধটি হলো– *'ভিশন ২০২১ : স্বপ্ন ও বাস্তবতা'* (ঢাকা : দৈনিক ইত্তেফাক, ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৫ জুন ২০১৫ খ্রি., দেখা হয়েছে ০৮/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখে)। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক ভিশন ২০২১-এর লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যেখানে দারিদ্র্য সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হবে। ভিশন ২০২১ তথা রূপকল্প-২০২১-এর ২২টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচিত হয়েছে। তারপর এসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে যে সকল সমস্যা ও প্রতিকূলতা মুকাবিলা করতে হবে সেগুলোও এ প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

জুনায়েদ আহমদ পলক রচিত প্রবন্ধটির নাম হলো– *'তরুণেরাই গড়বে নতুন দেশ, ডিজিটাল হবে বাংলাদেশ'* (ঢাকা : দৈনিক যুগান্তর, যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিমিটেড, ২৩ মার্চ ২০১৫ খ্রি.)। আলোচ্য প্রবন্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে যে সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে, যেগুলো বাস্তবায়নাধীন এবং যে সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের

পরিকল্পনায় রয়েছে সেগুলো উত্থাপিত হয়েছে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারলে কী পরিমাণ কর্মসংস্থান হবে ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সকল কার্যক্রমের প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা (Structure of the Study)

গবেষণার সুবিধার্থে **'আল কুর'আনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'** শিরোনামক এ অভিসন্দর্ভটিকে ৬টি অধ্যায় ও প্রত্যেকটি অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার শিরোনাম ও পরিচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নোক্তভাবে করা হয়েছে :

প্রথম অধ্যায় : 'গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা' শিরোনামাধীন ভূমিকা সম্বলিত এ অধ্যায়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। তার মধ্যে গবেষণার গুরুত্ব, গবেষণার এ শিরোনাম নির্ধারণের যৌক্তিকতা, গবেষণার পদ্ধতি, গবেষণাকর্মের পরিধি, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, গবেষণার সময়কাল, গবেষণাকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণার গঠন পরিকল্পনা প্রভৃতি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' শিরোনামাধীন এ অধ্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়কে চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পরিচ্ছেদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ' শিরোনামাধীন এ অধ্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়কেও চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশ পরিচিতি শিরোনামে বাংলাদেশের নামকরণ, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, ভৌগোলিক সীমারেখা, জল ও স্থলভূমি, বিশ্বের মাঝে এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শিল্প-বাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সূচনা ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সাম্প্রতিক সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের সফলতা তুলে ধরা হয়েছে এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উল্লিখিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : 'আল কুর'আনের আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' শিরোনামাধীন এ অধ্যায়ে আল কুর'আনের আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়কে চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে আল কুর'আনের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয়, আল কুর'আন ও আল হাদিসের আলোকে কুর'আনের পরিচয়, বিভিন্ন আলিম ও পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে কুর'আনের পরিচয় সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আল কুর'আনে তথ্যের ধরন, তথ্যানুসন্ধান ও সংরক্ষণের নির্দেশনা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আল কুর'আনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ ও আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আল কুর'আনে সংখ্যাতত্ত্ব ও সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : 'আল কুর'আনের দৃষ্টিতে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার' শিরোনামাধীন অধ্যায়টিকে তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে রসুলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক যোগাযোগ

প্রযুক্তি গ্রহণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্বীন প্রচারে আধুনিক মিডিয়া ও ইন্টারনেট এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে দ্বীন প্রচারের মাধ্যম হিসেবে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে ইসলাম প্রচারকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে আল কুর'আনের নির্দেশনা' শিরোনামাধীন এ অধ্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে আল কুর'আনের নির্দেশনা কী সে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করণপূর্বক প্রথম পরিচ্ছেদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বিদ্যমান অপব্যবহারসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ জাতীয় অপব্যবহারসমূহ প্রতিরোধে আল কুর'আনের দিক-নিদের্শনা ও অনুশাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিক অনুশাসন ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপসংহার : ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনা শেষে একটি উপসংহার সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উপসংহার হিসেবে এতে সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত অভিসন্দর্ভের সার-নির্যাস সংক্ষিপ্তাকারে উত্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে যে অনুভূতিতে এর উপাত্ত প্রণীত হয়েছে সে বিষয়ে একান্ত অভিব্যক্তি এ উপসংহারে তুলে ধরার প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়েছে। আল কুর'আনের আলোকে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় এ বিষয়ে আরো কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়গুলোও তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে যা আলিম-উলামা, আল কুর'আন বিশেষজ্ঞ, দ্বীনের প্রচারকগণ, ধর্মীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারকারীগণ, আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিক্ষিপ্ত থাকা আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক দিক-নির্দেশনা জানতে আগ্রহীগণ ও ইসলামি দা'ওয়াহ্ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষকবৃন্দসহ অনুসন্ধিৎসু আপামর জনগণের বিশেষভাবে উপকারে আসবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভ থেকে আল কুর'আন ও সুন্নাহ্র অনুশাসন অনুসরণপূর্বক কুর'আন-সুন্নাহ্ থেকে উৎসারিত ও উৎকলিত আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এবং জনকল্যাণকামী ইসলামি দা'ওয়াহ্ মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে জগৎময় শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ যৎসামান্য উপকার লাভ করতে পারলেই এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। মহান আল্লাহ যেন এ সামান্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন সে কামনাই করছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো

দ্বিতীয় অধ্যায়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
প্রথম পরিচ্ছেদ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয়

একবিংশ শতাব্দীর এ বিশ্বায়নের যুগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশে একটু দেরিতে হলেও এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রযুক্তি ছাড়া সমগ্র পৃথিবীই আজ অচল। গবেষণা থেকে শুরু করে শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা, কৃষিসহ ঘরে-বাইরে, মহাকাশে, মহাসমুদ্রে সকল ক্ষেত্রেই আজ প্রযুক্তির ছোঁয়া। প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া আজকের পৃথিবীতে কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না। তাই প্রযুক্তি সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।

বাংলাদেশের সর্বত্র তথা– ব্যবসায়, শিক্ষা, কৃষি, উন্নয়নমূলক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ সকল ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। মোটকথা দেশের সরকার ও জনগণ বাংলাদেশকে তথ্য-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধশালী একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে চায়।

দেশের সর্বস্তরের মানুষ প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী না হলেও ন্যূন্যতম ব্যবহার জানা খুবই জরুরি। এ বিষয়ে সকলের আগ্রহ ও প্রচেষ্টাই একদিন বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবে। যে-কোনো বিষয়কে বুঝতে হলে প্রথমেই সে বিষয়ের সংজ্ঞা তথা পরিচয় জানতে হয়, সে লক্ষ্যে এ পরিচ্ছেদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শাব্দিক, পারিভাষিক ও আধুনিক সংজ্ঞা আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্য (Information)-এর পরিচয়

তথ্য হলো উপাত্ত (Data), যা প্রযুক্তির উপকরণ।[১] 'আরবিতে এর প্রতিশব্দ 'মা'লুমাত', যার অর্থ হলো– জ্ঞাত বিষয়, নির্দিষ্ট বিষয়।[২] বিশ্বখ্যাত অনলাইন জ্ঞানভাণ্ডার উইকিপিডিয়াতে তথ্য বা ইংরেজিতে Information (সংক্ষেপে Info)-কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে– 'তথ্য হলো যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে উত্থাপিত যে-কোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর যা সে বিষয়টি সম্পর্কিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে। এ প্রশ্নের উত্তরে দু'টি অংশ থাকতে হবে। এদের একটি হলো ডাটা বা উপাত্ত, যেটি আসলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বৈশিষ্ট্যাবলির মান প্রকাশ করে এবং অপরটি হলো জ্ঞান বা নলেজ (Knowledge) যা সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সত্যিকার কী, সে সম্পর্কে একটি বিমূর্ত ধারণা প্রকাশ করে।'[৩]

মোটকথা, বিভিন্ন উপাত্ত বা ডাটা প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিচালন এবং সংঘবদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলকে তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৪] যা কোনো মানুষের মস্তিষ্কে প্রেরণ করা হলে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

তথ্য-প্রযুক্তির পরিচয়

যে প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য দ্রুত আহরণ, প্রয়োজন অনুযায়ী সংরক্ষণ, আধুনিকীকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং বিতরণ করা হয়, তাকে তথ্য-প্রযুক্তি বলা হয়। ইংরেজিতে Information Technology ও

---

১. www.tathya-projukti.blogspot.com/p/blog-page_8501.html, visited on 16.03.2018 AD
২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, সং. ৩১, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৯৭৪
৩. মাহবুবুর রহমান, *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*(ঢাকা : সিসটেক পাবলিকেশন্স, সং. ৮, মে ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ২
৪. www.bn.wikipedia.org/wiki/তথ্য/, visited on 16.03.2018b AD

সংক্ষেপে (IT) বলে।[৫] অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে তথ্য-প্রযুক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে– 'The branch of technology concerned with the dissemination processing and storage of information, especially by means of computers.'[৬]

মোটকথা, তথ্য বিতরণের ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক কার্যাবলি পরিচালনার বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়াকেই এক কথায় 'তথ্য-প্রযুক্তি' বলা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সংজ্ঞা

তথ্য প্রযুক্তির সাথে বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বলা যায়, এরা একে অন্যের পরিপূরক। তথ্য ও যোগাযোগ এ দু'টি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে খুব দ্রুত ও সহজে তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব। তাই এখন তথ্য-প্রযুক্তিকেই 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বলা হয়।[৭] যে প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্যের সত্যতা ও বৈধতা যাচাই-বাছাই, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, আধুনিকীকরণ ও ব্যবস্থাপনা করা হয়, তাকে তথ্য-প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি (Information Technology) বা সংক্ষেপে আইটি (IT) বলা হয়।[৮]

ভিন্নভাবে বলা যায়– আইসিটি (ICT-Information and Communication Technology) : অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, তথ্যের আহরণ, সমাবেশ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিনিময়ের নিমিত্তে ব্যবহৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সমন্বয়কে তথ্য প্রযুক্তি বা আইটি (Information Technology) বলা হয়। বর্তমানে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটিং, সম্প্রচার এবং প্রযুক্তির এমন অনেক শাখা রয়েছে যেগুলোকে আর পৃথকভাবে কল্পনা করা যায় না। সুতরাং তথ্য-প্রযুক্তির সাথে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই এখন ইহাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অর্থাৎ আইসিটি (Information and Communication Technology)-ও বলা হয়।[৯]

আইসিটি (ICT)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন, 'Information and communication technology is a term that refers to different aspects. This includes services such as data management, telecommunications, computing, and the internet. There is no one definition that can fit ICT as it differs depending on where it would be used.'[১০]

মানুষের জ্ঞানার্জনের বাহন হলো তথ্য। যে যত বেশি তথ্যসমৃদ্ধ সে তত বেশি জ্ঞানী। আল কুর'আন হলো সকল তথ্যের আকর। এ যাবত আল কুর'আনই মানব জাতিকে সবচেয়ে নির্ভুল ও বেশি তথ্য প্রদান করেছে। আল-কুর'আন আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থিত অসংখ্য তথ্যে পরিপূর্ণ। অতএব, বিশ্বায়নের এ যুগে নিজেকে এবং দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে হলে তথ্য-প্রযুক্তির চর্চা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে।

---

৫. মোঃ নাইমুল হক নাঈম, *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*(ঢাকা : আইসিটি পাবলিকেশন্স, ৩য় প্রকাশ, জুন ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৩৮

৬. মাহবুবুর রহমান, *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৭. www.beshto.com/questionid/16115, visited on 16.03.2018 AD

৮. সম্পাদনা পরিষদ, *আলিম সৃজনশীল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*(ঢাকা : দারসুন পাবলিকেশন্স, সং. ১, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩৫

৯. আনোয়ার হোসেন, *কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস্*(ঢাকা : হক পাবলিকেশন্স, সং. ১, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৩৫

১০. Graham Brown, Brian Sargent & David Watson, *Cambridge IGCSE ICT*(London : Hodder Education, ed. 2, 2016 AD), p. 10

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটি সাধারণভাবে তথ্য-প্রযুক্তির সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এক ধরনের একীভূত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও তৎসম্পর্কিত এন্টারপ্রাইজ সফট্ওয়ার, মিডলওয়ার, তথ্য সংরক্ষণ, অডিও-ভিডিও সিস্টেম ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত এমন এক ধরনের ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী খুব সহজে তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও বিশ্লেষণ করতে পারে। প্রযুক্তিতে আইসিটি শব্দটির ব্যবহার একাডেমিক গবেষকরা ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে শুরু করে। কিন্তু ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে শব্দটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্টিভেনসন ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাজ্য সরকারকে দেয়া এক প্রতিবেদনে এ শব্দটি উল্লেখ করেন, যা পরবর্তীতে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাজ্যের নতুন জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করা হয়। নিচে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎপত্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎপত্তি এক বিপ্লবের ধারাবাহিক ফসল হিসেবে অভিহিত। প্রাথমিক যুগে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল মৌখিক। এরপর জন্ম নেয় ভাষার আদিরূপ প্রতীক বা বর্ণমালা। প্রতীকের আবিষ্কার সমাজ-সভ্যতায় নতুন দিগন্তের সূচনা করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠে এ প্রতীক।

মানবীয় যোগাযোগের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ঐতিহাসিক বিপ্লব সংঘটিত হয় পনের শতকে। এর মূলে ছিল ১৪৫৫ খিস্টাব্দে প্রিন্টিং প্রেসের আবিষ্কার। মার্শাল ম্যাকলুহানের মতে, গুটেনবার্গে প্রিন্টিং প্রেসের উৎপত্তিই গণযোগাযোগের সূত্রপাত ঘটিয়েছে।[১১] প্রিটিং প্রেসের আবিষ্কারের ফলে বই ও সংবাদপত্র ছাপার কাজ সহজ হয়েছে। বিপুল সংখ্যক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। প্রিন্টের আবিষ্কার পশ্চিম ইউরোপের সংস্কৃতির রূপ বদলে দিয়েছে এবং আধুনিক সভ্যতার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। পাশাপাশি প্রিন্টের আবিষ্কার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। ম্যাকলুহানের মতে, ফরাসি ও আমেরিকান বিপ্লবের মূলে ছিল মুদ্রণের আগমন।[১২]

আঠারো শতকে ঘটে শিল্প বিপ্লব। এ সময় বিপুল সংখ্যক মানুষ নগরমুখী হয়ে পড়ে। গড়ে উঠে গণসমাজ ও গণভোক্তা। গণসমাজে তথ্য ও বিনোদনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে দারুণভাবে বিকশিত হয় সংবাদপত্র শিল্প। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হয় এবং এর মাধ্যমে সরাসরি দ্বি-মুখী যোগাযোগের সূত্রপাত ঘটে। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে টেলিফোনের আবিষ্কার এ যোগাযোগকে আরও সমৃদ্ধ করে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে সিনেমা বা চলচ্চিত্রের আবিষ্কার বিনোদন কারখানার জন্ম দেয়।[১৩]

---

১১. ড. মোঃ আবদুল কাদের, *ইসলামী দা'ওয়াহ ও আধুনিক মিডিয়া*(ঢাকা : নাহদাহ পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ২২৫-২২৬

১২. Marshal McLuhan, *The Gutenberg Galaxy : The Making of typographic man*(Toronto : University of Toronto Press, 1962 AD), p. 55

১৩. www.bn.wikipedia.org/wiki/চলচ্চিত্রের_ইতিহাস, visited on 30.03.2022 AD

বিশ শতকের শুরুর দিকে রেডিও-টেলিভিশন, ফটোগ্রাফি ও সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের বিকাশ গণযোগাযোগকে সমৃদ্ধ করে। এ ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমগুলো গণযোগাযোগে গতি আনয়ন করে। তথ্য ও শিক্ষার বিস্তার, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও যোগাযোগ স্যাটেলাইট আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে গণযোগাযোগ পূর্ণতা লাভ করেছে। এ মাধ্যমগুলো গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন করেছে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে কম্পিউটার বাজারে আসে। কম্পিউটার তথ্যের সংরক্ষণাগার হিসেবে কাজ করে। ইন্টারনেট সে তথ্য মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। আর যোগাযোগ স্যাটেলাইট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বার্তাকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেয়।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে যোগাযোগ স্যাটেলাইট অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে স্যাটেলাইট টেলস্টার যাত্রা শুরু হয়। এর মাধ্যমে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত করা সম্ভব হয়ে উঠে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারনেটের মডেল আবিষ্কৃত হয়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ক্যাবল টিভির প্রচার শুরু হয়। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আইবিএম বাজারে ব্যক্তিগত কম্পিউটার (পিসি) আনে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের পর সকলের জন্য ইন্টারনেট উন্মুক্ত হয়। ইন্টারনেটের কল্যাণে স্থান ও সময়গত দূরত্ব কমে গেছে। সময় যতই অতিবাহিত হচ্ছে, গণযোগাযোগ ততই সমৃদ্ধ হচ্ছে। গণযোগাযোগে নতুন নতুন সব উপকরণ, উপাদান ও মাধ্যম সংযুক্ত হচ্ছে। নতুন উপকরণের বিচিত্র চরিত্র গণযোগাযোগের প্রচলিত ধরন, কৌশল, সংজ্ঞাকে পাল্টে দিচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের ফলে গণযোগাযোগের স্বরূপ পরিবর্তনের এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।[১৪]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ

ইন্টারনেট ব্যবস্থা : বর্তমান যুগে দৃশ্যমান পরিচ্ছন্ন ইন্টারনেট ব্যবস্থা একদিনের চেষ্টার ফসল নয়। অন্যান্য প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিবর্তনের ন্যায় ইন্টারনেট প্রযুক্তিরও পিছনে ফেলে আসা একরাশ গৌরবান্বিত ইতিহাস রয়েছে। ইন্টারনেটের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আরপানেট (ARPANet– Advanced Research Project Administration Networks)[১৫] নামক প্রকল্পের মধ্যে এর মূল রহস্য লুকিয়ে আছে। আর এ আরপানেট প্রকাশের উদ্যোক্তা হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Department of Defence Advanced Research Project Agency–এর সন্ধান পাওয়া যায়, যাকে সংক্ষেপে ARPA (Advanced Research Project Agency) বলে। ARPA হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা। এ সংস্থার প্রধান কাজ মার্কিন সামরিক বাহিনীর ব্যবহারের জন্য নিত্য-নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করার প্রতিক্রিয়া হিসেবে মর্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সংস্থা গঠন করে। এ সংস্থার বিজ্ঞানীরা নিজেদের মধ্যে তথ্য লেনদেনের জন্য যে ARPANet প্রকল্প তৈরি করেন, এরই ক্রমবিবর্তনের ফলশ্রুতিই আজকের ইন্টারনেট।[১৬]

---

১৪. ড. মোঃ আবদুল কাদের, *ইসলামী দা'ওয়াহ ও আধুনিক মিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

১৫. www.en.wikipedia.org/wiki/ARPANET, visited on 05.03.2019 AD

১৬. প্রাগুক্ত।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ARPANet প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে ক্রমশ আশাতীত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের লসএঞ্জেলস-এর UCLA ল্যাবরেটরিতে ARPANet-এর মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থায় প্রথম কম্পিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। এরপর ৫ ডিসেম্বর মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় লসএঞ্জেলস, মেনলো পার্ক, সান্তা বারবারা ও উটাই বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কের আওতায় এনে আরপানেট-এর অফিসিয়াল উদ্ভাবনী ঘোষণা করে। প্রাথমিক অবস্থায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এ নেটওয়ার্কের ব্যবহার উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু সে ব্যবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। তারপর ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগের উপযোগী ইন্টারনেট প্রোটোকল TCP/IP উদ্ভাবনের সাথে Internet শব্দটি চালু হয়। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ARPANet-এ TCP/IP প্রটোকল ব্যবহার শুরু হয়। এরপর Internet-এর ব্যবহার ব্যাপক চালু হয়।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন নেটওয়ার্ক (NSFNet) প্রতিষ্ঠার ফলে আরপানেট-এর প্রভাব খর্ব হয় এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান নেটওয়ার্ক উন্নয়নে অংশীদার হয়। অবশেষে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে আরপানেট-এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং এটি ইন্টারনেট নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ISP (Internet Service Provider) বা ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান চালুর ফলে সকলের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।[১৭]

ইন্টারনেটের ব্যবহার : বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উদ্ভাবন কম্পিউটার। আর ইন্টারনেট সে বিস্ময়কর উদ্ভাবনকে সিক্ত করেছে। ইন্টারনেটের উপযোগিতা এক কথায় শেষ হওয়ার নয়। কেবলমাত্র তথ্য আদান-প্রদান করার জন্য ইন্টারনেটের উৎপত্তি হলেও ইন্টারনেটের আওতা বর্তমানে বিশাল বিস্তৃত হয়েছে। সে সাথে ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগিতাগুলো উপস্থাপন করা হলো :

১. **তথ্য আদান-প্রদানে ইন্টারনেট :** বিভিন্ন ধরনের তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহৃত হচ্ছে।

২. **চিঠিপত্র আদান-প্রদানে ইন্টারনেট :** পোস্টাল সার্ভিস ও কুরিয়ার সার্ভিসের বিকল্প হিসেবে ই-মেইল করে সহজে ইন্টারনেটের মাধ্যমে চিঠিপত্র ও ডক্যুমেন্ট আদান-প্রদান করা যায়।

৩. **তথ্য আহরণে ইন্টারনেট :** নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক তথ্য আহরণের সর্বোত্তম ও সহজ মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। ইন্টারনেট সরবরাহ করে সকল তথ্য ব্রাউজিং করে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিজের কম্পিউটারে আনা যায়।

৪. **সংবাদ সরবরাহে ইন্টারনেট :** বিশ্বের যে-কোনো স্থানে ঘটে যাওয়া ঘটনার সচিত্র সংবাদ সরবরাহ করে ইন্টারনেট। যেমন, ইরাক যুদ্ধ অনেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছে।

৫. **সফট্ওয়্যার সরবরাহে ইন্টারনেট :** ইন্টারনেটের সাহয্যে প্রয়োজনীয় যে-কোনো সফট্ওয়্যার ডাউনলোড করা যায়। কোনো সফট্ওয়্যার বাজারজাত হওয়ার সাথে সাথে ইন্টারনেট থেকে তা নিজের কম্পিউটারে ডাউনলোড পদ্ধতিতে ইন্সটল করা যায়।

---

১৭. আনোয়ার হোসেন, *কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৯

৬. **শিক্ষা ক্ষেত্রে ইন্টারনেট :** শিক্ষা ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সর্বাধুনিক অবদান হলো অনলাইন এডুকেশন সিস্টেম। এর মাধ্যমে ঘরে বসেই সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা লাভ আজ সম্ভব হচ্ছে। ইন্টারনেটের সাহায্যে বিশ্বের খ্যাতনামা লাইব্রেরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একজন অনুসন্ধিৎসু শিক্ষানুরাগী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ইন্টারনেট শিক্ষামূলক যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে। তাছাড়া অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা পৃথিবীতে বিভিন্ন দুর্যোগপূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শিক্ষাকে মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছে।[১৮]

৭. **ব্যবসা-বাণিজ্যে ইন্টারনেট :** ইন্টারনেটে থাকে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য, যেমন– শেয়ার বাজার, পণ্যের চলতি দাম, স্টক ইত্যাদি। একজন অনুসন্ধিৎসু ব্যবসায়ী ইন্টারনেটের সাহায্যে তার প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক তথ্য সহজে দেখতে পারে। ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে বর্তমানে ই-শপিং এর ধারণা প্রসার লাভ করছে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই এ ব্যবস্থায় লাভবান হচ্ছে। বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিকে বাদ দিয়ে তুলনামূলকভাবে স্বল্পমূল্যে ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া পুরাতন জিনিস বেচাকেনা ও অনলাইন রিক্রুটমেন্ট-এর ক্ষেত্রেও ইন্টারনেট এক নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।[১৯]

৮. **বিজ্ঞাপন প্রচারে ইন্টারনেট :** পণ্যের বিজ্ঞাপন নিমিষে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার একমাত্র সহজ মাধ্যম হলো ইন্টারনেট।

৯. **বিনোদনে ইন্টারনেট :** বিনোদন ব্যবস্থাও ইন্টারনেটে বিদ্যমান। গান শোনা, সিনেমা দেখা, খেলা দেখা ইত্যাদি বিবিধ বিনোদনমূলক ব্যবস্থা ইন্টারনেটে বিদ্যমান রয়েছে। আর সর্ববৃহৎ ভিডিও স্টোরেজ, প্লেব্যাক ও শেয়ার-এর সাইট ইউটিউব। দিন দিন এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ক্যাবল টিভির দর্শক ক্রমহ্রাসমান গতিতে হ্রাস পাচ্ছে ও ইউটিউব দর্শক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০. **স্যোসাল মিডিয়াতে ইন্টারনেট :** তথ্যের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সর্বাধুনিক অবদান হলো স্যোসাল মিডিয়া। স্যোসাল মিডিয়া ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে তথ্যের আদান-প্রদান তথা যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এর সাহায্যে বিশ্বের যে-কোনো স্থানের লোকের সাথে চ্যাটিং, ভিডিও কল, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে।[২০]

উপরিউক্ত আলোচনায় কেবলমাত্র প্রধান প্রধান ইন্টারনেট উপযোগিতাসমূহ আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও ইন্টারনেটের আরও অনেক উপযোগিতা রয়েছে।

ওয়েবসাইট (Website) : একটি সিরিজ বা একগুচ্ছ Webpage-কে World Wide Web-এর মাধ্যমে Internet-এ সংযোগ করাই হলো ওয়েবসাইট।[২১] একটি ওয়েবপেজের মাধ্যমে ডকুমেন্ট, প্লেইন টেক্সট, বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে Hyper Text Markup Language (HTML, XHTML)-এর মাধ্যমে লেখা হয়। প্রত্যেক ব্যবহারকারী World Wide Web (www)-এর

---

১৮. www.banglarachana.com/, visited on 10.10.2020 AD
১৯. www.banglarachana.com/ইন্টানেট রচনা/, visited on 11.10.2020 AD
২০. প্রাগুক্ত।
২১. www.bn.wikipedia.org/wiki/ওয়েবসাইট, visited on 10.05.2019 AD

মাধ্যমে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে বিভিন্ন তথ্য (Information) সংগ্রহ করে থাকে। বড় বড় কোম্পানি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব Website থাকে। যেমন, www.cricinfo.com এ Website-এর মাধ্যমে ক্রিকেট খেলার বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।

ওয়েব ব্রাউজার (Web Browser) : ওয়েব ব্রাউজার হলো এমন একটি সফট্ওয়্যার, যা ব্যবহার করে World Wide Web (www)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের তথ্য উপস্থাপন ও উদ্ধার করা যায়। যেমন– Internet explorer, Mozila Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Netscape Navigator, Slim Browser, Konqueror, UCBrowser, Flock, GNOME Web, iCab, Shiira, Maxthon, Dooble, OmniWeb, Brave, Roccat, Xombrero, Grail, Uzbl, QtWeb, Vivaldi, rekong, Surf, WebPositive, Chromium, Lynx, Tor Browser, Lunascape, SeaMonkey, NetFroot, Bolt, Origyn, NokiaBrowser, Arora, Links, Galeon, K-Meleon, Sleipnir, GreenBrowser, AvantBrowser, NetSurf, GNU IceCat, Midori, Falkon, E-links, Amaya, Conkeror, AOL Explorer etc. প্রভৃতি।[২২]

সার্চ ইঞ্জিন (Search Engine) : সার্চ ইঞ্জিন কোনো তথ্য (Information)-কে খুঁজে বের করার জন্য ডিজাইন করা হয় World Wide Web (www)-এর মাধ্যমে। সার্চ ইঞ্জিন বিভিন্ন ওয়েব পেজ, ইমেজ, তথ্য (Information) এবং বিভিন্ন ধরনের ফাইলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে কোনো তথ্য (Information) পেতে হলে লিস্টের জায়গায় Information-এর নাম লিখে Search option click করলে ফলাফল (Result) প্রদর্শিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বর্তমানে গুগল সার্চ ইঞ্জিন (Google Srarch Engine) হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।[২৩]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা (Contemporary Trends of ICT) : বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সব ধরনের কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। কার্য সম্পাদনের দ্রুততা, বিশ্বস্ততা, তথ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা সর্বোপরি নির্ভরযোগ্যতার মত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে কম্পিউটারের প্রয়োগক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। বর্তমানে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে প্রযুক্তির ব্যবহার নেই। অতি সম্প্রতি অনেক বিষয়ে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এরূপ কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

(ক) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা : কোনো যন্ত্র নিজের থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কম্পিউটার ঠিক সে কাজগুলোই করে; যা তার মধ্যে পূর্বেই প্রোগ্রাম সেট করা থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কম্পিউটার বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা, যেখানে কম্পিউটারকে মানুষের চিন্তাশক্তি অনুকরণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়। বিজ্ঞানের যে শাখায় কম্পিউটারের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হয় তাকে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলে। মূলত কম্পিউটারকে একজন মানুষের পরিপূরক হিসেবে তৈরির প্রচেষ্টাই হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজ। আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানীরা কাজ করে যাচ্ছেন।[২৪]

---

২২. www.google.com/search?q=list+of+web+browser, visited on 25.05.2022 AD
২৩. মোঃ মাসউদুর রহমান, *ইসলামিক ওয়েব সাইট ডাইরি*(ঢাকা : ওয়েব প্রকাশনী, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১১
২৪. www.bn.wikipedia.org/wiki/কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, visited on 20.10.2019 AD

(খ) রোবোটিক্স : রোবোটিক্স শব্দটি এসেছে 'রোবোট' শব্দ থেকে যা আসে 'কারেল কাপেক'-এর একটি নাটক থেকে। তার নাটকে 'রোবোটা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, যা পরিবর্তিত হয়ে 'রোবোট' হয়; এর অর্থ হলো শ্রমিক।[২৫] রোবটিকস্ প্রযুক্তির একটি শাখা যা রোবোটের নকশা, নির্মাণ, অপারেশন, অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।[২৬] রোবোটের বিভিন্ন অংশ রয়েছে। সেগুলো হলো : (১) পাওয়ার সিস্টেম; (২) অ্যাকচুয়েটর; (৩) অনুভূতি ও (৪) ম্যানিপিউলেশন।

রোবোটের ব্যবহার : বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির বিস্ময়কর আবিষ্কার রোবোটের বিভিন্নমুখী ব্যবহার শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানীরা উৎপাদনমুখী নানা কাজে রোবোটের ব্যবহার করা শুরু করেছেন। যে সকল কাজে রোবোটের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে সেগুলো হলো : ম্যানুফ্যাকচারিং কাজে, বিপজ্জনক কাজে, ভারি শিল্প কারখানায়, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার কাজে, মেইল ডেলিভারির কাজে, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে, নিরাপত্তার কাজে, পুলিশের সাহায্যকারী হিসেবে, চিকিৎসায়, সামরিক ক্ষেত্রে, মহাকাশ গবেষণায় ও ঘরোয়া কাজে।

(গ) ক্রায়োসার্জারি (Cryosurgery) : ক্রায়োসার্জারি (Cryosurgery) বা ক্রায়োথেরাপি হলো অস্ত্রোপচারের অন্যতম একটি আধুনিক পদ্ধতি। অস্বাভাবিক টিস্যু ধ্বংস করতে নাইট্রোজেন গ্যাস বা অর্গন গ্যাস থেকে উৎপাদিত প্রচণ্ড ঠান্ডা তরল ত্বকের বাহ্যিক চামড়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় যা ক্রায়োসার্জারি নামে পরিচিত। গ্রিক শব্দ cryo-এর অর্থ বরফের মত ঠান্ডা এবং surgery অর্থ হাতের কাজ। খুব শীতলীকরণ তরল পদার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে শরীরের অসুস্থ বা অস্বাভাবিক টিস্যুকে ধ্বংস করার চিকিৎসা পদ্ধতিকে ক্রায়োসার্জারি বলে।[২৭]

ক্রায়োসার্জারির ব্যবহার : ক্রায়োসার্জারির ব্যবহারগুলো নিম্নরূপ :

(১) ত্বকের ছোট টিউমার, তিল, আচিল, মেছতা, ত্বকের ক্যান্সার চিকিৎসায় ক্রায়োসার্জারি ব্যবহৃত হয়।

(২) ক্রায়োসার্জারি দ্বারা অভ্যন্তরীণ কিছু রোগ যেমন– যকৃত ক্যান্সার, প্রস্টেট ক্যান্সার, ফুসফুস ক্যান্সার, মুখের ক্যান্সার, গ্রীবাদেশীয় গোলযোগ, পাইলস্ ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার ইত্যাদির চিকিৎসা করা হয়।[২৮]

(৩) মানবদেহের কোষকলার কোমল অবস্থা Planter Fasciitis এবং Fibroma ক্রায়োসার্জারির মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলেই এসব আবিষ্কৃত হয়েছে।

(ঘ) মহাকাশ অভিযান : জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ প্রযুক্তির মাধ্যমে বহির্বিশ্বে অভিযান পরিচালনার নাম মহাকাশ অভিযান। আকাশে দৃশ্যমান বস্তুগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনেক আগেই জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার সূচনা ঘটেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তরল জ্বালানির মাধ্যমে রকেট ইঞ্জিন নির্মীত হওয়ার পূর্বে মহাকাশ অভিযান সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। এ ইঞ্জিন নির্মাণের পরই মহাকাশ

---

২৫. www.bn.wikipedia.org/wiki/রোবোটিক্স এর ব্যবহার, visited on 20.10.2019 AD

২৬. মোঃ নাইমুল হক নাঈম, *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২৮. প্রাগুক্ত।

যাত্রায় ব্যবহারিক মাত্রা পায়। মহাকাশ অভিযানের কিছু সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে– বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্য আনয়ন, মানবতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা এবং অন্য দেশের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার খাতিরে সামরিক ও কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ।

মহাকাশ অভিযানকে অনেক সময়ই বিবদমান জাতির মধ্যে যুদ্ধের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। স্নায়ু যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে মহাকাশ প্রতিযোগিতা বিশাল রূপ ধারণ করেছিল। তাই মহাকাশ অভিযানের উত্থান ঘটেছিল মহাকাশ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। এ প্রতিযোগিতার দু'টি প্রধান ঘটনা হলো রাশিয়ার স্পুটনিক-১ নামক প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চাঁদে মানুষ প্রেরণ।

উপরিউক্ত মহাকাশ গবেষণা ও সকল অভিযান পরিচালনা করে নাসা।[২৯] বর্তমানে ১১ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী রিচার্ড ব্র্যানসন তার নিজের স্পেশশিপ ভার্জিন গ্যালাকটিক ইউনিট-২২ নামের মহাকাশযানে চড়ে সফলভাবেই মহাকাশ ভ্রমণ করে এসেছেন।[৩০] একই বছর ২১ জুলাই অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস নিউ শেপার্ড রকেটে ১০ মিনিট ১০ সেকেন্ডে মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন।[৩১] এছাড়া টেসলা কর্ণধার ইলন মাস্কের স্পেস এক্স সফলতার সাথে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে।[৩২]

(ঙ) আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা : আজকের বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর। বিশ্বের শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা প্রায় পুরোটাই প্রযুক্তি নির্ভর। শিল্প কারখানায় কম্পিউটার মানুষের প্রধান সহযোগী। নিচে কয়েকটি সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হলো :

- **উৎপাদন ব্যবস্থায় টেলিযোগাযোগ সেবা :** শিল্প কারখানায় উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন আছে। তাই বহু শিল্প কারখানায় অভ্যন্তরীন যোগাযোগের জন্য ওয়্যারলেস সেবা চালু রয়েছে।
- **উৎপাদন ব্যবস্থায় ইন্টারনেট :** ইন্টারনেট ছাড়া শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা আজ অচল। বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষায়, ভিডিও কনফারেন্সিং ও পণ্য ডিসপ্লে করার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট অতি জরুরি।
- **ক্যাড/ক্যাম-এর ব্যবস্থা :** ক্যাডের ব্যবহার পণ্যকে প্রত্যক্ষ করতে ও ক্যাম ব্যবহারে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনগুলোকে ফিনিশড করা হয় যা উৎপাদন কর্মীদের সহায়তা করে।
- **উপাত্ত সংগ্রহ :** শিল্প কারখানার উৎপাদন কাজের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য নানা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়।
- **পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ :** কল-কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের মান যথাযথ হচ্ছে কি-না তা কম্পিউটারের মাধ্যমে যাচাই করা যায়; যা তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত।
- **রোবোটের ব্যবহার :** শিল্প কারখানায় রোবোটের ব্যবহার করে শ্রমিকদের কাজ অনেক হালকা করেছে; যা তথ্য প্রযুক্তির অবদান।

---

২৯. www.bn.wikipedia.org/wiki আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, visited on 18.10.2019 AD
৩০. www.bbc.com/bengali/news-57796189, visited on 13.09.2021 AD
৩১. www.bbc.com/bengali/news-57913484, visited on 22.09.2021 AD
৩২. www.ekushey-tv.com/science-and-technology/news/124370, visited on 22.09.2021 AD

- **কৃষি ক্ষেত্রে :** এখন গবেষণার মাধ্যমে উৎপন্ন হচ্ছে নতুন নতুন বীজ, যা উৎপাদনে অনেক বড় অংশ দখল করছে। আর এ গবেষণাও তথ্য-প্রযুক্তির অবদান। এ ছাড়াও মোবাইল অ্যাপের সাহায্যে ফসলের মান নির্ণয় করা যায়।[৩৩]

(চ) প্রতিরক্ষা : তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন– রাডার ব্যবস্থা, ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধবিমান, সাবমেরিন পরিচালনা অনেক সহজ হয়েছে।[৩৪] প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রথম চালু হয় আমেরিকার প্রতিরক্ষার জন্য। প্রতিরক্ষা হলো কোনো দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অন্যতম শিল্প। আধুনিক সামরিক সাজ-সজ্জার মূলে রয়েছে প্রযুক্তির ব্যবহার। বিমান বাহিনীতে Air Traffic Control নামে একটি ডিপার্টমেন্ট আছে, যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিমান চলাচল ও নিয়ন্ত্রণ সবকিছু পরিচালনা করা হয়।[৩৫]

(ছ) বায়োমেট্রিক্স : গ্রিক শব্দ 'bio' অর্থ Life বা জীবন, প্রাণ ইত্যাদি ও 'metric' যার অর্থ পরিমাপ করা। বায়োমেট্রিক্স হলো বায়োলজিক্যাল (জৈবিক) ডাটা পরিমাপ এবং বিশ্লেষণ করার প্রযুক্তি। অর্থাৎ বায়োমেট্রিক্স হলো এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে কোনো ব্যক্তির শরীরবৃত্তীয় অথবা আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে অদ্বিতীয়ভাবে সনাক্ত করা হয়।[৩৬]

অন্যভাবে বলা যায়, বায়োমেট্রিক্স সিস্টেম হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা কোনো ব্যক্তির শরীরবৃত্তীয়, আচরণগত বা উভয় বৈশিষ্ট্যকে ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করে, এটি বিশ্লেষণ করে এবং প্রকৃত ব্যবহারকারী হিসেবে ব্যক্তিকে সনাক্ত করে।[৩৭]

বায়োমেট্রিক্স উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, ঊনিশ শতাব্দীর পূর্বে দু'জন বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে কিছু পরিকল্পনা করে গেছেন। পরবর্তীতে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে আর্জেন্টিনাতে একজন বিজ্ঞানী (Juan Vucetich) সন্ত্রাসীদের আঙ্গুলের ছাপ ধরে রাখার মত একটি যন্ত্র সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেন। তখন থেকেই বায়োমেট্রিক্স প্রক্রিয়া শুরু হয়।

সাধারণত মানুষ এবং জীবের শরীরের কিছু অঙ্গ থাকে যেগুলো একজনের থেকে অন্যজনের সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন– চোখ, ডিএনএ, আঙ্গুলের ছাপ ইত্যাদি। বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে এ বিভিন্ন অঙ্গগুলোকে নিয়ে কাজ করা হয় দুই ধাপে। প্রথম ধাপে অবজেক্টের (যার হাতের ছাপ নেয়া হবে) হাতের ছাপ, চোখের প্রকৃতি অথবা ডিএনএ নমুনা নেয়া হয়। শেষ ধাপে অবজেক্টের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে অবজেক্ট যদি পরে নিজের নাম-ঠিকানা পরিবর্তন করেও কোনো রকম অপরাধ করে তাও তাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজিব ওয়াজেদ জয় পরীক্ষামূলকভাবে বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে

---

৩৩. www.bn.wikipedia.org/wiki/আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, visited on 20.10.2019 AD
৩৪. www.gganbitan.com/2020/06/ict-depends-defence.html, visited on 21.10.2019 AD
৩৫. মোঃ নাইমুল হক নাঈম, *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৩৬. প্রাগুক্ত।
৩৭. www.edupointbd.com/biometrics/, visited on 10.09.2021 AD

সিম নিবন্ধনের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।[৩৮] ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে সেটি দেশে সম্পূর্ণভাবে চালু করার জন্য দেশের সবগুলো মোবাইল অপারেটরদের নির্দেশ দেয়া হয়। সারা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সিম নিবন্ধনের জন্য বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি এক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন। বাংলাদেশই দ্বিতীয় দেশ যারা বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সিম নিবন্ধনের জন্য একটি কম্পিউটার-এর সাথে একটি ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার সংযুক্ত থাকে। ব্যবহারকারী ফোন নম্বরের সাথে তার আঙ্গুলের ছাপের রেকর্ড নিয়ে নেয়া হয়। এর বাইরে তেমন কোনো তথ্য নেয়া হয় না। ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের জন্য যদি ঐ সিম ব্যবহারকারীর ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কিছু জানার প্রয়োজন হয়, তাহলে ঐ আঙ্গুলের ছাপ অনুযায়ী, ভোটার নিবন্ধনের জন্য আঙ্গুলের ছাপের রেকর্ড লিস্ট থেকে তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব। এছাড়া ব্যক্তি যদি ভোটার নাও হন তাহলেও তাকে তার আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে গোয়েন্দা পদ্ধতিতে পৃথক করা সম্ভব। মোটকথা, এটি বেশ সময় উপযোগী একটি পদক্ষেপ।

বায়োমেট্রিক্স-এর প্রকারভেদ : বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ব্যক্তি সনাক্তকরণ প্রযুক্তি হলো বায়োমেট্রিক্স। এটি একজন মানুষের শরীর ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। নিম্নে এর প্রকারসমূহ উল্লেখ করা হলো :

(ক) দেহের গঠন ও শরীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের হিসেবে ৬ ধরনের। যথা : (১) মুখ; (২) ফিঙ্গারপ্রিন্ট; (৩) জিয়োমেট্রিক্স; (৪) আইরিস; (৫) রেটিনা ও (৬) শিরা।

(খ) আচরণগত বৈশিষ্ট্যের হিসেবে ৩ ধরনের। যথা : (১) কণ্ঠস্বর; (২) স্বাক্ষর (সিগনেচার) ও (৩) টাইপিং কি স্টোক।

বায়োমেট্রিক্স-এর ব্যবহার : এ প্রযুক্তি দুই ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়। যথা : (১) ব্যক্তি সনাক্তকরণ ও (২) সত্যতা যাচাই।

বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি বায়োমেট্রিক্স : (ক) ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার; (খ) ফেইস রিকগনিশন; (গ) হ্যান্ড জিয়োমেট্রি; (ঘ) আইরিস ও রেটিনা স্ক্যান; (ঙ) ভয়েস রিকগনিশন ও (চ) স্বাক্ষর (সিগনেচার) ভেরিফিকেশন।[৩৯]

বায়োমেট্রিক্স-এর সুবিধা : (ক) এটি সম্পূর্ণ অনুভূতিবিহীন, তাই নিরাপত্তা নিখুঁত ও (খ) এটি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

বায়োমেট্রিক্স-এর অসুবিধা : (ক) খরচ অনেক বেশি; (খ) কণ্ঠস্বর উঠানামা করলে সিস্টেমটি কাজ করে না; (গ) বিকৃত মুখমণ্ডল চিনতে পারে না ও (ঘ) প্রতিটি স্বাক্ষর একই রকম না হলে চিনতে পারে না।

(জ) বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics) : Bioinformatics-এর শাব্দিক অর্থ Bio (জৈব) ও informatics (তথ্য-প্রযুক্তি); অর্থাৎ জৈব তথ্য-প্রযুক্তি। পরিভাষায়, জীববিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে

---

৩৮. www.jagonews24.com/amp/69619, visited on 11.10.2021 AD

৩৯. মোঃ নাইমুল হক নাঈম, *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

লাগিয়ে পাওয়া জেনেটিক কোডের মত জটিল তথ্যকে বিশ্লেষণ করার কাজকে Bioinformatics বলে।[৪০] এর কাজগুলো নিম্ন পদ্ধতিতে হয়ে থাকে :

কম্পিউটার বিজ্ঞান (Computer Science), পরিসংখ্যান (Statistics), গণিত (Math)সহ ইঞ্জিনিয়ারিং তথা প্রকৌশল বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে জটিল কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন কিছু সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়, যার সাহায্যে খুব সহজেই জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত ডাটাগুলো বিশদ আকারে বিশ্লেষণ করা যায়। এ সবগুলো বিষয়ের সংমিশ্রণই হচ্ছে বায়োইনফরমেটিক্স। কিন্তু এ প্রক্রিয়া সাধারণভাবে করা বেশ কঠিন। জীববিজ্ঞানের অত সব ডাটা বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া শুধু জটিলই না, বিশাল পরিমাণ ডাটা হওয়ার কারণে একই সাথে সব ডাটা বিশ্লেষণ করা আরও জটিল হয়ে যায়।

যেমন মানুষের জিন সংখ্যা ১৯ থেকে ২০ হাজার। যদি লক্ষাধিক মানুষের তথ্য নিয়ে কাজ করতে হয়, তাহলে কাগজে-কলমে বিশ্লেষণ করতে বিষয়টি অনেক কঠিন হবে। বিশাল পরিমাণ ডাটাকে বিশ্লেষণ করার জটিল প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্যই মূলত প্রয়োজন পড়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানের, যা দক্ষতার সাথে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ডাটাগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়। তাই, Bioinformatics-কে জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বায়োইনফরমেটিক্স-এর ব্যবহার : বায়োইনফরমেটিক্স-এর ব্যবহার ১০ ভাবে হয়। নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো :

(১) মালিকিউলা মেডিসিন; (২) পার্সোনালাইজড মেডিসিন; (৩) প্রিভেনটেটিভ মেডিসিন; (৪) জিন থেরাপি; (৫) ঔষধ উন্নয়ন; (৬) ওয়াস্ট ক্লিন-আপ; (৭) আবহাওয়া পরিবর্তন শিক্ষা; (৮) বিকল্প শক্তি উৎস; (৯) বায়োটেকনোলোজি ও (১০) এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স।

(ঝ) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং : কোনো জীব থেকে একটি নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ডিএনএ খণ্ড পৃথক করে ভিন্ন একটি জীবে স্থানান্তরের কৌশলকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। একে Genetic Modification-ও বলে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে আনবিক কাচি নামে সমাদৃত রেস্ট্রিকশন এনজাইম আবিষ্কারের পরে মূলত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যাত্রা শুরু হয়।

বর্তমানে যে সব ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহৃত হয় তাহলো নিম্নরূপ :
(ক) উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন জিন গবেষণায়; (খ) কৃষিক্ষেত্রে হাইব্রিড ফসল উৎপাদনে; (গ) ঔষধ শিল্পে ইনসুলিন তৈরিতে; (ঘ) হরমোন তৈরিতে; (ঙ) মৎস্য উৎপাদনে; (চ) পরিবেশ সুরক্ষায়; (ছ) ক্যান্সার চিকিৎসায় ও (জ) বায়োজ্বালানি উৎপাদনে।

(ঞ) ন্যানোটেকনোলোজি (Nano Technology) : ন্যানোটেকনোলজি পদার্থকে আণবিক পর্যায়ে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করার বিদ্যা। ন্যানোটেকনোলজি বা ন্যানোপ্রযুক্তিকে সংক্ষেপে ন্যানোটেক বলা হয়। পরিভাষায়, পারমাণবিক বা আণবিক স্কেলে অতিক্ষুদ্র ডিভাইস তৈরি করার জন্য ধাতব ও বস্তুকে সুনিপুনভাবে কাজে লাগানোর বিদ্যাকে ন্যানোটেকনোলজি বলে।[৪১]

---

৪০. www.Shikhok.com/ bioinformatics, visited on 15.04.2019 AD
৪১. মোঃ নাইমুল হক নাঈম, *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

ন্যানোটেকনোলজি পদার্থকে আণবিক পর্যায়ে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করার বিদ্যা। সাধারণত ন্যানোপ্রযুক্তি এমন সব কাঠামো নিয়ে কাজ করে যা অন্তত একটি মাত্রায় ১০০ ন্যানোমিটার থেকে ছোট। ন্যানোপ্রযুক্তি বহুমাত্রিক, এর সীমানা প্রচলিত সেমিকন্ডাকটর পদার্থবিদ্যা থেকে অত্যাধুনিক আণবিক স্বয়ং-সংশ্লেষণ প্রযুক্তি পর্যন্ত; আণবিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ থেকে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ন্যানোপদার্থের উদ্ভাবন পর্যন্ত বিস্তৃত। 'রিচার্ড ফাইনম্যান'কে ন্যানোপ্রযুক্তির জনক বলা হয়।[৪২]

এ টেকনোলোজিতে যে সকল বিষয় বিবেচিত হয় সেগুলো হলো : (১) ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বস্তু নিয়ে গবেষণা করা; (২) অণু ও পরমাণু নিয়ে গবেষণা করা এবং (৩) ন্যানোমিটার স্কেলের আকার উদ্ভাবন করা।

ন্যানোটেকনোলোজির ব্যবহার : ন্যানো প্রযুক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্র হলো– (ক) কম্পিউটার হার্ডওয়্যার তৈরি; (খ) ন্যানো রোবোট তৈরি; (গ) ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরি; (ঘ) জ্বালানি তৈরি; (ঙ) প্যাকেজিং ও প্রলেপ তৈরি; (চ) ঔষুধ তৈরি; (ছ) ক্যান্সার নির্ণয় ও নিরাময়; (জ) খেলা-ধুলার সামগ্রী তৈরি; (ঝ) বাতাস পরিশোধনে; (ঞ) মহাকাশ অভিযানে; (ট) বস্ত্র শিল্পে; (ঠ) কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরিতে ও (ড) টিটানিয়াম ডাই-অক্সাইড তৈরিতে ইত্যাদি।

ন্যানোটেকনোলোজি-এর সুফল : ন্যানোটেকনোলজির ভিত্তিতে অনেক নতুন টেকনোলজির উদ্ভব হচ্ছে। নতুন নতুন পণ্যের সূচনা হচ্ছে এবং সে সাথে ব্যবসায়িক সুযোগের দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের বিলাসবহুল পণ্য যেমন– এসি, গাড়ি, ওভেন ইত্যাদিতে ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহার করে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা যায়।[৪৩]

পরিশেষে বলা যায় যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিশ্বে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার হচ্ছে। আজ দেশ ও জাতির উন্নয়নের চাবিকাঠি হচ্ছে প্রযুক্তির ব্যবহার। সম্ভাবনার উজ্জ্বল দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানো অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশ। এ দেশের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা ছাড়া দেশ গঠনের অন্য কোনো বিকল্প নেই। তাই আরো বেশি তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং এ খাতকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

---

৪২. www.proshna.com/1039/, visited on 27.01.2021 AD

৪৩. মোঃ নাইমুল হক নাঈম, *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগে তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োগ ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। এ যুগে তথ্য-প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান বা গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তথ্য-প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

অতি কম খরচ হয় : তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রমের খরচ কমিয়ে দিয়েছে। পারস্পরিক যোগাযোগের বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে সাশ্রয়ী করেছে। পূর্বে কোনো চাকুরির আবেদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসে গিয়ে আবেদন করতে হত। সরকারি চাকুরিজীবিদেরকে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন অফিসে যাতায়াত করতে হত। জনসাধারণের প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে সংশ্লিষ্ট অফিসে যেতে হত। অথচ বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সহজেই তারা সে কাজগুলো সম্পর্কে জানতে পারে।[৪৪]

সময়ের সাশ্রয় হয় : আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে সময়ের সাশ্রয় হচ্ছে। এক সময় পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য মাসের পর মাস চিঠির অপেক্ষায় থাকতে হত। আর এখন মুহূর্তেই মানুষ পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে যে পরিমাণ সময় লাগত এখন তা অনেক কমে গেছে। সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমের অনুমোদনের জন্য মাসের পর মাস ঘুরতে হত। কিন্তু এখন আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে স্বল্প সময়েই তারা তাদের কাজ করতে পারছে।

তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করা সম্ভব হয় : চিঠিপত্রের জন্য ডাকপিয়নের অপেক্ষায় থাকার দিন এখন শেষ হয়ে গেছে। এখন তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের কাজ মোবাইল, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পাদন করা যায়। এমনকি ভিডিও কলে পরস্পরকে দেখে দেখে কথা বলাও সম্ভব হচ্ছে।

যতই দূরত্ব হোক না কেন দূর আর দূর মনে হয় না : বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ পারস্পরিক দূরত্বকে জয় করতে পেরেছে। এখন আর দূরকে দূর মনে হয় না। বিদেশ বিভূইয়ে কর্মরত সন্তানের সাথে পিতামাতা সহজেই যোগাযোগ করতে পারে। ভিডিও কলের মাধ্যমে সাক্ষাতও করতে পারে। তাই এখন আর দূরকে দূর মনে হয় না।

দক্ষতা ও কাজের গতি বৃদ্ধি পায় : ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের দক্ষতাকে বাড়িয়ে নিতে পারে। প্রশিক্ষণের ভিডিও আপলোড থাকায় নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে নিতে পারে। ফলে কাজের দক্ষতা ও গতি বৃদ্ধি পায়।

ব্যবসা-বাণিজ্য লাভজনক করে তোলে : অনলাইনে নিজের উৎপাদিত পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করার মধ্য দিয়ে ব্যবসাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যকে লাভজনক করা সম্ভব। বিভিন্ন

---

৪৪. Jill Jesson & Graham Peacock, *The Really Useful ICT Book*(New York : Routledge & CRC Press, July 2011 AD), p. 15

স্যোসাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচার করে অনেক ব্যবসায়ী তার পুরাতন ব্যবসাকে লাভজনক করে তুলছেন।

মনুষ্য শক্তির অপচয় রোধ করে : যে-কোনো কাজে মানুষকে এক অফিস থেকে আরেক অফিসে ছুটাছুটি করা, কাজের জন্য মাসের পর মাস ঘুরে বেড়ানো, দেন-দরবার করা, শিক্ষার্থীদেরকে ভর্তির জন্য বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ছুটাছুটি করা এ ছিল বাংলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি। কিন্তু প্রশাসন ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড করার কারণে মনুষ্য শক্তির এ জাতীয় শক্তির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড গতিময় করে তোলে : প্রশিক্ষণমূলক নতুন নতুন ভিডিও ক্লাস ইন্টারনেটে আপলোড করার ফলে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড অনেক গতিশীল ও সহজ হয়েছে।

জ্ঞান আহরণের পথকে সহজলভ্য করে : বর্তমানে ঘরে বসেই বিভিন্ন বিখ্যাত লেখকদের বই, বিখ্যাত প্রকাশনাসমূহের গ্রন্থাদি পাঠ করা যায়। বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের ক্লাসে অংশগ্রহণ করা যায়। বিভিন্ন গবেষণামূলক ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার কাজে ব্যবহার করা যায়। মোটকথা, আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞান আহরণের পথকে অনেক সহজ করেছে।

পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় বলে মনে হয় : উল্লিখিত কার্যক্রমে ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতিময়তার ফলে পুরো পৃথিবীটাকেই হাতের মুঠোয় বলে মনে হয়।[৪৫]

যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রসমূহ : বর্তমানে যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে যা বুঝায় তাহলো– ইন্টারনেট, টেলিটেক্সট, ভিডিও টেক্সট, ভিওআইপি বা ই-ফোন, ই-মেইল বা ইলেকট্রনিক মেইল, টেলিকনফারেন্সিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, ভয়েস মেইল, ওয়াই-ফাই, ই-কমার্স বা ইলেকট্রনিক কমার্স এবং মোবাইল কম্যুনেকেশন ইত্যাদি। নিচে এ সকল বিষয়ের পরিচয়সমূহ নিম্নে দেয়া হলো :

ইন্টারনেট : আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ; তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞানের যে সকল আবিষ্কার মানুষের জীবনকে সহজ ও গতিময় করে তুলেছে, মানব সভ্যতাকে উন্নতির শিখরে উন্নীত করেছে, তার মধ্যে ইন্টারনেট অন্যতম। বর্তমান বিশ্বে গতিময়তার বহুল আলোচিত মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। বর্তমান বিশ্বের তথ্য-প্রযুক্তির কর্মকাণ্ডকে ইন্টারনেট এমন এক সুতায় আবদ্ধ করেছে, যে সুতা ছিড়ে গেলে হয়ত সমগ্র বিশ্বই অচল হয়ে পড়বে। ইন্টারনেট (Internet) হলো পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক নেটওয়ার্কে সংযুক্ত কম্পিউটারের সাথে ভিন্ন নেটওয়ার্ক সংযুক্ত কম্পিউটারের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে Internetworking বলা হয়। সে হিসেবে ইন্টারনেটকে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্কও বলা হয়।

টেলিটেক্সট : আধুনিক সম্প্রচার ব্যবস্থার বিস্ময়কর বিবর্তনের নাম টেলিটেক্সট। বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তিতে একই সাথে দুই দিকে ডাটা বা তথ্য প্রেরণ করা সম্ভব। এ ব্যবস্থাকে বলা হয় দ্বিমুখী সম্প্রচার ব্যবস্থা। এছাড়াও আছে একমুখী সম্প্রচার ব্যবস্থা। টেলিটেক্সটের সাহায্যে কেন্দ্রীয় ডাটাবেস থেকে পৃষ্ঠার আকারে টেলিভিশন সম্প্রচারের মাধ্যমে তথ্য সম্প্রচার করা হয়। জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য দ্রুত সম্প্রচারে এ ব্যবস্থা খুবই উপযোগী। সংবাদ, বিজ্ঞাপন, আবহাওয়া বার্তা, শেয়ার বাজারের সংবাদ ইত্যাদি তথ্য সম্প্রচারে টেলিটেক্সট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

---

৪৫. আনোয়ার হোসেন, *কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস্*, প্রগুক্ত, পৃ. ২৩৯

ভিডিও টেক্সট : আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিতে ভিডিও টেক্সট একটি উন্নত মানের সেবামূলক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় ব্যবহারকারী টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডাটা ভাণ্ডারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। পরে সংগৃহীত তথ্য টেলিভিশনের পর্দায় প্রদর্শন করা হয় এবং ডাটা অনুসন্ধানকারীর নিকট প্রেরণ করা হয়। এ ব্যবস্থায় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সংবাদ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়।

ভিওআইপি বা ই-ফোন : দেশ-বিদেশে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কথা বলার আধুনিক ব্যবস্থার নাম ইন্টারনেট ফোন বা ই-ফোন বা ভিওআইপি (VOIP-Voice of Internet Protocol) বা নেট ফোন।[৪৬] মূলত ই-ফোন হলো প্রোগ্রাম বা সফট্ওয়্যারের সাথে ইন্টারনেটের সংযোগ ও তার প্রেক্ষিতে ফোন লাইনে সংযোগ সাধন। ইন্টারনেট ফোনের মাধ্যমে অতি অল্প ব্যয়ে বিশ্বের যে-কোনো দেশে মুহূর্তের মধ্যেই কথা বলা যায়। তাই ইন্টারনেট ফোনের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইলেকট্রনিক মেইল (ই-মেইল) : ইলেকট্রনিক মেইল কে সংক্ষেপে বলে 'ই-মেইল'।[৪৭] ই-মেইল হলো ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা। এতে সময় কম লাগে এবং অতি দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

টেলিকনফারেন্সিং : টেলিফোনের সাহায্যে কনফারেন্স বা সভায় মিলিত হওয়ার ব্যবস্থাকে বলে টেলিকনফারেন্সিং। টেলিকনফারেন্সে অংশ নিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বক্তব্য, মতামত ইত্যাদি সভায় উপস্থাপন করতে পারে। এজন্য টেলিফোন, কম্পিউটার, অডিও যন্ত্রপাতি (অডিও কার্ডম মাইক্রোফোন, স্পিকার ইত্যাদি) এবং উপযুক্ত সফট্ওয়্যারের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ধরনের টেলিকনফারেন্সিং ব্যবস্থা আছে, যেমন– পাবলিক কনফারেন্স, ক্লোজড কনফারেন্স এবং রিড অনলি কনফারেন্স।[৪৮]

ভিডিও কনফারেন্সিং : বর্তমানে যোগাযোগ প্রযুক্তির জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমই হচ্ছে ভিডিও কলিং ও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা। zoom, whatsApp, imo, bip-ইত্যাদির মত সফট্ওয়ার ব্যবহার করে কাছে বা দূরে এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সিং করা যায়। ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে কোম্পানির কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ অবস্থানে ও দূরবর্তী ভৌগোলিক অবস্থানে থেকেও জরুরি মিটিং-এর কাজ সম্পাদন করতে পারে। এতে মিটিং-এ অংশগ্রহণকারীদের ঐ মুহূর্তের ভিডিও ছবি ও কথা কম্পিউটারের মনিটরের স্ক্রিনে প্রদর্শিত হয়। ফলে ভ্রমণ বাবদ বিপুল ব্যয় ও সময় দু'টিরই সাশ্রয় হয়। বর্তমানে উন্নত বিশ্বের কর্পোরেট কোম্পানিগুলোতে ভিডিও কনফারেন্সিং একটি সাধারণ বিষয়।[৪৯]

এ ধরনের ভিডিও কনফারেন্সিং-এর জন্য কোম্পানির উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্টারনেট অথবা শক্তিশালী প্রাইভেট নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন হয়। এছাড়া আরও প্রয়োজন হয় মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটার অথবা এন্ডয়েড মোবাইল ফোন, ওয়েব ক্যামেরা, ভিডিও ক্যাপচার কার্ড, মডেম, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি।

---

৪৬. Frank M. Groom, *The Basics of Voice Over Internet Protocol*(Chicago : International Engineering Consortium, January 2006 AD), p. 105

৪৭. Brian Cassingena, *Email Resurrection*(Abu Dhabi : Lulu.Company, May 2019 AD), p. 8

৪৮. J.K. Craick, *Teleconferencing : A New Communications Service for the 1980's* (Brookline : Information Gatekeeper Inc., August 1980 AD), p. 1

৪৯. Michael Gough, *Video Conferencing over IP : Configure, Secure, and Troubleshoot*(Ottawa : Syngress Publishing Inc., March 2006 AD), p. 27

ভয়েস মেইল : কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে সৃষ্ট উপাত্ত গ্রহণ করে তা সংরক্ষণ ও অন্য স্থানে প্রেরণ করার পদ্ধতিকে ভয়েস মেইল বলা হয়।[৫০] এটি মৌখিক প্রশ্ন-উত্তর দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিশেষ।

ওয়াই-ফাই : Hi-Fi মানে High Fidelity হলে Wi-Fi মানে কিন্তু Wireless Fidelity নয়; যদিও অনেকে তা ধারণা করে থাকেন। Wi-Fi হচ্ছে IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ডের WLAN (Wave–LAN) জাতীয় পণ্য।[৫১] অর্থাৎ Wi-Fi একটি ব্রান্ড নেম ছাড়া আর কিছুই নয়।

ওয়াই-ফাই যেভাবে কাজ করে : এক বা একাধিক তারবিহীন ডিভাইসকে একটি অ্যাকসেস পয়েন্ট নিকটবর্তী কোনো ল্যানের সাথে যুক্ত করে। অ্যাকসেস পয়েন্ট অনেকটা ইথারনেট হাবের মত, তারবিহীন ডিভাইসকে প্রচলিত তারভিত্তিক নেটওয়ার্ক যুক্ত হতে এটি সাহায্য করে। একটি অ্যাকসেস পয়েন্টের সাথে একাধিক ডিভাইস Wi-Fi-এর সাহায্যে যুক্ত থাকে। এ প্রযুক্তির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে Wireless Router, যা ইন্টারনেট ল্যান ডিভাইসকে ক্যাবল মডেম বা DSL মডেমের মত একটি একক WAN ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত করে।[৫২]

ইলেকট্রনিক কমার্স (ই-কমার্স) : ইলেকট্রনিক কমার্স (সংক্ষেপে ই-কমার্স) হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাহায্যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক অন-লাইনের মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেদদেন ও পণ্যের আদান-প্রদান করা হয়। উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী বা বিক্রেতা তার পণ্যের বিবরণ, দাম, মডেল ইত্যাদি তথ্য বিজ্ঞাপন আকারে ওয়েব পেজে প্রদর্শন করেন।[৫৩] যেমন– bkroy.com, alibaba.com, sellbazar.com, minabazzar ইত্যাদি। ক্রেতা পণ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে ক্রয়ে আগ্রহী হলে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ফরম পূরণ বা মেইল করে বিক্রেতার নিকট অর্ডার প্রদান এবং ই-ক্যাশের (ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের) মাধ্যমে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করেন। আর বিক্রেতা তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ক্রেতার নিকট উক্ত পণ্য পৌঁছে দেন।

মূলত আইসিটি আজ মানুষের জীবনকে সহজ ও গতিময় করেছে। বর্তমানে মানুষ সব ধরনের কাজ-কর্ম থেকে শুরু করে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা, অফিস-আদালত, গবেষণা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবাদে ঘরে বসেই যে-কোনো বড় বড় লাইব্রেরির বইপত্র পড়া যায় ও দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি জানা যায়। এর সাহায্যে এক প্রতিষ্ঠানের সাথে আরেক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কিত লেনদেন সম্পাদন করা যায়। ঘরে বসেই যে-কোনো দেশের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণের সহায়তা নিয়ে রোগীর সমস্যার সমাধান করা যায়। তাই দেশের সর্বস্তরের মানুষ এর সঠিক ব্যবহার করতে পারলে দেশ আরো অগ্রগামী হবে। এ জন্যই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

---

৫০. Cheetahly, *Voicemail Log Book*(London : Independently published by Auther, February 2021 AD), p. 13

৫১. Gordon Colbach, *The WiFi Networking Book*(New York : Amazon, June 2019 AD), p. 21

৫২. আনোয়ার হোসেন, *কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস্*, প্রগুক্ত, পৃ. ২৪০-২৪৪

৫৩. Judah Phillips, Ecommerce Analytics(New Jersey : Pearson Education Inc., 2016 AD), p. 1

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো

আধুনিক বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার মানুষের জীবনকে সহজ ও গতিময় করে তুলেছে। একদিন যে সংবাদ জানতে বা জানাতে মানুষের মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যেত, বর্তমানে মুহূর্তের মধ্যেই মানুষ তা জানতে পারছে; জানাতে পারছে। পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষ অন্য প্রান্তে বসবাসরত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সংবাদ জানতে পারছে, যোগাযোগ করতে পারছে, খোঁজ-খবর রাখতে পারছে। মানব সভ্যতাকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান অনস্বীকার্য। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক আলোচনায় বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো সম্পর্কিত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

ফেইসবুক : আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ফেইসবুক। ফেইসবুক-এর প্রতিষ্ঠাতা– মার্ক জাকারবার্গ, এডওয়ার্ডো স্যাভেরিন, এন্ড্রু ম্যাককলাম, ডাস্টিন মস্কোভিৎজ, ক্রিসহিউজেস।

মার্ক জাকারবার্গ হলেন ফেইসবুকের চেয়ারম্যান এবং সিও। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ফেইসবুক চালু হয়। মার্ক জাকারবার্গ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন তার কক্ষনিবাসী ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র এডওয়ার্ডো স্যাভেরিন, ডাস্টিন মস্কোভিৎস এবং ক্রিসহিউজেসের যৌথ প্রচেষ্টায় ফেইসবুক নির্মাণ করা হয়। ওয়েবসাইটটির সদস্য প্রাথমিকভাবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে সেটা বোস্টন শহরের অন্যান্য কলেজ, আইভি লীগ এবং স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। আরো পরে এটা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, হাইস্কুল এবং ১৩ বছর বা ততোধিক বয়স্কদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সারাবিশ্বে বর্তমানে এ ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করছেন প্রায় ৩০০ মিলিয়ন কার্যকরী সদস্য।[৫৪]

টুইটার : বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমগুলোর মধ্যে অপর একটি বহুল ব্যবহৃত উপাদান হলো টুইটার।[৫৫] ইহা সামাজিক আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থা ও মাইক্রোব্লগিংয়ের একটি ওয়েবসাইট, যেখানে ব্যবহারকারীরা সর্বোচ্চ ১৪০ অক্ষরের বার্তা আদান-প্রদান ও প্রকাশ করতে পারতেন, কিন্তু ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে অসিজেকে ভাষার জন্য অক্ষরের সীমা দ্বিগুণ করে ২৮০ করা হয়। এ বার্তাগুলোকে টুইট বলা হয়ে থাকে। টুইটারের সদস্যদের টুইটবার্তাগুলো তাদের প্রোফাইল পাতায় দেখা যায়। টুইটারের সদস্যরা অন্য সদস্যদের টুইট পড়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারেন। এ কাজটিকে বলা হয় অনুসরণ করা (Follow)। কোনো সদস্যের টুইট পড়ার জন্য যারা নিবন্ধন করেছে, তাদেরকে বলা হয় অনুসরণকারী (Follower)।

টুইট লেখার জন্য সদস্যরা সরাসরি টুইটার ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও, মোবাইল ফোন বা এসএমএস-এর মাধ্যমেও টুইট লেখার সুযোগ রয়েছে। টুইটারের মূল কার্যালয় মার্কিন

---

৫৪. www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-worldwide/, visited on 26.06.2019 AD

৫৫. খালিদ হাসান সুজন, *টুইটার কি? কিভাবে ব্যবহার করবেন*, দ্র. www.sofolfreelancer.net, visited on 30.03.2022 AD

যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিস্কো শহরে। এছাড়াও, টেক্সাসের সান অ্যান্টোনিও এবং ম্যাসাচুসেটসের বোস্টনে টুইটারের সার্ভার ও শাখা কার্যালয় রয়েছে।

২০০৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে টুইটারের যাত্রা শুরু হয়। তবে ২০০৬-এর জুলাই মাসে জ্যাক ডর্সি আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন। টুইটার সারা বিশ্বজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। টুইটার বিশ্বের দ্বিতীয় বড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত টুইটারে ১৭৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ১৭.৫ কোটিরও বেশি সদস্য ছিল। অন্যান্য পরিসংখ্যান অনুসারে একই সময় টুইটারের ১৯০ মিলিয়ন বা ১৯ কোটি সদস্য ছিলো এবং দিনে ৬৫ মিলিয়ন বা সাড়ে ৬.৫ কোটি টুইট বার্তা এবং ৮ লাখ অনুসন্ধানের কাজ সম্পন্ন হত। টুইটারকে ইন্টারনেটের এসএমএস বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৫৬]

হোয়াটসঅ্যাপ : আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমগুলোর একটি হলো হোয়াটসঅ্যাপ। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে জ্যান কউম ও ব্রায়ান এক্টন হোয়াটসঅ্যাপ প্রতিষ্ঠা করেন। তারা আগে জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন ইয়াহু-এর কর্মী ছিলেন। তারা ইয়াহু ত্যাগ করার পর ফেইসবুক-এ নিয়োগ পাওয়ার চেষ্টা করেন; কিন্তু ব্যর্থ হন। এরপর জ্যান কউম তার ইয়াহু থেকে সংগ্রহকৃত ৪ লক্ষ ডলার দিয়ে নতুন কিছু করার কথা ভাবেন। কয়েক বছর পর তিনি একটি আইফোন ক্রয় করার পর অ্যাপল-এর অ্যাপস্টোর নিয়ে কিছু পরিকল্পনা করেন।

তিনি তার বন্ধু অ্যালেক্স ফিসম্যান-এর সাথে দেখা করেন এবং আইফোন-এর জন্য নতুন একটি অ্যাপ তৈরি করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এর জন্য একজন আইফোন ডেভেলপারের প্রয়োজন ছিল। তাই ফিসম্যান কউমকে ইগর সলমনকিয়েভ নামের একজন রুশ ডেভেলপারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এরপর কউম তাড়াতাড়ি হোয়াটসঅ্যাপ নামটি পছন্দ করেন, কারণ নামটির সাথে ইংরেজি শব্দ 'হোয়াটস আপ'-এর মিল রয়েছে। অতঃপর ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে কউম তার জন্মদিনে ক্যালিফোর্নিয়ায় হোয়াটসঅ্যাপ ইনকর্পোরেটেড প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৭]

হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপটি শুরুতে খুবই ক্র্যাস করত। কিন্তু এরপর কউম অ্যাপটি আপডেট করেন এবং বাগ ফিক্স করেন। ঐ সালেই হোয়াটসঅ্যাপ-২.০ বের করা হয় মেসেজ ফিচারের সাথে। এরই সাথে সাথে হোয়াটসঅ্যাপ-এর ইউজার ২ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। এরপর কউম তখনও বেকার থাকা এক্টন-এর সাথে দেখা করেন এবং হোয়াটসঅ্যাপ এ যোগ দেয়ার অনুরোধ জানান। এক্টন হোয়াটসঅ্যাপ এ যোগ দেন এবং তার ইয়াহুতে কর্মরত পুরোনো বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপ এ ২ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করতে বলেন।

তার বিনিয়োগ করার পর এক্টন হোয়াটসঅ্যাপ-এর সহপ্রতিষ্ঠাতার খেতাব পান এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর-এ যোগদান করেন। এরপর ঐ সালেই হোয়াটসঅ্যাপ ফ্রি থেকে পেইড সার্ভিস হয়ে যায়। ২০১১ খ্রি. হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপলের অ্যাপস্টোরের অ্যাপতালিকায় সেরা ২০ এ স্থান পায়।

---

৫৬. www.bn.m.wikipedia.org/wiki/টুইটার, visited on 08.09.2020 AD
৫৭. www.bn.m.wikipedia.org/wiki/হোয়াটসঅ্যাপ, visited on 09.09.2020 AD

ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে হোয়াটসঅ্যাপ ২০০ মিলিয়ন ব্যবহারকারীর সংখ্যা অতিক্রম করে। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিলে হোয়াটসঅ্যাপ দাবি করে তাদের ৪০০ মিলিয়ন সক্রিয় ব্যবহারকারী রয়েছে। জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে হোয়াটসঅ্যাপ ৭০০ মিলিয়ন ইউজার-এর মাইলফলক স্পর্শ করে। একই বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি ফেসবুক প্রায় ১৫০ কোটি ডলারে হোয়াটসঅ্যাপ ক্রয় করে। বর্তমানে অ্যাপটি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

স্কাইপি : আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমসমূহের অন্যতম একটি উপাদান হলো স্কাইপি। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের ধমিজা, জানুজ ফ্রিজ এবং সুইডেনের নিকোলাস জেনস্ট্রম স্কাইপ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এস্তোনিয়ার আহতি হেইলা, প্রীত কাসেসালু এবং জন তালিন তাদের সাথে স্কাইপ সফট্ওয়্যারের উন্নতি সাধন করেন। তারা পিয়ার-টু-পিয়ার ফাইল শেয়ারিং সফট্ওয়্যার কাজা'র মাধ্যমে নেপথ্যে থেকে কাজ করেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে জনসমক্ষে স্কাইপ সফট্ওয়্যারের প্রথম বেটা সংস্করণ প্রকাশ করা হয়।[৫৮]

ই-মেইল : বর্তমানে লিখিত যে-কোনো তথ্য ও ছবি আদান-প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ই-মেইল। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা চাকুরির আবেদনও ই-মেইলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় ই-মেইলের অবদান অতুলনীয়। এটি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিরাপদ ও সহজ করে তুলেছে। বর্তমানে অসংখ্য মানুষ ই-মেইলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সম্পাদন করছে।

মার্কিন কম্পিউটার প্রোগ্রামার টমলিনসন ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইলেক্ট্রনিক মেসেজ বা ই-মেইলের ধারণা দেন। এ উদ্ভাবনের সময় তিনি ই-মেইল অ্যাড্রেসের সঙ্গে @ চিহ্নটি ব্যবহার করেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বোল্ট, বেরানেক অ্যান্ড নিউম্যান (বর্তমানে বিবিএন) নামক এক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবন শুরু করেন। সেখানে কাজ করতে গিয়েই তিনি উদ্ভাবন করেন টেনেক্স অপারেটিং সিস্টেম যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল আর্পানেট নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল প্রটোকল। আর্পানেটে ফাইল স্থানান্তরের প্রথম প্রোগ্রামটি তিনিই লিখেন। আর এর মাধ্যমেই সূচিত হয় ই-মেইলের যাত্রা, যা বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন টমলিনসন। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে এমআইটির শীর্ষ ১৫০ উদ্ভাবকের তালিকায় তিনি চতুর্থ স্থানে ছিলেন।[৫৯]

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান আধুনিক জীবনব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া বর্তমানে একদিনও অতিবাহিত করা যাবে না। বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করার পর এর অপরিহার্যতা ও বর্তমান সময়ের যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিত্যনতুন মাধ্যম ও এর ব্যবহার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সচেতনতার সাথে জাতিকে এগুলো ব্যবহার করতে হবে এবং এগুলোর অপব্যবহার থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে হবে।

---

৫৮. www.bn.m.wikipedia.org/wiki/স্কাইপি, visited on 10.09.2020 AD

৫৯. www.theguardian.com; www.wikipedia.com, visited on 28.07.2019 AD

তৃতীয় অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশ পরিচিতি
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সূচনা ও ক্রমবিকাশ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের সফলতা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

তৃতীয় অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশ পরিচিতি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বকে এক সুতায় বেঁধে বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত করেছে। বিশ্বকে নতুন পরিচয়ে পরিচিত করে তোলার যে বিপ্লব বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের প্রবেশ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার, বাংলাদেশের উন্নয়নে এর অবদান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের অবদান শীর্ষক আলোচনা আলোচ্য অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। এখানে উক্ত বিষয়ক আলোচনার শুরুতেই বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হলো :

বাংলাদেশের পরিচয়

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। ভূ-রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্ব সীমান্তে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম, দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে মায়ানমারের চিন ও রাখাইন রাজ্য এবং দক্ষিণ উপকূলের দিকে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।[১] বাংলাদেশের ভূখণ্ড ভৌগোলিকভাবে একটি উর্বর ব-দ্বীপের অংশ বিশেষ। দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘতম দুটি নদী– গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে সেখানেই কালের পরিক্রমায় গড়ে উঠে পৃথিবীর বৃহত্তম এ ব-দ্বীপ। এ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র মোহনা অঞ্চলে প্রায় ৩ হাজার বছর বা তারও পূর্ব থেকে যে জনগোষ্ঠীর বসবাস, তা-ই ইতিহাসের নানান চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে এসে দাঁড়িয়েছে বর্তমানের স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশরূপে।

ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারত ও মিয়ানমারের মাঝখানে। এর ভূখণ্ড ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। বাংলাদেশের পশ্চিম, উত্তর, আর পূর্ব সীমান্ত জুড়ে রয়েছে ভারত; পশ্চিমে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য; উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় রাজ্য এবং পূর্বে রয়েছে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম। তবে দক্ষিণ-পূর্বে ভারত ছাড়াও মিয়ানমারের (বার্মা) সাথে সীমান্ত রয়েছে; দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর।[২]

বাংলাদেশের স্থল সীমান্তরেখার দৈর্ঘ্য ৪ হাজার ২ শত ৪৬ কিলোমিটার যার ৯৪ শতাংশ ভারতের সাথে এবং বাকি ৬ শতাংশ মিয়ানমারের সাথে। বাংলাদেশের সমুদ্রতটরেখার দৈর্ঘ্য ৫ শত ৮০ কিলোমিটার। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকতগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের উচ্চতম স্থান দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোডক পর্বত, সমুদ্রতল থেকে যার

---

১. বাংলাদেশকে জানুন, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন*, দ্র. www.bangladesh.gov.bd/site/page/812d94a8, visited on 01/03/2019 AD

২. প্রাগুক্ত।

উচ্চতা ১ হাজার ৫২ মিটার (৩ হাজার ৪ শত ৫১ ফুট)। বঙ্গোপসাগর উপকূলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অনেকটা অংশ জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এখানে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল (টাইগার) বাঘ, চিত্রা হরিণসহ নানা ধরনের প্রাণীর বাস।[৩]

উল্লেখ্য পার্শ্ববর্তী দেশের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাসহ বাংলাদেশ একটি ভৌগোলিকভাবে জাতিগত ও ভাষাগত 'বঙ্গ' অঞ্চলটির অর্থ পূর্ণ করে। 'বঙ্গ' ভূখণ্ডের পূর্বাংশ পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল, যা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পৃথিবীতে যে ক'টি রাষ্ট্র জাতিরাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা লাভ করে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের বর্তমান সীমান্ত তৈরি হয়েছিল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে, যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাবসানে, বঙ্গ (বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি) এবং ব্রিটিশ ভারতকে বিভাজন করা হয়েছিল। বিভাজনের পরে বর্তমান বাংলাদেশের অঞ্চল তখন পূর্ববাংলা নামে পরিচিত ছিল, যাকে নবগঠিত দেশ পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পাকিস্তান অধিরাজ্যে থাকাকালীন ইহাকে 'পূর্ব বাংলা' থেকে 'পূর্ব পাকিস্তান' হিসেবে নামকরণ করা হয়েছিল।

শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় ঘটেছে দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এছাড়াও প্রলম্বিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও পুনঃপৌনিক সামরিক অভ্যুত্থান এদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বারবার ব্যাহত করেছে। গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, যার ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত দুই দশকের অধিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ও সমৃদ্ধি সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাংলাদেশ শব্দের উৎপত্তি : বাংলাদেশ শব্দটি খুঁজে পাওয়া যায় বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, যখন থেকে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'নম নম নম বাংলাদেশ মম' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে'-এর ন্যায় দেশাত্মবোধক গানগুলোর মাধ্যমে সাধারণ পরিভাষা হিসেবে শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়।[৪] অতীতে বাংলাদেশ শব্দটিকে দু'টি আলাদা শব্দ হিসেবে 'বাংলা দেশ' রূপে লেখা হত। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদীরা শব্দটিকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মিটিং-মিছিল ও সভা-সমাবেশে ব্যবহার করেছে। বাংলা শব্দটি বঙ্গ এলাকা ও বাংলা এলাকা উভয়ের জন্যই একটি প্রধান নাম। শব্দটির প্রাচীনতম ব্যবহার পাওয়া যায় ৮০৫ খ্রিস্টাব্দের নেসারি ফলকে। এছাড়াও ১১ শতকের দক্ষিণ-এশীয় পাণ্ডুলিপিসমূহে 'ভাংলাদেসা' পরিভাষাটির সন্ধান পাওয়া যায়।[৫]

১৪শ শতাব্দীতে বাংলা সালতানাতের সময়কালে পরিভাষাটি দাপ্তরিক মর্যাদা লাভ করে।[৬] ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার প্রথম শাহ হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন।[৭] উক্ত অঞ্চলকে বুঝাতে

---

৩. বাংলাদেশকে জানুন, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন*, প্রাগুক্ত।

৪. John Keay, *India : A History*(New York : Grove Press, 2000 AD), p. 220

৫. Sailendra Nath Sen, *Ancient Indian History and Civilization*(New Delhi : New Age International (Pvt.) Limited, ed. 2, 1999 AD), p. 281

৬. Salahuddin Ahmed, *Bangladesh : Past and Present*(New Delhi : APH Publishing Corporation, 2004 AD), p. 23

৭. বাংলাপিডিয়া, ইসলাম, বেঙ্গল, দ্র. www.banglapedia.com/Islam/bengal, visited on 02.03.2019 AD

বাংলা শব্দটির সর্বাধিক ব্যবহার শুরু হয় মুসলিম শাসনামলে। ১৬শ শতাব্দীতে পর্তুগিজরা এ অঞ্চলটিকে 'বাঙ্গালা' নামে উল্লেখ করতে শুরু করেন।[৮]

'বাংলা' বা 'বেঙ্গল' শব্দগুলোর আদি উৎস অজ্ঞাত। ধারণা করা হয় আধুনিক এ নামটি বাংলার সুলতানি আমলের 'বাঙ্গালা' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়। কিন্তু কিছু ঐতিহাসিক ধারণা করেন যে, শব্দটি 'বং' অথবা 'বাং' নামক একটি দ্রাবিড়ীয় ভাষী উপজাতি বা গোষ্ঠীদের থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'বং' জাতিগোষ্ঠী ১ হাজার খ্রিস্টপূর্বের দিকে এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[৯]

অন্য একটি তত্ত্ব ও তথ্য অনুযায়ী শব্দটির উৎপত্তি 'ভাঙ্গা' (বঙ্গ) শব্দ থেকে হয়েছে, যেটি অস্ট্রীয় শব্দ 'বঙ্গা' থেকে এসেছিল, অর্থাৎ অংশুমালী।[১০] শব্দটি ভাঙ্গা এবং অন্য শব্দ যে বঙ্গ কথাটি অভিহিত করতে জল্পিত (যেমন অঙ্গ) প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়, যেমন– বেদ, জৈন গ্রন্থ, মহাভারত এবং পুরাণে। 'ভাঙ্গালাদেসা/ভাঙ্গাদেসাম' (বঙ্গাল/বঙ্গল)-এর সবচেয়ে পুরনো উল্লেখ রাষ্ট্রকূট গোবিন্দ-৩-এর নেসারি প্লেট্‌সে উদ্দিষ্ট (৮০৫ খ্রিস্টপূর্বে), যেখানে ভাঙ্গালার রাজা ধর্মপালের বৃত্তান্ত লিখিত রয়েছে।[১১]

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস : ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে উয়ারি-বটেশ্বর অঞ্চলে প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুযায়ী বাংলাদেশ অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠেছিলো প্রায় ৪ হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। ধারণা করা হয় দ্রাবিড় ও তিব্বতীয়-বর্মী জনগোষ্ঠী এখানে সে সময় বসতি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীতে এ অঞ্চলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে স্থানীয় ও বিদেশি শাসকদের দ্বারা শাসিত হত। আর্য জাতির আগমনের পর খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত গুপ্ত রাজবংশ বাংলা শাসন করেছিল। এর ঠিক পরেই শশাঙ্ক নামের একজন স্থানীয় রাজা স্বল্প সময়ের জন্য এ এলাকার ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হন।

প্রায় একশ বছরের অরাজকতার (যাকে মাৎসন্যায় পর্ব বলে অভিহিত করা হয়) শেষে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজবংশ বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের অধিকারী হয় এবং পরবর্তী চারশ বছর যাবত রাজ্য শাসন করে। এরপর হিন্দু ধর্মাবলম্বী সেন রাজবংশ ক্ষমতায় আসীন হন। দ্বাদশ শতকে সুফি ধর্ম প্রচারকগণের মাধ্যমে বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে সামরিক অভিযান এবং যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে মুসলিম শাসকগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১২০৫-১২০৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি নামক একজন তুর্কি বংশোদ্ভূত সেনাপতি রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে সেন রাজবংশের পতন ঘটান। ষোড়শ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা স্থানীয় সুলতান ও ভূস্বামীদের হাতে শাসিত হত। মুঘল বিজয়ের পর ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় এবং জাহাঙ্গীর নগর হিসেবে এর নামকরণ করা হয়।

ঔপনিবেশিক সময়কাল : বাংলায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের আগমন ঘটে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে। ধীরে ধীরে তাদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশির যুদ্ধে

---

৮. জেমস হাইটসম্যান ও রবার্ট এল ওয়ার্ডেন, *বাংলাদেশ : এ কান্ট্রি স্টাডি*(লন্ডন : লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১২২

৯. অমিতাভ সেনগুপ্ত, *স্ক্রল পেইন্টিংস অফ বেঙ্গল : আর্ট ইন দ্যা ভিলেজ*(নিউইয়র্ক : অ্যাথর হাউস, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৪

১০. বাংলাপিডিয়া, *বাঙ্গালা*, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, দ্র. www.banglapedia.com/vangala, visited on 04.03.2019 AD

১১. ব্যাক্সটার সি, *বাংলাদেশ : একটি জাতি থেকে একটি রাষ্ট্র*(লন্ডন : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ৭২

জয়লাভের মাধ্যমে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করে।[১২] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিপ্লবের পর কোম্পানির হাত থেকে বাংলার শাসনভার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ব্রিটিশ রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন একজন ভাইসরয় প্রশাসন পরিচালনা করতেন।[১৩]

পাকিস্তানের সঙ্গে জোট : ১৯০৫ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়েছিল, যার রাজধানী ছিল ঢাকায়।[১৪] তবে কলকাতা-কেন্দ্রিক রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের চরম বিরোধিতার ফলে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের দেশভাগের সময় ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ধর্ম গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পুনর্বার বাংলা প্রদেশটিকে ভাগ করা হয়। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশভুক্ত হয়; অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশভুক্ত হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়।[১৫]

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভূমিস্বত্ব সংস্কারের মাধ্যমে জমিদার ব্যবস্থা রদ করা হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যাগত গুরুত্ব সত্ত্বেও পাকিস্তানের সরকার ও সেনাবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থেকে যায়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈরিতার প্রথম লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায়।[১৬]

পরবর্তী দশক জুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে নেয়া নানা পদক্ষেপে পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। এ সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসেবে আওয়ামী লীগের উত্থান ঘটে এবং দলটি বাঙালি জাতির প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি ৬ দফা আন্দোলনের সূচনা ঘটে; যার মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বাধিকার আদায়। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কারাবন্দী করা হয়। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চাপিয়ে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়; কিন্তু ঊনসত্তরের তুমুল গণঅভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খানের সামরিক জান্তার পতন ঘটে এবং মুজিব মুক্তি পান। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ৫ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটে। এ সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা ও ঔদাসীন্য প্রকট হয়ে উঠে।[১৭]

মুক্তিযুদ্ধ : ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের সংসদীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে টাল-বাহানা করতে থাকে। শেখ মুজিবের সাথে গোলটেবিল বৈঠক সফল না হওয়ার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ গভীর রাতে মুজিবকে গ্রেপ্তার করেন এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের অংশ হিসেবে বাঙালিদের উপর নির্বিচারে আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এ নারকীয় হামলাযজ্ঞে রাতারাতি বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রাণহানী ঘটে। সেনাবাহিনী ও তার স্থানীয় দালালদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বুদ্ধিজীবী ও সংখ্যালঘু

---

১২. ব্যাক্সটার সি, *বাংলাদেশ : একটি জাতি থেকে একটি রাষ্ট্র* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩
১৩. অমর্ত্য সেন, *পুভারটি এণ্ড ফ্যামিনস*(লন্ডন : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৬৩
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. কলিনস এল ও ল্যাপিরে ডি, *ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট*(নয়াদিল্লি : বিকাশ পাবলিশার্স, সং. ১৮, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ.৭৬
১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. প্রাগুক্ত।

জনগোষ্ঠী। গণহত্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রায় ১ কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়।[১৮] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মোট জীবনহানীর সংখ্যার হিসেব কয়েক লাখ থেকে শুরু করে ৩০ লাখ পর্যন্ত অনুমান করা হয়েছে।

দুই থেকে চার লক্ষ নারী পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা ধর্ষিতা হন। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা ১০ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন তাজউদ্দিন আহমদ। এ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় ৯ মাস পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ভারতের সহায়তায় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। মিত্রবাহিনী প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা'র কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পন করেন। প্রায় ৯০ হাজার পাকিস্তানি সেনা যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক হয়; যাদেরকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়।[১৯]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজনীতি : বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ও বিমসটেক-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এ ছাড়া দেশটি জাতিসংঘ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্ব শুল্ক সংস্থা, কমনওয়েলথ অফ নেশনস, উন্নয়নশীল ৮টি দেশ (জি-৮), জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন, ওআইসি, ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থার সক্রিয়সদস্য।

প্রথম সংসদীয় সময়কাল (১৯৭৩-১৯৭৫) : স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে প্রথমে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালু হয় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের সংসদীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।[২০] ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কিয়দংশ ও স্বীয়দলের কিছু রাজনীতিবিদের ষড়যন্ত্রে সংঘটিত অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন।[২১]

সংসদীয় সময়কাল ও সামরিক অভ্যুত্থান (১৯৭৫-১৯৯১) : বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পরবর্তী ৩ মাসে একাধিক অভ্যুত্থান ও পাল্টা-অভ্যুত্থান চলতে থাকে, যার পরিসমাপ্তিতে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হন। জিয়া বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরায় প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি জিয়া

---

১৮. সালেক সিদ্দিক, *উইটনেস টু সারেণ্ডার*(লন্ডন : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ৯১-৯৫; লা পর্তে, *পাকিস্তান ইন ১৯৭১ : দ্যা ডিস্টিংগুইশন অফ এ নেশন*, এশিয়ান সার্ভে ১৯৭২ খ্রি., খ. ১২(২), পৃ. ৯৭-১০৮; জেশ্চারসাইড ওয়াচ, জনোসাইড ইন বাংলাদেশ, দ্র. www.gendercidewatch.com/ genocideinbangladesh, visited on 03/03/2019 AD

১৯. বার্ক এস, *দ্যা পোস্টওয়ার ডিপ্লোম্যাসি অফ দ্যা ইন্দো-পাকিস্তানী ওয়ার অফ ১৯৭১*, এশিয়ান সার্ভে ১৯৭৩ খ্রি., খ. ১৩(১১), পৃ. ১০৩৬-১০৪৯; এ. ম্যাসকারেনহাস, *বাংলাদেশ : এ লিজেণ্ড অফ ব্লাড*(লন্ডন : হুডার এণ্ড সাউদাম্পটন, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩৪০

২০. অমর্ত্য সেন, *পুভারটি এণ্ড ফ্যামিনস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

২১. বিবিসি, বাংলাদেশ প্রোফাইল, ১৬ জুলাই ২০১৩, দ্র. https://www.bbc.com/bangladeshprofile, visited on12.6.2019 AD

চট্টগ্রাম সফরের সময় আরেকটি অভ্যুত্থানে নিহত হন।[২২] অতঃপর উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলাদেশের পরবর্তী শাসক জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রক্তপাতবিহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদ ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশ শাসন করেন। ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে তাঁর ক্ষমতার অবসান ঘটে এবং তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করলে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হয়।[২৩]

সমসাময়িক সংসদীয় সময়কাল (১৯৯১-বর্তমান) : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেত্রী ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথমবারের মত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ থেকে ২০০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেত্রী হিসেবে প্রথমবারের মত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। দারিদ্র্য ও দুর্নীতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে এর অবস্থান সমুন্নত রেখেছে।

২০০১ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকার গঠন করে এবং খালেদা জিয়া পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি ২০০১ থেকে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ মেয়াদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর নানা নাটকীয় পালাবদলের মধ্য দিয়ে কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফখরুদ্দিন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। এ সরকার প্রায় দুই বৎসর ক্ষমতায় থাকে এবং সেনা সমর্থিত সরকার হিসেবে সমালোচিত হয়। তবে ফখরুদ্দিন সরকার কর্তৃক ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[২৪] এ নির্বাচনে বিশাল ব্যবধানে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক মহাজোট বাংলাদেশের সরকার গঠন করে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। এরপর ২০১৪ ও ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের সংসদীয় নির্বাচনে পুনরায় বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক মহাজোট সরকার গঠন করে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা : বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম; যদিও আয়তন হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে ৯৪তম দেশ; ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে নবম। মাত্র ৫৬ হাজার বর্গমাইলেরও কম এ ক্ষুদ্রায়তনের দেশটির প্রাক্কলিত (২০১৮ খ্রি.) জনসংখ্যা ১৮ কোটির বেশি অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি ২ হাজার ৮ শত ৮৯ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১ হাজার ১ শত ১৫ জন)। রাজধানী ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ১.৪৪ কোটি এবং ঢাকা মহানগরীর জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ১৯ হাজার ৪ শত ৪৭ জন।[২৫] দেশের জনসংখ্যার ৯৯ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা; সাক্ষরতার হার ৭২ শতাংশ।

---

২২. বাংলাপিডিয়া, *ভাঙ্গালা*, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, দ্র. www.banglapedia.com/bengal, visited on 07.03.2019 AD

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. Al Masud Hasanuzzaman, *Role of Opposition in Bangladesh Politics*(Dhaka : University Press Limited, 1998 AD), p. 10

২৫. www.worldpopulation.com/countries/bangladesh/population, visited on 10.10.2020 AD

২০১১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত আদমশুমারির প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ। এ আদমশুমারির প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২ দশমিক ২ শতাংশ। সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র প্রাক্কলন অনুযায়ী জুন ২০১৬-এ জনসংখ্যা প্রায় ১৫ দশমিক ৬৪ কোটি।[২৬]

অপর একটি প্রাক্কলন অনুসারে মার্চ ২০১৬-এ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ দশমিক ৯৫ কোটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রাক্কলন অনুযায়ী ১৫ দশমিক ৮৫ কোটি। এ হিসেবে বাংলাদেশ পৃথিবীর ৮ম জনবহুল দেশ। জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইল এলাকায় ২ হাজার ৪ শত ৯৭ জনের বেশি।[২৭]

২০১১-এর আদমশুমারির প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী পুরুষ ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে– ৭ কোটি ১২ লাখ ৫৫ হাজার এবং ৭ কোটি ১০ লাখ ৬৪ হাজার অর্থাৎ নারী ও পুরুষের অনুপাত ১০০ : ১০৩। দেশের অধিকাংশ মানুষ শিশু ও তরুণ বয়সী; যেখানে ০-২৫ বছর বয়সীরা মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ, সেখানে ৬৫ বছরের বেশি বয়সীরা মাত্র ৩.০ শতাংশ। এদেশে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের গড় আয়ু ৭১ দশমিক ৫ বছর।[২৮]

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা : ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চলতি বাজারমূল্যে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) পরিমাণ ছিল ২৬১.২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি লাভ করে ২৮৫.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উন্নীত হয়।[২৯] ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু গড়বার্ষিক আয় ছিল ১ হাজার ৭ শত ৫২ ডলার। সরকার প্রাক্কলন করেছিল যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় দাঁড়াবে ১ হাজার ৯ শত ৫৬ ডলার বা ১ লাখ ৬০ হাজার ৩ শত ৯২ টাকা।[৩০] দারিদ্র্যের হার ২৬.২০ শতাংশ, অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা ১১.৯০ শতাংশ এবং বার্ষিক দারিদ্র্য হ্রাসের হার ১.৫ শতাংশ। এ উন্নয়নশীল দেশটি প্রায় দুই দশক যাবৎ বার্ষিক ৫ থেকে ৬.২ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনপূর্বক 'পরবর্তী একাদশ' অর্থনীতিসমূহের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য শহরের পরিবর্ধন বাংলাদেশের এ উন্নতির চালিকাশক্তিরূপে কাজ করছে। এর কেন্দ্রবিন্দুতে কাজ করেছে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত শ্রেণির ত্বরিত বিকাশ এবং একটি সক্ষম ও সক্রিয় উদ্যোক্তা শ্রেণির আবির্ভাব। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প সমগ্র বিশ্বে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। জনশক্তি রপ্তানিও দেশটির অন্যতম অর্থনৈতিক স্তম্ভ। বিশ্ব ব্যাংকের প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৮-২০ এ দুই অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রতি বছর গড়ে ৬.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।[৩১]

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। জাতিসংঘের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী এটি একটি স্বল্পোন্নত দেশ। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ১ হাজার টাকার আন্তর্জাতিক মূল্যমান কমবেশি ১২.৫৯৯২ মার্কিন ডলার (১ মার্কিন

---

২৬. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ* ২০১৬(ঢাকা : বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিক্স, মে ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৬

২৭. বিবিসি, বাংলাদেশ প্রোফাইল, ১৬ জুলাই ২০১৭ খ্রি. , দ্র. www.banglapedia.com/bengal, visited on 05.10.2020 AD

২৮. সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক(ঢাকা : ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৭, দ্র. www.ittefaq.com.bd/national/2017/04/25/111910, visited on 05.03.2019 AD

২৯. প্রাগুক্ত।

৩০. প্রাগুক্ত।

৩১. বিবিসি, বাংলাদেশ প্রোফাইল, ১৬ জুলাই ২০১৩ খ্রি., দ্র. www.banglapedia.com/bengal, visited on 05.10.2020 AD

ডলার = ৭৯.৩৭ টাকা)। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৪৮.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি।[৩২]

সুইজার্যলান্ডের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্রেডিট সুইসের বৈশ্বিক সম্পদ প্রতিবেদন ২০১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২ হাজার ৩ শত ৩২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মানুষের সম্পদের সর্বমোট মূল্যমান ছিল ৭ হাজার ৮ শত কোটি মার্কিন ডলার এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ১ শত ৩৮ মার্কিন ডলার। সম্পদের সর্বমোট মূল্যমান বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ২৪ হাজার কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যা ১০ কোটি ২৭ লক্ষ ৯৩ হাজার জন ধরে প্রাক্কলন করা হয়েছিল।[৩৩]

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক খানাজরিপ অনুযায়ী সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ মানুষের আয় দেশের সর্বমোট আয়ের মাত্র ০.২৩ শতাংশ। এ পরিসংখ্যান ইঙ্গিত করে যে আয় বণ্টনের অসমতা গত এক দশকে বৃদ্ধি পেয়েছে; কেননা ২০০০ সালে দেশের সর্বমোট আয়ে সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ মানুষের অংশ ছিল ০.৭৮ শতাংশ। একইভাবে দেশের সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ মানুষের আয় ২০০০ সালে মোট জাতীয় আয়ের ২৪.৬১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭.৮৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দেশের অন্যতম অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী আয় বণ্টনের অসমতার সূচক জিনি সহগের মান বৃদ্ধি পেয়ে ০.৪৮ এ পৌঁছেছে।[৩৪]

১৯৮০-এর দশক থেকে শিল্প ও সেবা খাতের ব্যাপক সম্প্রসারণ সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি অদ্যাবধি কৃষি নির্ভর। কারণ দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কৃষিজীবী। দেশের প্রধান কৃষিজ ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, পাট এবং চা। দেশে আউশ, আমন, বোরো এবং ইরি ধান উৎপন্ন হয়ে থাকে। পাট, যা বাংলাদেশের 'সোনালী আঁশ' নামে পরিচিত; এক সময় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান উৎস ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশ আসে রপ্তানিকৃত তৈরি পোশাক থেকে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বেশিরভাগ ব্যয় হয় একই খাতের জন্য কাঁচামাল আমদানিতে। সস্তা শ্রম ও অন্যান্য সুবিধার কারণে ১৯৮০-এর দশকের শুরু থেকে এ খাতে যথেষ্ট বৈদেশিক ও স্থানীয় বিনিয়োগ হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৮.১৫ বিলিয়ন কোটি মার্কিন ডলার।[৩৫]

তৈরি পোশাক খাতে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করেন; যাদের ৯০ শতাংশই নারী শ্রমিক। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার আরেকটি বড় অংশ আসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ থেকে। পরিবর্তিত হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ১ হাজার ৪ শত ৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।[৩৬] নানা অর্থনৈতিক সূচকে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের অবস্থান পিছনের সারিতে, তবে বিশ্ব ব্যাংকের

---

৩২. স্টার অনলাইন রিপোর্ট, *দ্যা ডেইলি স্টার*, ২৪.০৮.২০২১ খ্রি., দ্র. https://www.thedailystar.net/bangla/ অর্থনীতি/, visited on 30.09.2021 AD

৩৩. Nazmul Ahsan, *Why Bangladesh's inequality is likely to rise*(Dhaka : The Daily Star, Transcom Group, 12 May, 2018 AD), p. 1

৩৪. বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, 'জুট', দ্র. www.banglapedia.com/bengal, visited on 22.10.2020 AD

৩৫. ফাহমিদা খাতুন, *তৈরি পোশাক খাত : এগোনোর পথ*, প্রথম আলো, ১০ মে ২০১৩ খ্রি.; চ্যানেল আই অনলাইন, তারপরও এগিয়েছে পোশাক খাত : বেড়েছে রপ্তানি, ২৩ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি.

৩৬. এন বেগম, *এনফোর্সমেন্ট অফ সেইফটি রেগুলেশনস ইন গার্মেন্ট সেক্টর ইন বাংলাদেশ* (গ্রোথ অফ গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ : ইকোনোমিক এণ্ড সোশ্যাল ডাইমেনশন), পৃ. ২০৮-২২৬

২০০৫ খ্রিস্টাব্দের দেশভিত্তিক আলোচনায় এ দেশের শিক্ষা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য সামাজিক খাতে উন্নয়নের ব্যাপক প্রশংসা করা হয়েছে।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবছর বাংলাদেশ গড়ে ৫ থেকে ৬.২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে আসছে। মধ্যবিত্ত ও ভোক্তা শ্রেণির সম্প্রসারণ ঘটেছে দ্রুত। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গোল্ডম্যান স্যাক্স-এর বিশ্লেষণে বাংলাদেশকে 'অগ্রগামী ১১ দেশ'-এর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।[৩৭] ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাক্কলন অনুযায়ী এ বছর প্রায় ৬.৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।[৩৮]

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সারা দেশে চালু হওয়া ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলাদেশি হিসেবে একমাত্র নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস ক্ষুদ্র ঋণের প্রবক্তা। ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৩ লাখ; ব্র্যাকসহ অন্যান্য সাহায্য সংস্থারও প্রায় ২৫ লাখ সদস্য রয়েছে।[৩৯]

দেশের শিল্প ও রপ্তানির উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (ইপিজেড) স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বা বেপজা এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের অধিকাংশ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর, মংলা সমুদ্র বন্দর ও বেনাপোল স্থলবন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। তাই নৌপথ বা জলপথকে বাংলাদেশের প্রাচীনতম যাতায়াত পথ হিসেবে গণ্য করা হত। নদীপথ এবং সমুদ্রপথ উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। নদীমাতৃক দেশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থায় নদীপথ গুরুত্বপূর্ণ; তবে বহির্বিশ্বের সাথে যাতায়াত ব্যবস্থায় সমুদ্রপথ ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৮ হাজার ৪ শত কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ রয়েছে। এর মধ্যে ৫ হাজার ৪ শত কিলোমিটার সারা বছর নৌচলাচলের জন্য উন্মুক্ত থাকে। অবশিষ্ট প্রায় ৩ হাজার কিলোমিটার শুধু বর্ষাকালে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌচলাচলের জন্য বেশি উপযোগী। এ অঞ্চলেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দরগুলো অবস্থিত। যেমন– ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, খুলনা প্রভৃতি। নদীপথে চলাচলকারী যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই (৯৪ শতাংশ) নৌকা ও লঞ্চে এবং বাকিরা (৬ শতাংশ) স্টিমারে যাতায়াত করেন। দেশের সমুদ্রপথ মূলত ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের প্রধান দুইটি সমুদ্র বন্দর– চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্র বন্দর এবং পায়রা সমুদ্র বন্দরও এ কাজে ব্যবহৃত হয়।[৪০]

বাংলাদেশের স্থল যোগাযোগের মধ্যে সড়কপথ উল্লেখযোগ্য। সড়কপথের অবকাঠামো নির্মাণ এ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভৌগোলিক অবকাঠামোর মধ্যে বেশ ব্যয়বহুল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশে পাকা রাস্তার পরিমাণ ছিল ১৯৩১.১৭ কিলোমিটার, ১৯৯৬-১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে তা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৭৮ হাজার

---

৩৭. মহাব্যবস্থাপক, গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৪-২০০৫*(ঢাকা : ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৫

৩৮. স্ক্রানার মার্ক, *অ্যা কস্ট-ইফেক্টিভ এ্যানালাইসিস অফ দ্যা গ্রামীণ ব্যাংক অফ বাংলাদেশ*(ডেভেলপমেন্ট পলিসি রিভিউ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ২১(৩), পৃ. ৩৫৭-৩৮২

৩৯. ড. শামসুল আলম, সেলিনা শাহজাহান, কাজী আবদুর রউফ, *বাংলাদেশের পরিচয়*; এম আমিনুল ইসলাম, *মাধ্যমিক ভূগোল*(ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, নভেম্বর ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৩১

৪০. অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*(ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, অক্টোবর ২০২০ খ্রি.), পৃ. ১৫৬-১৫৮

৮ শত ৫৯ কিলোমিটারে।[৪১] ২০২০ খ্রিস্টাব্দে দেশের জাতীয় মহাসড়ক ৩ হাজার ৯ শত ৬ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪ হাজার ৭ শত ৬৭ কিলোমিটার এবং ফিডার/জেলা রোড ১৩ হাজার ৪ শত ২৩ কিলোমিটার। দেশের সড়কপথের উন্নয়নের জন্য 'বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)' নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে।[৪২] সড়কপথে প্রায় সকল জেলার সাথে যোগাযোগ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন– ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মিত না হওয়ায় ফেরি পারাপারের প্রয়োজন হয়। সড়কপথে জেলাভিত্তিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় বড় যানবাহন যেমন– ট্রাক, বাস ইত্যাদি ব্যবহৃত হলেও আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায়ে ট্যাক্সি, সিএনজি, মিনিবাস, মিনি ট্রাক ইত্যাদি যান্ত্রিক বাহন ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও বহু পুরাতন যুগের অযান্ত্রিক বাহন যেমন– রিকশা, গরুর গাড়ি, ঠেলাগাড়িও ব্যবহৃত হয়।

স্থলভাগে রেলপথ সবচেয়ে নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা হিসেবে ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশে রেলপথ ছিল ২ হাজার ৮ শত ৫৭ কিলোমিটার।[৪৩] ২০২০ খ্রিস্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে রেলপথ রয়েছে ২ হাজার ৯ শত ৫৫ কিলোমিটার।[৪৪] এ দেশে মিটারগেজ এবং ব্রডগেজ– এ দু'ধরনের রেলপথ রয়েছে।[৪৫] রেলপথ রেলস্টেশনের দ্বারা পরিচালিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন স্টেশনকে জংশন হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। রেলপথকে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে নামে একটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বাংলাদেশকে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়েজালের সঙ্গে সংযোজনের জন্য ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের দোহাজারি থেকে কক্সবাজারের টেকনাফ পর্যন্ত ১২৮ কিলোমিটার রেলসড়ক স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। এ রেলসড়ক মিয়ানমারের গুনদুম রেলস্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত হবে।

এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণের সুবিধার্থে বাংলাদেশে আকাশপথে বা বিমানপথে যাতায়াতের ব্যবস্থাও রয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিমান যাতায়াত ব্যবস্থায় দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিমানবন্দরে যাতায়াত করা যায়। আর আন্তর্জাতিক বিমান যাতায়াত ব্যবস্থায় শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বহির্দেশে গমনাগমন করা যায়।[৪৬] ঢাকার কুর্মিটোলায় অবস্থিত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বাংলাদেশের অন্যতম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এছাড়াও চট্টগ্রাম, সিলেট এবং কক্সবাজারেও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা হলো 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স'।

মূলত বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল ডাক আদান-প্রদান ভিত্তিক। কিন্তু কালের বিবর্তনে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং পরবর্তীতে মোবাইল ফোনের প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

---

৪১. অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬
৪২. বাংলাদেশ মার্চিং অ্যাহেড, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মার্চ ২০১৪ খ্রি., দ্র. www.primeministeroffice.com/bangaladesh, visited on 01.07.2019 AD
৪৩. প্রাগুক্ত।
৪৪. প্রাগুক্ত।
৪৫. প্রাগুক্ত।
৪৬. প্রাগুক্ত।

বাংলাদেশের মুদ্রাব্যবস্থা : বাংলাদেশে দু' ধরনের মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত আছে, ধাতব মুদ্রা ও কাগুজে নোট। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের (SPCBL) অধীনে (শিমুলতলী, গাজীপুর) কাগুজে নোটগুলো মুদ্রিত হয়। নোটগুলো প্রচলন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ১০ টাকার নোট SPCBL কর্তৃক মুদ্রিত সর্বপ্রথম নোট। নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত জাপান-বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং অ্যান্ড পেপারস লিমিটেড, বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠান। ১ টাকা এবং ১০০ টাকার নোট এ দেশে প্রথম মুদ্রিত নোট। বাংলাদেশের প্রথম টাকা ও মুদ্রার নকশাকার কে জি মুস্তফা। বর্তমানে ৯টি কাগুজে নোট এবং ৩টি ধাতব মুদ্রা প্রচীরত আছে।

বাংলাদেশের পর্যটন : ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের যোগাযোগ ও পর্যটন খাত অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। আগস্ট, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় হিসেবে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। জানুয়ারি, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে এটি পুনরায় যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বিভাগে পরিণত হয়। ডিসেম্বর, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে পৃথকভাবে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় খোলা হয়। ২৪ মার্চ, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে এ মন্ত্রণালয়কে বিলুপ্ত করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এরপর ১৯৮৬ খ্রি. থেকে উক্ত মন্ত্রণালয়কে পুণঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় এবং অদ্যাবধি তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[৪৭]

বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল : বাংলাদেশ ৮টি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত।[৪৮] এগুলো হলো– ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিলেট এবং রংপুর। প্রতিটি বিভাগে রয়েছে একাধিক জেলা। বাংলাদেশের মোট জেলার সংখ্যা ৬৪টি। জেলার চেয়ে ক্ষুদ্রতর প্রশাসনিক অঞ্চলকে উপজেলা বা থানা বলা হয়। সারাদেশে ৪৯২টি উপজেলা (সর্বশেষ হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা) রয়েছে।[৪৯] এ থানাগুলো ৪ হাজার ৪ শত ৮৪টি ইউনিয়নে; ৫৯ হাজার ৯ শত ৯০টি মৌজায় এবং ৮৭ হাজার ৩ শত ১৯টি গ্রামে বিভক্ত। বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ের প্রশাসনে কোনো নির্বাচিত কর্মকর্তা নেই; সরকার নিযুক্ত প্রশাসকদের অধীনে এসব অঞ্চল পরিচালিত হয়ে থাকে। ইউনিয়ন বা পৌরসভার ওয়ার্ডগুলোতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতি রয়েছে। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে মহিলাদের জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রয়েছে।[৫০]

এছাড়া শহরাঞ্চলে ১২টি সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ) এবং ২২৩টি পৌরসভা রয়েছে। এগুলোর সবগুলোতেই জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধি হিসেবে মেয়র ও কাউন্সিলার নির্বাচিত করা হয়। রাজধানী ঢাকা বাংলাদেশের বৃহত্তম শহর। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহরের মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রংপুর, যশোর, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, ফেনী প্রভৃতি।

বাংলাদেশের জলবায়ু : বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে ৬টি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। যথা : গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। বছরে বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১৫০০-

---

৪৭. সম্পাদকীয়, *দৈনিক প্রথম আলো*(ঢাকা : ট্রান্সকম গ্রুপ, ৩ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৭

৪৮. সম্পাদকীয়, *দৈনিক প্রথম আলো*(ঢাকা : ট্রান্সকম গ্রুপ, ২ জুন, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৬

৪৯. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নং আইন); ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের স্থানীয় সরকার কার্যবিধি নং ২০

৫০. সম্পাদনা বিভাগ, *পপুলেশন এণ্ড হাউজিং সেনসাস : প্রিলিমিনারি রেজাল্ট*(ঢাকা : বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিক্স, ২০১১, ১২ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রি.), পৃ ৫

২৫০০ মি.মি. বা ৬০-১০০ ইঞ্চি; পূর্ব সীমান্তে এই মাত্রা ৩৭৫০ মি.মি. বা ১৫০ ইঞ্চির বেশি। বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। এখানকার আবহাওয়াতে নিরক্ষীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত হালকা শীত অনুভূত হয়। মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে। জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চলে বর্ষা মৌসুম। এ সময় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ– যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, ও জলোচ্ছ্বাস প্রায় প্রতিবছরই বাংলাদেশের কোনো না কোনো স্থানে আঘাত হানে।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা তিন সারির এবং বহুলাংশে ভর্তুকিনির্ভর। বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বহু বিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যয় সর্বাংশে বহন করে। সরকার অনেক ব্যক্তিগত স্কুলের জন্য অর্থায়ন করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা খাতে, সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অর্থায়ন করে থাকে। ২০১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সরকার মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে আসছে। শিক্ষা বৎসরের প্রথম দিনের মধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নতুন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়ার ঐতিহ্য প্রবর্তিত হয়েছে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনটি পদ্ধতি প্রচলিত। প্রথমত সাধারণ পদ্ধতির স্কুলগুলোতে সরকারি পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয়। এ সকল স্কুলে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যম বাংলা ভাষা। দ্বিতীয়ত রয়েছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এগুলোতে পাশ্চাত্যের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়। তুলনামূলকভাবে সীমিত সংখ্যক হলেও উচ্চমানের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য এ স্কুলগুলো প্রসিদ্ধ। তৃতীয়ত রয়েছে মাদরাসা শিক্ষা। শেষোক্ত শিক্ষাব্যবস্থার মূল ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষা। তবে ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ব্যবসায় ইত্যাদি সকল বিষয়ও এ শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রম হিসেবে অনুসৃত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশে ৫০টি সরকারি, ১০৮টি বেসরকারি এবং ৩টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় বৃহত্তম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়।[৫১] ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি আন্তর্জাতিক সংস্থা ওআইসি-এর একটি অঙ্গসংগঠন হিসেবে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকা উপমহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এশিয়ার ১৪টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টির সদস্যবৃন্দ এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত সব প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছেন।[৫২] বুয়েট, রুয়েট, কুয়েট, চুয়েট, বুটেক্স এবং ডুয়েট দেশের ছয়টি সরকারি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। কিছু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ও এখানে রয়েছে। এগুলোর মধ্যে শাবিপ্রবি, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি, নোবিপ্রবি, পবিপ্রবি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা খাতে

---

৫১. www.bn.m.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশের–বিশ্ববিদ্যালয়, visited on 30.03.2021 AD

৫২. ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন তথ্যতীর্থ, ৮-৮-২০১১; দ্র. www.ugc-universities.gov.bd, visited on 09.27.2021 AD

বিনিয়োগ শুরু হয়। এর ফলে ব্যক্তিখাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে শুরু করে। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্যক্তিখাতে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৮টি।[৫৩]

বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ক্রমবর্ধমান। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের হিসেবে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার প্রায় ৪১ শতাংশ ছিল।[৫৪] ইউনিসেফের ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের হিসেবে পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে ৩১ শতাংশ।[৫৫] তবে সরকার বাস্তবায়িত বিবিধ সাক্ষরতা কর্মসূচির ফলে দেশে শিক্ষার হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এর মধ্যে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রবর্তিত শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (শিবিখা) সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে।[৫৬] দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এছাড়া মেয়েদের শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রবর্তিত বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।[৫৭]

২০১৩ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষার হার ছিল ৬৫ শতাংশ। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তা আরো বৃদ্ধি লাভ করে ৭২.৭৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার ৭২.৯ শতাংশ ছিল। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় সাক্ষরতার হার ২৬.১০ শতাংশ বেড়েছে। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষরা নারীর সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৫২.২ শতাংশ এবং সাক্ষর পুরুষ ৬১.৩ শতাংশ। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষরা নারীর হার ৭৩.০ শতাংশে এবং সাক্ষর পুরুষের হার ৭৮.২ শতাংশে উন্নীত হয়।[৫৮]

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা : দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশে অপুষ্টি একটি দুরূহ সমস্যা যা স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। অপুষ্টিজনিত কারণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসেবে পরিচিত শিশুরা বিশ্ব ব্যাংকের জরিপে বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল করেছে যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। মোট জনগোষ্ঠীর ২৬ শতাংশ অপুষ্টিতে ভুগছে। ৪৬ শতাংশ শিশু মাঝারি থেকে গভীরতর পর্যায়ে ওজনজনিত সমস্যায় ভুগছে। ৫ বছর বয়সের পূর্বেই ৪৩ শতাংশ শিশু মারা যায়। প্রতি পাঁচজন শিশুর একজন ভিটামিন 'এ' এবং প্রতি দু'জনের একজন রক্তস্বল্পতাজনিত রোগে ভুগছে।[৫৯]

বিগত দুই শতকে মানুষের খাদ্যগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে (২০১৩ : ২০৪০ গ্রাম দৈনিক) এবং সুষম খাদ্যাভাস গড়ে উঠেছে যার ফলস্বরূপ অকাল মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে এবং জনগণের গড় আয়ু ৭১.৬ বৎসরে (২০১৬ খ্রি.) উন্নীত হয়েছে।[৬০] বহু সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল এবং ১৩ হাজার কমিউনিটি হাসাপাতালের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মান অনেকাংশে উন্নীত হয়েছে। জন্মকালে শিশু মৃত্যুর হার (২০১৩ : হাজারে ৫৩ জন) ও মাতৃমৃত্যুর হার (২০১৩ : হাজারে ১৪৩ জন) উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।[৬১] ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে এসে পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যু প্রতি

---

৫৩. ইউএনডিপি, ২০০৫ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৬ খ্রি., দ্র. https://hdr.undp.org, visited on 10.28.2021 AD

৫৪. ইউনিসেফ, বাংলাদেশ স্ট্যাটিসটিক্স ২০১৫ খ্রি., দ্র. https://www.unicef.org, visited on 10.28.2021 AD

৫৫. Ahmed, A Nino, C del, *The food for education program in Bangladesh : An evaluation of its impact on educational attainment and food security*(Washington, DC : International Food Policy Research Institute, FCND DP No. 138, 2002 AD), p. 55

৫৬. Khandker, S, M Pitt, N Fuwa, *Subsidy to Promote Girls' Secondary Education : the Female Stipend Program in Bangladesh*(Washington, DC : World Bank, 2003 AD), p. 177

৫৭. চাইল্ড এণ্ড ম্যাটারনাল নিউট্রিশন ইন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ২০২১ খ্রি.

৫৮. সম্পাদনা বোর্ড, *রিপোর্ট অন বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক ২০২০*(ঢাকা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, জুন ২০২১ খ্রি.), পৃ. ২২; ইউনেস্কো, বাংলাদেশে শিক্ষার হার জরিপ, ২০২০ খ্রি.

৫৯. দ্যা স্টেট অফ ফুড ইনসিকিউরিটি ইন দ্যা ফুড ২০১১; দ্যা স্টেট অফ দ্যা ওয়ার্ল্ডস চিল্ড্রেন ২০১১; সম্পাদকীয়, *দৈনিক প্রথম আলো*(ঢাকা : ট্রান্সকম গ্রুপ, ২৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১

৬০. বাংলাদেশ মার্চিং অ্যাহেড, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মার্চ ২০১৪ খ্রি.; দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

৬১. বিবিসি নিউজ, বাংলাদেশ সিকিউর সিরিজ ভিক্টরি, ২০.০৭.২০০৮ খ্রি.

হাজারে ৮৮ জন থেকে কমে ৩৮ জন হয়েছে। আর নবজাতকের মৃত্যু প্রতি হাজারে ৪২ থেকে কমে ২৩ জন হয়েছে।[৬২]

বাংলাদেশের সংস্কৃতি : বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, পরিবেশন শিল্পকলা, প্রচারমাধ্যম ও চলচ্চিত্র, রন্ধনশৈলী, পোশাক, উৎসব, খেলাধুলা ইত্যাদি। এ সব বিষয়ে নিচে আলোকপাত করা হলো :

সাহিত্য : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য হাজার বছরের বেশি পুরনো। ৭ম শতাব্দীতে লেখা বৌদ্ধ দোহার সঙ্কলন চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় কাব্য, লোকগীতি ও পালাগানের প্রচলন ঘটে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্য ও গদ্য সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বাংলা ভাষায় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলার লোক সাহিত্যও সমৃদ্ধ; মৈমনসিংহ গীতিকায় এর পরিচয় পাওয়া যায়।[৬৩]

পরিবেশন শিল্পকলা : নৃত্যশিল্পের নানা ধরন বাংলাদেশে প্রচলিত। এর মধ্যে রয়েছে উপজাতীয় নৃত্য, লোকজ নৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য ইত্যাদি। দেশের গ্রামাঞ্চলে যাত্রা পালার প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গীত বাণীপ্রধান; এখানে যন্ত্র সঙ্গীতের ভূমিকা সামান্য। গ্রাম বাংলার লোক সঙ্গীতের মধ্যে বাউল গান, জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, গম্ভীরা, কবিগান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গ্রামাঞ্চলের এ লোকসঙ্গীতের সাথে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে মূলত একতারা, দোতারা, ঢোল, বাঁশি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৬৪]

প্রচারমাধ্যম ও চলচ্চিত্র : বাংলাদেশে মোট প্রায় ২০০টি দৈনিক সংবাদপত্র ও ১ হাজার ৮ শতেরও বেশি সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবে নিয়মিতভাবে পত্রিকা পড়েন এ রকম লোকের সংখ্যা কম, মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশ। গণমাধ্যমের মধ্যে রেডিও অঙ্গনে বাংলাদেশ বেতার ও বিবিসি বাংলা জনপ্রিয়। সরকারি টেলিভিশন সংস্থা বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে বেসরকারি ১০টির বেশি উপগ্রহ ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল ও ৫টির বেশি রেডিও সম্প্রচারিত হয়। ঢাকা-কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র শিল্প থেকে প্রতি বছর প্রায় ৮০ হতে ১০০টি বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।[৬৫]

রন্ধনশৈলী : বাংলাদেশের রান্না-বান্নার ঐতিহ্যের সাথে ভারতীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের রান্নার প্রভাব রয়েছে। ভাত, ডাল ও মাছ বাংলাদেশিদের প্রধান খাদ্য; এ জন্য বলা হয়ে থাকে 'মাছে ভাতে বাঙালি'। দেশে ছানা ও অন্যান্য প্রকারের মিষ্টান্ন– যেমন রসগোল্লা, চমচম, সন্দেশ, কালোজাম বেশ জনপ্রিয়।[৬৬]

পোশাক : বাংলাদেশের নারীদের প্রধান পোশাক শাড়ি। অল্পবয়স্ক মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত শহরাঞ্চলে সালোয়ার কামিজেরও প্রচলন রয়েছে। পুরুষদের প্রধান পোশাক লুঙ্গি, তবে শহরাঞ্চলে পাশ্চাত্যের পোশাক শার্ট ও প্যান্ট প্রচলিত। বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরুষেরা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরিধান করে থাকেন।[৬৭]

---

৬২. হারুন উর রশীদ, *শিশু ও মায়ের মৃত্যুহার কমিয়ে প্রশংসিত বাংলাদেশ*(ঢাকা : দৈনিক ডয়চে ভেল, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি.), দ্র. www.p.dw.com/p/1JyVU, visited on 30.09.2021 AD

৬৩. মাসুদ হাসান চৌধুরী, *কম্পিউটার*(ঢাকা : বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১০০

৬৪. প্রাগুক্ত।

৬৫. মাসুদ হাসান চৌধুরী, *কম্পিউটার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৬৬. প্রাগুক্ত।

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

উৎসব : বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে মুসলিমগণের উৎসব ঈদুল ফিত্‌র, ঈদুল আজহা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা। এছাড়া বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা, আর খ্রিস্টানদের বড়দিন। তবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব হচ্ছে দুই ঈদ– ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আজহা। ঈদুল ফিতরের আগের দিনটি বাংলাদেশে 'চাঁদ রাত' নামে পরিচিত। ছোট ছোট শিশুরা এ দিনটি অনেক সময়ই আতশবাজির মাধ্যমে পটকা ফাটিয়ে উদযাপন করে। ঈদুল আজহার সময় শহরাঞ্চলে প্রচুর কুরবানির পশুর আগমন হয় এবং এটি নিয়ে শিশুদের মাঝে একটি উৎসবমুখর উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। এ দুই ঈদেই বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা ত্যাগ করে বিপুলসংখ্যক মানুষ তাদের জন্মস্থল গ্রামে পাড়ি জমায়। এ ছাড়া বাংলাদেশের সর্বজনীন উৎসবের মধ্যে পহেলা বৈশাখ (বাংলা নববর্ষ) প্রধান। গ্রামাঞ্চলে নবান্ন, পৌষ পার্বণ ইত্যাদি লোকজ উৎসবের প্রচলন রয়েছে। এ ছাড়া স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়।[৬৮]

খেলাধুলা : বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু বা কাবাডি। এ খেলার মতোই বাংলাদেশের অধিকাংশ নিজস্ব খেলাই উপকরণহীন কিংবা উপকরণের বাহুল্যবর্জিত। উপকরণবহুল খুব কম খেলাই বাংলাদেশের নিজস্ব খেলা। উপকরণহীন খেলার মধ্যে এক্কাদোক্কা, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, কানামাছি, বরফ-পানি, বউচি, ছোঁয়াছুঁয়ি ইত্যাদি খেলা উল্লেখযোগ্য। উপকরণের বাহুল্যবর্জিত বা সীমিত সহজলভ্য উপকরণের খেলার মধ্যে ডাঙগুলি, সাতচাঙা, রাম-সাম-যদু-মধু বা চোর-ডাকাত-পুলিশ, মার্বেল খেলা, রিং খেলা ইত্যাদির নাম করা যায়। সাঁতার বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায় ছাড়া, সাধারণ্যের কাছে আলাদা ক্রীড়া হিসেবে তেমন একটা মর্যাদা পায় না। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়ভাবে সাঁতার শিখতে হয়। গৃহস্থালি খেলার মধ্যে লুডু, সাপলুডু, দাবা বেশ প্রচলিত। এ ছাড়া ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো বিভিন্ন বিদেশি খেলাও এদেশে এখন বেশ জনপ্রিয়।[৬৯]

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দল কেনিয়াকে হারিয়ে আইসিসি ট্রফি জয় করে; যার ফলে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো তারা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশ নেয়ার সুযোগ পায়। সেবার প্রথম পর্বে বাংলাদেশ স্কটল্যান্ড ও পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে। পরবর্তীতে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টেস্ট ক্রিকেট খেলার মর্যাদা লাভ করে। ক্রিকেট দলের মধ্যে ধারাবাহিক সাফল্যের অভাব থাকলেও তারা বিশ্বের প্রধান ক্রিকেট দলগুলোকে, যেমন– অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলংকাকে পরাজিত করেছে। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশ অতি গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দল– ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে এবং ২০১৫ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে নাটকীয়ভাবে পরাজিত করে বিশ্বক্রিকেটে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। টেস্ট ক্রিকেট খেলার মর্যাদা লাভ করার পর এ পর্যন্ত বাংলাদেশ তিনটি টেস্ট সিরিজ জয় করেছে। প্রথমটি জিম্বাবুয়ের সাথে ২০০৪-২০০৫ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয়টি জুলাই ২০০৯-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপরীতে এবং তৃতীয়টি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে জিম্বাবুয়েকে। বাংলাদেশের খেলোয়াড় সাকিব আল হাসান ২২ জানুয়ারি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে সকল ফরম্যাট ক্রিকেটে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারের মর্যাদা অর্জন করেন।[৭০]

---

৬৮. মাসুদ হাসান চৌধুরী, *কম্পিউটার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

৬৯. প্রাগুক্ত।

৭০. ক্রীড়া সম্পাদক, *দ্যা ডেইলি স্টার (অনলাইন সংস্করণ)*(ঢাকা : ট্রান্সকম গ্রুপ, ২৫ জানুয়ারি ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৭

অন্যান্য খেলার মধ্যে হকি, হ্যান্ডবল, সাঁতার, কাবাডি এবং দাবা উল্লেখযোগ্য। এ যাবৎ ৫ জন বাংলাদেশি– নিয়াজ মোর্শেদ, জিয়াউর রহমান, রিফাত বিন সাত্তার, আবদুল্লাহ আল রাকিব এবং এনামুল হোসেন রাজীব দাবায় গ্র্যান্ড মাস্টার খিতাব লাভ করেছেন।[৭১] বাংলাদেশের খেলাধুলা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ২৯টি খেলাধুলা সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন ফেডারেশন নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশ, ২০১১ খ্রিস্টাব্দে যৌথভাবে ভারত ও শ্রীলংকার সাথে যৌথভাবে আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেট আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ এককভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, বাণিজ্যনগরী চট্টগ্রাম ও চা-শিল্পের জন্য বিখ্যাত সিলেটে বিভিন্ন খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সমস্যা : বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছর মৌসুমি বন্যা হয়; আর ঘূর্ণিঝড়ও খুব সাধারণ ঘটনা। নিম্ন আয়ের এ দেশটির প্রধান সমস্যা পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্য সংকটকে কেন্দ্র করে। তবে গত দুই দশকে ইহা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রুত, জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমেও অর্জিত হয়েছে অভূতপূর্ব সফলতা। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে।[৭২] কিন্তু বাংলাদেশ এখনো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করছে যার মধ্যে রয়েছে পরিব্যাপ্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বাংলাদেশে দুর্নীতি : দুর্নীতি হলো বাংলাদেশের একটি চলমান সমস্যা। দেশটি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি) কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় পৃথিবীর তৎকালীন সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে স্থান লাভ করে। ২০১১ এবং ২০১২ খ্রিস্টাব্দে দেশটি এ তালিকার অবস্থানে যথাক্রমে ১২০ এবং ১৪৪তম স্থান লাভ করে; যেখানে কোনো দেশ ক্রমের দিক থেকে যত উপরের দিকে যাবে ততই বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে গণ্য হবে। প্রধানত অতিরিক্ত ভোগবাদী মানসিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাব ও অবমূল্যায়ন দুর্নীতির পিছনে দায়ি। পাশাপাশি দরিদ্রতাও ক্ষেত্র বিশেষে দুর্নীতির প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশে সকল শ্রেণির ব্যক্তির ঘুষ গ্রহণের দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে ঘুষ গ্রহণের দৃষ্টান্ত বেশি। আর এর কারণ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে জীবনযাত্রার মান মধ্যবিত্ত থেকে বিলাসবহুল পর্যায়ে উন্নীত করণের মানসিকতা। এ ছাড়াও মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তগণ তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ঘুষ গ্রহণ করে থাকে।[৭৩]

এক নজরে বাংলাদেশ

সাংবিধানিক নাম : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
স্থানাঙ্ক : ২৩.৮° উত্তর, ৯০.৩° পূর্ব। OSM মানচিত্র
জাতীয় সঙ্গীত : আমার সোনার বাংলা
জাতীয় রণ-সঙ্গীত : 'নতুনের গান'
রাজধানী ও বৃহত্তম নগরী : ঢাকা

---

৭১. সম্পাদকীয়, *দৈনিক প্রথম আলো*(ঢাকা : ট্রান্সকম গ্রুপ, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১; উপ-সম্পাদকীয়, *দি নিউ নেশন*(ঢাকা : দি নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, ৮ জুন ২০০৬ খ্রি), পৃ. ৬
৭২. চাইল্ড এণ্ড ম্যাটারনাল নিউট্রিশন ইন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ২০২১
৭৩. মাসুদ হাসান চৌধুরী, *কম্পিউটার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

সরকারি ভাষা : বাংলা

স্বীকৃত রাষ্ট্রভাষা : বাংলা

জাতিগোষ্ঠী (২০১১ খ্রি.) : ৯৮ শতাংশ বাঙালি ও ২ শতাংশ অন্যান্য।

ধর্ম : ৯০.৪ শতাংশ ইসলাম, ৮.৫ শতাংশ হিন্দু, ০.৬ শতাংশ বৌদ্ধ, ০.৪ শতাংশ খ্রিস্টান ও ০.১০ শতাংশ আদিবাসী।

জাতীয়তাসূচক বিশেষণ : বাংলাদেশী

সরকার ব্যবস্থা : সংসদীয় গণতন্ত্র

- বর্তমান রাষ্ট্রপতি : আব্দুল হামিদ
- বর্তমান প্রধানমন্ত্রী : শেখ হাসিনা
- বর্তমান সংসদের স্পিকার : শিরীন শারমিন চৌধুরী
- বর্তমান প্রধান বিচারপতি : হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী

আইন-সভা : জাতীয় সংসদ

গঠন ও স্বাধীনতা

- বঙ্গভঙ্গ ও ব্রিটিশ ভারতের সমাপ্তি : ১৪-১৫ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রি.
- পূর্ব পাকিস্তান : ১৪ অক্টোবর ১৯৫৫ খ্রি.
- পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা : ২৬ মার্চ ১৯৭১ খ্রি.
- বিজয় দিবস : ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রি.
- সংবিধান : ৪ নভেম্বর ১৯৭২ খ্রি.
- সর্বশেষ ভূখণ্ড বিনিময় : ৩১ জুলাই ২০১৫

আয়তন : মোট ১,৪৭,৫৭০ বর্গকি.মি. (৯২তম), ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল এর মধ্যে জলভাগ ৭ শতাংশ।

জনসংখ্যা : ২০১৮ খ্রি. (প্রাক্কলিত) ১৬৩.৬ মিলিয়ন (৭ম); ২০১১ খ্রি. আদমশুমারি অনুযায়ী ১৫১.৭ মিলিয়ন (৮ম) এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ১,১০৩/বর্গকি.মি. (২০১৭ খ্রি.)।[৭৪]

মোট দেশজ উৎপাদন : (ক্রয়ক্ষমতা) ২০১৮ খ্রি. (আনুমানিক) : মোট ৭৫১.৯৪৯ বিলিয়ন টাকা (৩১তম) এবং মাথা পিছু আয় ৪,৫৬১ টাকা (১৩৯তম)।

মোট দেশজ উৎপাদন : (নামমাত্র) ২০১৮ খ্রি. (আনুমানিক) : মোট ২৮৫.৮১৭ বিলিয়ন টাকা (৪৩তম) এবং মাথা পিছু আয় ১,৭৫৪ টাকা (১৪৮তম)।

জিনি সহগ (২০১৬ খ্রি.) : ৩২.৪০ মাধ্যম

মানব উন্নয়ন সূচক (২০১৮ খ্রি.) : বৃদ্ধি ০.৬০৮ মধ্যম (১৩৯তম)

মুদ্রা : টাকা (৳)(BDT)

প্রধান ফসল : ধান, পাট, চা, গম, আখ, ডাল, সরিষা, আলু, সবজি ইত্যাদি।

প্রধান শিল্প : পোশাক শিল্প (পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম শিল্প), পাট শিল্প (বিশ্বের সর্ববৃহৎ উৎপাদনকারী), সিরামিক, সিমেন্ট, চামড়া, রাসায়নিক দ্রব্য, সার, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত, চিনি, কাগজ, ইলেক্ট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী, ঔষধ, মৎস্য ইত্যাদি।

---

৭৪. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xvii

প্রধান রপ্তানি : পোশাক, হিমায়িত চিংড়ি, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি, পাট ও পাটজাত দ্রব্য (পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রথম), সিরামিক, আইটি, আউটসোর্সিং ইত্যাদি।

প্রধান আমদানি : গম, সার, পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি, তুলা, ভোজ্য তেল ইত্যাদি।

প্রধান খনিজ সম্পদ : প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা, চিনামাটি, কাঁচবালি ইত্যাদি।

সময় অঞ্চল : বাংলাদেশ প্রমাণ সময় (জিএমটি) + ৬ ঘন্টা[৭৫]

তারিখ বিন্যাস : বঙ্গাব্দ : দিন-মাস-বছর

খ্রিস্টাব্দ : dd-mm-yyyy

গাড়ী চালনার দিক : বাম

কলিং কোড : +৮৮০

জাতীয় ডোমেইন : .bd

ওয়েবসাইট : জাতীয় বাতায়ন[৭৬]

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার বাংলাদেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। এ ছাড়াও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা রাখছে কৃষি ও গার্মেন্টস শিল্প এবং প্রবাসীগণ কর্তৃক প্রেরিত ফরেন রেমিট্যান্স। তবে স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি দূরীকরণ ও নির্মূল করা আবশ্যক।

৭৫. বাংলাদেশকে জানুন, বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, দ্র. www.bangladesh.gov.bd/site/page/8/2d94a8, visited on 10.04.2019 AD

৭৬. বাংলাদেশকে জানুন, বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, প্রাগুক্ত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সূচনা ও ক্রমবিকাশ

একুশ শতকের প্রধান সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। কৃষি, খনিজ সম্পদ কিংবা শক্তির উৎস নয়; শিল্প কিংবা বাণিজ্যও নয়– এখন পৃথিবীর সম্পদ হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তার কারণ শুধু মানুষই জ্ঞান অন্বেষণ ও ধারণ করতে পারে এবং জ্ঞানের সফল প্রয়োগ ঘটতে পারে। একুশ শতকের পৃথিবীটা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানভিত্তিক একটা অর্থনীতির উপর দাঁড়াতে শুরু করেছে। এ সময়ে এসে আমরা আরো দু'টি বিষয় শুরু হয়েছে– যার একটি হচ্ছে বিশ্বায়ন (Globalization) এবং অন্যটি আন্তর্জাতিককরণ (Internationalization)। এ দু'টি বিষয় ত্বরান্বিত হওয়ার কারণ হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

যে-কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানা বিশ্বায়নের কারণে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের কথাই বলা যায়– এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে– তারা যে যেখানে আছে সে অংশটুকুই বাংলাদেশ। এক অর্থে বাংলাদেশের সীমানা ছড়িয়ে গেছে। আবার বাংলাদেশের অধিবাসী হয়েও তারা পৃথিবীর অন্য দেশের নাগরিক হয়ে বেঁচে আছে, আন্তর্জাতিকতা এখন এ নতুন পৃথিবীর অলিখিত নিয়ম। তাই বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র দেশ হলেও ইহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে সম্পৃক্ত। গ্লোবালাইজেশন-এর কারণে অন্যান্য সকল দেশকে বাংলাদেশের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশও অন্যান্য দেশের কাছে পৌঁছে গেছে।

একুশ শতকে এখন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা হয়েছে। তাই যারা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরি করার বিপ্লবে অংশ নিবে তারাই পৃথিবীর চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিককরণের এ নতুন বিপ্লবে অংশ নিতে হলে বিশেষ এক ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে। যদি তারা বেঁচে থাকার সুনির্দিষ্ট দক্ষতাগুলো দেখতে চায় তাহলে সেগুলো হবে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, যোগাযোগ দক্ষতা, সুনাগরিকত্ব, সমস্যা সমাধানে পারদর্শী, চিন্তন দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং তার সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা হিসেবে বিশ্বে স্থান করে নিয়েছে।

একুশ শতকে টিকে থাকতে হলে সকলকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রাথমিক বিষয়গুলো জানতে হবে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে স্থান করে নেয়ার লক্ষ্যে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। নিম্নে বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রধান মাধ্যম কম্পিউটার ব্যবহারের সূচনা

বাংলাদেশে কম্পিউটার ব্যবহারের সূচনা হয় ষাট-এর দশকে এবং নব্বই-এর দশকে তা ব্যাপকতা লাভ করে। এ দশকের মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান পরমাণু শক্তি কমিশনের পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকায় প্রথম কম্পিউটার স্থাপিত হয়।[৭৭] এটি ছিল আইবিএম (International Business Machines-IBM) কোম্পানির ১৬২০ সিরিজের

৭৭. উইকিপিডিয়া, *বাংলাদেশে কম্পিউটারের ইতিহাস*, দ্র. www.bn.m.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশে-কম্পিউটার, visited on 30.03.2022 AD

একটি মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Mainframe Computer)। যন্ত্রটির প্রধান ব্যবহার ছিল জটিল গবেষণা কাজে গাণিতিক হিসাব সম্পন্নকরণ।[৭৮]

ষাট-এর দশকে দেশে ও বিদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণাসহ ব্যাংক-বীমা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে দ্রুত প্রসার ঘটতে শুরু করে এবং এ জন্য রুটিন হিসেবের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি প্রয়োজন হয়ে পড়ে হিসাবে দ্রুততা আনয়নের। বড় বড় অনেক প্রতিষ্ঠানে হাতে-কলমে হিসাব পরিচালনা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। এ সময় দেশের কয়েকটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ব্যয়বহুল মেইনফ্রেম কম্পিউটার স্থাপন করে। ষাট-এর দশকের শেষ দিকে তদানীন্তন হাবিব ব্যাংক IBM ১৪০১ কম্পিউটার এবং ইউনাইটেড ব্যাংক IBM ১৯০১ কম্পিউটার স্থাপন করে। প্রধানত ব্যাংকের যাবতীয় হিসাব-নিকাশের জন্য ব্যবহৃত এ সকল কম্পিউটার ছিল তৃতীয় প্রজন্মের মেইনফ্রেম ধরনের।[৭৯]

স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পরিসংখ্যান ব্যুরোতে স্থাপিত হয় একটি IBM ৩৬০ কম্পিউটার। আদমজী জুট মিলেও এ সময় একটি মেইনফ্রেম কম্পিউটার স্থাপিত হয়েছিল। সীমিত পরিসরে হলেও স্বাধীনতা পূর্বকালে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স কৌশল প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ্যক্রমে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যার-এর অন্তর্ভুক্তি শুরু হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নামক প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হয় IBM ৩৭০, IBM ৯১০০ এবং IBM ৪৩৪১ প্রভৃতি বৃহৎ কম্পিউটার।[৮০]

বাংলা সফট্ওয়্যার উদ্ভাবন : কম্পিউটারে প্রথম বাংলা লেখা সম্ভব হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে এবং এ সাফল্যের কৃতিত্ব মাইনুল ইসলাম নামক একজন প্রকৌশলীর। তিনি নিজের উদ্ভাবিত বাংলা ফন্ট 'মাইনুলিপি' ব্যবহার করে অ্যাপল-ম্যাকিনটোস কম্পিউটারে বাংলা লেখার ব্যবস্থা করেন। এ ক্ষেত্রে বাংলার জন্য আলাদা কোনো কি-বোর্ড (Keyboard) ব্যবহার না করে ইংরেজি কি-বোর্ড দিয়েই কাজ চালানো হয়েছিল। ইংরেজি ও বাংলার আলাদা ধরনের বর্ণক্রম এবং বাংলার যুক্তাক্ষর জনিত সমস্যা সমাধান করা হয়েছিল ম্যাকিনটোশ কম্পিউটারের চার স্তর কি-বোর্ড (4 Layer Keyboard) ব্যবহারের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে। মাইনু লিপির পর পরই 'শহীদলিপি' ও 'জব্বারলিপি' নামে আরও দুটো বাংলা ফন্ট উদ্ভাবিত হয় এবং একই পদ্ধতিতে ম্যাকিনটোশ কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে আনন্দ কম্পিউটার্স নামক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তৈরি হয় অ্যাপল-ম্যাকিনটোস কম্পিউটারে ব্যবহার উপযোগী প্রথম ইন্টারফেস 'বিজয়'। এ সময়েই প্রথম বাংলা কি-বোর্ড লে-আউট তৈরি হয়। প্রথম পর্যায়ের বাংলা কি-বোর্ডগুলির মধ্যে 'বিজয়' এবং 'মুনির' উল্লেখযোগ্য। ইন্টারফেস পদ্ধতিতে বাংলা ফন্ট ও বাংলা কি-বোর্ডকে কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমের (Operating System-OS) সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয় এবং এ কি-বোর্ডকে ক্রিয়াশীল করে ও ফন্ট নির্বাচন করে কম্পিউটারে বাংলা লেখা যায়। বিজয় ইন্টারফেসটি ছিল ম্যাকিনটোশ ভিত্তিক এবং অ্যাপল-ম্যাকিনটোশ কম্পিউটারের মূল্য অত্যধিক হওয়ায় এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল সীমিত; মূলত প্রকাশনার কাজেই তা ব্যবহৃত হত।[৮১]

---

৭৮. উইকিপিডিয়া, *বাংলাদেশে কম্পিউটারের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত।

৭৯. প্রাগুক্ত।

৮০. প্রাগুক্ত।

৮১. প্রাগুক্ত।

আইবিএম কম্পিউটারের ব্যবহারকারী আগাগোড়াই বেশি এবং এ বিপুলসংখ্যক ব্যবহারকারীর কথা বিবেচনা করেই ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের দু'জন ছাত্র রেজা-ই আল আমিন আব্দুল্লাহ (অঙ্ক) ও মোঃ শহীদুল ইসলাম (সোহেল) 'বর্ণ' নামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং সফট্ওয়্যার উদ্ভাবন করে। প্রতিভাবান দু'কিশোর প্রোগ্রামারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান সেইফ্ওয়ার্কস-এর পক্ষ থেকে এ স্বয়ংসম্পূর্ণ ওয়ার্ড প্রসেসরটির উদ্ভাবন ছিল বাংলা সফট্ওয়্যারের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ওয়ার্ড প্রসেসরটি ছিল 'ডস' (Disk Operating System-DOS) ভিত্তিক, কিন্তু প্রোগ্রামটির নিজস্ব আঙ্গিক ছিল উইন্ডোস (Windows)-এর মত। বর্ণ-তে তিন ধরণের কি-বোর্ড ব্যবহার করা যেত– মুনির, বিজয় এবং ইজি কি-বোর্ড (Easy Keyboard)। বর্ণ সফট্ওয়্যারটিতে কি-বোর্ড পুনর্গঠনের (Customise) সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেউ ইচ্ছা করলে নিজের পছন্দ বা সুবিধা অনুযায়ী নতুন কি-বোর্ড লে-আউট তৈরি করে নেয়ার স্বাধীনতা ছিল। পরবর্তীকালে মাইক্রোসফট কর্পোরেশন ক্রমাগত উন্নত থেকে উন্নততর সংস্করণের ওয়ার্ড প্রসেসর বাজারে ছাড়তে থাকলে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ফন্ট ও বাংলা কি-বোর্ডকে আইবিএম কম্পিউটারের আধুনিক অপারেটিং সিস্টেম 'মাইক্রোসফট উইন্ডোজ' (Microsoft Windows)-এর সঙ্গে ব্যবহারের জন্য ইন্টারফেস 'বিজয়' উদ্ভাবিত হয়। এরপর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে 'লেখনি' নামেও একটি ইন্টারফেস তৈরি হয়। যদিও 'আবহ' (১৯৯২-এর শেষে উদ্ভাবিত) আইবিএম কম্পিউটারে ব্যবহার উপযোগী প্রথম ইন্টারফেস; কিন্তু কিছু ত্রুটির কারণে এটি তেমন একটা ব্যবহৃত হয়নি।[৮২]

কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশ : বর্তমানে দেশে মোট জনস্যংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশ পিসি (পার্সোনাল কম্পিউটার) ব্যবহার করছেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে দেশে মোট কম্পিউটার ব্যবহারকারী ছিল ৯৪ লাখ ২ হাজার ৫ শত ৭৬ জন। এর মধ্যে ল্যাপটপ ব্যবহারকারী ৪৯ লাখ ৫৩ হাজার ৫ শত ৫২ জন, ব্র্যান্ড পিসি ব্যবহারকারী ২০ লাখ ৬৩ হাজার ৯ শত ৮০ জন এবং ক্লোন পিসি ব্যবহারকারী ২৩ লাখ ৪৪ হাজার ৪৪ জন। পিসি আমদানিকারক, বাজার, ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত এবং জরিপের মাধ্যমে এ পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। মাসিক কম্পিউটার জগৎ-এর গবেষণা সেল থেকে এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।[৮৩]

বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহার : ৯০ দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশে খুবই সীমিত পরিসরে ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হয়। সে সময় স্থানীয় কিছু পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা বুলেটিন বোর্ড সিস্টেম (বিবিএস) পদ্ধতিতে ডায়াল-আপ-এর সাহায্যে ই-মেইল ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করলেও ৫০০ শতের অধিক ব্যবহারকারী এ সুবিধা পেত না। অন্যদিকে ব্যবহারকারী কিলোবাইট হিসেবে চার্জ প্রদান সত্ত্বেও তাদের প্রেরিত ই-মেইল স্থানান্তর করা হত আন্তর্জাতিক বিবিএস পরিষেবা প্রদানকারীর সংস্থার ডায়াল-আপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে অফলাইন ই-মেইল-এর মাধ্যমে প্রথম এ দেশে সীমিত আকারে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে দেশে প্রথম ইন্টারনেটের জন্য ভিস্যাট স্থাপন করা হয় এবং আইএসএন নামক একটি আইএসপি-এর মাধ্যমে অনলাইন ইন্টারনেট সংযোগের বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করে। শুরুতে এ আইএসপিগুলি ছিল কেবলমাত্র বিটিটিবি-ই সরকারি মালিকানাধীন।[৮৪]

---

৮২. উইকিপিডিয়া, *বাংলাদেশে কম্পিউটারের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত।

৮৩. মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু, *দৈনিক প্রথম আলো (অনলাইন সংস্করণ)*(ঢাকা : ট্রান্সকম গ্রুপ, ১৯ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৫

৮৪. মাসুদ হাসান চৌধুরি এবং মাহবুব মোর্শেদ, *কম্পিউটার*(ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৯; সিরাজুল ইসলাম, *কম্পিউটার*(ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৫

সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের উদারনৈতিক নীতি এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের কল্যাণে ২০০৫ খ্রি. পর্যন্ত ১৫০-এর অধিক আইএসপি'র নিবন্ধন দেয়া হয়েছে এবং বর্তমানে সরকারের টেলিযোগাযোগ আইনের আওতায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এ আইএসপিসমুহ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে।[৮৫]

পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে বিশ্বের অন্যান্য উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশে ইন্টারনেট এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিস্ময়করহারে বৃদ্ধি ঘটেছে। ইন্টারনেট ও তথ্য-প্রযুক্তিতে জনগণের প্রবেশাধিকার এবং ব্যবহার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে যার ফলশ্রুতিতে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ২০১৩ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩৩ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।[৮৬]

বর্তমানে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর পরিসংখ্যান : বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিগত ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৯ কোটি ২০ লাখে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, এ বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত নতুন ইন্টারনেট ব্যহারকারীর সংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ। এ তথ্যটি টেলিকম রেগুলেটরি পরিসংখ্যান থেকে জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ পরিসংখ্যানের (বিটিআরসি) মতে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ। মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে মোবাইলে ৮ কোটি ৬০ লাখ ৫২ হাজার, ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫ কোটি ৭ লাখ ৩৪ হাজার; বাকিরা ওয়াইম্যাক্স ব্যবহার করে।[৮৭]

মোবাইল ফোন ব্যবহার : মোবাইল ফোন, সেলুলার ফোন, হ্যান্ড ফোন বা মুঠোফোন (ইংরেজি : Mobile phone) তারবিহীন টেলিফোন বিশেষ। মোবাইল অর্থ ভ্রাম্যমান বা 'স্থানান্তরযোগ্য'। এ ফোন সহজে যে-কোনো স্থানে বহন করা এবং ব্যবহার করা যায় বলে মোবাইল ফোন নামকরণ করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটররা তাদের সেবা অঞ্চলকে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ বা ষড়ভুজ ইত্যাদি আকারের অনেকগুলো ক্ষেত্র বা সেলে বিভক্ত করে ফেলে। সাধারণত ষড়ভুজ আকৃতির সেলই বেশি দেখা যায়। এ প্রত্যেকটি অঞ্চলের মোবাইল সেবা সরবরাহ করা হয় কয়েকটি নেটওয়ার্ক স্টেশন (সচরাচর যেগুলোকে আমরা মোবাইল ফোন কোম্পানির এন্টিনা হিসেবে জানি) দিয়ে। নেটওয়ার্ক স্টেশনগুলো আবার সাধারণত সেলগুলোর প্রতিটি কোণে অবস্থান করে। এভাবে অনেকগুলো সেলে বিভক্ত করে সেবা প্রদান করার কারণেই এটি 'সেলফোন' নামেও পরিচিত। মোবাইল ফোন বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে যোগাযোগ করে বলে অনেক বড় ভৌগোলিক এলাকায় এটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংযোগ দিতে পারে। শুধু কথা বলাই নয়, আধুনিক মোবাইল ফোন দিয়ে আরো অনেক সেবা গ্রহণ করা যায়। এর উদাহরণ হচ্ছে খুদে বার্তা (এসএমএস বা টেক্সট মেসেজ) সেবা, এমএমএস বা মাল্টিমিডিয়া মেসেজ সেবা, ই-মেইল সেবা, ইন্টারনেট সেবা, অবলোহিত আলো বা ইনফ্রা-রেড, ব্লু টুথ সেবা, ক্যামেরা, গেমিং, ব্যবসায়িক বা অর্থনৈতিক ব্যবহারিক

---

৮৫. *এ্যা শর্ট হিস্টোরি অব দ্যা বাংলাদেশ* আইএসপি ইন্ডাস্ট্রি, ১৯ মার্চ ২০০৮; ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস এসোসিয়েশন বাংলাদেশ, ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি., দ্র. www.wikipedia.com/computer, visited on 07/03/2019 AD

৮৬. রফিকুল ইসলাম আজাদ, ৩৩ *মিলিয়ন ইন্টারনেট ইউজার্স ইন বাংলাদেশ*(ঢাকা : দি ইনডিপেনডেন্ট, ইনডিপেনডেন্ট পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১

৮৭. দৈনিক যুগান্তর, ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি., দ্র. www.dailyjugantor.com, visited on 09.10.2020 AD

সফট্ওয়্যার ইত্যাদি। যেসব মোবাইল ফোন এসব সেবা এবং কম্পিউটারের সাধারণ কিছু সুবিধা প্রদান করে, তাদেরকে স্মার্ট ফোন নামে নামকরণ করা হয়।

মোটোরোলা কোম্পানিতে কর্মরত ড. মার্টিন কুপার[৮৮] এবং জন ফ্রান্সিস মিচেলকে[৮৯] প্রথম মোবাইল ফোনের উদ্ভাবকের মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে। তারা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে প্রথম সফলভাবে একটি প্রায় ১ কেজি (২.২ পাউন্ড) ওজনের হাতে ধরা ফোনের মাধ্যমে কল করতে সক্ষম হন।[৯০]

মোবাইল ফোনের প্রথম বাণিজ্যিক সংস্করণ বাজারে আসে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে, ফোনটির নাম ছিল মোটোরোলা ডায়না টিএসি ৮০০০এক্স (DynaTAC 8000X)। ১৯৯০ থেকে ২০১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২.৪ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬ বিলিয়নের বেশি হয়ে গেছে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৭ শতাংশ মোবাইল ফোন যোগাযোগের আওতায় এসেছে।[৯১]

মোবাইল ফোনের বিবর্তন : সেলুলার ফোন প্রারম্ভিকভাবে পূর্বসূরীরা জাহাজ এবং ট্রেন থেকে এনালগ রেডিও কম্যুনিকেশনের সাহায্যে ব্যবহার করত।

মোবাইল ফোনের বৈশিষ্ট্য : যদিও মোবাইল ফোন নির্মাতাগণ তাদের ফোনকে বিশেষায়িত করার জন্য প্রতিনিয়ত অনেক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যোগ করছে, তবুও সকল মোবাইল ফোনেরই কয়েকটি প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এদের অপরিহার্য অঙ্গ। এগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

- তড়িৎ কোষ বা ব্যাটারি ফোনের শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।
- কোন ইনপুট পদ্ধতি যার সাহায্যে ফোন ব্যবহারকারীর সাথে ফোনের মিথস্ক্রিয়া বা দ্বি-পাক্ষিক যোগাযোগ সম্ভব হয়। সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ইনপুট পদ্ধতি হচ্ছে কী-প্যাড তবে সম্প্রতি স্পর্শ কাতর পর্দা বা টাচ স্ক্রিন তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
- সাধারণ মোবাইল ফোন সেবা যার দ্বারা ব্যবহারকারী কথা বলতে বা খুদে বার্তা পাঠাতে পারেন।
- জএসএম ফোনগুলোয় সিম কার্ড থাকে। কিছু কিছু সিডিএমএ ফোনে রিম কার্ড থাকে।
- প্রতিটি স্বতন্ত্র্য ফোনের জন্য একটি করে স্বতন্ত্র্য আইএমইআই (IMEI) নম্বর থাকে যার সাহায্যে ফোনটিকে সনাক্ত করা যায়।

নিম্নস্তরের মোবাইল ফোনকে প্রায়ই ফিচার ফোন বলে ডাকা হয় এবং এগুলো শুধুমাত্র প্রাথমিক টেলিফোন যোগাযোগ সুবিধা দেয়। আর কিছু মোবাইল ফোন আরও অগ্রসর সুবিধা এবং কম্পিউটারের মত সেবা প্রদান করে, তাদেরকে স্মার্ট ফোন বলে।

মোবাইল ফোনের ব্যবহার : অনেক মোবাইল ফোনই স্মার্ট ফোন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কথা বলার পাশাপাশি এ ধরনের ফোনগুলো অন্যান্য বিষয়েও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন– ই-মেইল,

---

৮৮. Editorial Board, *Encyclopedia of World Biography*(New York : McGraw Hill, 1973 AD), v. 10, p. 451

৮৯. John F. Mitchell Biography, *"The Top Giants in Telephony"*, 17 January 2013 AD; Who invented the cell phone? see. www.wikipedia.com/cellphone, visited on 08/03/2019 AD

৯০. Richard Heeks, *Meet Marty Cooper–the inventor of the mobile phone*, (London : BBC 41 (6), 2008 AD), pp. 26–33

৯১. ITU releases latest global technology development figures, 9 July 2010 AD; Global mobile statistics 2012, Part A : Mobile Subscribers; Handset Market Share; Mobile Operators, Mobi Thinking, 9 August 2012 AD; The world as you've never seen it before, World mapper, 12 May 2011 AD; see. Michael Saylor, *The Mobile Wave : How Mobile Intelligence Will Change Everything, Perseus Books*(New York : Vanguard Press, 2012 AD), p. 5

এসএমএস বা ক্ষুদেবার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ, ক্যালকুলেটর, মুদ্রা, সঙ্কেত বিষয়ক কার্যাবলি, ইন্টারনেট, গেমস খেলা, ছবি ও ভিডিও তোলা, ঘড়ির সময় দেখা, কথা রেকর্ড করা, ট্রেনের টিকিট বুকিং করা, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল দেয়া, মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে টাকার আদান-প্রদান করা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে মোবাইল ফোন : বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিটিএল (বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড)-কে প্রথম সেল্যুলার, ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন ও পেজিং অপারেশনের লাইসেন্স প্রদান করে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে হ্যাচিসন টেলিকমের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে বিটিএল নতুন 'এইচবিটিএল' নামক কোম্পানি গঠন করে নেটওয়ার্ক স্থাপন ও সম্প্রসারণের কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে এইচবিটিএল বাণিজ্যিকভাবে শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়; পুরো দক্ষিণ এশিয়াতেই প্রথম সেল্যুলার ফোনের প্রচলন ঘটায়। তাই বলা যায়, বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রথম চালু হয় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। হাচিসন বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (এইচবিটিএল) ঢাকা শহরে AMPS মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন সেবা শুরু করে।

'এইচবিটিএল' নামে ফোন না থাকার কারণ হলো, 'প্যাসিফিক মোটরস' বিটিএল এর ৫০ শতাংশ শেয়ার কিনে নেয়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'এইচবিটিএল'-এর নাম পরিবর্তিত হয়ে 'প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড' (পিবিটিএল) হয়ে যায় এবং 'সিটিসেল ডিজিটাল' নামক ব্র্যান্ডের আদলে তারা তাদের টেলিযোগাযোগ কর্মকাণ্ড বহাল রাখে। এ ছিল বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল ফোনের যাত্রার কথা।[৯২]

মোবাইল ফোনের বর্তমান অবস্থা : বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৬টি মোবাইল ফোন কোম্পানি রয়েছে। এদের মধ্যে ৫টি জিএসএম এবং একটি সিডিএমএ প্রযুক্তির মোবাইল সেবা দিচ্ছে। এর মধ্যে সব জিএসএম মোবাইল কোম্পানি ২০১৩ খ্রি. থেকে তৃতীয় প্রজন্মের ৩-জি সেবা দেয়া শুরু করেছে। মোবাইল অপারেটরদের মধ্যে একমাত্র টেলিটক দেশিয় কোম্পানি। বর্তমানে রবি ও এয়ারটেল একীভূত হয়ে সেবা প্রদান করছে। দেশে প্রচলিত মোবাইল নম্বর গুলো ০১ দিয়ে শুরু। কান্ট্রি কোডসহ নম্বর হয় +৮৮০১*********। এখন কান্ট্রি কোড ব্যতীত মোট ১১ ডিজিটের নম্বর ব্যবস্থা চালু রয়েছে। মোবাইল কোম্পানি ও তাদের কোডগুলো হলো নিম্নরূপ :

- সিটিসেল-এর কোড : ০১১ (সিডিএমএ) [বর্তমানে বন্ধ];
- রবি-এর কোড : ০১৬, ০১৮ (পূর্বনাম একটেল);
- গ্রামীনফোন-এর কোড : ০১৭, ০১৩;
- বাংলালিংক-এর কোড : ০১৯, ০১৪ (সেবাওয়ার্ল্ডকে কিনে নেয়) ও
- টেলিটক-এর কোড : ০১৫।[৯৩]

বস্তুত আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম মাধ্যম কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ব্যবসায়-বাণিজ্য সহজীকরণ, উৎপাদিত কৃষি, শিল্প ও প্রযুক্তিগত পণ্যের বৈশ্বিক বাজার প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের নতুন বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান অনস্বীকার্য।

---

৯২. www.google.com/search?বাংলাদেশ+মোবাইল+ফোনের+যাত্রা+শুরু+হয়, visited on 10.11.2019 AD

৯৩. www.m.somewhereinblog.net/mobile/blog/sumonjeba/30062755, visited on 20.12.2020

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের সফলতা

বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত দশ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটেছে। প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্য ও সেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। বিশেষজ্ঞগণ তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক এ অবিস্মরণীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে আখ্যায়িত করছেন ডিজিটাল রেনেসাঁ বা ডিজিটাল নবজাগরণ হিসেবে। ইউরোপের রেনেসাঁ বিপ্লবের কথা বিশ্ববাসী জানে। সে বিপ্লব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছিল। বাঙালী হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লবের বিষয়টি এক সময় সকলের কাছে সোনার হরিণ বলে মনে হত। কিন্তু সময়ের পালা বদলের ধারায় বাংলাদেশ আজ ডিজিটাল বিপ্লবের নবদিগন্তের সূচনা করেছে।

বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'সোনার বাংলা গড়তে হলে আমার সোনার মানুষ চাই। নিরক্ষতার অভিশাপ দূর করে প্রতিট মানুষকে শিক্ষিত করতে না পারলে সোনার মানুষ গড়া যাবে না।'[৯৪] এ কথার নেপথ্যে যে গভীর অর্থটি লুকিয়ে আছে তাহলো– শিক্ষা থেকে অর্জিত জ্ঞান মানুষ ব্যবহার করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশকে বিকশিত করবে। এর মাধ্যমে শুধু ব্যক্তিই গৌরবান্বিত হবে না, দেশও গৌরবে অভিষিক্ত হবে। বর্তমান সরকার মেট্রোরেল, স্বপ্নের পদ্মা সেতু, গভীর সমুদ্রবন্দর, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, ডিজিটাল আইল্যান্ড ও ফোর-জি সেবা চালুর প্রকল্পগুলো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সরকার স্বল্প সময়ে তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে, যার সুফল গ্রামের মানুষও ভোগ করছে। হাইটেক পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে সরকার প্রযুক্তিতে দক্ষ প্রজন্ম তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে, যারা ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। নিম্নে বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো :

কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তি : বর্তমানে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ধানের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গবেষকগণ প্রধানমন্ত্রীর নানামুখী পদক্ষেপের কারণে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় লোনা পানিতেও ভাল ফলনশীল ধান ব্রি-৬৭ এবং বিনা-১৪ নতুন উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে এসেছে।[৯৫] ডায়াবেটিকবান্ধব ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধানের জাতের গবেষণায় বাংলাদেশের গবেষকগণ বিশ্বে প্রথম সফল হয়েছেন।

বর্তমান সরকারের সময় কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য কাজ করা হচ্ছে কৃষি কল সেন্টার থেকে। যেখান থেকে বিনামূল্যে কৃষি বিষয়ক সকল তথ্যই যা যুক্ত হয়েছে জাতীয় তথ্য বাতায়নে। আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসেই কৃষকরা কৃষি বিষয়ক সকল পরামর্শ পাচ্ছেন। কৃষি বিপণনে মোবাইল ব্যাংকিং, বিকাশ, রকেট, নগদ প্রভৃতি সেবা কৃষকবান্ধব হিসেবে কাজ করে চলেছে। এর সঙ্গে প্রথমবারের

---

৯৪. ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন*(ঢাকা : দৈনিক আমাদের সময় অনলাইন সংস্করণ, ১৫ আগস্ট ২০২১ খ্রি., দ্র. www.dainikamadershomoy.com/post/3306, visited on 30.03.2021 AD

৯৫. www.khunatimes.com/কৃষি, April, 12, 2018, visited on 20.10.2021 AD

মত যুক্ত হয়েছে ড্রোন সিস্টেম অটোকপ্টার যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরা এবং যা রেডিও পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সরকারের কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে বাস্তবমুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিবছরে ৫টি ফসল উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হচ্ছে।

সৌরশক্তি, বায়ো-ফুয়েল ও বিদ্যুতের অন্যান্য বিকল্প শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মাধ্যমে কৃষকরা বাংলাদেশের গবেষকবৃন্দের আবিষ্কৃত কৃষিযন্ত্রাদি ব্যবহার করে সফলতা পাচ্ছেন। দেশে কৃষি প্রযুক্তির বহুল ব্যবহারের ফলে শস্য উৎপাদন বহুগুণ বেড়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধান ও মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। জাতীয় কৃষি নীতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ও জাতীয় ক্ষুদ্রসেচ নীতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এক সময় উত্তরাঞ্চলকে বলা হত মঙ্গাপ্রবণ এলাকা। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শস্য উৎপাদনের পদক্ষেপের ফলে মঙ্গাপ্রবণ এলাকায় আজ উন্নয়নের জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ভাসমান মাছ চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে মাছ চাষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভাসমান মাছ চাষ পদ্ধতির সৃজনশীল এ চিন্তাধারা জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে।[৯৬]

সরকারি সেবায় তথ্যপ্রযুক্তি : ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নেয়া পদক্ষেপের সুফলগুলো মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) মন্ত্রণালয় হয়ে উঠেছে সরকারের অন্যতম সক্রিয় মন্ত্রণালয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমেই ঘরে বসে বিদেশে চাকুরির নিবন্ধন, হজ্জ যাত্রার নিবন্ধন, বিভিন্ন ধরনের অফিসিয়াল বা সরকারি ফরম সংগ্রহ, ট্যাক্স বা আয়কর রিটার্ন দাখিল, দ্যা ন্যাশনাল ডাটা, ভূমি রেকর্ড ডিজিটালকরণ, ই-গভর্ন্যান্স ও ই-সেবা, টেন্ডার বা দরপত্রে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কাজকর্ম অনলাইনেই সম্পন্ন করা যায়। সরকার দেশব্যাপী ৯ হাজার গ্রামীণ ডাকঘর ও প্রায় ৫০০ উপজেলা ডাকঘরকে ই-সেন্টারে পরিণত করেছে। ডাকঘরের মাধ্যমে মোবাইল মানি অর্ডার ও পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবা চালু করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।[৯৭]

ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্র : ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অভিযাত্রায় সারাদেশে পাঁচ হাজার ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর উপরের দিকে আছে জেলা তথ্য সেল ও জাতীয় তথ্য সেল। এ সব তথ্যকেন্দ্র ও সেল স্থাপনের সুফল ভোগ করছে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। গ্রামীণ পোস্ট অফিস বা ডাকঘরও এখন তথ্যপ্রযুক্তিসেবার আওতায় চলে এসেছে। জেলা সদরের জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয় থেকে গ্রামের লোকজনকে এখন নানা ধরনের ই-সেবা দেয়া হয়। সরকার নানা ধরনের তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা চালু করার ফলে মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য অনেকাংশে কমেছে। যার বদৌলতে মানুষের সময় ও অর্থ দু'টিই সাশ্রয় হচ্ছে।[৯৮]

চিকিৎসা সেবায় তথ্য-প্রযুক্তি : দেশের তথ্যপ্রযুক্তি চিকিৎসা সেবায় অভাবনীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। এ ছাড়াও দেশে টেলি-মেডিসিন সেবার দ্রুত বিকাশ ঘটছে। দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

---

৯৬. শাহাব উদ্দিন মাহমুদ, *বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব*, দ্র. www.albd.org/bn/articles/news/31416/, visited on 10.03.2019 AD

৯৭. প্রাগুক্ত।

৯৮. প্রাগুক্ত।

স্কাইপের মাধ্যমে ফেনী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের রোগীদের আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। একবার অনলাইনে নিবন্ধনের মধ্য দিয়ে রোগী বাড়িতে বসেই তথ্য পেয়ে যাবেন তার ব্যবহারকৃত মোবাইল ফোনে। যে সব ডাক্তার এ সফট্ওয়্যার ব্যবহার করবেন তারা পুনঃপুন আপডেট পাবেন, সে সঙ্গে রেজিস্ট্রেশনকৃত রোগীর সার্বিক ব্যবস্থাপত্র দিতে পারবেন নিমিষেই। এ সফট্ওয়্যার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চিকিৎসা সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যেমন রোগের চিকিৎসা চলছে, তেমনি গ্রামাঞ্চল বা মফস্বলের প্রশাসনিক কার্যক্রমও পরিচালিত হচ্ছে।[৯৯]

শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তি : শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটাল নজরদারির আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ছবিযুক্ত পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ তৈরি করে উক্ত ডাটাবেইজের বহুমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার আওতায় নেয়া হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনতে যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে– অনলাইনে ভর্তি আবেদন, শিক্ষার্থীদের স্বয়ংক্রিয় প্রবেশপত্র, প্রশংসাপত্র, ডিজিটাল আইডি কার্ড, ছাড়পত্র প্রিন্ট, প্রতিষ্ঠানের সকল অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল তৈরি ও অনলাইনে ডাউনলোড, পূর্ণাঙ্গ একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, গ্রেডিং সিস্টেমের ফলাফল প্রকাশ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বায়োমেট্রিক অনলাইন হাজিরা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের পেমেন্ট নিশ্চিত করার জন্য এসএমএস, শিক্ষক ও কর্মচারীদের ছুটি ব্যবস্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের স্বয়ংক্রিয় হিসাব ব্যবস্থাপনা, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি প্রদান ব্যবস্থা, সিসি ক্যামেরার সাহায্যে অনলাইন নজরদারি, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের কাছে এসএমএস নোটিফিকেশন প্রেরণসহ আরও অনেক সুবিধা।

শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। বিশ্বায়নের যুগে উন্নত দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়েছে। শিক্ষার প্রচলিত ধারার শিখন-শেখানো পদ্ধতির পরিবর্তে এ পদ্ধতিতে তথ্যপ্রযুক্তির সংযোগ ঘটানো হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম ও স্পিকারের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এ জাতীয় শ্রেণিকক্ষকেই বলা হচ্ছে 'মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম'। 'তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা নয়, শিক্ষায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার'–এ স্লোগানকে সামনে রেখে দেশের সব মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল– যেন কঠিন, দুর্বোধ্য ও বিমূর্ত বিষয়সমূহকে শিক্ষকগণ ছবি, এ্যানিমেশন ও ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করার মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রমকে আনন্দময় করে তোলা যায়।[১০০]

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার : শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলসহ শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। তাছাড়া মোবাইল ফোনের এসএমএস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ই-মেইলের মাধ্যমেও এ ফল অতিদ্রুত প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির অন্যান্য ব্যবহারগুলো নিম্নরূপ :

---

৯৯. শাহাব উদ্দিন মাহমুদ, *বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব*, দ্র. www.albd.org/bn/articles/news/31416/, visited on 10/03/2019 AD

১০০. প্রাগুক্ত।

- ২০১০ খ্রি. থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া মোবাইল ফোনের এসএমএস-এর মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্তে শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম : সারাদেশে 'আইসিটি ফর এডুকেশন ইন সেকেন্ডারি এন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১৮ হাজার ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, স্পিকার, ইন্টারনেট, মডেম ও প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে।

কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন : বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর এ পর্যন্ত ৩ হাজার ১৭২টি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ৩১০টি মডেল স্কুল, ৭০টি স্নাতকোত্তর কলেজ, ২০টি সরকারি বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মডেল মাদরাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।

ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটকে ডাইনামিক করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের সকল পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক ভার্সন উন্নয়ন করে তা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে যে কেউ যে-কোনো সময়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সকল পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন।

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)-এর মাধ্যমে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম সম্প্রচার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুবিধ কার্যক্রমের অংশবিশেষ হিসেবে সরকার ১৪ জুন ২০১১ থেকে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি শ্রেণি পাঠদান সপ্তাহে তিনদিন সকাল ০৯ : ১০ মিনিট থেকে ১০ : ০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিটিভির মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।[১০১]

কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। জনমিতিক লভ্যাংশের এ সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাহলো নিম্নরূপ :

- ১০০টি উপজেলায় একটি করে কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা।
- প্রতিটি বিভাগীয় শহরে সরকার একটি করে গার্লস টেকনিক্যাল স্কুল, ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৪ বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং সকল বিভাগে একটি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করবে।[১০২]

---

১০১. www.btv.gov.bd/site/news/60d6a16a, visited on 10.10.2021 AD
১০২. www.moedu.portal.gov.bd/pdf, visited on 23.10.2021 AD

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ : অনন্য সাধারণ মেধা অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য নিরসনে দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অনুসন্ধানে সরকার সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা-২০১২' নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এবং ঢাকা মহানগরী থেকে ১২ জন করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রায় ৭ হাজার সেরা মেধাবীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এদের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে দেশের সেরা সৃজনশীল মেধাবী হিসেবে ১২ জন মেধাবীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ২৩ এপ্রিল ২০১৩ সালে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট এবং নগদ একলক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।

জেন্ডার সমতা : শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে এখন রোল মডেল। শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অনুপাত ৫৩ : ৪৭। অর্থাৎ ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থী ৪৭ জন এবং ছেলে শিক্ষার্থী ৫৩ জন।

মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ : এ বিষয়ে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ :

- প্রাথমিক পর্যায়ে ২৬ হাজার ১ শত ৯৩টি বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়েছে।
- ১ লক্ষ ৪ হাজার ৭ শত ৭৬ শিক্ষককে আত্মীকরণ করা হয়েছে।
- ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ।
- শতভাগ ভর্তির সুফল ধরে রাখতে শিশুর জন্য স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্কুল ফিডিং নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।[১০৩]

শিক্ষক বাতায়ন ও ডিজিটাল কনটেন্ট : বাংলাদেশের সকল শিক্ষকদের একটি কমন প্লাটফরমে নিয়ে আসার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় শিক্ষক বাতায়ন (teachers.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষকগণ তাদের তৈরিকৃত ডিজিটাল কনটেন্ট, ভিডিও, এ্যানিমেশন এখানে শেয়ার করেন এবং অন্যান্য শিক্ষকগণ তা প্রয়োজনে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। শিক্ষক বাতায়নের সদস্য সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এ শিক্ষক বাতায়ন গ্রাম ও শহরের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যকার বৈষম্য দূর করছে। শহরের স্কুলের ডিজিটাল কনটেন্ট যেন গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী বা গ্রামের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কনটেন্ট যেন শহরের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করতে পারেন, সে জন্যই সরকারের এ প্রয়াস।

ইন্টারনেট সার্চ করে বিভিন্ন দেশের শিখন-শেখানো উপকরণ ডাউনলোড করে নিজ সংস্কৃতি, বিষয় ও শ্রেণি উপযোগী কনটেন্ট তৈরি করার মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষকদের আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খুব সাবলীলভাবে যোগাযোগ স্থাপন ও অতি সহজেই ক্লাস পরিচালনা করতে পারছেন। ফলে ইহা দেশের শিক্ষার্থীদের একুশ শতকের দক্ষ জনগোষ্ঠী ও জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আর এ কাজ সম্পাদনে শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানোর

---

১০৩. ড. বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ, *রূপকল্প ২০২১ থেকে ২০৪১ : শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ভাবনা*(খুলনা : সরকারি বিএল কলেজ গবেষণা প্রবন্ধ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১-১৪

কোনো বিকল্প নেই। এ বিবেচনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম একটি যুগোপযোগী এবং সুদূর প্রসারী উদ্যোগ।[১০৪]

বাঙালী জাতি তার স্বাধীনতা অর্জনের পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পথচলায় প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করতে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার যে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছে বা একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার কথা বলেছে, সেটি মোটেই কেবল একটি স্লোগান নয়; বরং তা আজ দৃশ্যমান। সে লক্ষ্য সার্বিক বাস্তবায়নে সকল খাতে যথাযথ বিনিয়োগ নিশ্চিত করে একমুখী ও বৈষম্যহীন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এখন সময়ের দাবি। ২০৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য নিরসন বিশেষভাবে জরুরি। বাংলাদেশের মতো একটি দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এ মুহূর্তে মানবসম্পদ খাতে যথাযথ বিনিয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সক্ষমতা সংকুচিত হয়ে পড়বে। শিক্ষা ও তথ্য-প্রযুক্তি প্রতিটি মানুষের অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল একটি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে।

এ লক্ষ্য অর্জনে ও প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরগুলো নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি সরকার এদেশের জনগোষ্ঠীকে তথ্য ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' নামের একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরাও তথ্য-প্রযুক্তিতে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং প্রযুক্তির ব্যবহার শিখতে পারে। তাই এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশের ঘরে ঘরে একদিন প্রযুক্তিবিদের সমাবেশ ঘটবে।

---

১০৪. শাহাব উদ্দিন মাহমুদ, *বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব*, দ্র. www.albd.org/bn/articles/news/31416/ visited on 10/03/2019 AD

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

'রূপকল্প ২০২১' (এটা 'ভিশন-২০২১' নামেও পরিচিত) ছিল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি নির্বাচনী ইশতেহার। এটি দেশের বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরের জন্য বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক রূপরেখা হয়ে উঠে। এ নীতিটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তিগত আশাবাদীতার নীতিমালা হিসেবে সমালোচিত হয়েছে এবং গণমাধ্যমের রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, কম খরচে ইন্টারনেটে প্রবেশ, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন এর অন্তভুর্ক্ত। এ 'রূপকল্প ২০২১' হলো ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দেশ কোন অবস্থানে যাবে এবং এ সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী পালন করবে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করাও এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

দু'হাজার একুশ সালে বাংলাদেশ পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেছে। সুবর্ণ জয়ন্তীর এ লগ্নে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে জাতি কোন অবস্থানে দেখতে চাই, সেটিই বস্তুত 'ভিশন-২০২১'-এর মূলকথা। ইহা নতুন সহস্রাব্দে পদার্পণের পর ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত এক নিরাপদ বিশ্ব গড়ার প্রত্যয়। জাতিসংঘ যেমন মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDGS)-এ ইশতেহার বাস্তবায়নে কাজ করা শুরু করে, বাংলাদেশও তেমনি এ বৈশ্বিক উন্নয়ন-শোভাযাত্রার সহযাত্রী হিসেবে অংশ নিতে 'ভিশন-২০২১'-এর ব্যানার নিয়ে এগিয়ে আসে। এ রাজনৈতিক স্বপ্ন-দর্শনের কথা প্রথমে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে উচ্চারিত হলেও পরে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসলে তা সরকারি স্লোগানের রূপ পরিগ্রহ করে। অনেক রাজনৈতিক সংঘাত, হতাশা ও বিভ্রান্তি অতিক্রম করে গণমানুষের প্রবল প্রত্যাশার প্রতিচ্ছবি হিসেবে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসলে তরুণ প্রজন্মের কাছে 'ভিশন-২০২১'-এর মহাপরিকল্পনা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।[১০৫]

'ভিশন-২০২১'-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য : 'ভিশন-২০২১'-এর প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যেখানে দারিদ্র্য সম্পূর্ণরূপে দূর হবে, গণতন্ত্র ও কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠিত হবে, রাজনৈতিক কাঠামোর ব্যাপক সংস্কার সাধিত হবে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব এড়ানোর চেষ্টা করা হবে, রাজনৈতিক সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটানো হবে, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীদের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা হবে। এ ছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে নিম্নোক্ত চাহিদাসমূহ পূরণ করাও সম্ভব হবে :

(ক) মৌলিক চাহিদা; (খ) জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির উন্নয়ন; (গ) দারিদ্র্য বিমোচন; (ঘ) খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা; (ঙ) স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র; (চ) মানসম্মত শিক্ষা; (ছ) শিল্পোন্নয়ন; (জ) শক্তি নিরাপত্তা; (ঝ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন; (ঞ) আবাসন (হাউজিং); (ট) পরিবেশ উন্নয়ন ও (ঠ) পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি।

---

১০৫. ড. রাশিদ আসকারী, *ভিশন ২০২১ : স্বপ্ন ও বাস্তবতা*(ঢাকা : দৈনিক ইত্তেফাক, ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৫ জুন ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১

উল্লেখ্য বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সাফল্য হিসেবে সাংস্কৃতিকভাবে উদার ও আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে তুলে ধরা হবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতেও এর ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হবে।

'ভিশন-২০২১'-এর ২২টি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ : 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে যে ২২টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ[১০৬] :

১. প্রতি গ্রামে সমবায় সমিতি গড়ে সমিতির সদস্যদের সন্তান কিংবা পোষ্যদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। এভাবে ২০১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার ১০০ ভাগ নিশ্চিত করা।

২. ২০১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দেশের সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

৩. ২০১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।

৪. ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা।

৫. ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮ শতাংশ। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে এ হার ১০ শতাংশে উন্নীত করে তা অব্যাহত রাখা।

৬. ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যুতের সরবরাহ হবে ৭ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ হাজার মেগাওয়াট করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত দেশের বিদ্যুৎ-এর চাহিদা ২০ হাজার মেগাওয়াট ধরে নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল।

৭. ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৮. ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৯. ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সকল নাগরিকের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা।

১০. ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় আয়ের বর্তমান অংশ কৃষিতে ২২, শিল্পে ২৮ ও সেবাতে ৫০ শতাংশের পরিবর্তে হবে যথাক্রমে ১৫, ৪০ এবং ৪৫ শতাংশ করা।

১১. ২০২১ খ্রিস্টাব্দে বেকারত্বের হার বর্তমান ৪০ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা।

১২. ২০২১ খ্রিস্টাব্দে কৃষিখাতে শ্রমশক্তি ৪৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩০ শতাংশে করার চেষ্টা।

১৩. ২০১১ খ্রিস্টাব্দে শিল্পে শ্রমশক্তি ১৬ থেকে ২৫ শতাংশে এবং সেবা খাতে ৩৬ থেকে ৪৫ শতাংশে উন্নীত করার চেষ্টা করা।

১৪. ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত বর্তমান দারিদ্র্যের হার ৪৫ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা।

১৫. ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তথ্য-প্রযুক্তিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে বাংলাদেশকে পরিচিত করে তোলা।

১৬. ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দেশের ৮৫ শতাংশ নাগরিকের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করা।

১৭. ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম ২১২২ কিলোক্যালরির উপর খাদ্য নিশ্চিত করা।

১৮. ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূল করা।

১৯. ২০২১ খ্রিস্টাব্দে গড় আয়ুষ্কাল ৭০ এর কোঠায় উন্নীত করা।

---

১০৬. ড. বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ, *রূপকল্প ২০২১ থেকে ২০৪১ : শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ভাবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-১৪

২০. ২০২১ খ্রিস্টাব্দে শিশু মৃত্যুর হার বর্তমান হাজারে ৫৪ থেকে কমিয়ে ১৫ করা।

২১. ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মাতৃমৃত্যুর হার ৩.৮ থেকে কমিয়ে ১.৫ শতাংশ করা।

২২. ২০২১ খ্রিস্টাব্দে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ : ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরির স্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রযুক্তির কার্যকরী ও কার্যকর ব্যবহারিক আধুনিক দর্শনকে বুঝানো হয়েছে। 'ভিশন-২০২১'-এর একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য দিক হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে বাংলাদেশে ব্যাপকভিত্তিক কম্পিউটার ব্যবহার নিশ্চিতকরণকে বুঝায়, অর্থাৎ দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান নির্ধারণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নে প্রযুক্তির দরকারি এবং কার্যকর প্রয়োগের আধুনিক দর্শনকে বুঝানো হয়েছে।

একটি সফল ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তন ও সৃজনশীল ভাবনার অনুকূল মানস গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতানির্ভর ন্যায়বিচার এবং জনপ্রশাসন জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের দিক-নির্দেশনা ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখায় উল্লিখিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশনের বাস্তবায়নে চারটি মৌলিক বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে– (১) মানবসম্পদ উন্নয়ন; (২) জনপ্রতিনিধিত্বশীলতা; (৩) লোক প্রশাসন এবং (৪) বাণিজ্য ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।[১০৭]

'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর দর্শনের মধ্যে রয়েছে জনগণের গণতন্ত্র নিশ্চিত করা এবং মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের নাগরিকদের সরকারি সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামগ্রিক উন্নতির সাথে জড়িত সর্বোপরি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রয়েছে– কোনো শ্রেণির মানুষকে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি না করা। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন'-এর চারটি উপাদানের উপর সরকার আরো জোর দিয়েছে, যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনগণের অংশগ্রহণ, সিভিল সার্ভিস এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার করা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ : বর্তমানে বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কয়েকটি অনুষঙ্গের উপর গুরুত্বারোপ করে কাজ করে যাচ্ছে। সে অনুষঙ্গগুলো হলো নিম্নরূপ :

(ক) কানেক্টিভিটি ও আইসিটি অবকাঠামো;

(খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন;

(গ) আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন ও

(ঘ) ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য।

অবকাঠামো উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সারা দেশের উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কানেক্টিভিটি স্থাপনের জন্য 'বাংলাগভর্নেট' ও 'ইনফো সরকার-২' প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলে সরকারের ৫৮টি মন্ত্রণালয়, ২২৭টি অধিদপ্তর, ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং জেলা ও উপজেলার ১৮ হাজার ৫ শতটি সরকারি অফিস নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। ৮ শতটি সরকারি অফিসে ভিডিও

১০৭. ড. রাশিদ আসকারী, *ভিশন ২০২১ : স্বপ্ন ও বাস্তবতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

কনফারেন্সিং সিস্টেম, ২ শত ৫৪টি এগ্রিকালচার ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন সেন্টার (এআইসিসি) ও ২৫টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা যাতে অফিসের বাইরে থেকেও দাপ্তরিক কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদন করতে পারেন, সে জন্য তাদের মাঝে ২৫ হাজার ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে।[১০৮]

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বিদ্যমান জাতীয় ডাটা সেন্টারটির (Tier-3) সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সেন্টারটির ওয়েবহোস্টিং ক্ষমতা ৭৫০ টেরাবাইটে উন্নীত করা হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য বিসিসি'র এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় একটি বিশেষায়িত Social Media and Analytic Cloud (SMAC) ল্যাব এবং একটি স্পেশাল সাউন্ড ইফেক্ট ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে।[১০৯]

আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে কয়েকটি হাইটেক পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কসহ কয়েকটি পার্ক ও ই-সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও জনতা টাওয়ারে 'কানেক্টিং স্টার্টআপ' ও 'সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে বর্তমানে ১৬টি কোম্পানি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আরও ৫০টি স্টার্টআপ কোম্পানিকে এক বছরের জন্য অন্যান্য সুবিধাসহ বিনা ভাড়ায় জায়গা বরাদ্দ দেয়ার কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও, যশোরে ৯.৪০ একর জমির উপর সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ১৫ তলা মাল্টিটেনেন্ট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি, রাজশাহীতে বরেন্দ্র সিলিকন সিটি, নাটোরে আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, চুয়েটে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সময়ে হাইটেক পার্ক ও সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে Accenture, Augmedix, Digicon Technologies Ltd, Bangladesh-Japan ITGes Kazi IT নামে ৫টি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[১১০]

সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য ও সেবা এবং দেশের আইসিটি শিল্পকে দেশে ও বিদেশে তুলে ধরার লক্ষ্যে বিগত দু'বছরে নানা ইভেন্টেরও আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল ইভেন্টের মধ্যে বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, বাংলাদেশ-ইউকে ই-কমার্স ফেয়ার, ই-আইডি ফোরাম, বিপিও সামিট প্রভৃতি আয়োজন করে দেশিয় আইটি শিল্পের সঙ্গে বিদেশি আইটি শিল্পের সেতুবন্ধন তৈরি করে দিচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের মূলভিত্তি এবং এ উন্নয়নে লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৪ হাজার জনকে, লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ৫৫ হাজার জনকে যথাক্রমে বেসিক আইসিটি, টপ-আপ, ফিউচার লিডার এবং ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

---

১০৮. জুনায়েদ আহমাদ পলক, *তরুণেরাই গড়বে নতুন দেশ, ডিজিটাল হবে বাংলাদেশ*(ঢাকা : দৈনিক যুগান্তর, যমুনা গ্রুপ, ২৩ মার্চ ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১

১০৯. প্রাগুক্ত।

১১০. প্রাগুক্ত।

তাছাড়া, বিকেআইসিটি থেকে ৩ হাজার ২ শত ৭৬ জনকে, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অধীন সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক প্রকল্পের আওতায় দেশে-বিদেশে ৪ হাজার ৯ শত ৮১ জনকে, 'বাড়ি বসে বড় লোক' কর্মসূচির আওতায় ১৪ হাজার ৭ শত ৫০ জনকে বেসিক আইসিটি, স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট ও ফ্রিল্যান্সিং ইত্যাদি নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদেরকে প্রোগ্রামিং শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আগামী দিনে সারা বিশ্বে যে ২ মিলিয়ন প্রোগ্রামারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে, সে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবস্থান পোক্ত করতে এবং দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ২০১৫ খ্রি. থেকে জাতীয় পর্যায়ে হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে।

সাধারণ জনগণকে তথ্য-প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল ইকোনমির মূল স্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়ে, 'উন্নয়নের পাসওয়ার্ড আমাদের হাতে' স্লোগানকে ধারণ করে সারা দেশে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত 'ডিজিটাল মেলা ও ইন্টারনেট সপ্তাহ'-এর আয়োজন করা হয়। ইন্টারনেট সপ্তাহে নিরাপদ ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি ইন্টারনেটের ইতিবাচক ব্যবহারের ফলে কীভাবে অর্থনীতিতে অবদান রাখা যায়, সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়।

আইসিটি ডিভিশন এক্সিম ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় 'ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ' প্রোগ্রামের আওতায় মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ শত ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও শিশু সাংবাদিকদের সাংবাদিকতা পেশায় উৎসাহিত করার জন্য এবং গ্রামীণ নারী শিক্ষার্থীদের তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আইসিটি বিভাগ, মাইক্রোসফ্ট বাংলাদেশ ও স্বর্ণকিশোরী নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে গ্রামীণ নারী শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে।[১১১]

জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও প্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকারের বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও প্রযুক্তি সেবার ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে, ৬ শত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে; অ্যাপসগুলো গুগল প্লে স্টোরে রয়েছে। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে এ সব মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করছে। এ ছাড়াও, ২ শত বছরেরও অধিককাল ধরে প্রচলিত বিচারিক কার্যক্রমের ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও বিচার বিভাগ যৌথভাবে 'বাংলাদেশের বিচারিক ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজেশনে সহায়তা প্রদান' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় মামলা জটের অনেকাংশে নিরসন হয়েছে, জনগণের দুর্ভোগ কমেছে এবং সর্বোপরি ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে।[১১২]

সাইবার হয়রানি রোধে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ কর্মসূচির আওতায় একটি হেলপলাইনও চালু করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ০১৭৬৬৬৭৮৮৮৮ নম্বরে ফোন করে এখন বাংলাদেশের যে-কোনো নাগরিক সাইবার হয়রানি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সেবা ও সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারছে।

---

১১১. জুনায়েদ আহমাদ পলক, *তরুণেরাই গড়বে নতুন দেশ, ডিজিটাল হবে বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
১১২. প্রাগুক্ত।

তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবনীকে উৎসাহিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্ভাবনী ডেস্কে যে কেউ তাদের উদ্ভাবন ও আইডিয়া প্রস্তাব করতে পারছে। বছরে ৩ বার এ কার্যক্রমে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। অধিকন্তু, গবেষণামূলক কাজের জন্য মাস্টার্স, এম.ফিল., পিএইচ.ডি.-তে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদানও প্রদান করা হচ্ছে। শিশুদের কাছে লেখাপড়ার বিষয়কে আরও আনন্দদায়ক ও কার্যকরভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ১৭টি টেক্সট বুককে ডিজিটাল টেক্সটবুক বা ই-বুকে রূপান্তর করা হয়েছে।

২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণকে এগিয়ে নিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পণাগুলো নিম্নরূপ :

চীনের এক্সিম ব্যাংকের সহাযোগিতায় কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক সংলগ্ন স্থানে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার স্থাপন করা। ইউনিয়ন পর্যন্ত ডিজিটাল সংযোগ স্থাপনের জন্য 'ইনফো সরকার-৩' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫৫৪টি পৌরসভা ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) সেন্টার ও ১২ শতটি ইউনিয়নে কানেক্টিভিটি স্থাপন করা। বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্রশিশু শেখ রাসেলের স্মৃতিকে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে স্মরণীয় করে রাখতে, দেশের ২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'শেখ রাসেল কম্পিউটার ল্যাব' এবং প্রতিটি জেলায় একটি করে 'শেখ রাসেল ল্যাংগুয়েজ ল্যাব' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পরিচয়পত্রকে স্মার্ট কার্ডে রূপান্তর কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) ডিজিটাল সিগনেচার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ ছাড়াও, আইসিটি ডিভিশন ইনফো লেডি প্রকল্প, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য ও ডাটা ইন্টার অপারেবল (আন্তঃপরিবাহী) করার জন্য ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (এনইএ) প্রতিষ্ঠা, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় তথ্য নিরাপত্তা কেন্দ্র ও ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন প্রকল্প, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও গেম শিল্পের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, জাতীয় সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সি স্থাপন প্রকল্প, ১২ জেলায় আইটি পার্ক স্থাপন প্রকল্প, মহাখালী আইটি ভিলেজ স্থাপন প্রকল্প, স্টাবলিশিং ডিজিটাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প, ইআরপি সল্যুশন; পেপারলেস অফিস ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, রবি এবং চীনা প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে বাংলাদেশ লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব সম্বলিত ৬টি মোবাইল আইসিটি ট্রেনিং ল্যাব চালু করা হচ্ছে। এ সব বাসের ল্যাবগুলোতে আগামী ৩ বছরে ৫০ হাজার নারীকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে তথ্য-প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।[১১৩]

বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ : প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রযাত্রার নানা উদ্ভাবন দেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর ছিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ। মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইটসহ কয়েকটি বড় প্রাপ্তি বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে অন্য রকম এক উচ্চতায়। বাংলাদেশের প্রযুক্তি বিশ্বের মাঝে নিজেদের একটি সম্মানজনক স্থান অর্জন করে

১১৩. জুনায়েদ আহমাদ পলক, *তরুণেরাই গড়বে নতুন দেশ, ডিজিটাল হবে বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

নিয়েছে। নিম্নে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে যে বৈপ্লবিক উন্নয়ন ঘটেছে তা তুলে ধরা হলো :

দেশের প্রথম কৃত্রিম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ : 'দেশের প্রথম কৃত্রিম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১' ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপকেনাভেরালের জন কেনেডি স্পেস সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে বাংলাদেশ সময় রাত ২টা ১৪ মিনিট (স্থানীয় সময় বিকাল ৪টা ১৪ মিনিটে) ফ্যালকন ৯ রকেটের পিঠে মহাকাশে যাত্রা শুরু করে। এরপর ৩৬ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে নিরক্ষরেখার ১১৯ দশমিক ৯ ডিগ্রিতে স্থাপিত হয় 'দেশের প্রথম কৃত্রিম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১'। স্যাটেলাইট মহাকাশে যাওয়ার পর পরীক্ষামূলকভাবে দেশে সম্প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়।[১১৪]

সেপ্টেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ সরাসরি সম্প্রচার করার পরীক্ষাতেও এটি সফলতা দেখিয়েছে। পরে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দুবাইতে এশিয়া কাপ ক্রিকেটের সম্প্রচারসহ আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছে বাংলাদেশ টেলিভিশন। একই সঙ্গে অন্য কয়েকটি বেসরকারি টেলিভিশনের সঙ্গেও 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১'-এর পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

উৎক্ষেপণের ৬ মাসের মাথায় বিগত ৯ নভেম্বর বিকেল ৫টায় ফ্রান্সের থ্যালাস অ্যালেনিয়া স্পেস কোম্পানির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে স্যাটেলাইটটি বুঝিয়ে দেয়া হয়। সরকারের পক্ষে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের দায়িত্ব বুঝে নেয় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। একই অনুষ্ঠানে বিটিআরসি আবার এ স্যাটেলাইটের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয় বাংলাদেশ কম্যুনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটিডকে।

দেশের প্রথম ল্যাপটপ কারখানা : বিদেশ থেকে আমদানি কমিয়ে দেশিয় পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে চলতি বছরের ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটনের হাইটেক ও মাইক্রোটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পার্কে চালু হয় দেশের প্রথম কম্পিউটার উৎপাদন কারখানা। বিগত ১৮ জানুয়ারি ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এ কারখানার উদ্বোধন করেন। এখানে উচ্চ মানসম্পন্ন ল্যাপটপ, ডেস্কটপ মনিটরসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পণ্য তৈরি হয়। দেশি-বিদেশি প্রকৌশলীসহ কারখানায় সব মিলিয়ে এখন প্রায় ১ হাজার কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রতি মাসে তাদের ৬০ হাজার ল্যাপটপ, ৩০ হাজার ডেস্কটপ এবং ৩০ হাজার মনিটর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। শুরুতে বিনিয়োগ প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। ৩ লক্ষ বর্গফুটের বিশাল এ কারখানায় আয়োজন করা হয়েছে কম্পিউটার সংযোজন-উৎপাদনের এক মহাযজ্ঞ। এ কারখানাটি ল্যাপটপ ও ডেস্কটপের ডিজাইন ডেভেলপ, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগ ও টেস্টিং ল্যাব নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারখানার জন্য জার্মান ও জাপান প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে। ইতোমধ্যেই এ কারখানায় তৈরি 'মেড ইন বাংলাদেশ' ট্যাগযুক্ত ল্যাপটপ বিশ্ববাজারে প্রবেশ করল এবং তা আফ্রিকায় রপ্তানিও শুরু হয়ে গেছে। চলতি বছরের ২২ মার্চ নাইজেরিয়ার আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ন বেজ নাইজেরিয়া লিমিটেডের সঙ্গে ল্যাপটপ রপ্তানির আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে ল্যাপটপ রপ্তানিকারক দেশের খাতায় বাংলাদেশের নাম উঠে এসেছে।[১১৫]

---

১১৪. www.bn.wikipedia.org/wiki/বঙ্গবন্ধু-১, visited on 10.03.2021 AD

১১৫. জুনায়েদ আহমাদ পলক, *তরুণেরাই গড়বে নতুন দেশ, ডিজিটাল হবে বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

কম্পিউটার পণ্যের এমআরপি নীতিমালা : কম্পিউটার পণ্যে দাম ও বিক্রয়োত্তর সেবা নিয়ে গ্রাহক হয়রানি কমাতে সারাদেশে কম্পিউটার এবং কম্পিউটার যন্ত্রাংশে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) নীতিমালা ও বিক্রয়োত্তর সেবা নীতিমালা বাস্তবায়ন করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)। কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ বা পণ্য ব্যবসায় অনুমোদিত উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, পরিবেশক ও খুচরা বিক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণ, ব্যবসায়িক উন্নয়ন এবং ক্রেতাসাধারণের স্বার্থ রক্ষা ও সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বিগত ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুলাই থেকে দেশজুড়ে নীতিমালা কার্যকর করে সংগঠনটি। সংগঠনটি বলছে এ নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে ভোক্তারা প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পণ্য কিনে ওয়ারেন্টির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিভ্রান্তির মুখোমুখী হবে না। এমআরপি ও ওয়ারেন্টি পলিসি প্রতিটি প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিক্রয় কেন্দ্রে সংরক্ষিত থাকবে।

দেশে প্রথম আইওটি ডিভাইস রপ্তানি : গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে তৈরি করা ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) ডিভাইস রপ্তানি করেছে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সফট্ওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডেটাসফট সিস্টেমস বাংলাদেশ। মূল চুক্তি অনুযায়ী ৫ হাজার ডিভাইস সরবরাহের কথা থাকলেও চলতি বছরের ৩১ জুলাই সৌদি আরবের উদ্দেশে প্রথম লটের ১০০ আইওটি ডিভাইস পাঠানো হয়।[১১৬]

জানা যায়, মক্কায় কেন্দ্রীয়ভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় শহরের বাসাবাড়িগুলোতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ট্যাঙ্কের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কখন ট্যাঙ্কের পানি শেষ হয়ে গেল সেটি কর্তৃপক্ষ বা বাসাবাড়ির মালিকরা বুঝতে পারেন না। ডেটাসফটের তৈরি এ সব ডিভাইস ঐ সব বাসাবাড়ি এবং বিভিন্ন দপ্তরের পানির ট্যাঙ্কে বসানো হলে পানির স্তর ২০ শতাংশের নিচে নেমে আসলেই সঙ্গে সঙ্গে ডিভাইসটি কর্তৃপক্ষকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালার্ট দিবে। ডেটাসফট কোম্পানি জানিয়েছে, এ আইওটি পণ্যের প্রতিটির দাম ৫ শত ডলারের কাছাকাছি হবে।

বাংলালিংক ও জিপিতে নতুন নম্বর সিরিজ : টেলিযোগাযোগ খাতে চলতি বছরের ঘটনাপ্রবাহের তালিকায় আসে দেশের দুই অপারেটরের নতুন দুই নম্বর সিরিজ চালুর ঘটনাও। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর গ্রামীণফোন দেশের গ্রাহকদের সেবার জন্য '০১৭' সিরিজের পাশাপাশি নতুন নম্বর সিরিজ '০১৩' সিরিজ এবং ২৯ নভেম্বর বাংলালিংক তাদের নতুন নম্বর সিরিজ '০১৪' বাজারে নিয়ে আসে।

সরকারি তথ্য ও সেবা প্রদানে চালু কল সেন্টার '৩৩৩' : প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি তথ্য ও সেবা জনগণের কাছে আরো সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কল সেন্টার '৩৩৩' চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একজন নাগরিক খুব সহজেই '৩৩৩' নম্বরে কল করে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন। চলতি বছরের (২০১৮ খ্রি.) ১৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ কল সেন্টার সেবার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের উদ্যোগে চালু হওয়া এ কল সেন্টারে দেশের সকল নাগরিক '৩৩৩' এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা '০৯৬৬৬৭৮৯৩৩৩' নম্বরে কল করে সরকারি সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য, বিভিন্ন এলাকার পর্যটনের স্থানসমূহ এবং বিভিন্ন জেলা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানতে পারা যায়।

---

১১৬. www.techshohor.com/121093/, visited on 31/07/2020 AD

এ ছাড়া কল সেন্টারের মাধ্যমে নাগরিকগণ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত প্রতিকারের জন্য জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে তথ্য প্রদান ও অভিযোগ জানাতে পারেন। প্রাথমিকভাবে ৬৪ জেলায় কল সেন্টারটির সেবা 'এটুআই' পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছিল। পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের আওতায় এ কল সেন্টারের মাধ্যমে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত প্রায় ৬ লাখেরও বেশি নাগরিককে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও সেবা প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সেবা এ কল সেন্টারে যুক্ত করা হবে বলেও 'এটুআই'-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এ ছাড়া ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোক্তাদেরকেও এ কল সেন্টারে যুক্ত করা হবে।

থ্রি থেকে দেশে ফোর-জি চালু এরপর ফাইভ-জি পরীক্ষা : চলতি বছরে (২০১৮ খ্রি.) টেলিযোগাযোগ খাতে বাংলাদেশের অন্যতম অর্জনের মধ্যে একটি হচ্ছে চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্ক (ফোর-জি) যুগে পদার্পণ করা। নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা শেষে চলতি বছরের (২০১৮ খ্রি.) ১৯ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে চার মোবাইল ফোন অপারেটরকে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) চতুর্থ প্রজন্মের (ফোর-জি) টেলিযোগাযোগ সেবার লাইসেন্স হস্তান্তর করে। লাইসেন্স পাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে ফোর-জি নেটওয়ার্ক চালুর মাধ্যমে অপারেটরগুলো নিজেদের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। আর খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারা সারাদেশে তা ছড়িয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয়। দেশে ফোর-জি সেবা দেয়ার জন্য বিগত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি. বিটিআরসি রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে স্পেকট্রাম নিলামে তোলে।

যদিও ফোর-জি স্পেকট্রাম নিলামে শুধুমাত্র বাংলালিংক এবং গ্রামীণফোন অংশ নিয়েছিল। এ নিলাম অনুষ্ঠানে ১ হাজার ৮ শত মেগাহার্জ ব্যান্ড থেকে গ্রামীণফোন ৫ মেগাহার্জ এবং বাংলালিংক কিনেছিল ৫.৬ মেগাহার্জ তরঙ্গ। অন্যদিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্পেকট্রাম থাকায় রবি নিলামে অংশ নেয়নি। আর টেলিটকের হাতে থাকা বর্তমান স্পেকট্রামের তুলনায় গ্রাহক সংখ্যা কম থাকায় নতুন করে স্পেকট্রাম ক্রয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত এ অপারেটরটি অনাগ্রহী ছিল। এদিকে বিটিআরসি সূত্র থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে ফোর-জি ইন্টারনেটের গতি প্রতি সেকেন্ডে ৭ মেগাবিট নির্ধারণ করা হতে পারে। যদিও অপারেটরগুলোর পরীক্ষামূলক ব্যবহারে এর ১০ গুনের বেশি গতি পেয়েছে।

ফাইভ-জি'র যুগে বাংলাদেশ : পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তিতে কেমন– বিশ্ব তা দেখতে উন্নত বিশ্বের অন্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও পঞ্চম প্রজন্মের (ফাইভ-জি) মোবাইল নেটওয়ার্কের পরীক্ষা চালানো হয়েছে। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশের বর্ষপূর্তির দিনে দেশ মোবাইল নেটওয়ার্কের সবশেষ প্রযুক্তি ফাইভ-জি তে যুক্ত হলো। রাজধানীর হোটেল রেডিসনে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এর উদ্বোধন করেছেন।[১১৭]

বর্তমানে দেশের ৬টি এলাকায় ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ২৫ জুলাই রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ফাইভ-জি'র পরীক্ষা করেন। এ সময় ফাইভ-জি'র সর্বোচ্চ গতি পাওয়া গেছে ৪.১৭ জিবিপিএস। এদিকে ফাইভ-জি প্রযুক্তির পরীক্ষায় চীনের প্রযুক্তি পণ্য নির্মাতা ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে কারিগরিভাবে

---

১১৭. আশিক হোসেন, *ফাইভ-জি যুগে বাংলাদেশ(*ঢাকা : নিউজ বাংলা-২৪, ১২ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি.), দ্র. www.newsbangla24.com/news/170847, visited on 13.01.2022 AD

সহযোগিতা করেছে। আর ফাইভ-জি পরীক্ষা চালাতে হুয়াওয়েকে এক সপ্তাহের জন্য স্পেকট্রাম বরাদ্দ দেয় বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)। হুয়াওয়ের এ পরীক্ষায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সহায়তা করে রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিকম অপারেটর টেলিটক ও বেসরকারি অপারেটর রবি। ফাইভ-জি প্রযুক্তির পরীক্ষা ছাড়াও একই জায়গায় বাংলাদেশ ফাইভ-জি সামিটের আয়োজন করা হয়েছিল।

মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি সার্ভিস : নানা জল্পনা-কল্পনার পর চলতি বছরের (২০১৮ খ্রি.) অক্টোবরে চালু হয়েছে নম্বর অপরিবর্তিত রেখে অপারেটর বদল বা মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি (এমএনপি) সেবা। এমএনপি সেবা চালুর জন্য প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় ২০১২ খ্রিস্টাব্দে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে এমএনপি নীতিমালায় অনুমোদন দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়। পরবর্তী সময়ে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী এ নীতিমালার অনুমোদন দেন। এরপর গত বছরের নভেম্বরে নিলামের মাধ্যমে এ সেবা প্রদানের দায়িত্ব পায় ইনফোজিলিয়ন বিডি-টেলিটেক কনসোর্টিয়াম।

লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী দায়িত্ব পাওয়ার ১৮০ দিনের মধ্যে এমএনপি সেবা চালুর কথা থাকলেও বিভিন্ন অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যেতে থাকে এমএনপি সেবাটি। এরপর কয়েক দফায় পিছিয়ে গত ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর চালু হয় এ সেবা। বাংলাদেশ এমএনপি সেবা খাতে ৭২তম দেশ হিসেবে নিজেদের নাম লিখিয়েছে। মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি সার্ভিস (এমএনপিএস) সেবা হচ্ছে, মোবাইল গ্রাহকগণ তার ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর অপরিবর্তিত রেখে অন্য যে-কোনো অপারেটর বদল করে ভয়েস ও ডাটা সেবা নিতে পারেন। তবে সরকার নির্ধারিত নিয়মে, কোনো গ্রাহক অপারেটর পরিবর্তন করতে চাইলে, তাকে নির্ধারিত ফি দিতে হবে। আর একবার অপারেটর পরিবর্তন করলে কমপক্ষে তিন মাস আর অপারেটর পরিবর্তন করা যায় না।

দেশে মোবাইল গ্রাহক ১৭ কোটির বেশি : বাংলাদেশের মোবাইল গ্রাহক বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭ কোটি ৬৯ লাখ ৪০ হাজার। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (বিটিআরসি) তথ্যানুসারে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এ হিসেব করা হয়। এর মধ্যে মোবাইল অপারেটর গ্রামীণ ফোনের গ্রাহকসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি ২৪ লাখ ৮০ হাজার। অন্যদিকে রবির গ্রাহক সংখ্যা ৫ কোটি ১৮ লাখ ১০ হাজার, বাংলালিংকের ৩ কোটি ৬৫ লাখ ৭০ হাজার এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রায়ত্ত অপারেটর টেলিটকের গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে ৬০ লাখ ৯০ হাজার।[১১৮]

অ্যাসোসিও ডিজিটাল সামিটে ৫টি সম্মাননা : জাপানে অনুষ্ঠিত এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সংগঠনগুলোর সংস্থা 'অ্যাসোসিও ডিজিটাল সামিট ২০১৮'-তে চারটি বিভাগে দেশের চার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অ্যাসোসিওর সর্বোচ্চ সম্মাননা 'দ্য অ্যাসোসিও অনারারি অ্যাওয়ার্ড'সহ মোট পাঁচটি সম্মাননা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে আউটস্ট্যান্ডিং আইসিটি কোম্পানি অ্যাওয়ার্ড বিভাগে বাংলাদেশ কম্যুনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএসসিএল), আউটস্ট্যান্ডিং ইউজার অর্গানাইজেশন ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফেকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), ডিজিটাল গভর্নমেন্ট ক্যাটাগরিতে ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ

---

১১৮. www.jugantor.com/todays-paper/it-woeld/461148/, visited on 03.01.2022 AD

গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট (ইনফো সরকার) এবং আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে এ সম্মাননা জানানো হয়। এ ছাড়া অ্যাসোসিওর সর্বোচ্চ সম্মাননা 'দ্য অ্যাসোসিও অনারারি অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন জেএএন অ্যাসোসিয়েটসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) সাবেক সভাপতি আবদুল্লাহ্ এইচ কাফি।

ই-গভর্নমেন্ট র‍্যাংকিংয়ে ৯ ধাপ এগিয়ে : সারাবিশ্বে দেশগুলোর ডিজিটাল গভর্নমেন্ট তৈরি করে তথ্য-প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সহজকরণে জাতিসংঘ একটি জরিপ চালায়। ২০০১ খ্রি. থেকে শুরু হওয়া 'ইউএন ই-গভর্নমেন্ট সার্ভে রিপোর্ট' নামে প্রকাশিত এ বছরের গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশ ০.৪৭৬৩ পয়েন্ট পেয়ে ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১১৫তম স্থান অর্জন করেছে। জাতিসংঘের এ বছরের ই-গভর্মেন্ট সার্ভের ঐ প্রতিবেদন অনুযায়ী র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ১৪৮তম অবস্থানে ছিল; আর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ আরো ৯ ধাপ এগিয়ে ১১৫তম অবস্থানে এসেছে। গত তিন র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ মোট ৩৫ ধাপ এগিয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, আইসিটি টুল ব্যবহার করে আইসিটি সেবা তৈরি এবং মোবাইল বা ওয়েব অ্যাপের মাধ্যমে তা উপস্থাপনা করায় বাংলাদেশের মূল উন্নতি হয়েছে। এ ছাড়াও উক্ত প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, হিউম্যান ক্যাপিটেল ও টেলিকম্যুনিকেশন সূচকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জন করেছে।[১১৯]

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ও সম্মাননা : বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৮' উদযাপন করা হয়। এদিন ব্যক্তি পর্যায়ে ৬ জন ও প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে ৩টি সংস্থাকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ-২০১৮' সম্মাননা প্রদান করা হয়। যার মধ্যে ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর 'রূপকল্প-২০২১' এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র প্রণয়নে ভূমিকা রাখা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহযোগিতা করায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি এম ইমাম, আরো রয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়, সাবেক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান। এ ছাড়া রয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নূহ-উল আলম লেনিন এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), ওয়ালটন, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং ডিএমপির সাইবার নিরাপত্তা ও অপরাধ দমন বিভাগকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের সারিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে 'রূপকল্প-২০২১' ঘোষণার সে সময়ে গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণা স্মরণীয় করে রাখতে সরকার ১২ ডিসেম্বরকে 'জাতীয় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস'-এর পরিবর্তে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রতি বছর এ দিনে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি মিলে ২৪টি ক্ষেত্রে পুরস্কার দেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১২০]

---

১১৯. ইসমাইল হোসেন, *পূর্ণতা পেল ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা*(ঢাকা : দৈনিক বাংলা নিউজ-২৪, নভেম্বর ১৭, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ১, দ্র. www.banglanews24.com/information-technology/ news/bd/8932, visited on 15.12.2021 AD

১২০. ইসমাইল হোসেন, *পূর্ণতা পেল ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা*, প্রাগুক্ত।

কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সেবা ও প্রশাসনিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার বাংলাদেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে।[১২১] প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং দুর্নীতি রোধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হলে এর ব্যবহার সহজ ও সাধ্যের মধ্যে নিয়ে আসা একান্ত কাম্য।

প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত সুফলও বাংলাদেশের জনগণ লাভ করা শুরু করেছে। নিত্য-নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বেসরকারি উদ্যোক্তা গড়ে উঠছে। বিদেশি বিনোয়োগ আরও আকর্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার প্রধানের দূরদর্শী এ সকল পদক্ষেপ অচিরেই হয়ত বাংলাদেশের মানুষের জীবনমানকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে দিবে।

১২১. ইসমাইল হোসেন, *পূর্ণতা পেল ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা*, প্রাগুক্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

আল কুর'আনের আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	আল কুর'আন পরিচিতি
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	আল কুর'আনে তথ্যের ধরন, তথ্য অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের নির্দেশনা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	আল কুর'আনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ ও আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	আল কুর'আনে সংখ্যাতত্ত্ব ও সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ

চতুর্থ অধ্যায়

আল কুর'আনের আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল কুর'আন পরিচিতি

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এ পৃথিবীতে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন। পরীক্ষার সফলতা হলো চির সুখের নীড় জান্নাত লাভ করা। আর জান্নাতে যাওয়ার পথে যত বাধা-বিপত্তি রয়েছে সে বিষয়ে সতর্ক ও সঠিক সহজ পথের দিক-নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মানব ও জ্বিন জাতির জন্য হিদায়াতের নির্ভুল গ্রন্থ আল কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন। এ গ্রন্থকে বাস্তবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য বিশ্বের মাঝে প্রেরণ করেছেন মানবতার মুক্তির দূত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসুল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে। তাঁর চরিত্রকে পবিত্র কুর'আনের হুবহু নমুনা হিসেবে বলা হয়েছে। সর্বোপরি কুর'আন হলো হিদায়াতের গ্রন্থ। এর আমলের মাধ্যমেই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে সুখ-সমৃদ্ধি ও সফলতার আশা করা যায়।

এ কিতাব যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ এবং এর প্রতিটি বাণী সত্য এবং প্রতিটি শিক্ষা যথার্থ এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এক উজ্জ্বল আলো যা ছাড়া অন্ধকার থেকে মুক্তির আর কোনো পথ নেই। এ কুরআন এক আসমানি পথ-নির্দেশ যা ছাড়া বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় নেই। এ কুর'আন হলো ফুরকান যা সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, ন্যায়-অন্যায় ও সুপথ-কুপথের মাঝে পরিষ্কার পার্থক্যকারী। এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, নাযিলের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এ কিতাব যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

এছাড়াও মানুষের হিদায়াত ও সফলতা কুর'আনের প্রতি ইমান আনার মধ্যেই নিহিত। এ ইমানের মাধ্যমেই মানুষ তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করতে ও আখিরাতে মুক্তি পেতে পারে। কুর'আনের প্রতি ইমানের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে, এ কিতাবে প্রদত্ত শারি'আহ্ আখিরি আসমানি শারি'আহ্ এবং এ কিতাব ও শারি'আহ্ চিরন্তন ও সর্বকালীন। তাই ইমানের মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কুর'আন সম্পর্কে মানুষকে পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী তাদের ইমানকে পরিশীলিত করতে হবে। নিম্নে আল কুর'আনের পরিচয় সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করা হলো :

আল কুর'আন-এর আভিধানিক অর্থ : আল কুর'আন (القرآن) শব্দটি মূলত 'আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী قَرَأَ يَقْرَأُ قِرَائَةً وَقُرْآنًا ক্রিয়ামূল থেকে উদ্গত। 'আরবি ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, اَلْقِرَائَةُ، اَلدِّرَاسَةُ، اَلْمَقْرُوْءُ 'পড়া, অধ্যয়ন করা, আবৃতি করা, পঠিত বা আবৃত, অধিক পঠিত ইত্যাদি।'[১] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ 'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।'[২]

---

১. আবুল ফাদল যামালুদ্দিন মুহাম্মদ ইব্ন মুকাররম ইব্ন মানযূর আল-আফরিকি, *লিসানুল 'আরব*(ইরান : নাশরু আদাবিল হাওযাহ, ১৪০৫ হি.), খ. ১১, পৃ. ৭৮-৭৯; ড. ইবরহিম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*(দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসাইনিয়া, তা.বি.), পৃ. ৭২২; মান্না' খলিল আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফি উলুমিল কুর'আন*(রিয়াদ :

'আরবি রূপান্তর প্রক্রিয়া অনুসারে ثُلاَثِىْ مُجَرَّدٌ এর অন্তর্গত بَابُ فَتَحَ يَفْتَحُ থেকে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটি 'আরবি اَلْجَمْعُ (একত্রিত করা) এবং اَلْضَمُّ (মিলিত হওয়া বা করা ও অন্তর্ভুক্ত করা) অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৩] তবে আল কুর'আন (اَلْقُرْآنُ) শব্দটি اَلْقِرَائَةُ وَالتِّلاَوَةُ অর্থে অধিক ব্যবহৃত হয়।[৪]

'আল্লামা লিহ্ইয়ানি (মৃ. ২১৫ হি.), ইমাম আয্-যুজাজ (মৃ. ৩১১ হি.)সহ অনেক 'আলিম ও পণ্ডিত اَلْقُرْآنُ শব্দটিকে হামযাহ্সহ পড়তেন। তাদের মতে, اَلْقُرْآنُ শব্দটি غُفْرَانٌ শব্দের সম ওজন।[৫] সুতরাং এ শব্দটি মৌলিকভাবে ক্রিয়ামূল قَرْءٌ থেকে উদ্ভূত। অতএব এর অর্থ দাঁড়ায় পাঠ করা বা তিলাওয়াত করা।[৬]

'আল্লামা যুজাজ (র.) বলেন,[৭] اَلْقُرْآنُ শব্দটি মূলত مَهْمُوْزٌ এবং 'আরবি اَلْقَرْءُ শব্দ থেকে উদ্গাত (مُشْتَقٌّ)। যার অর্থ জমা করা, একত্রিত করা।[৮] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْاٰنَه. فَإِذَا قَرَأْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَه. 'ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর।'[৯] এ ছাড়াও হাদিস শরিফে اَلْقُرْآنُ، اَلْقَارِئُ، اَلاِقْتِرَاءُ، اَلْقِرَائَةُ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। যার মৌলিক অর্থ, اَلْجَمْعُ তথা একত্রিত করা।[১০] কুর'আন মাজিদে পূর্ববর্তী সকল আসমানি গ্রন্থের সারবস্তু জমা করা হয়েছে বলে ইহাকে কুর'আন বলা হয়। মূলত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানই কুর'আনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

মাকতাবাতুল মা'আরিফ, সং. ১, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৫; ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিছ ফি উলুমিল কুর'আন*(বৈরুত : দারুল ইলমি লিল মালাইন, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৭-১৯

২. আল কুর'আন, ৯৬ : ১

৩. মান্না' খলিল আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফি উলুমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; মাজদুদ্দিন আল-ফিরূযাবাদি, *বাসাইরু যাবি'ত-তামযিয ফি লাতাইফি কিতাবি'ল 'আযিয*(কায়রো : ইহয়াউত তুরাসিল ইসলামি, ১৪১২ হি.), খ. ৪ পৃ. ২৬২-২৬৩; এ অর্থে 'আল্লামা 'আবদ 'আলি মাহ্নাহ (র.) বলেন, ويسمى كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صـ كتابًا وقرآنًا وفرقانًا ويسمّى قرآنًا لأنه يجمع السور فيضمها ومنه : قرأت الشيء قرآنًا أى جمعته، وضممت بعضه إلى بعض দ্র. 'আল্লামা 'আবদা 'আলি মাহ্নাহ, *লিসানুল আলসুন*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, সং. ১, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩৬৫-৩৬৬

৪. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিছ ফি উলুমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৫. এ প্রসঙ্গে 'আল্লামা লিহ্ইয়ানি (র.) বলেন, إنه مصدر مهموز بوزن الغفران، مشتق من قرأ بمعنى تلا، سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر والأخير أقوى الآراء وأرجحها. فالقرآن في اللغة مصدر مرادف للقرائة দ্র. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিছ ফি উলুমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৬. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিছ ফি উলুমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-২০

৭. ইমাম যুজাজ (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন, إن لفظ (القرآن) مهموز على وزن فعلان مشتق من القرء بمعنى الجمع ومنه قرأ الماء في الحوض إذا جمعه، لأنه جمع ثمرات الكتب السابقة দ্র. 'আল্লামা যারকাশি, *আল-বুরহান ফি 'উলুমিল কুর'আন*(বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, তাহকিক : মুহাম্মদ আবুল ফাদল ইবরাহিম, সং. ৮, ১৯৭২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৭৮; 'আল্লামা জালালুদ্দিন আস্-সুয়ুতি (র.), *আল-ইত্কন ফি 'উলুমিল কুর'আন*(বৈরুত : দারু ইহ্ইয়াইল 'উলুম, ১৯৭৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৪৬

৮. 'আল্লামা ইমাম ইসপাহানি (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন, وأما تسمية هذا الكتاب قرآناً من كتب الله لكونه جامعًا لثمرة كتبه، بل لجمعة ثمرة جميع العلوم দ্র. ইমাম রাগিব আল-ইসপাহানি, *আল-মুফরাদাত ফি গরিবিল কুর'আন*(বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্, তা.বি.), পৃ. ৪০২

৯. আল কুর'আন, ৭৫ : ১৭-১৮, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত সাহাবি ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, فإذا بيناه لك بالقرآنة وجمعناه واثبتناه فى صدرك فاعمل بما بيناه لك وقد خصّ بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصار له كالعلم كما أن التوراة لما أنزل على موسى عليه السلام والانجيل على عيسى عليه السلام দ্র. ইমাম রাগিব আল-ইসপাহানি, *আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২

১০. ইবন মানযুর, *লিসানুল 'আরাব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৮; খালেদ 'আবদুর রহমান আল-'আক্ক, *আল-ফুরকান ওয়াল কুর'আন*(দামিশ্ক : দারুল হিকমাহ্, সং. ১, ১৪১৪ হি.), পৃ. ১৭

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ 'আমি তোমার প্রতি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ কিতাব অবতীর্ণ করেছি।'[১১]

আল কুর'আন-এর পারিভাষিক অর্থ

পবিত্র কুর'আন আল্লাহ্ তা'আলার এক বিস্ময়কর বাণী। এ বাণী শাশ্বতকাল ধরে সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অপরিবর্তিত অবস্থাতেই থাকবে। এটি মানুষের কথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং মানবীয় কোনো ক্ষমতা, প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য পবিত্র কুর'আনের সংজ্ঞা দানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ ও অক্ষম। তথাপিও পবিত্র কুর'আনকে অব্যক্ত বাণী (اَلْكَلَامُ النَّفْسِيُّ) এবং ব্যক্ত বাণী (اَلْكَلَامُ اللَّفْظِيُّ) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে। এর উপর ভিত্তি করে মুতাকাল্লিমিনগণ,[১২] ফিক্বহ্বিদ ও উসুলবিদগণ[১৩] এবং 'আরবি ভাষা বিশেষজ্ঞগণ[১৪] আল কুর'আনকে اَلْكَلَامُ النَّفْسِيُّ এবং اَلْكَلَامُ اللَّفْظِيُّ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথমে আল্লাহ্র ভাষায় পবিত্র কুর'আনের পরিচয় ও সংজ্ঞা উপস্থাপিত হলো :

আল কুর'আনের ভাষায় 'আল কুর'আন'-এর পরিচয়

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা অসাধারণ অলংকারপূর্ণ ভাষায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে এর চমৎকার ও মু'জিযাপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে কতিপয় পরিচয় ও সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَإِنَّه لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ. عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ 'নিশ্চয়ই আল-কুর'আন জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ। জিবরাইল ইহা নিয়ে

---

১১. আল কুর'আন, ১৬ : ৮৯

১২. মুতাকাল্লিমিনগণ, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীকে অব্যক্ত উক্তি (الكلام النفسى) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কেননা তারা আল্লাহর গুণাবলি এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে বর্ণনা করে থাকেন। 'আল্লামা যারকানি এ প্রসঙ্গে বলেন, فالمتكلمون يطلقون القرآن على الكلام النفسى و ذلك لأنهم يتحدثون عن صفات الله تعالى النفسية وما يتعلق بها ويقرؤن بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق للتنزه عن الحدوث والتشبيه فى ذات الله وصفاته ولكون صفاته قديمة ازلية منزهة عن الحداثة. فأثر هذا الموقف تأثيرا بالغًا فى تعريفهم للقرآن দ্র. 'আল্লামা যারকানি, *মানাহিলুল 'ইরফান*(বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৪১৫ হি.), খ. ১, পৃ. ১৫-২০

১৩. উসুলবিদগণ, ফিক্বহবিদগণ এবং 'আরবি ভাষা বিশেষজ্ঞগণ পবিত্র কুর'আনকে শাব্দিকভাবে ব্যক্ত উক্তি (الكلام اللفظى) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'আল্লামা যারকানি এ প্রসঙ্গে বলেন, أما الأصوليون والفقهاء وعلماء اللغة العربية يطلقون القرآن على الكلام اللفظى فعرفوا القرآن حسب ما يريدون به من الكلام اللفظى وتأثر ذلك فى تعريفهم القرآن. فالاصوليون والفقهاء يعنون بالقرآن الكلام اللفظى إذ الهدف الرئيس لهم هو الاستدلال على الأحكام واستنباط الشرائع من القرآن ولا يمكن ذلك إلا بالالفاظ. فلهذا هم يهتمون بالكلام اللفظى من القرآن দ্র. আল-যারকানি, *মানাহিলুল 'ইরফান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-২০

১৪. 'আরবি ভাষাতত্ত্ববিদগণ অনুরূপভাবে আল কুর'আনকে শব্দগতভাবে ব্যক্ত উক্তি বা الكلام اللفظى হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। কেননা তারা পবিত্র কুর'আনের ই'জায নিয়ে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে মানাহিলুল 'ইরফান নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, أما علمآء اللغة العربية فهم يعنون كذلك بالقرآن الكلام اللفظى لأنهم يبحثون عن إعجاز القرآن عامة والاعجاز اللغوى فيه خاصة وهو لا يمكن إلا بالالفاظ. فلهذا هم كذلك يهتمون من القرآن الكلام اللفظى দ্র. আল-যারকানি, *মানাহিলুল 'ইরফান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-২০

অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। এটি অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট 'আরবি ভাষায়।'[১৫]

আলোচ্য আয়াতগুলো পর্যবেক্ষণ করলে কতগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, (ক) কুর'আন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ। (খ) রুহুল আমিন (الروح الأمين) অর্থাৎ হযরত জিবরাইল (আ.) মহানবী (সা.)-এর নিকট আল কুর'আন পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। (গ) আল কুর'আন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)-এর উপরই অবতীর্ণ হয়। (ঘ) আল কুর'আন রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর এ জন্য নাযিল হয় যেন তিনি কুর'আনের দ্বারা তাঁর উম্মত ও বিশ্ববাসীকে সতর্ক করেন। মহান আল্লাহ্ আরও বলেন, لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ 'যাতে রসুলগণ আসার পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে।'[১৬] (ঙ) আল কুর'আন সম্পূর্ণ 'আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ 'ইহা (আল কুর'আন) আমিই অবতীর্ণ করেছি 'আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার।'[১৭]

২. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'এ গ্রন্থ জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।'[১৮]

৩. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّه لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ. فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ. لَا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَّهَّرُوْنَ. تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'নিশ্চয়ই ইহা মহিমান্বিত কুর'আন। যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। যারা পূত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।'[১৯]

৪. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا 'নিশ্চয় এ কুর'আন হিদায়াত করে সে পথের দিকে যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।'[২০]

৫. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَرُوْا اٰيٰتِه وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ 'এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।'[২১]

৬. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَهٰذَا كِتبٌ أَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ 'আমি এ কল্যাণময় কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা এর পূর্ববর্তী কিতাবের প্রত্যায়নকারী।'[২২]

৭. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّه نَزَّلَه عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ 'বল, যে কেউ জিবরাইলের শত্রু এ জন্য যে, সে আল্লাহর নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুর'আন পৌঁছিয়ে দিয়েছে, যা এর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদ।'[২৩]

---

১৫. আল কুর'আন, ২৬ : ১৯২-১৯৫
১৬. আল কুর'আন, ৪ : ১৬৫
১৭. আল কুর'আন, ১২ : ২
১৮. আল কুর'আন, ৩২ : ২
১৯. আল কুর'আন, ৫৬ : ৭৭-৮০
২০. আল কুর'আন, ১৭ : ৯
২১. আল কুর'আন, ৩৮ : ২৯
২২. আল কুর'আন, ৬ : ৯২
২৩. আল কুর'আন, ২ : ৯৭

৮. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ. فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ 'বস্তুত ইহা সম্মানিত কুর'আন, যা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।'[২৪]

৯. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ 'এটি সেই কিতাব; এতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকিদের জন্য ইহা পথ-নির্দেশ।'[২৫]

১০. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ أَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'এ কুর'আন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো রচনা নয়। পক্ষান্তরে, এর পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে ইহা তার প্রত্যায়ন এবং ইহা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (অবতারিত)।'[২৬]

১১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ 'এটি এমন বাণী যা মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু মু'মিনদের জন্য ইহা পূর্বগ্রন্থে যা আছে তার প্রত্যায়ন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত।'[২৭]

১২. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَإِنَّه لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ. لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۭ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ 'ইহা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ– কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না– অগ্র হতেও না, পশ্চাৎ হতেও না। এটি প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।'[২৮]

১৩. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ 'এটি মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।'[২৯]

১৪. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ هٰذِه تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّه سَبِيْلًا 'নিশ্চয় এটা (আল কুর'আন) এক উপদেশ, অতএব যে চায় সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক!'[৩০]

১৫. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ 'এটি এমন এক গ্রন্থ যাতে আমি কোনো কিছুই বাদ দিইনি।'[৩১]

১৬. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى 'এটি তো ওয়াহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।'[৩২]

১৭. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ 'আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রত্যায়নকারী ও সংরক্ষকরূপে।'[৩৩]

১৮. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, كِتَابٌ أُحْكِمَتْ اٰيٰتُه ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ 'এ কিতাব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হতে; এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত।'[৩৪]

---

২৪. আল কুর'আন, ৮৫ : ২১-২২
২৫. আল কুর'আন, ২ : ২
২৬. আল কুর'আন, ১০ : ৩৭
২৭. আল কুর'আন, ১২ : ১১১
২৮. আল কুর'আন, ৪১ : ৪১-৪২
২৯. আল কুর'আন, ৩ : ১৩৮
৩০. আল কুর'আন, ৭৩ : ১৯
৩১. আল কুর'আন, ৬ : ৩৮
৩২. আল কুর'আন, ৫৩ : ৪
৩৩. আল কুর'আন, ৫ : ৪৮
৩৪. আল কুর'আন, ১১ : ১

হাদিসের আলোকে আল কুর'আন-এর পরিচয়

হযরত 'আলি ইবন আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী কারিম (সা.) বলেন, 'অতি শীঘ্রই নানাবিধ ফিত্না প্রকাশিত হবে, তারপর আমি বললাম (ফিত্না থেকে) বাঁচার উপায় কি? এরপর নবী কারিম (সা.) বললেন, আল্লাহ্র কিতাবে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদ রয়েছে। তোমাদের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ আছে। তোমাদের পার্থিব জীবনের হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ের নির্দেশ রয়েছে। তা হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্যকারী। তাতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছুই নেই। অহংকারবশত যে ব্যক্তি এটিকে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন। যে এটি ভিন্ন অন্য কিছুতে হিদায়াত অন্বেষণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পথভ্রষ্ট করে দিবেন। এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত মজবুত রজ্জু। এটি বিজ্ঞানপূর্ণ স্মরণিকা এবং একটা সরল-সহজ পথ। প্রবৃত্তির অনুসারীরা এটিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না। অন্য কিছু এর সাথে সংমিশ্রিত হবে না। এর অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণে 'আলিমগণ পরিতৃপ্ত হবে না। বার বার তিলাওয়াতে এর স্বাদ হ্রাস পাবে না। এর অভিনবত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে না।'[৩৫]

জ্বিনগণ যখন এ কুর'আন শ্রবণ করে তখন তারা থেমে থাকেনি। বরং তারা বলে উঠে, 'আমরা একটা বিস্ময়কর কুর'আন শ্রবণ করেছি। যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।'[৩৬]

যে ব্যক্তি এ কুর'আন অনুসারে কথা বলবে, সে সত্য কথা বলবে, আর যে এর অনুসারে 'আমল করবে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। যে এর অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা করবে, সে ন্যায় বিচার করবে। আর যে এর প্রতি আহ্বান জানাবে, সে সঠিক পথে দিশাপ্রাপ্ত হবে।'

আল কুর'আনের সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) অনুরূপভাবে বলেন, 'নিশ্চয়ই এ কুর'আন আল্লাহ্র মা'দুবাহ। সুতরাং তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সাধ্যানুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ কর, নিশ্চয় এ কুর'আন আল্লাহ্র রজ্জু (দড়ি), স্পষ্ট আলোকবর্তিকা এবং উপকারী আরোগ্যদানকারী। যিনি এটিকে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য রক্ষাকারী। অনুসরণকারীর জন্য পরিত্রাণকারী। পথিককে সহজ-সরল পথের দিশাদানকারী, বক্র পথের পথিককে সোজা পথের দিশারি। তার আশ্চর্যজনক বিষয়াদি কখনও নিঃশেষ হবে না। সুতরাং তোমরা এটিকে তিলাওয়াত কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াতের বিনিময়ে প্রতিদান দিবেন, প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকি। আমি এ কথা বলছি না যে, আলিফ, লাম, মিম একটা অক্ষর; বরং আলিফ একটা অক্ষর, লাম একটা এবং মিম একটা অক্ষর।'[৩৭]

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আলোচ্য হাদিস দু'টি থেকে পবিত্র কুর'আনের চমৎকার পরিচিতি এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়; যা বিশ্ববাসীর জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং ফলপ্রদ।

---

৩৫. উল্লিখিত হাদিসটির মূল ভাষ্য হলো– وجاء فى سنن الترمذى عن على بن ابى طالب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ستكون فتن قلت وما المخرج فيها قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم– خذها إليك يا اعور দ্র. ইমাম তিরমিযি, *আল-জামি' আত-তিরমিযি*, খ. ২, পৃ. ১১৮; ইমাম দারিমি, *সুনান আদ-দারিমি*, কিতাবু ফাযাইলিল কুর'আন, হাদিস নং ৩১৯৭; 'আল্লামা কুরতুবি, *আল-জামি' লি আহ্কামিল কুর'আন*(কায়রো : দারুল কিতাবিল 'আরাবি, সং. ৩, ১৯৬৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫; 'আল্লামা যাহাবি, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*(বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, সং. ১১, তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ১৫৩

৩৬. আল কুর'আন, ৭২ : ১-২

৩৭. হাদিসটির মূল ভাষ্য হলো– قال النبى عليه السلام: إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمه لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه ولا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضى عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما انى لا أقول الم ولكن بالف ولام وميم দ্র. 'আল্লামা দারিমি, *আস্-সুনান, মাউসু'আতুল হাদিছিন নববি, কিতাবু ফাযাইলি'ল-কুর'আন*(কায়রো : শারিকাতুস্ সকর, সং. ১ ও ২, ১৯৯১-১৯৯২ খ্রি.), হাদিস নং ৩১৮১

'আলিমগণের মতে আল কুর'আন-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 'আরবি ভাষাবিদগণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে কুর'আনের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন,

- ইমাম 'আবদুল্লাহ্ নাসাফি (র.) কুর'আনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে, أما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب فى المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة 'কিতাব বলতে এমন কুর'আনকে বুঝায়, যা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। এটি মুসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।'[৩৮]
- 'আরবি ভাষাতত্ত্ববিদগণ উপরোক্ত সংজ্ঞাটিতে কিছু সংযোজন করে বলেছেন,[৩৯] المتعبد بتلاوته، المعجز بسورة منه، المكتوب بين دفتى المصاحف المبدأ بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس 'প্রখ্যাত মুফাস্সির 'আল্লামা মুহাম্মদ 'আলি আস্-সাবুনি (র.) বলেন, 'সুরা ফাতিহার দ্বারা শুরু এবং সুরা আন-নাছ দ্বারা সমাপ্ত।'[৪০] 'আরবি ভাষাবিদদের[৪১] কেউ কেউ আবার কুর'আনের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত নীতি অবলম্বন করার প্রয়াস পেয়েছেন।
- 'আল্লামা আমাদি (র.) তার প্রখ্যাত 'আল-আহকাম' নামক গ্রন্থে কুর'আনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, أن القرآن هو الكتاب المنزل 'কুর'আন এমন গ্রন্থ যা অবতীর্ণ করা হয়েছে।'[৪২]
- 'আল্লামা যারকানি (র.) বলেন, إن الإعجاز هو القرآن 'মু'জিযা সম্পন্ন কিতাবই হলো কুর'আন।'[৪৩]

---

৩৮. 'আল্লামা আহ্মদ মুল্লাজিয়ুন, *নুরুল আনওয়ার ফি শরহিল মানার*(দেওবন্দ : মাকতাবাহ থানবি, তা.বি.), পৃ. ৯-১১; 'আল্লামা জুরজানি, *আত-তা'আরিফাত*(ইস্তাম্বুল : মাকতবা'আ আহমদ কামিল, ১৩২৭ হি.), পৃ. ২২৩; 'আল্লামা সায়্যিদ বাযদাবি (র.) কুর'আনের সংজ্ঞায় বলেন, أما الكتاب فالقرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب فى المصاحف المنقول عن النبى ص نقلاً متواترًا بلا شبهة দ্র. 'আল্লামা বাযদাবি, *উসুলুল বাযদাবি*(করাচি : নুর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ৫; 'আল্লামা সায়্যিদ শরিফ তাঁর التعريفات গ্রন্থে আল-কুর'আনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে, القرآن هو المنزل على الرسول (ص) المكتوب فى المصاحف المنقول عنه نقلاً متواترًا بلا شبهة দ্র. 'আল্লামা সায়্যিদ শরিফ, *আত্-তা'আরিফাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৩৯. 'আল্লামা আহমদ আস্-সান্বাতি (র.) কুর'আনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে, بأنه كلام الله المنزل على نبيه محمد (ص) المتعبد بتلاوته، المعجز بسورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب بين دفتى المصاحف দ্র. ড. আহ্মদ সান্বাতি, *তারজুমাতুল মা'আনিল কুর'আনিয়্যাহ*(দোহা : মাতাবি'আদ্ দা'ওয়াহ্ আল-হাদিছাহ্, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়, তা.বি.), পৃ. ৪

৪০. 'আল্লামা সানুনি আল-কুর'আনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة الأمين جبرائيل عليه السلام، المكتوب فى المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المبدأ بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس দ্র. 'আল্লামা সাবুনি, *আত্-তিবইয়ান ফি 'উলুমিল কুর'আন*(দামিশ্ক : মাকতাবাতুল গাযযালি, সং. ২, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৬; ড. সুবহি সালিহ (র.) কুর'আনের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে, هو كلام المعجز المنزل على النبى صلى الله عليه وسلم المكتوب فى المصاحف، المنقول عنه بالتواتر، المتعبد بتلاوته. এরপর তিনি স্বীয় কিতাবের টিকাতে বলেছেন, تعريف القرآن على هذا الوجه متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية দ্র. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিছ ফি 'উলুমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৪১. কুর'আনের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল ভাষাতত্ত্ববিদগণ সংক্ষিপ্ত নীতি অবলম্বন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, 'আল্লামা আহ্মদ মুহাম্মদ 'আলি দাউদ, ড. মুহাম্মদ ছব্বাগ, ড. মুহাম্মদ রওয়াস ফাল'আজি, 'আল্লামা আমাদিসহ আরো অনেকে। 'আল্লামা আহ্মদ মুহাম্মদ 'আলি দাউদ, *'উলুমুল কুর'আন ওয়াল হাদিছ*(আম্মান : দারুল বাশির, তা.বি.), পৃ. ৯

৪২. 'আল্লামা আল-আমাদি, *আল-আহকাম ফি উসুলিল আহকাম*(কায়রো : দারুল হাদিছ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ২২৮-২২৯

৪৩. আল-আমাদি, *আল-আহকাম ফি উসুলিল আহকাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

- 'আল্লামা মান্না' আল-কাত্তান (র.) বলেন, القـرآن هو كلام الله المنـزل على محمد صلى الله عليه وسلـم المتعبـد بتلاوتـه 'কুর'আন আল্লাহ্‌র বাণী যা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যার তিলাওয়াত হলো 'ইবাদত।'[৪৪]
- বিশিষ্ট 'আরবি সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ড. ত্বহা হুসাইন কুর'আনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'আল কুর'আন-এর ছন্দ পুরোপুরি গদ্য নয়। অথচ সাহিত্যের গদ্যরীতির অনুপম সরল গভীরতার সংগে বলিষ্ঠ গাম্ভীর্য এবং তার মাধ্যমে অভিব্যক্ত ভাব সম্পদের প্রকাশ দ্যোৎনা নজির বিহীন। এর আংশিক পুরোপুরি পদ্যও নয়। অথচ পদ্যের সাবলীল ভাব মাধুর্য্যের মোহময় পরিবেশ সর্বজনে হৃদয়-ভেদ্য করে তোলার সুর মূর্ছনা, আবেগ সৃষ্টির অন্তর প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত।'[৪৫]

মুতাকাল্লিমগণের দৃষ্টিতে কুর'আনের সংজ্ঞা : কালাম শাস্ত্রবিদগণ কুর'আনের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে কুর'আনকে অব্যক্ত উক্তি (الكلام النفسى) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন; যা শাশ্বত ও অবিনশ্বর। যা শাব্দিক ও আক্ষরিক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল বিশেষণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। তারা নিম্নরূপভাবে কুর'আনের সংজ্ঞা পেশ করেছেন,[৪৬] إنـه الصفـة القديمـة المتعلقـة بالكلمات الحكيمـة من أول الفاتحـة إلـى آخـر سورة الناس অবশ্য তারা কুর'আনকে ব্যক্ত উক্তি (الكلام اللفظى) হিসেবেও ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা তারা ইসলামি শারি'আতের আহ্‌কাম ও মাস'আলা, যা কুর'আন থেকে নির্গত হয়, তাই তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য।[৪৭]

প্রখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে আল কুর'আনের পরিচয়

- প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও দার্শনিক লিও টলস্টয় (Leo Tolstoy) বলেন, 'কুর'আন মানব জাতির একটি শ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক। এর মধ্যে আছে শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবিকা অর্জন ও চরিত্র গঠনের দিক-দর্শন। বিশ্বের সামনে যদি এ একটি মাত্র গ্রন্থ থাকত এবং কোনো সংস্কারকই না আসতেন তবুও মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য এটিই যথেষ্ট ছিল।'[৪৮]
- ঐতিহাসিক লেন পুল (Lane Paul) বলেন, 'শতাব্দর পর শতাব্দী ধরে পৃথিবীর উপর পাপাচারের যে সব আচ্ছাদন করেছিল কুর'আন সে সকলের মূলোৎপাটন করল। কুর'আন বিশ্বকে উন্নত মানবিক চরিত্র দান করল। অত্যাচারীদের হৃদয়বান ও বর্বরদের ধার্মিক বানিয়ে ছাড়ল। এ পবিত্র

---

৪৪. কুর'আন মাজিদ আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ, এর তিলাওয়াত করা 'ইবাদত। দ্র. মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফি উলুমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৪৫. 'আফিফ 'আবদুল ফাত্তাহ তাবারহ, *রুহুদ দ্বীন আল-ইসলামি*(বৈরুত : দারুল ইলমি লিল মালাইন, সং. ৩০, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩৩; ড. ত্বহা হুসাইন, *হাদিছুশ শি'র ওয়ান নাছর*(কায়রো : তাব'আহ মিসরিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২৫; ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, *কুর'আনের চিরন্তন মু'জিযা*(ঢাকা : ইফাবা, সং. ১, ১৪০০হি.), পৃ. ১১

৪৬. মুতাকাল্লিমিনগণ কুর'আনের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, إن المتكلميـن يطلقون بالقـرآن الكلام النفسـى الذى ازلى قديم، منزه عن كل ما يتعلق بالحدوث من الألفاظ والحـروف، سواء أكان الحروف لفظيـة أو ذهنيـة أو روحيـة كما هو مترتب غير متعاقب দ্র. 'আল্লামা যারকানি, *মানাহিলুল 'ইরফান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৪৭. 'আল্লামা যারকানি, *মানাহিলুল 'ইরফান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

৪৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *লিও টলস্টয়ের অনেক প্রসঙ্গের একটি*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১০

গ্রন্থ পৃথিবীতে না আসলে মানবিক চরিত্র সমূলে ধ্বংস হয়ে যেত। আর পৃথিবীর মানুষ হত নামেমাত্র মানুষ।'[৪৯]

- বিখ্যাত ভাষাবিদ পণ্ডিত ইমনুয়েল ডেস্ক (Immanuel Desk) বলেন, 'কুর'আনের সাহায্যে আরবরা মহান আলেকজাণ্ডারের জগত থেকে বৃহত্তর জগত এবং রোমান সাম্রাজ্য থেকে বৃহত্তর সাম্রাজ্য জয় করে নিয়েছে। কুর'আনের অনুসারী আরব মুসলিনগণ এসেছিল মানব জাতিকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করতে।'[৫০]

পরিশেষে বলা যায়, মহাগ্রন্থ আল কুর'আন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী। যুগ-জিজ্ঞাসার জবাবে, সমসাময়িক চাহিদা পূরণে, জ্ঞান বিকাশে, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে এবং মননশীলতার দৃষ্টিতে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত। এর নির্দেশনা ও আবেদন শাশ্বত; চিরন্তন। এটি বাস্তবধর্মী ও বিজ্ঞানসম্মত আসমানি গ্রন্থ। আল কুর'আন শুধুমাত্র ধর্মগ্রন্থই নয়; বরং এটি প্রাচুর্যপূর্ণ বিজ্ঞানের এক উৎসকোষ ও বিশ্বজ্ঞানকোষ। বিজ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; যুগে যুগে তা পরিবর্তনশীল। কিন্তু আল কুর'আন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা বিজ্ঞানসম্মত অপরিবর্তনীয় মহাগ্রন্থ। এতে পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্ঞান সমুদ্র সন্নিবেশিত হয়েছে। আল কুর'আনের শিক্ষা সর্বজনীন ও চিরন্তন। নানা সমস্যা বিজড়িত এ অশান্ত পৃথিবীতে মহিমান্বিত এ গ্রন্থের গুরুত্ব সর্বাধিক। আজ এ মহাগ্রন্থ অধ্যয়ন, অনুধাবন, অনুশীলন ও উপলব্ধি করা অতীব প্রয়োজন।

---

৪৯. সাইয়েদ মাহমুদুল হাসান, *ইসলাম*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১৯৩

৫০. ওবাইদুল হক মিয়া, *আল-কুর'আন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল কুর'আনে তথ্যের ধরন, তথ্য অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের নির্দেশনা

আল কুর'আন জীবন ঘনিষ্ঠ সব উপকারি তথ্যের এক মহাভাণ্ডার। এতে রয়েছে মানব জাতির জাগতিক ও পারলৌকিক সাফলতার সব তথ্য। কোন পথে মানবতার মুক্তি মিলবে তার বিস্তারিত আলোচনা কুর'আনে এসেছে। কুর'আন সর্বকালের এক শাশ্বত গ্রন্থ। দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছে আল কুর'আন বুঝা ততই সহজ হচ্ছে। কুর'আনের সব নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্যগুলো আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। এর প্রতিটি হরফেই রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাথয়–উপাদান। এতে বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রায় ৭৩৫টি আয়াত রয়েছে।

কুর'আনের আয়াতসমূহ মৌলিক বিষয়ের দিক থেকে এভাবে ভাগ করা হয়েছে– ওয়াদা সম্পর্কিত আয়াত ১ হাজার, সতর্কীকরণ ও শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত ১ হাজার, আদেশসূচক আয়াত ১ হাজার, নিষেধসূচক আয়াত ১ হাজার, উপমাসূচক আয়াত ১ হাজার, কাহিনী মূলক আয়াত ১ হাজার, হালাল সংক্রান্ত আয়াত ২ শত ৫০, হারাম সম্পর্কিত আয়াত ২ শত ৫০, তাসবিহ সম্পর্কিত আয়াত ১ শত এবং রহিত (মানসুখ) আয়াত সংখ্যা ৬৬টি।[৫১]

ভিন্ন দিক থেকে পবিত্র আল কুর'আনকে বিশ্লেষণ করলে মৌলিক যে তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়, তা হলো– ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির সব দিক-নির্দেশনা। ইহকালীন কল্যাণের মধ্যে রয়েছে– একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা 'ইসলাম'-এর বিধি-বিধান ও মানব প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যাবলি। পরকালীন তথ্যের মধ্যে রয়েছে– ক্বিয়ামত-হাশর, বিচার দিবস, জান্নাত-জাহান্নাম-এর ভয় ও আশার আলোচনা। যা দ্বারা মানুষ সুশৃঙ্খল জীবন ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করতে পারে।

আল কুর'আনকে আল্লাহ্ তা'আলা সনিব জাতির জন্য সংবিধান হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এটি বিজ্ঞান বা নির্দিষ্ট বিষয়ক কোনো পুস্তক নয়; বরং কুর'আন হলো চির শাশ্বত হিদায়াত গ্রন্থ। এরপরও বর্তমান বিশ্বের আধুনিক বিজ্ঞানের এমন কোনো দিক-বিভাগ নেই যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত আল কুর'আনে নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ 'এটি এমন এক গ্রন্থ যাতে আমি কোনো কিছুই বাদ দিইনি।'[৫২]

আলোচ্য পরিচ্ছেদে আল কুর'আনের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করা হলো, যে বিষয়গুলির তথ্য দিয়ে কুর'আন মানব জাতিকে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের পথের সন্ধান দিয়েছে। নিম্নে তা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো :

ইমান ও ইসলাম : বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস অর্থে কুর'আনে সর্বদা ইমান (إِيْمَانٌ) শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'বিশ্বাস করল' অর্থে আ-মানা (اٰمَنَ), আ-মানু (اٰمَنُوْا) ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, 'তুমি বিশ্বাস কর' অর্থে তু'মিনু (تُؤْمِنُ), 'আমরা বিশ্বাস করি' অর্থে নু'মিনু (نُؤْمِنُ) ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, আদেশ অর্থে আ-মিন (اٰمِنْ) এবং

---

৫১. ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, *'উলূমুল কুর'আনের সহজ পাঠ*(কুষ্টিয়া : রাহিন রাশাদ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৭১

৫২. আল কুর'আন, ৬ : ৩৮

আ-মিনু (اٰمِنُوْا) ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বাসী অর্থে মু'মিন (مُؤْمِنٌ), মু'মিনুন (مُؤْمِنُوْنَ) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর বিশ্বাস অর্থে ইমান (إِيْمَانٌ) শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

কুর'আনুল কারিমে বলা হয়েছে, وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَالإِيْمَانَ 'আর যাদেরকে জ্ঞান ও ইমান দেয়া হয়েছে তারা বলল,...'[৫৩]

ইসলাম হলো আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত ধর্ম বা জীবনবিধান। এটি মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ নি'আমাত। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের সকল বিষয় ও সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানের দিক-নির্দেশনা এতে দেয়া হয়েছে।[৫৪] আল্লাহ্ তা'আলা ইমানের বিশদ বিবরণ প্রসঙ্গে বলেছেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِه وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِه وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا. إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلاً

'হে মু'মিনগণ! (তোমরা তোমাদের ইমানের বিস্তারিত বিবরণ শুনে নাও, তা এ যে,) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (মুহাম্মাদ সা.), তিনি যে কিতাব তাঁর রসুলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন (কুর'আন), আর যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে ইমান আন। আর কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসুলগণ এবং আখিরাতের দিবসকে প্রত্যাখ্যান করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই যারা একবার ইমান আনে ও পরে কুফরি করে এবং আবার ইমান আনে, আবার কুফরি করে, অতঃপর তাদের কুফরি প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোনো (জান্নাতের) পথও দেখাবেন না।'[৫৫]

ইমানের শাখা-প্রশাখার বর্ণনায় মহান আল্লাহ্ বলেন, اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّه وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه ق لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِه ق 'রসুল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছে এবং মু'মিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসুলগণে ইমান এনেছে। (তারা বলে), 'আমরা তাঁর রসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।'[৫৬]

---

৫৩. আল কুর'আন, ৩০ : ৫৬

৫৪. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيْنًا ط 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।' দ্র. আল কুর'আন, ৫ : ৩; অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে, وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز وَهُوَ فِى الاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ 'আর কেউ ইমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৫ : ৫; অন্যত্র বলা হয়েছে, رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ق 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে ইমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ইমান আন।' সুতরাং আমরা ইমান এনেছি।' দ্র. আল কুর'আন, ৩ : ১৯৩

৫৫. আল কুর'আন, ৪ : ১৩৬-১৩৭

৫৬. আল কুর'আন, ২ : ২৮৫; এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত রয়েছে, আল কুর'আন, ২ : ১৩৬ ও ৩ : ৮৪

বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলাম : সঠিক বিশ্বাস বা ইমান ইসলামের মূলভিত্তি। মানুষ যত 'ইবাদত বা সৎকর্ম করুক না কেন সবকিছু আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত বিশুদ্ধ বা শির্ক-কুফরমুক্ত ইমান। কুর'আন কারিমের বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, وَمَنْ أَرَادَ الاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا 'যারা মু'মিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং এর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য।'[৫৭]

পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র নি'আমত ও বরকত অর্জনের এবং আল্লাহ্‌র ও'য়াদাকৃত পবিত্র জীবন লাভের শর্ত হলো সঠিক ইমান। আল্লাহ্ বলেছেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 'মু'মিন হয়ে পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং (আখিরাতে) তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার দান করব।'[৫৮]

পৃথিবীতে সার্বিক বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্য প্রথমত সঠিক ও বিশুদ্ধ ইমানের অধিকারী হতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌কে ভয় করে সৎ জীবন যাপন করতে হবে। আর কুফরি বা অবিশ্বাসের শাস্তি হলো ধ্বংস ও ক্ষতি। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَأَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ 'যদি সে সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ইমান আনত এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; সুতরাং আমি তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিয়েছি।'[৫৯]

ইসলাম যেহেতু পরিপূর্ণ জীবনবিধান, তাই মু'মিন মাত্রই আল্লাহ্‌র মনোনীত ইসলামি শারি'আতের আলোকে জীবন পরিচালনা করা আবশ্যক।[৬০]

অন্যত্র বর্ণিত আছে, وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِه فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ وَأُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং কাফিররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, পৃথিবী ও আখিরাতে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। আর তারাই হলো জাহান্নামবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।'[৬১]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা ইমান ও ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক তথ্য প্রদান করেছেন। সে অনুযায়ী চিন্তা-চেতনা, আচরণ ও চরিত্রকে সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সকলের সে নির্দেশনার আলোকে নিজেদের জীবন গঠন করা উচিত।

---

৫৭. আল কুর'আন, ১৭ : ১৯

৫৮. আল কুর'আন, ১৬ : ৯৭

৫৯. আল কুর'আন, ৭ : ৯৬

৬০. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ 'নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন।' দ্র. আল কুর'আন, ৩ : ১৯; অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ 'কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন অন্বেষণ করতে চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৩ : ৮৫

৬১. আল কুর'আন, ২ : ২১৭

তাওহিদ : মহান আল্লাহ্ একক ও অতুলনীয়, তাঁর কোনো অংশীদার বা সহযোগী নেই। আরবিতে একে 'তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ্' (توحيد الربوبية) 'প্রতিপালনের একত্ব' বলা হয়।[৬২] এর অর্থ বিশ্বের সকল কিছুর সৃষ্টি, প্রতিপালন, সংহার ইত্যাদির বিষয়ে আল্লাহ্র একত্ব। তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ্ বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্বে বিশ্বাস করার অর্থ হলো– মহান আল্লাহ্ই এ মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, সংহারক, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কুর'আন কারিমের বিভিন্ন আয়াতে 'তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ্' বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্বের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই।'[৬৩]

তিনি আরো বলেন, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ 'জেনে রাখো! সৃষ্টি ও নির্দেশনা (পরিচালনা) একমাত্র তাঁরই, জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ মহিমাময়।'[৬৪]

তাওহিদুল 'ইবাদাত : তাওহিদুল 'ইবাদাতের অর্থ সকল প্রকার 'ইবাদাত– যেমন প্রার্থনা, সাজ্দা, যবেহ, উৎসর্গ, মানত, তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা) ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহ্রই প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা।

কেউ যদি আল্লাহ্র 'ইবাদাত করে এবং সাথে সাথে অন্য কারো 'ইবাদাত করে তাহলে সে আল্লাহ্র 'ইবাদাতকারী বলে গণ্য হবে না, কারণ সে 'ইবাদতে আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরিক বা অংশীদার স্থাপন করেছে এবং শিরকে লিপ্ত হয়েছে। কুর'আন কারিমের অনেক স্থানে আল্লাহ্ নির্দেশ দান করেছেন বিশুদ্ধভাবে 'ইবাদাত করতে এবং আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরিক না করতে। এ হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর অর্থ ও নির্দেশ। মহান আল্লাহ্ বলেন, هُوَ الْحَيُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط 'তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা তাকেই ডাক, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।'[৬৫]

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لا حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ 'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর 'ইবাদত করতে এবং সালাত কায়িম করতে ও যাকাত প্রদান করতে, আর এটিই সঠিক দ্বীন।'[৬৬]

অন্যত্র আল্লাহ্ একমাত্র তাঁর 'ইবাদাত করার এবং শিরক থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا 'এবং তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদাত করবে এবং কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করবে না।'[৬৭]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাওহিদ সম্পর্কে মৌলিক তথ্য প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সকল প্রকার অংশীদার মুক্ত। সকল কাজে আল্লাহ্কে স্মরণ করা মু'মিনের কর্তব্য। সে অনুযায়ী চিন্তা, আচরণ

---

৬২. মোল্লা আলি কারি, *ফারাইদুল কালাইদ 'আলা আহাদিসি শারহিল আকাইদ*(বৈরুত : আল মাকতাবুল ইসলামি, ১৪১০ হি.), পৃ. ১৫

৬৩. আল কুর'আন, ১ : ১

৬৪. আল কুর'আন, ৭ : ৫৪; তিনি আরো বলেছেন, إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ই মহাশক্তিময় রিয্ক-দাতা।' দ্র. আল কুর'আন, ৫১ : ৫৮; অন্যত্র তিনি বলেন, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا 'তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৫ : ২

৬৫. আল কুর'আন, ৪০ : ৬৫

৬৬. আল কুর'আন, ৯৮ : ৫

৬৭. আল কুর'আন, ৪ : ৩৬

ও চরিত্রকে সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সকলের উচিত সে নির্দেশনার আলোকে নিজেদের জীবন গঠন করা।

রিসালাত : কুর'আনের বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, মহান আল্লাহ্ সকল যুগে সকল সমাজেই নবী-রসুল প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন, وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ 'এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যার নিকট কোনো সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।'[৬৮]

অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ 'প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে একজন রসুল, এবং যখন তাদের রসুল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা হয়েছে এবং তাদের প্রতি যুল্ম করা হয়নি।'[৬৯]

এ সকল সতর্ককারী নবী-রসুলের বিস্তারিত বিবরণ মহান আল্লাহ্ জানাননি। কুর'আনুল কারিমে বলা হয়েছে, وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۭ 'অনেক রসুল প্রেরণ করেছি যাদের কথা ইতোপূর্বে আমি তোমাকে বলেছি এবং অনেক রসুল, যাদের কথা আমি তোমাকে বলিনি।'[৭০]

মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাত : মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাতের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا 'আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।'[৭১]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন, قُلْ يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ِ الَّذِيْ لَه مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ ۚ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِه النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمٰتِه وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ 'বল, হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র রসুল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ইমান আন আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মি নবীর প্রতি; যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীতে ইমান আনে এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও।'[৭২]

আল্লাহ্ আরো বলেন, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۭ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا 'মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্র রসুল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।'[৭৩]

মুহাম্মাদ (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ : 'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' (সা.) এ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর আনুগত্য করা। জীবনের সকল বিষয়ে, সকল ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়া। সকল

---

৬৮. আল কুর'আন, ৩৫ : ২৪
৬৯. আল কুর'আন, ১০ : ৪৭
৭০. আল কুর'আন, ৪ : ১৬৪
৭১. আল কুর'আন, ৩৪ : ২৮
৭২. আল কুর'আন, ৭ : ১৫৮
৭৩. আল কুর'আন, ৩৩ : ৪০

মানুষের কথা ও সকল মতের উর্দ্ধে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথাকে স্থান দেয়া। তাঁর আনুগত্যই ইমানের 'আলামত। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَه إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।'[৭৪]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, وَأَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ 'আর তোমরা আল্লাহ্ ও রসুলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা রহ্মতপ্রাপ্ত হতে পার।'[৭৫]

আল্লাহ্ আরো বলেন, وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا 'আর কেউ আল্লাহ্ এবং রসুলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ–সিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মপরায়ণ– যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন– তাদের সাথী হবে এবং তারা কতই না উত্তম সাথী!'[৭৬]

ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাস : ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র সৃষ্টি। মহান আল্লাহ্ বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً أُولِىْ أَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ط يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ط إِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ 'যাবতীয় প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্রই– যিনি ফেরেশতাদেরকে বাণীবাহক করেন যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[৭৭]

ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৈন্য হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।[৭৮] এদের মধ্য থেকে সামান্য কয়েকজনের নাম মানুষ ওয়াহির মাধ্যমে জানতে পেরেছে। জিবরাইল (জিবরিল), মিকাইল (মিকাল) ও মালিক নামগুলি কুর'আন কারিমে উল্লিখিত হয়েছে।[৭৯] জাহান্নামের প্রহরী বা অধিকর্তার নাম 'মালিক' উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন, وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ط قَالَ إِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ 'তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক, তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন। সে বলবে, তোমরা তো এভাবেই থাকবে।'[৮০]

ওয়াহিভিত্তিক গ্রন্থসমূহ : মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের পথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ্ যুগে যুগে তাঁর নবী-রসুলগনের কাছে ওয়াহি বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কিতাব নাযিল করেছেন। আল্লাহ্র প্রেরিত সে সকল গ্রন্থে ছিল সংশ্লিষ্ট জাতি বা সমাজের জন্য সত্য ও সৎপথের দিশা। মহান আল্লাহ্ বলেন,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ق فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط

---

৭৪. আল কুর'আন, ৮ : ১

৭৫. আল কুর'আন, ৩ : ১৩২

৭৬. আল কুর'আন, ৪ : ৬৯

৭৭. আল কুর'আন, ৩৫ : ১

৭৮. মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ ط 'তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।' দ্র. আল কুর'আন, ৭৪ : ৩১

৭৯. মহান আল্লাহ্ বলেন, مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلٰئِكَتِه وَرُسُلِه وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكٰفِرِيْنَ 'যে কেউ আল্লাহ্র, তাঁর ফেরেশতাগণের, তাঁর রসুলগণের এবং জিব্রিল ও মিকালের (মিকাইল) শত্রু, (সে জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ্ নিশ্চয়ই কাফিরদের শত্রু।' দ্র. আল কুর'আন, ২ : ৯৮

৮০. আল কুর'আন, ৪৩ : ৭৭

'সকল মানুষ ছিল একই উম্মতভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষেরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত তাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন।'[৮১]

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় নবী (আ.)-এর নাম উল্লেখ করে তাঁদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৮২] এ ছাড়া অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, إِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الأُوْلٰى. صُحُفِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى 'ইহা তো আছে পূর্ববর্তী সাহিফাগুলিতে; ইবরাহিম ও মুসার গ্রন্থে।'[৮৩]

কুর'আন কারিম সর্বদা মুহাম্মাদ (সা.)-এর শারি'আহ্ ও কুর'আনের নির্দেশনাকে 'মানব জাতির' জন্য বলে উল্লেখ করেছে। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সর্বজনীনতা বিষয়ক আয়াতগুলি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্র মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যে, কুর'আনকে তিনি মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছেন।[৮৪]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, كِتَابٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ۙ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ 'এ কিতাব, এটা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, মহাপ্রশংসিত।'[৮৫]

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ 'নিশ্চয় আমি কুর'আন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?'[৮৬]

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا 'নিশ্চয় এ কুর'আন হিদায়াত করে সে পথের দিকে যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।'[৮৭]

আখিরাত : মৃত্যুর পরে কিয়ামত বা পুনরুত্থানের আগে মধ্যবর্তী সময়ের অবস্থার প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

'যারাই আল্লাহ্ ও আখিরাতে ইমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।'[৮৮]

---

৮১. আল কুর'আন, ২ : ২১৩

৮২. আল্লাহ্ বলেন, قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلٰى إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا أُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُوْنَ 'তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্র প্রতি ইমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তার বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মুসা, 'ইসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হয়েছে; আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই (আল্লাহ্) নিকট আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)।' দ্র. আল কুর'আন, ২ : ১৩৬; আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ৩ : ৮৪

৮৩. আল কুর'আন, ৮৭ : ১৮-১৯; আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ৫৩ : ৩৬-৩৭

৮৪. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ 'রমাদান মাস, এতে মানবজাতির দিশারী এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দশন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছে।' দ্র. আল কুর'আন, ২ : ১৮৫

৮৫. আল কুর'আন, ১৪ : ১

৮৬. আল কুর'আন, ৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০

৮৭. আল কুর'আন, ১৭ : ৯

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَوْ تَرٰى إِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْا أَيْدِيْهِمْ أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِه تَسْتَكْبِرُوْنَ 'যদি তুমি দেখতে পেতে যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর! তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সে জন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে।'[৮৯]

এ আয়াত থেকে মৃত্যুকালীন শাস্তি এবং মৃত্যুর পরে– সে দিনেই যে শাস্তি প্রদান করা হবে সে সম্পর্কিত বিষয়ে জানা যায়।

ধ্বংস, পুনরুত্থান ও হাশ্‌র : কুর'আন-হাদিসের অনেক স্থানে পৃথিবীর ধ্বংস, পুনরুত্থান ও হাশর বা সমাবেশের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ্ বলেন, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْأَصْفَادِ. سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ. لِيَجْزِىَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ 'যে দিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও; এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে– যিনি এক, পরাক্রমশালী। সে দিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়। তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল; এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।'[৯০]

অন্যত্র তিনি বলেন, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا. وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا 'যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকিদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।'[৯১]

হিসাব ও প্রতিফল : উপরিউল্লিখিত আয়াতগুলিতে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, আল্লাহ্ পুনরুত্থানের পরে হিসাব এবং প্রতিফল প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কুর'আন কারিমে অনেক স্থানে বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ্ বলেন, يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ 'সেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহ্‌ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।'[৯২]

মিযান : হিসাবের একটি বিশেষ দিক যে, মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম ওজন করবেন এবং ওজনের জন্য মিযান বা তুলাদণ্ড স্থাপন করবেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ 'এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন

---

৮৮. আল কুর'আন, ২ : ৬২; আরো বর্ণিত আছে, আল কুর'আন, ১৪ : ২৭

৮৯. আল কুর'আন, ৬ : ৯৩

৯০. আল কুর'আন, ১৪ : ৪৮-৫১; অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ দ্র. 'এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৯ : ৬৮; এ বিষয়ে আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ৬৯ : ১৩-১৬

৯১. আল কুর'আন, ১৯ : ৮৫-৮৬

৯২. আল কুর'আন, ২৪ : ২৫; আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ১৭ : ১৩-১৪; ৮৪ : ৬-১৫

করব ন্যায় বিচারের পাল্লা বা তুলাদণ্ড। সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবু আমি তা উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।'[৯৩]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُه. فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُه. فَأُمُّه هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرٰكَ مَاهِيَهْ 'তখন যার পাল্লা ভারি হবে, সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন, কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে 'হাবিয়া' (গভীর গর্ত); তুমি কি জান তা কী? তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।'[৯৪]

জান্নাত ও জাহান্নাম : জান্নাত ও জাহান্নাম মানুষের চূড়ান্ত ঠিকানা ও গন্তব্যস্থল। এখানে এ প্রসঙ্গে দু'-একটি আয়াত উল্লেখ করা হলো। মহান আল্লাহ্ বলেন, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ 'হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশ্তাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ্ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে।'[৯৫]

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন, يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ. هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ. اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ط ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ. لَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ 'সে দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গিয়েছ?' জাহান্নাম বলবে, 'আরও আছে কি?' আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকিগণের– কোনো দূরত্ব থাকবে না। এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল– প্রত্যেক আল্লাহ্-অভিমুখী, হিফাযতকারীর জন্য– যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহ্কে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়– তাদেরকে বলা হবে, 'শান্তির সাথে তোমরা তাতে প্রবেশ কর; তা অনন্ত জীবনের দিন।' এখানে তারা যা কামনা করবে তা-ই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক।'[৯৬]

তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস : 'কাদ্র' ও 'কাদার' (القَدْرُ والقَدَرُ) শব্দ মূলত পরিমাপ, পরিমাণ, মর্যাদা, শক্তি ইত্যাদি বুঝায়।[৯৭] তাকদির অর্থ পরিমাপ করা, নির্ধারণ করা, সীমা নির্ণয় করা ইত্যাদি।[৯৮] ইসলামের পরিভাষায় ইমান বিল কাদার' (الإيمان بالقَدَر) অর্থ আল্লাহ্র অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যপী জ্ঞান, তাঁর ইচ্ছা এবং নির্ধারণ বা তাক্বদিরে বিশ্বাস করা। মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ 'আমি সকল কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।'[৯৯]

---

৯৩. আল কুর'আন, ২১ : ৪৭; আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ৭ : ৮-৯; ৫৫ : ৭

৯৪. আল কুর'আন, ১০১ : ৬-১১

৯৫. আল কুর'আন, ৬৬ : ৬

৯৬. আল কুর'আন, ৫০ : ৩০-৩৫; আরো বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ বলেন, 'মুত্তাকিরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখী হয়ে বসবে। এইরূপ ঘটবে; তাদেরকে সঙ্গিনী দিব আয়তলোচনা হুর, সেথায় তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল-মূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেথায় আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করিবেন, তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে। এ তো মহাসাফল্য।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৪ : ৫১-৫৭

৯৭. ড. ফজলুর রহমান, *আল মু'জামুল ওয়াফী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৯

৯৮. ইব্ন ফারিস, *মু'জামু মাক্বইসিল লুগাহ*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি.), খ. ৫, পৃ. ৬২

৯৯. আল কুর'আন, ৫৪ : ৪৯

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ط وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَه بِمِقْدَارٍ 'প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ্ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।'[১০০]

কুর'আন কারিমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, وَعِنْدَه مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ 'অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত; তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও অঙ্কুরিত অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।'[১০১]

'ইবাদাত : আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে জীবনযাপন করার জন্য অসংখ্য নি'আমাত দান করেছেন। আল্লাহ্র বান্দা হিসেবে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুর'আনে বলেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জ্বিন ও মানুষকে এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই 'ইবাদত করবে।'[১০২]

আর এ 'ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র জন্য না হলে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তা গ্রহীত হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَاءَ 'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর 'ইবাদাত করতে।'[১০৩]

মানুষের ভিতর-বাহির, সকল কাজ-কর্ম সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করাই হলো– 'ইবাদতের মর্মার্থ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. لاَ شَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ 'বল, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার 'ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।'[১০৪]

ইখলাস : ইখলাস (إخلاص) আরবি শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো কোনো বস্তু পরিষ্কার বা পরিচ্ছন্ন করা। কোনো বস্তুর অপছন্দনীয় বিষয়গুলো দূর করা।[১০৫] পরিভাষায় ইখলাস হলো, 'একমাত্র আল্লাহ্র 'ইবাদত করা। হৃদয়ের সকল কালিমা দূর করা এবং সৃষ্টির প্রতি ভরসা পরিহার করা।'[১০৬]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّه أَحَدًا 'সে যেন তাঁর প্রতিপালকের 'ইবাদতে কাউকেও শরিক না করে।'[১০৭]

---

১০০. আল কুর'আন, ১৩ : ৮; আরো বর্ণিত হয়েছে, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ. 'আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।' দ্র. আল কুর'আন, ১৫ : ২১

১০১. আল কুর'আন, ৬ : ৫৯

১০২. আল কুর'আন, ৫১ : ৫৬

১০৩. আল কুর'আন, ৯৮ : ৫

১০৪. আল কুর'আন, ৬ : ১৬২-১৬৩

১০৫. ইবন ফারিস, *মু'জামু মাক্বইসিল লুগাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৮

১০৬. আল্লামা আবুল কাসিম আল কুশাইরি, *রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ*(কায়রো : দারু জাওয়ামিউল কালাম, ১৪০৯ হি.), খ. ২, পৃ. ৪৪৪; *আত তাওকিফ 'আলা মুহিম্মাতিত তা'রিফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

১০৭. আল কুর'আন, ১৮ : ১১০

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে একনিষ্ঠভাবে 'ইবাদত করার নির্দেশ দেয়ার পাশাপাশি তাঁর উম্মাতকেও বিষয়টি স্পষ্ট করার কথা বলে দিয়েছেন।[১০৮]

কুরআন কারিমের অন্যত্র এসেছে, قُلْ إِنِّىْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ 'বল, আমি তো আদিষ্ট হয়েছি, আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর 'ইবাদত করতে।'[১০৯]

জ্ঞান অর্জন করা : আল কুর'আনের সূচনাই হয়েছে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়ে। মহান আল্লাহ্ হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীর সকল কিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। সকল বিষয়ের তথ্য মানবজাতিকে দিয়ে তাকে সম্মানিত করা হয়েছে। জ্ঞানীদের সম্মানের বিষয়ে কুর'আন ও হাদিসে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। আজ ইসলামি জ্ঞান বলে জ্ঞানকে সংকীর্ণ করা হচ্ছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ সকল উপকারী জ্ঞানই ইসলামি জ্ঞান এবং এ জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।[১১০]

সালাত আদায় করা : ইমানের পরে মু'মিন নর-নারীর উপরে সবচেয়ে বড় ফরয 'ইবাদত হলো, পাঁচ ওয়াক্ত ফারয সালাত সময়মত আদায় করা। আরবি ভাষায় সালাত অর্থ প্রার্থনা। ইসলামের পরিভাষায় সালাত অর্থ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিখানো নির্ধারিত পদ্ধতিতে রুকু-সাজ্দা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্র যিক্র ও দু'আ করা। আল্লাহ্ বলেন, حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوْا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ 'তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে। আর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করবে (সালাত আদায় কর), যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।'[১১১]

সালাতই সকল সফলতার চাবিকাঠি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ. اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ 'অবশ্যই মু'মিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।'[১১২]

যাকাত আদায় করা : ইমান ও সালাতের পরে যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। সালাতের পরে সবচেয়ে বেশি যাকাতের কথা কুর'আনে উল্লিখিত হয়েছে। যাকাত না দেয়া কাফিরদের বৈশিষ্ট্য ও জাহান্নামের শাস্তির অন্যতম কারণ। এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন, وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ. اَلَّذِيْنَ لاَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ 'দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য– যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।'[১১৩]

কুর'আন ও হাদিসে বারবার ফল ও ফসলের যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الأَرْضِ ۖ 'হে মু'মিনগণ, তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়ে দিই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর (যাকাত প্রদান কর)।'[১১৪]

---

১০৮. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ '(হে নবী!) আপনি বলুন, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি একমাত্র আল্লাহ্র 'ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করি।' দ্র. আল কুর'আন, ১৩ : ৩৬

১০৯. আল কুর'আন, ৩৯ : ১১

১১০. আল কুর'আন, ৯৬ : ১-৫

১১১. আল কুর'আন, ২ : ২৩৮-২৩৯

১১২. আল কুর'আন, ২৩ : ১-২

১১৩. আল কুর'আন, ৪১ : ৬-৭

১১৪. আল কুর'আন, ২ : ২৬৭

সুদের কুফল এবং যাকাত প্রদানের সুফল বর্ণনা করে মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط 'আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং 'সদাক্বহ' (যাকাত)-কে বর্ধিত করেন।'[১১৫]

সকল প্রকার যাকাত মূলত দরিদ্রদের অধিকার। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ط وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ 'নিশ্চয় সদাক্বহ্ (যাকাত) তো শুধুমাত্র নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[১১৬]

সাওম পালন করা : প্রভাত (সুবহি সাদিক) থেকে সূর্যাস্ত (মাগরিব) পর্যন্ত আল্লাহ্র 'ইবাদত ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পানাহার, দাম্পত্য মিলন ইত্যাদি সকল সিয়াম বা রোযা ভঙ্গকারী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা হলো সিয়াম বা রোযা। সিয়াম ফরয করার আলোচনায় মহান আল্লাহ্ বলেন, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার।'[১১৭]

হাজ্জ পালন : হাজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। জিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখে মক্কার প্রান্তরে 'আরাফাত' নামক স্থানে অবস্থান করা ও এর আগে ও পরে কা'বাঘর তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া সাই' করা, মিনায় অবস্থান করা, মিনার জামারাতগুলিতে কংকর নিক্ষেপ করা, হাজ্জের কুরবানি বা হাদি জবেহ করা, মাথা মুণ্ডন করা– এ সকল কর্মের মধ্যে আল্লাহ্র যিকির ও দু'আ করা ইত্যাদি হলো হাজ্জের কার্যসমূহ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ط 'মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হাজ্জ করা তার অবশ্যকর্তব্য–ফরয।'[১১৮]

শাওয়াল থেকেই হাজ্জের সময় শুরু। আল্লাহ্ বলেন, اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللهُ ط وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ز وَاتَّقُوْنِ يٰأُولِى الْأَلْبَابِ 'হাজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট মাসসমূহে। অতঃপর যে কেউ এ মাসগুলিতে হাজ্জ করা স্থির করে তার জন্য হাজ্জের সময়ে স্ত্রীসম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। আর তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর আল্লাহ্ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়-এর ব্যবস্থা কর; আর তাকওয়াই (আত্মসংযম) শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বিবেক-বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।'[১১৯]

হালাল উপার্জন ও হারাম বর্জন : বৈধ ও হালাল উপার্জনের উপর নির্ভর করা এবং অবৈধ ও হারাম উপার্জন বর্জন করা মুসলিমের জন্য অন্যতম ফরয 'ইবাদত। আল্লাহ্ বলেন, يٰأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ط إِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।'[১২০]

অবৈধ উপার্জন থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের অর্থ-সম্পদ

---

১১৫. আল কুর'আন, ২ : ২৭৬
১১৬. আল কুর'আন, ৯ : ৬০
১১৭. আল কুর'আন, ২ : ১৮৩
১১৮. আল কুর'আন, ৩ : ৯৭
১১৯. আল কুর'আন, ২ : ১৯৭
১২০. আল কুর'আন, ২৩ : ৫১

অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট উপস্থাপন কর না।'[১২১]

আল্লাহ্ আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا 'নিশ্চয় যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তারা অচিরেই জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।'[১২২]

সুদ, ঘুষ ইত্যাদি বর্জন : সুদ, ঘুষ ইত্যাদি ইসলামে নিষিদ্ধ। সুদ-ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ মানুষের ইহকালিন-পরকালিন জীবনে ধ্বংসের কারণ। পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার পাশাপাশি পরকালিন জীবনে কঠিন শাস্তির হুমকি দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ز وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُهٗ إِلَى اللهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ. يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ. إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. يٰأَيُّهَا اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ ج لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ.

'যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। তা এজন্য যে, 'তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই।' অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। আর যারা (এ নিষেধাজ্ঞার পরে) পুনরায় (সুদের কারবার) আরম্ভ করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত কায়িম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদের বকেয়া যা আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা তা না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।'[১২৩]

তাকওয়া : তাক্ওয়া শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা।[১২৪] ব্যবহারিক অর্থে পরহেজগারি, খোদাভীতি, আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম ইত্যাদি বুঝায়। [১২৫] ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় তাঁর যাবতীয় নির্দেশ মেনে চলা এবং তাঁর ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকাকে তাক্ওয়া বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ 'আর (পৃথিবীতে) যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান।'[১২৬]

---

১২১. আল কুর'আন, ২ : ১৮৮; অন্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ط 'হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের অর্থ-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না; কিন্তু তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায় করা বৈধ।' দ্র. আল কুর'আন, ৪ : ২৯

১২২. আল কুর'আন, ৪ : ১০

১২৩. আল কুর'আন, ২ : ২৭৫-২৭৯

১২৪. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আল মু'জামুল ওয়াফী*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, সং. ২২, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৮৫০

১২৫. ড. ইবরাহিম মাদকুর, *আল মু'জামুল ওয়াসিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫২

১২৬. আল কুর'আন, ৫৫ : ৪৬

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى 'পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় পোষণ করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।'[১২৭]

ইসলামি জীবন দর্শনে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি হলো মুত্তাকিগণ। মুত্তাকিগণের মর্যাদা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি–তাক্ওয়ার অধিকারী।'[১২৮]
পরকালেও মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে মহাপুরষ্কার। আল্লাহ্ তা'আলা শেষ বিচারের দিন মুত্তাকিদের সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং মহাসফলতা দান করবেন। আল কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ 'হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দিবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ অতিশয় কল্যাণময়।'[১২৯]

তাওয়াক্কুল : তাওয়াক্কুল তথা সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা ও নির্ভরতা মু'মিনের অন্যতম গুণ। ভাল-মন্দ, স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র উপর ভরসা ও নির্ভর করা এবং তাঁর বিধানের পূর্ণ অনুসরণ করা মু'মিনের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্ বলেন, إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ 'যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ইমান এনে থাক, যদি তোমরা আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা শুধু তাঁরই উপরে নির্ভর কর।'[১৩০]

মহান আল্লাহ্ বারবার বলেছেন, وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ 'আর মু'মিনগণ যেন কেবল আল্লাহ্রই উপর নির্ভর করে।'[১৩১]

অন্যান্য করণীয়-বর্জনীয় চারিত্রিক গুণাবলির বিবরণ : মু'মিন ও মুত্তাকির আরো কতিপয় প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুণাবলির বিবরণ নিম্নরূপ :

তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার : মু'মিনের চারিত্রিক গুণাবলির অন্যতম হলো যাবতীয় পাপকাজ থেকে বিরত থাকা। কেননা তাক্ওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পাপ ও অপরাধমূলক কার্যক্রম পরিত্যাগ করা। ভুলবশত কোনো অপরাধ হয়ে গেলে সাথে সাথে সে তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার করে নিজেকে সংশোধন করে নেয়। মুসলিমের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় কুর'আনে আল্লাহ্ বলেছেন, وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ 'যারা তাদের পরে এসেছে (পরবর্তী যুগের মুসলিম বান্দাগণ), তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি দয়াদ্র, ও পরম দয়ালু।'[১৩২]

---

১২৭. আল কুর'আন, ৭৯ : ৪০-৪১
১২৮. আল কুর'আন, ৪৯ : ১৩
১২৯. আল কুর'আন, ৮ : ২৯
১৩০. আল কুর'আন, ১০ : ৮৪; আরো বর্ণিত আছে : আল কুর'আন, ৫ : ২৩
১৩১. আল কুর'আন, ৩ : ১২২, ১৬০; ৫ : ১১; ৯ : ৫১; ১৪ : ১১, ১২; ৫৮ : ১০; ৬৪ : ১৩; আরো বর্ণিত রয়েছে, আল কুর'আন, ৭ : ৮৯; ১০ : ৮৪-৮৫; ১২ : ৬৭; ৬০ : ৪ এবং ৬৭ : ২৯
১৩২. আল কুর'আন, ৫৯ : ১০

কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি : কৃতজ্ঞতা শব্দের 'আরবি শুক্‌র (شكر), রিদা (رضاء) অর্থ সন্তুষ্টি এবং কানা'আত (قناعة) অর্থ স্বল্পে তুষ্টি। এ তিনটি কর্মে মু'মিনের মননে অনুশীলন করতে হবে। এগুলি পৃথিবী ও আখিরাতের অনন্ত নি'আমতের উৎস। আল্লাহ্ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ 'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক প্রদান করব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি কঠোর হবে।'[১৩৩]

আল্লাহ্ তা'আলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে ও অকৃতজ্ঞ না হওয়ার নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে বলেন, وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلاَ تَكْفُرُوْنِ 'তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।'[১৩৪]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ 'হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে যেসব উৎকৃষ্ট বস্তু দিয়েছি তা থেকে (যা ইচ্ছা) আহার কর এবং আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই 'ইবাদত কর।'[১৩৫]

লজ্জা ও শালীনতা : ইসলাম সৌন্দর্যের ধর্ম। এটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুরুচিপূর্ণ জীবনযাপনের দিকে উৎসাহিত করে। মার্জিত, নম্র, ভদ্র ও পূত-পবিত্র হিসেবে মানুষকে গড়ে তোলা ইসলামি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এ লক্ষ্যে শালীনতা ও লজ্জার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُوْلٰى 'আর তোমরা (নারীরা) স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন (জাহিলি) যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করিয়ে বেড়াবে না।'[১৩৬]

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যধারণ : প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সহজেই অত্যন্ত বেশি সাওয়াব অর্জনের অন্যতম মাধ্যম সবর বা ধৈর্যধারণের গুণ অর্জন করা। ধৈর্য মু'মিনের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও ইমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ্ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ أَنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَه عَدَاوَةٌ كَأَنَّه وَلِىٌّ حَمِيْمٌ 'কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহ্‌র মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ভাল আর মন্দ (আচরণ) সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা মহাভাগ্যবান।'[১৩৭]

প্রকৃত মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ 'যারা গুরুতর অপরাধ ও অশ্লীল কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হলে ক্ষমা করে দেয়।'[১৩৮]

---

১৩৩. আল কুর'আন, ১৪ : ৭

১৩৪. আল কুর'আন, ২ : ১৫২

১৩৫. আল কুর'আন, ২ : ১৭২

১৩৬. আল কুর'আন, ৩৩ : ৩৩

১৩৭. আল কুর'আন, ৪১ : ৩৩-৩৫

১৩৮. আল কুর'আন, ৪২ : ৩৭; অন্যত্র জান্নাতি মু'মিনদের পরিচয়ে আল্লাহ্ বলেছেন, وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ 'যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমশীল; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালভাসেন।' দ্র. আল কুর'আন, ৩ : ১৩৪; আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীলদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' দ্র. আল কুর'আন, ২ : ১৫৩

বিপদে আপদে মু'মিনদেরকে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط 'হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে (আল্লাহ্র নিকট) সাহায্য প্রার্থনা কর।'[১৩৯]

শিরক : শিরক-এর অর্থ ও পরিচিতি সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

শির্ক (شِرْك) অর্থ অংশীদার হওয়া (To share, Participate, Be partner, Associate)। ইশরাক (إشراك) ও তাশ্রিক (تَشْرِيك) অর্থ অংশীদার করা বা বানানো। সাধারণভাবে 'শির্ক' শব্দটিকেও 'আরবিতে 'অংশীদার করা' বা 'সহযোগী বানানো' অর্থে ব্যবহার করা হয়।[১৪০] ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ্র কোনো বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ মনে করা বা তাঁর প্রাপ্য কোনো 'ইবাদত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালন করা বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করাকে শির্ক বলা হয়। এক কথায় 'আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে অন্য কাউকে অংশী বানানোই শির্ক।'[১৪১]

কুর'আনের ভাষায় শির্ক হলো কাউকে 'আল্লাহ্র সমতুল্য' মনে করা। মহান আল্লাহ্ বলেন, فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَّأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 'সুতরাং তোমরা জেনে-শুনে কাউকেও আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করাবে না।'[১৪২]

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন, وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ط 'এবং তারা আল্লাহ্র সমকক্ষ নির্ধারণ করে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য।'[১৪৩]

নিফাক্ব : 'আরবিতে 'নিফাক্ব' শব্দের অর্থ কপটতা (Hypocrisy)।[১৪৪] নিফাক্বে লিপ্ত মানুষকে 'মুনাফিক্ব' বলা হয়। এদের বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ 'তা এ জন্য যে, তারা ইমান আনার পর কুফরি করেছে। ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেয়া হয়েছে; পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।'[১৪৫]

সত্যবাদিতা গ্রহণ ও মিথ্যাবাদিতা পরিহার

সর্বদা সত্য, সুন্দর ও সঠিক কথা বলা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ও সঠিক কথা বলো।'[১৪৬] মু'মিনগণের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা সত্যবাদী। জীবনের সর্বাবস্থায় তারা সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করে। শুধু নিজে নিজে সত্য বলার চর্চা করার পাশাপাশি সত্যবাদীদের সাথে সুসম্পর্ক রাখার ব্যাপারেও কুর'আনি নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।'[১৪৭]

---

১৩৯. আল কুর'আন, ২ : ১৫৩
১৪০. ড. ফজলুর রহমান, *আল মু'জামুল ওয়াফী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৫
১৪১. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুর'আন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা*(ঝিনাইদহ : আস সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৩৬৬-৩৬৭
১৪২. আল কুর'আন, ২ : ২২
১৪৩. আল কুর'আন, ১৪ : ৩০; আরো বর্ণিত আছে, আল কুর'আন, ২ : ১৬৫; ৩৪ : ৩৩; ৩৯ : ৮; ৪১ : ৯
১৪৪. ইব্ন ফারিস, *মু'জামু মাক্বইসিল লুগাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৫৪-৪৫৫
১৪৫. আল কুর'আন, ৬৩ : ৩
১৪৬. আল কুর'আন, ৩৩ : ৭০
১৪৭. আল কুর'আন, ৯ : ১১৯

সত্যবাদিতার ফলে মানুষ পৃথিবীতে সম্মানিত হয়, মর্যাদা লাভ করে। আর আখিরাতে তাদের প্রতিদান হলো জান্নাত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ؕ 'এ তো সেদিন যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সত্যবাদিতা উপকার দান করবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।'[১৪৮]

ওয়াদা পালন করা : আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে ওয়াদা পালন করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ 'হে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।'[১৪৯]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَأَوْفُوْا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا 'তোমরা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন তোমরা পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহ্কে যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ কর না।'[১৫০]

প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অন্য এক আয়াতে এসেছে, وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا 'এবং তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করিও, নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।'[১৫১]

গিবত করা ও শোনা নিষিদ্ধ : মু'মিনের পুণ্য বিনষ্ট করার অন্যতম কারণ হলো গিবত–পরনিন্দা। কুর'আনে গিবতকে 'মৃতভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া'-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللهَ ؕ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ 'হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান-ধারণা থেকে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণিতই মনে কর। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।'[১৫২]

অশ্লীলতা পরিহার করা : অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ইসলামে নিষিদ্ধ। সাধারণত এগুলোর মাধ্যমে ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত হয়। তাই ইসলাম শুধু ব্যভিচারকেই নিষেধ করেনি; বরং ব্যভিচারের নিকটে নিয়ে যায় বা ব্যভিচারের দ্বার উন্মুক্ত হতে পারে এমন সকল কার্যক্রমকেও কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 'বল, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্লীলতা।'[১৫৩]

পানাহারের পবিত্রতা : মানব জীবনের অপরিহার্য দিক হলো পানাহার। পবিত্র ও কল্যাণকর সকল খাদ্য ও পানীয় আল্লাহ্ বৈধ করেছেন এবং ধর্মের নামে, বেশি 'ইবাদতের আশায়, বৈরাগ্যের জন্য, কৃচ্ছতার জন্য বা আখিরাতের উন্নতির জন্য বৈধ কোনো খাদ্যকে অবৈধ করা বা বৈধ কোনো খাদ্যকে আত্মিক উন্নতির জন্য ক্ষতিকর বলে গণ্য করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا

---

১৪৮. আল কুর'আন, ৫ : ১১৯

১৪৯. আল কুর'আন, ৫ : ১

১৫০. আল কুর'আন, ১৬ : ৯১

১৫১. আল কুর'আন, ১৭ : ৩৪

১৫২. আল কুর'আন, ৪৯ : ১২

১৫৩. আল কুর'আন, ৭ : ৩৩; আরো বর্ণিত হয়েছে, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى إِنَّه كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَّسَاءَ سَبِيْلًا 'তোমরা যিনার (ব্যভিচারের) নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল এবং নিকৃষ্ট আচরণ।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭ : ৩২; অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ 'তোমরা প্রকাশ্যে হোক কিংবা অপ্রকাশ্যে হোক কোনো প্রকারের অশ্লীলতার নিকটবর্তীও হয়ো না।' দ্র. আল কুর'আন, ৬ : ১৫১

تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّه لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِىْ أَخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ 'তোমরা আহার কর এবং পান কর, কিন্তু অপচয় কর না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। বল, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভাময় বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করল? বল, পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত শুধু তাদের জন্যই, যারা ইমান আনে।'[১৫৪]

বৈধ ও অবৈধ খাদ্য ও পানীয়ের বিষয়ে ইসলামের মূলনীতি হলো পবিত্র ও কল্যাণকর দ্রব্য বৈধ, আর ক্ষতিকর, নোংরা ও সাধারণভাবে মানব প্রকৃতির কাছে ঘৃণ্য বিষয়গুলি অবৈধ। এর মধ্যে কুর'আন ও হাদিসে কিছু বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে হালাল বা হারাম বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِه لِغَيْرِ اللهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 'নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্) মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী নয় তার কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১৫৫]

মাদকতা পরিহার : সভ্যতার ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মদ বা জুয়ার মধ্যে যে কল্যাণকর দিক তা খুবই সামান্য আর এর অকল্যাণকর দিক ভয়ানক ও ভয়ঙ্কর। আর এ জন্যই ইসলাম এগুলি নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ্ বলেন, يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ 'তারা তোমাকে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য কিছু কল্যাণও রয়েছে; কিন্তু উভয়ের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।'[১৫৬]

মাদকতার নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ 'হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর (তীর) ঘৃণ্য বস্তু; শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর– যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণে ও সালাতে বাধা সৃষ্টি কতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?'[১৫৭]

মানবাধিকার : ইসলামই সর্বপ্রথম জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান বলে ঘোষণা করেছে এবং সকলের অধিকার বুঝিয়ে দিতে মু'মিনগণকে নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষত প্রতিবেশী, সহকর্মী, ইয়াতিম, মালিক, শ্রমিক, ক্রেতা-বিক্রেতা বা অনুরূপ যারা মানুষের চতুর্পার্শ্বে বসবাস করে, তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ জন্য কুর'আন-হাদিসে এদের বিষয়ে বেশি বলা হয়েছে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এদের সকলের প্রতি মু'মিনের দায়িত্ব হলো– (১) সকলের সাথে সাধ্যমত ভাল ব্যবহার করতে হবে এবং সাধ্যানুযায়ী উপকার করতে হবে; (২) কোনোভাবে কারো প্রাপ্য অধিকার বা পাওনা নষ্ট করা যাবে না বা কম দেয়া যাবে না; (৩) কোনোভাবে কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না বা ক্ষতি করা যাবে না এবং (৪) সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। কুর'আনে এ বিষয়ক অনেক নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে। কুর'আনে বলা হয়েছে,

---

১৫৪. আল কুর'আন, ৭ : ৩১-৩২
১৫৫. আল কুর'আন, ২ : ১৭৩
১৫৬. আল কুর'আন, ২ : ২১৯
১৫৭. আল কুর'আন, ৫ : ৯০-৯১

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا

'তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করবে না; পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'[১৫৮]

ইয়াতিমদের সম্পদ সংরক্ষণ ও বণ্টন প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَهُمْ إِلٰى أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّه كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا 'ইয়াতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পন করবে এবং ভালর সাথে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে তাদের সম্পদ গ্রাস করবে না; নিশ্চয়ই তা মহাপাপ।'[১৫৯]

সকল মুসলিমের অধিকার : সকল মানুষের সার্বজনীন অধিকারের পাশাপাশি মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক অতিরিক্ত কিছু অধিকার রয়েছে। এগুলির অন্যতম হলো আন্তরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ 'মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর।'[১৬০]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 'মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীগণ একে অপরের বন্ধু।'[১৬১]

পিতামাতার অধিকার : পিতামাতার অধিকারের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَقَضٰى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ۚ إِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَإِنَّه كَانَ لِلأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا 'এবং তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদত না করতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' বলবে না (তাদের প্রতি সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ করবে না), এবং তাদেরকে ধমক দিবে না; তাদের সাথে সম্মানসূচক বিনম্র কথা বলবে। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করে রাখবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন; যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তবেই তিনি আল্লাহ্-অভিমুখীদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল।'[১৬২]

অতীতের নবী-রসুল ও বিভিন্ন জাতির ইতিহাস : কুর'আন কারিমে পূর্ববর্তী উম্মত, শারি'আহ্ ও তাদের ইতিহাস এমন পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে যুগের ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের পণ্ডিতগণ, যাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের বিজ্ঞ ব্যক্তি মনে করা হত, তারাও এতটা অবগত ছিল না। কুর'আনুল কারিমে

---

১৫৮. আল কুর'আন, ৪ : ৩৬
১৫৯. আল কুর'আন, ৪ : ২
১৬০. আল কুর'আন, ৪৯ : ১০
১৬১. আল কুর'আন, ৯ : ৭১
১৬২. আল কুর'আন, ১৭ : ২৩-২৫; অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে, আল কুর'আন, ৩১ : ১৪; ৪৬ : ১৫

বলা হয়েছে, وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ‘অনেক রসুল প্রেরণ করেছি যাদের কথা ইতোপূর্বে তোমাকে বলেছি এবং অনেক রসুল, যাদের কথা আমি তোমাকে বলিনি।’[১৬৩]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ‘আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রসুল প্রেরণ করেছিলাম। আমি তাদের মধ্যে কারো কারো কথা তোমার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার কাছে বিবৃত করিনি।’[১৬৪]

কুর’আন কারিম থেকে জানা যায় যে, সকল নবী ও রসুল তাদের উম্মাতদেরকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত করতে আহ্বান করেছেন।[১৬৫]

ভবিষ্যতবাণীসমূহ (কিয়ামতের আলামত, রোমের বিজয় প্রভৃতি) : কুর’আন কিছু অদৃশ্য সংবাদ এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অনেক ঘটনার পূর্বাভাস দিয়েছে, যা হুবহু সংঘটিত হয়েছে। যথা কুর’আন ঘোষণা করেছে, রোম ও পারস্যের যুদ্ধে প্রথমত পারস্যবাসী জয়লাভ করবে এবং দশ বছর যেতে না যেতেই পুনরায় রোম পারস্যকে পরাজিত করবে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কার নেতৃবর্গ আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে বাজি ধরল। শেষ পর্যন্ত কুর’আনের ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী রোম জয়লাভ করল এবং বাজির শর্তানুযায়ী যে সম্পদ দেয়ার কথা ছিল তা দিতে হয়েছিল।

কিয়ামাতের পূর্বাভাসসমূহ

(ক) কিয়ামতের সময় একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন : কিয়ামত বা মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান অবশ্যই আসবে। তবে তার নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ জানে না। পৃথিবীর বয়স কত হবে, কখন কিয়ামত হবে তা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। কুর’আন কারিমে বিষয়টি বারবার বলা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ্‌ বলেন,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا ط قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ج لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ط ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ ط لَا تَأْتِيْكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً ط يَسْئَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ط قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

---

১৬৩. আল কুর’আন, ৪ : ১৬৪

১৬৪. আল কুর’আন, ৪০ : ৭৮

১৬৫. প্রথম রসুল নুহ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ط ‘আমি তো নুহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ্‌ (মাবুদ বা উপাস্য) নেই।’ দ্র. আল কুর’আন, ৭ : ৫৯; হুদ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন, وَإِلٰى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ط ‘আদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ্‌ নেই।’ দ্র. আল কুর’আন, ৭ : ৬৫; ১১ : ৪৯; সালিহ (আ.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ বলেন, وَإِلٰى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ط ‘সামুদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালিহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ্‌ নেই।’ দ্র. আল কুর’আন, ৭ : ৭৩; ১১ : ৬১; শু‘আইব (আ.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ বলেন, وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ط ‘আমি মাদ্‌য়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শু‘আইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ্‌ নেই।’ দ্র. আল কুর’আন, ৭ : ৮৫; ১১ : ৮৪; সকল নবীকেই একই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّه لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ ‘আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রসুলই প্রেরণ করিনি তার প্রতি এ ওয়াহি ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্‌ নেই; সুতরাং আমারই ‘ইবাদত কর।’ দ্র. আল কুর’আন, ২১ : ২৫

'তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটবে? বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাসময়ে তা প্রকাশ করবেন; তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে। আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে।' তুমি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'[১৬৬]

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا. فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا. إِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا 'তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত সম্পর্কে, 'তা কখন ঘটবে?' এর আলোচনার সাথে তোমার কী সম্পর্ক? এর পরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকট; যে তার ভয় রাখে তুমি কেবল তার সতর্ককারী।'[১৬৭]

(খ) কিয়ামতের 'আলামত বা পূর্বাভাস : কিয়ামতের সময় আল্লাহ্ মানুষকে জানাননি, তবে কিয়ামতের বিষয়ে কিছু পূর্বাভাস তিনি জানিয়েছেন। কুর'আন কারিমে বলা হয়েছে, فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنّٰى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرٰهُمْ 'তারা কি কেবল এজন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?'[১৬৮]

কুর'আন কারিমে কোনো কোনো আলামতের বিষয়ে ইঙ্গিত করে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لاَ يُوْقِنُوْنَ 'যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ থেকে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, এজন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।'[১৬৯]

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَّقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ط وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ط مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا. بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ط وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا. وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا 'আর 'আমরা আল্লাহ্‌র রসুল মার্‌য়াম-তনয় 'ইসা মাসিহ্‌কে হত্যা করেছি' তাদের (ইয়াহুদিদের) এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি; কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কিতাবিদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।'[১৭০]

উপরিউল্লিখিত আয়াতে 'ইসা (আ.)-এর পুনরাগমনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তার পুনরাগমনের পরে তার মৃত্যুর পূর্বে সকল কিতাবিই তার বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করবে এবং ইমান আনয়ন করবে।

ইয়া'জুজ ও মা'জুজের বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, حَتّٰى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ 'এমন কি যখন ইয়া'জুজ ও মা'জুজকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে। অমোঘ

---

১৬৬. আল কুর'আন, ৭ : ১৮৭
১৬৭. আল কুর'আন, ৭৯ : ৪২-৪৫
১৬৮. আল কুর'আন, ৪৭ : ১৮
১৬৯. আল কুর'আন, ২৭ : ৮২
১৭০. আল কুর'আন, ৪ : ১৫৭-১৫৯

প্রতিশ্রুতকাল কাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম।'[১৭১]

আল কুর'আনের নির্দেশনায় তথ্য সংরক্ষণ : আল কুর'আনে তথ্য সংরক্ষণের জন্য তা মুখস্থ ও লিখে রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তথ্য লিখে রাখার প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে বলেছেন, يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۭ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ 'হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তা লিখে রাখবে; তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক যেন তা ন্যায্যভাবে লিখে দেয়; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। যেমন আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন তা লিখে দেয়।'[১৭২]

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য পরিচ্ছেদে আল কুর'আনের ইমান, কুফরসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মানব জীবনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্যই কুর'আনে সন্নিবেশিত রয়েছে। এ জন্যই কুর'আনকে পরিপূর্ণ জীবনবিধান অভিধায় ভূষিত করা হয়।

---

১৭১. আল কুর'আন, ২১ : ৯৬-৯৭

১৭২. আল কুর'আন, ২ : ২৮২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল কুর'আনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ ও আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি

আল কুর'আন হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক মহাসমুদ্র। বিজ্ঞনের এমন কোনো দিক-বিভাগ নেই; যার ইঙ্গিত এ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। জীবনঘনিষ্ঠ ও প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের যথাযথ সমাধান আল কুর'আনে রয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করা ও পরস্পরে যোগাযোগ ব্যবস্থা মানবসভ্যতার সূচনা থেকেই চলে আসছে। দিন দিন এ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বিশ্ব আজ মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। আল কুর'আনে বিভিন্ন যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নে সবিশেষ আলোকপাত করা হলো :

আল কুর'আনে বিজ্ঞান ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

মৌলিকভাবে কুর'আন হলো একটি হিদায়াত গ্রন্থ। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন ও উন্নয়ন এবং মানুষের ইহ-পরকালিন যা প্রয়োজন তার দিক-নির্দেশনা প্রদান করা। মৌলিকভাবে এটি কোনো বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। তবে অনেক আয়াত এমন আছে যেগুলো বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সরাসরি কিংবা আকারে-ইঙ্গিতে বিজ্ঞানের দিক-নির্দেশনা বহন করে।

বিজ্ঞানের প্রকারভেদ : বিজ্ঞান প্রথমত দুই প্রকার। যথা :

(১) সাধারণ বিজ্ঞান (Generel Science) ও (২) সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science)।

(১) সাধারণ বিজ্ঞান (Generel Science) : সাধারণ বিজ্ঞান ১৪ প্রকার। নিম্নে আল কুর'আনের আলোকে সে প্রকারগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. জড় বিজ্ঞান : জড় বিজ্ঞান সম্পর্কে আল কুর'আনে বর্ণনা রয়েছে। এ বিষয়ক বর্ণনায় মহান আল্লাহ্ বলেন, وَالَّذِىْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ 'আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া-যুগল সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নৌযান ও আন'আম– চতুষ্পদ জন্তু, যাতে তোমরা আরোহণ কর।'[১৭৩]

অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে, وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ 'আর প্রত্যেক বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।'[১৭৪]

২. রসায়ন বিজ্ঞান : রসায়ন বিজ্ঞান সম্পর্কে আল কুর'আনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَيٍّ ط أَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ 'যারা কুফরি করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, তারপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু আমি সৃষ্টি করলাম পানি থেকে; তবুও কি তারা ইমান আনবে না?'[১৭৫]

---

১৭৩. আল কুর'আন, ৪৩ : ১২

১৭৪. আল কুর'আন, ৫১ : ৪৯; আরো বর্ণিত হয়েছে, وَالأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ 'আর পৃথিবী, আমি উহাকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং আমি তাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্গত করেছি সুপরিমিতভাবে।' দ্র. আল কুর'আন, ১৫ : ১৯

১৭৫. আল কুর'আন, ২১ : ৩০

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ. ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَه أَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ. عَلٰى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? তা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমিই তার স্রষ্টা? আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই– তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ (অন্য লোক) আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে যা তোমরা জান না।'[১৭৬]

৩. সৃষ্টি জগতের বিজ্ঞান : আল কুর'আনে উল্লিখিত সৃষ্টি জগতের বিজ্ঞানের তথ্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। মহান আল্লাহ্ বলেন, ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ 'অতঃপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করলেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। তারা উভয়ে বলল, আমরা আনুগত্যচিত্তে আসলাম।'[১৭৭]

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন, أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط أَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ 'যারা কুফরি করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, তারপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু আমি সৃষ্টি করলাম পানি থেকে; তবুও কি তারা ইমান আনবে না?'[১৭৮]

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ 'আর আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।'[১৭৯]

৪. মহাকাশ বিজ্ঞান : আকাশ বিজ্ঞান বা মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে আল কুর'আনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। মহাকাশ বিজ্ঞানের অনেক গবেষণা-ই আল কুর'আনে বর্ণিত মূলনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, اَلَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ 'যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহ্র সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না; তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও, কোনো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি?'[১৮০]

মহান আল্লাহ্ বলেন, رَبُّ السَّمٰوٰتِ والأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ 'যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সকল কিছুর প্রতিপালক এবং তিনি সকল উদয়স্থলের প্রতিপালক।'[১৮১]

মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لأُولِى الأَلْبَابِ. اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর আর্বতনে নিশ্চিত নির্দশনাবলি রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।'[১৮২]

---

১৭৬. আল কুর'আন, ৫৬ : ৫৮-৬২; এ বিষয়ে আরো বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ج هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُه وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ط 'আর সমুদ্র দু'টি সমান নয়– একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়; অপারটির পানি লবণাক্ত– বিস্বাদ।' দ্র, আল কুর'আন, ৩৫ : ১২

১৭৭. আল কুর'আন, ৪১ : ১১

১৭৮. আল কুর'আন, ২১ : ৩০

১৭৯. আল কুর'আন, ৫১ : ৪৭

১৮০. আল কুর'আন, ৬৭ : ৩

১৮১. আল কুর'আন, ৩৭ : ৫

১৮২. আল কুর'আন, ৩ : ১৯০-১৯১

৫. আবহাওয়া বিজ্ঞান : আবহাওয়া বিজ্ঞান সম্পর্কেও আল কুর'আন মানব জাতির সামনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেছে। এ সকল তথ্য আবহাওয়া বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط حَتّٰى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ 'তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে (বৃষ্টির পূর্বে) বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এমনকি যখন তা ঘন মেঘমালা বহন করে আনে তখন আমি তাকে (মেঘমালাকে) এক নির্জীব ভূখণ্ডের (জনপদের) দিকে চালনা করি, পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি; তৎপর তা দ্বারা সর্বপ্রকার ফলমূল উৎপাদন করি। এভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।'[১৮৩]

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَاللهُ الَّذِىْ أَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ إِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ 'আর আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করেন। অতঃপর আমি তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, তারপর আমি তা দিয়ে পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবেই মৃত্যুর পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।'[১৮৪]

৬. চিকিৎসা বিজ্ঞান : আল্লাহ্ তা'আলা রোগ সৃষ্টি করেছেন এবং সে সকল রোগের চিকিৎসা ও নিরাময়ের জন্য ঔষধও সৃষ্টি করেছেন। তাই আল কুর'আনে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ لا وَلاَ يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ إِلاَّ خَسَارًا 'আর আমি কুর'আন অবতীর্ণ করি, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহ্মত, কিন্তু তা জালিমদের কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।'[১৮৫]

৭. প্রাণি বিজ্ঞান : বিশ্বের সকল প্রাণি আল্লাহ্র সৃষ্টি। প্রাণিজগত সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া, তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতি, তাদের আহার যোগাড়ের প্রক্রিয়া তথা প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে আল কুর'আনে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ج فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ج فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ 'তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। অতঃপর সে যখন তার সাথে সঙ্গত হয় তখন সে এক লঘুভার গর্ভধারণ করে এবং সে তা নিয়ে অনায়াসে চলাফেরা করতে থাকে। পরে গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করে, যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান কর তবে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।'[১৮৬]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, يٰأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً ج وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالأَرْحَامَ ط إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের

---

১৮৩. আল কুর'আন, ৭ : ৫৭

১৮৪. আল কুর'আন, ৩৫ : ৯; আরো বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহ্ বলেন, ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً ط يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُه فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ط إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ 'তারপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ-সরল পথ অনুসরণ কর। তার উদর থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।' দ্র. আল কুর'আন, ১৬ : ৬৯

১৮৫. আল কুর'আন, ১৭ : ৮২

১৮৬. আল কুর'আন, ৭ : ১৮৯; আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ৪ : ১; মহান আল্লাহ্ বলেন, فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ 'সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে!' দ্র. আল কুর'আন, ৮৬ : ৫

প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তার থেকে তার থেকে তার জোড়া (স্ত্রী) সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচঞা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।'[১৮৭]

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন– সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক্ব– জমাট রক্ত থেকে।'[১৮৮]

৮. ভৌগোলিক বিজ্ঞান : ভৌগোলিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আল কুর'আনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। আল্লাহ্র সৃষ্টির অপার নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, قُلْ سِيْرُوْا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ط كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ 'বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।'[১৮৯]

মহান আল্লাহ্ বলেন, تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ 'মহামহিমান্বিত সে সত্তা, সর্বময় কর্তৃত্ব যার করায়ত্ত; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[১৯০]

মহান আল্লাহ্ বলেন, يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لاَ تَنْفُذُوْنَ إِلاَّ بِسُلْطٰنٍ 'হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! তোমরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পারলে অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা সনদ (শক্তি বা বিদ্যুৎ) ব্যতিরেকে অতিক্রম করতে পারবে না।'[১৯১]

৯. খনিজ বিজ্ঞান : আল্লাহ্র সৃষ্টির অপার নিদর্শন খনিজ সম্পদ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا. وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا 'পৃথিবী যখন আপন কম্পণে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং যখন পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে।'[১৯২]

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا أَقْوَاتَهَا فِىْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ط سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ 'তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে নিহিত রেখেছেন কল্যাণ। আর চার দিনের মধ্যে তাতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের সমভাবে, যাচঞাকারীদের জন্য।'[১৯৩]

১০. কৃষি বিজ্ঞান : কৃষি বিজ্ঞান সম্পর্কেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আল কুর'আনে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষিজ যাবতীয় ফুল ও ফসল সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে আল কুর'আনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَالأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ 'আর পৃথিবী, উহাকে আমি বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্গত করেছি সুপরিমিতভাবে।'[১৯৪]

---

১৮৭. আল কুর'আন, ২৩ : ১২-১৩

১৮৮. আল কুর'আন, ৯৬ : ১-২

১৮৯. আল কুর'আন, ৩০ : ৪২; এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত আছে, আল কুর'আন, ৬ : ১১; ২৭ : ৬৯; ২৯ : ২০

১৯০. আল কুর'আন, ৬৭ : ১; মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الأَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً 'আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই এবং কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' দ্র. আল কুর'আন, ৪ : ১৩২

১৯১. আল কুর'আন, ৫৫ : ৩৩

১৯২. আল কুর'আন, ৯৯ : ১-২

১৯৩. আল কুর'আন, ৪১ : ১০

১৯৪. আল-কুর'আন, ১৫ : ১৯

মহান আল্লাহ্ বলেন, اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ 'সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে, আর তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁরই সিজদায় রত রয়েছে। আর তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং মানদণ্ড স্থাপন করেছেন।'[১৯৫]

মহান আল্লাহ্ বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ' মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে তাদের কিছু কিছু কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।'[১৯৬]

মহান আল্লাহ্ বলেন, أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا. فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا. وَعِنَبًا وَّقَضْبًا. وَزَيْتُوْنًا وَّنَخْلاً. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. وَفَاكِهَةً وَّأَبًّا 'আমি প্রচুর বারি বর্ষণ করি; তারপর আমি বূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদীর্ণ করি; তাতে আমি শস্য উৎপন্ন করি; আঙ্গুর, শাক-সবজি, যায়তুন, খেজুর, আর ঘণ বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদি খাদ্য।'[১৯৭]

১১. সামুদ্রিক বিজ্ঞান : সমুদ্র আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টি। সমুদ্রের মাঝে যে বিশাল সৃষ্টিজগত রয়েছে সে সম্পর্কিত জ্ঞানকে বলা হয় সামুদ্রিক বিজ্ঞান। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالأَعْلاَمِ 'সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতসদৃশ নৌযানসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।'[১৯৮]

মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ 'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, যা মানুষের জন্য কল্যাণ সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর যে পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'[১৯৯]

মহান আল্লাহ্ বলেন, مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيٰنِ 'তিনিই প্রবাহিত করেন দুই সমুদ্র যারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।'[২০০]

১২. ভ্রূণ বিজ্ঞান : সৃষ্টি বিজ্ঞানের অন্যতম একটি অনুষঙ্গ হলো ভ্রূণ বিজ্ঞান। ভ্রূণ বিজ্ঞান সম্পর্কেও আল কুর'আনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ 'তিনি শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন; অথচ দেখ, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী!'[২০১]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا 'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।'[২০২]

---

১৯৫. আল কুর'আন, ৫৫ : ৫-৭
১৯৬. আল কুর'আন, ৩০ : ৪১
১৯৭. আল কুর'আন, ৮০ : ২৫-৩১
১৯৮. আল কুর'আন, ৫৫ : ২৪
১৯৯. আল কুর'আন, ২ : ১৬৪
২০০. আল কুর'আন, ৫৫ : ১৯-২০
২০১. আল কুর'আন, ১৬ : ৪

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ. ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ 'আর আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে, তারপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক সুরক্ষিত স্থানে।'[২০৩]

১৩. জ্যোতির্বিজ্ঞান : জোতির্বিজ্ঞান মহাকাশ বিজ্ঞানের অংশবিশেষ। এ বিশাল মহাকাশ আল্লাহ্র সৃষ্টি। জোতির্বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু সকলই আল্লাহ্র সৃষ্টি। এ বিজ্ঞান সম্পর্কেও আল কুর'আনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا 'আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের উপর সুস্থিত সপ্ত আকাশ।'[২০৪]

মহান আল্লাহ্ বলেন, لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ 'সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রাত্রির পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।'[২০৫]

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ 'আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।'[২০৬]

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ 'এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মানযিল; অবশেষে তা শুষ্ক বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে।'[২০৭]

মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِالْكَوَاكِبِ 'নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি।'[২০৮]

১৪. পরিবেশ বিজ্ঞান : পরিবেশ বিজ্ঞান সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে আল কুর'আনে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَالأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ 'আর পৃথিবী, উহাকে আমি বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং আমি তাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্গত করেছি সুপরিমিতভাবে।'[২০৯]

(২) সামাজিক বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকার হলো সামাজিক বিজ্ঞান। সামাজিক বিজ্ঞানকে ১০ ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে আল কুর'আনের আলোকে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

১. নীতি বিজ্ঞান : এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰأُولِى الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ 'হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।'[২১০]

---

২০২. আল কুর'আন, ৭৬ : ২
২০৩. আল কুর'আন, ২৩ : ১২-১৩
২০৪. আল কুর'আন, ৭৮ : ১২
২০৫. আল কুর'আন, ৩৬ : ৪০
২০৬. আল কুর'আন, ৩৬ : ৩৮
২০৭. আল কুর'আন, ৩৬ : ৩৯
২০৮. আল কুর'আন, ৩৭ : ৬
২০৯. আল কুর'আন, ১৫ : ১৯
২১০. আল কুর'আন, ২ : ১৭৯

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ ط وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ 'পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হস্তচ্ছেদন কর; এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[২১১]

মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّمَا جَزؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَه وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُّقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করে বেড়ায়, এটাই তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এটাই তাদের জন্য লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।'[২১২]

মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا لا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ط إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার প্রাপককে প্রত্যার্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'[২১৩]

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط 'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন।'[২১৪]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الأُمُوْرِ '(তারা এমন লোক) আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করবে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহরই আয়ত্তাধীন।'[২১৫]

২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান : মানবজাতির জীবন বিধান হিসেবে আল কুর'আনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও তথ্যাবলি সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।'[২১৬]

মহান আল্লাহ্ বলেন, قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ 'বল, হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও; যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[২১৭]

---

২১১. আল কুর'আন, ৫ : ৩৮
২১২. আল কুর'আন, ৫ : ৩৩
২১৩. আল কুর'আন, ৪ : ৫৮
২১৪. আল কুর'আন, ২৪ : ৫৫
২১৫. আল কুর'আন, ২২ : ৪১
২১৬. আল কুর'আন, ৫ : ৪৪
২১৭. আল কুর'আন, ৩ : ২৬

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ‘নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে পারস্পরিক কর্ম সম্পাদন করে।’[২১৮]

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ ‘আর কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।’[২১৯]

৩. অর্থনীতি বিজ্ঞান : সমতা ভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতিমালা নিয়ে আল কুর’আনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি অর্থনীতি যে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠার কাজ করতে পারে তা পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে পারেনি। অর্থনীতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা যে সুবিচারপূর্ণ নির্দেশ ও তথ্যাবলি দান করেছেন, তা সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ‘হে মু’মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসায়-বাণিজ্য করা বৈধ; আর তোমরা একে অপরকে হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।’[২২০]

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ‘যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে নিবৃত্ত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; আর তার ব্যাপার আল্লাহ্রই ইচ্ছাধীন। আর যারা পুনরায় শুরু করবে (সুদ খাবে), তারাই জাহান্নামী; সেখানে তারা স্থায়ী হবে।’[২২১]

মহান আল্লাহ্ বলেন, هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ‘তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তিনি আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং ওটাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; আর তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।’[২২২]

৪. অপরাধ বিজ্ঞান : মানবজাতির মাঝে সৃষ্টিগতভাবে অপরাধ প্রবণতা রয়েছে। এ জাতীয় অপরাধ প্রবণতাকে রোধ করতে আল্লাহ্র নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি আল কুর’আনে উল্লিখিত রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰأُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ‘হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।’[২২৩]

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ‘পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হস্তচ্ছেদন কর; এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’[২২৪]

মহান আল্লাহ্ বলেন, اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ‘ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ–তাদের প্রত্যেককে একশত করে কশাঘাত কর, আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি দয়া যেন

---

২১৮. আল কুর’আন, ৪২ : ৩৮
২১৯. আল কুর’আন, ৩ : ১৫৯
২২০. আল কুর’আন, ৪ : ২৯
২২১. আল কুর’আন, ২ : ২৭৫
২২২. আল কুর’আন, ২ : ২৯
২২৩. আল কুর’আন, ২ : ১৭৯
২২৪. আল কুর’আন, ৫ : ৩৮

তোমাদেরকে বিন্দুমাত্র প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালে বিশ্বাসী হও; আর মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।'[২২৫]

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا 'আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা কর না। তাদেরকে আমিই রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা গুরুতর অপরাধ।'[২২৬]

৫. ইতিহাস বিজ্ঞান : পূর্বের বিভিন্ন জাতির ইতিহাস নিয়ে আল কুর'আনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الأَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّىْ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ 'আর স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তখন তারা বলল, আপনি কি সেথায় এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস গুণকীর্তন এবং পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না।'[২২৭]

মহান আল্লাহ্ বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِه فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ إِنِّىْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ 'আমি তো নুহ্কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ্ নেই। আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।'[২২৮]

৬. প্রতিহত বিজ্ঞান : সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড ঘটে আসছে। তাই যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেরিত নবী-রসুলগণের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও বিপর্যয় রোধকল্পে প্রতিহত ও দমন নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। কুরআন কারিমেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় প্রতিহত করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّه لِلّٰهِ 'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক যতক্ষণ না ফিত্না দূরীভূত হয় এবং দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্র জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।'[২২৯]

মহান আল্লাহ্ বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا 'আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা বহন করা তার পক্ষে সাধ্যাতীত।'[২৩০]

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا 'আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহ্র পথে এবং সে সব অসহায়-দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের জন্য, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ– যার অধিবাসীরা অত্যাচারী, সেখান থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও। আর তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক নির্ধারণ কর এবং তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী কর।'[২৩১]

---

২২৫. আল কুর'আন, ২৪ : ২
২২৬. আল কুর'আন, ১৭ : ৩১
২২৭. আল কুর'আন, ২ : ৩০
২২৮. আল কুর'আন, ৭ : ৫৯
২২৯. আল কুর'আন, ৮ : ৩৯
২৩০. আল কুর'আন, ২ : ২৮৬
২৩১. আল কুর'আন, ৪ : ৭৫

মহান আল্লাহ্ বলেন, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ 'হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে?'[২৩২]

৭. বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান : এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۖ 'বিদ্যুৎ-চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়, যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, তখনই তারা তাতে (সে আলোতে) পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়।'[২৩৩]

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র ইরশাদ করেন, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِه وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِه ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ 'বজ্রধ্বনি তাঁর (আল্লাহর) সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, ফেরেশতারাও করে তাঁর ভয়ে। আর তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন। তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে। অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।'[২৩৪]

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمِنْ اٰيٰتِه يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْىٖ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ-চমক, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন ও তা দ্বারা ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।'[২৩৫]

৮. কৃষ্টি বিজ্ঞান : এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَه نَسَبًا وَّصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا 'আর তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।'[২৩৬]

মহান আল্লাহ্ বলেন, يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত সংবাদ রাখেন।'[২৩৭]

মহান আল্লাহ্ বলেন, يٰأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِه وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্ঞা করে থাক এবং জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে সতর্ক থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।'[২৩৮]

---

২৩২. আল কুর'আন, ৬১ : ১০
২৩৩. আল কুর'আন, ২ : ২০
২৩৪. আল কুর'আন, ১৩ : ১৩
২৩৫. আল কুর'আন, ৩০ : ২৪
২৩৬. আল কুর'আন, ২৫ : ৫৪
২৩৭. আল কুর'আন, ৪৯ : ১৩
২৩৮. আল কুর'আন, ৪ : ১

৯. শিশু প্রতিপালন বিজ্ঞান : শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। ইসলাম শিশুদেরকে সুবোধ, সুঠাম ও যোগ্য করে গড়ে তোলার ব্যাপারে অধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّه كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُه وَفِصٰلُه ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط حَتّٰى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّه وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لا قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَأَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ج إِنِّىْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ। 'আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও প্রসবান্তে তাকে স্তন্য ছাড়াতে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয় তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ, তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'[২৩৯]

মহান আল্লাহ্ বলেন, يٰبُنَىَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ ط إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُوْرِ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الأَرْضِ مَرَحًا ط إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ 'হে বৎস! সালাত কায়িম কর, সৎকর্মের আদেশ দাও, অসৎকর্ম থেকে নিষেধ কর এবং তোমার উপর আপতিত বিপদাপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এটা তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ। আর তুমি অহংকারবশে মানুষকে অবজ্ঞা কর না এবং পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে ভালবাসেন না।'[২৪০]

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ط إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদত না করতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে বিনম্রভাবে সম্মানসূচক কথা বল।'[২৪১]

১০. সাংবাদিকতা বিজ্ঞান : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ص وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ 'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের আবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ভূমিকে এর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে বিবেকসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।'[২৪২]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রে ভ্রমণকে সহজতর করার জন্য সামুদ্রিক প্রাণীকে মানুষের জন্য আহার করা বৈধ ঘোষণা করে বলেন, أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُه مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ج وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ط وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِىْ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ 'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য হালাল করা হয়েছে, যাতে তা তোমাদের ও কাফেলার জন্য ভোগের উপকরণ হয়। তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের

২৩৯. আল কুর'আন, ৪৬ : ১৫
২৪০. আল কুর'আন, ৩১ : ১৭-১৮
২৪১. আল কুর'আন, ১৭ : ২৩
২৪২. আল কুর'আন, ২ : ১৬৪

শিকার তোমাদের জন হারাম। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যার নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।'[২৪৩]

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالأَعْلاَمِ 'সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতসদৃশ নৌযানসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।'[২৪৪]

পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ ইত্যাদি সংবাদ দিয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِه مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِه وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهٰرَ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لاَ تُحْصُوْهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ

'তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি নদীসমূহকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী (পরিভ্রমণরত) এবং তিনি রাত্রি ও দিবসকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা যা কিছু তাঁর নিকট চেয়েছ তা থেকে। তোমরা আল্লাহ্র নি'আমতসমূহ গণনা করে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। বস্তুত মানুষ অতিমাত্রায় অন্যায়চারী, বড়ই অকৃতজ্ঞ।'[২৪৫]

নৌপরিবহণ বিষয়ে অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ 'তিনিই সে সত্তা, যিনি সমুদ্রকে অধীন করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মৎস্য আহার করতে পার এবং যাতে তা থেকে রত্নাবলি আহরণ করতে পার, যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর এবং তোমরা দেখতে পাও, তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং উহা এ জন্য যে, যাতে তোমরা তাঁর (আল্লাহ্র) অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'[২৪৬]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُجْرِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِه إِنَّه كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا 'তিনিই তোমাদের প্রতিপালক যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। তিনি তো তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।'[২৪৭]

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِه يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِه إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ 'তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমুদয়কে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে? আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ব্যতীত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি মমতাময়, পরম দয়ালু।'[২৪৮]

---

২৪৩. আল কুর'আন, ৫ : ৯৬
২৪৪. আল কুর'আন, ৫৫ : ২৪
২৪৫. আল কুর'আন, ১৪ : ৩২-৩৪
২৪৬. আল কুর'আন, ১৬ : ১৪
২৪৭. আল কুর'আন, ১৭ : ৬৬
২৪৮. আল কুর'আন, ২২ : ৬৫

অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ط إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج فَلَمَّا نَجّٰهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ط وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ 'তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলির কিছু প্রদর্শন করেন? এতে নিশ্চয়ই বহু নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। যখন তরঙ্গমালা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে (অবশিষ্ট সকলে পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়); কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে।'[২৪৯]

অপর আয়াতে বলা হয়েছে, وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالأَعْلاَمِ. إِنْ يَّشَأْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ط إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ. اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ 'তাঁর অন্যতম নিদর্শন হলো সমুদ্রে চলমান (বিচরণশীল) পর্বতসদৃশ নৌযানসমূহ। তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন আছে। কিংবা (আল্লাহ্ চাইলে) তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে (নৌযানগুলোকে) বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন।'[২৫০]

চতুষ্পদ জন্তু : এ বিষয়ে আল-কুর'আনে যে সকল মৌলিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা চতুষ্পদ জন্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের নানাবিধ উপকারী জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যোগাযোগের বাহন হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অনুগত করে দেয়া। মহান আল্লাহ্ বলেন, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ. وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ. 'তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি 'আন'আম' (চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে) এবং তারাই এগুলোর অধিকারী? আর আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলোর কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে।'[২৫১]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, وَالأَنْعَامِ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ. وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ ط إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ. وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ. 'তিনিই চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমাদের জন্য শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা থেকেই তোমরা আহার করে থাক। তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে সেগুলোকে চারণ ভূমি থেকে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রবাতে যখন সেগুলোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা এর সৌন্দর্য উপভোগ কর এবং তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন নগরে যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই অতি মমতাময়, পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও।'[২৫২]

উট : আল কুর'আনে অবিশ্বাসীদের অবস্থান, শেষ পরিণাম ও অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা উট নামক একটি বহুমাত্রিক গুণাবলি সম্পন্ন বিস্ময়কর অদ্ভুত প্রাণীর প্রসঙ্গের অবতারণা

---

২৪৯. আল কুর'আন, ৩১ : ৩১-৩২
২৫০. আল কুর'আন, ৪২ : ৩২-৩৪
২৫১. আল কুর'আন, ৩৬ : ৭১-৭২
২৫২. আল কুর'আন, ১৬ : ৫-৮

করেছেন। মহান স্রষ্টার অনবদ্য সৃষ্টি হলো এ উট। এ বিস্ময়কর প্রাণীর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সে বাণীর প্রতিধ্বনি উপলব্ধি হয়। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ 'দয়াময় আল্লাহ্র সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না; তুমি আবার তাকিয়ে দেখ কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।'[২৫৩]

উট শব্দটির 'আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে– 'ইবিল' (إبل)-এর বহুবচন 'আ-বাল' (آبال) ব্যবহৃত হয়।[২৫৪] এর সমার্থক 'আরবি হচ্ছে 'জামাল' (جمل) এবং এর বহুবচন جمل বা جمال বা أجمال-এ তিনভাবে ব্যবহৃত হয়।[২৫৫] ভাষাবিদ ইব্ন সায়্যিদের মতে, এটি একবচন বিশেষ্য হলেও বহুবচনরূপে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[২৫৬] অর্থাৎ এটি একটি বিশেষ্য যা একবচনরূপে যেমন ব্যবহৃত হয়; একইভাবে বহুবচন হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বিশিষ্ট অভিধানবিশারদ আল-জাওহারি বলেন, শব্দটির কোন বহুবচন হয় না এবং এটি স্ত্রী লিঙ্গ। ভাষাবিদগণ বলেছেন যে, 'আরবরা উটকে بنات الليل বা 'রজনী কন্যা' বলে আখ্যায়িত করেন।[২৫৭]

যদি উট নয় বছরের অথবা চার বছরের হয় তাহলে এ শ্রেণির নর ও মাদীর জন্য بعير শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর বহুবচন বিভিন্ন রকমের হয়। যথা– بعران، أباعير، أباعر।[২৫৮] বৃদ্ধা উটনীকে شارف বলে। এর বহুবচন شرف، شوارف ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয়। দুই কুঁজবিশিষ্ট উটকে عوامل বলে।[২৫৯] উট খুবই অনুগত পশু কিন্তু নিত্য দেখার কারণে তার অভিনব রূপ অক্ষুন্ন থাকে না।

পৃথিবীতে দু'ধরনের উট দেখতে পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে ব্যাকট্রিয়ান উট এবং অপরটি ড্রোমডারি উট; উভয়েই গৃহপালিত। এদের মধ্যে প্রথমটির দৈহিক গঠন অত্যন্ত ভারি ও মজবুত। একটি অন্যটির তুলনায় শক্তিশালী। এদের পিঠে দু'টি কুঁজ থাকে যা কিনা চর্বিযুক্ত টিস্যু দিয়ে তৈরি। একটি ঘাড়ের উপর অপরটি পিঠের কিছুটা পশ্চাদভাগে। অপরদিকে আরবিয় উট ব্যাকট্রিয়ান উটের চেয়ে লম্বা এবং এক কুঁজ বিশিষ্ট হয়ে থাকে।[২৬০]

মরুভূমিতে এ প্রজাতির দু'টি পৃথক জাত লক্ষ্য করা যায়। একটি প্রধানত ভারবাহী পণ্য দ্রব্যাদি পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। অপরটি সামান্য হালকা গড়নের, দ্রুত দৌড়াতে অভ্যস্ত। আরবিয় উট মরু জীবনের জন্য চমৎকারভাবে অভিযোজিত। এদের প্রশস্ত পদ বালির উপর চলাচলের জন্য যেমন উপযুক্ত, তেমনি নাসারন্ধ্র সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার ক্ষমতা এবং সংবদ্ধ করার উপযোগী।[২৬১]

উট 'আরব জাতির প্রধান জন্তু। আরবদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে উটের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এ জন্তুকে তারা পরিবহনের কাজে ব্যবহার করে থাকে। এর গোশত তারা খায় ও দুধ পান করে। উটের

---

২৫৩. আল কুর'আন, ৬৭ : ৩-৪

২৫৪. ড. ইবরাহিম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*(দেওবন্দ : মাকতাবা যাকারিয়া, সং. ১, ১৩৯২ হি.), পৃ. ৩

২৫৫. ড. ইবরাহিম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

২৫৬. কামাল উদ্দিন আদ-দুমাইরি, *হায়াতুল হায়াওয়ানিল কুবরা*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৬

২৫৭. ড. ইবরাহিম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

২৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৯

২৫৯. কামাল উদ্দিন আদ-দুমাইরি, *হায়াতুল হায়াওয়ানিল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬-২৭

২৬০. জালাল উদ্দিন আহমাদ, *বিজ্ঞানের সমাধানে আল-কোরআন*(ঢাকা : প্রফেসর'স বুক কর্ণার, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২২

২৬১. মুহাম্মদ আবু তালেব, *বিজ্ঞানময় কোরআন*(চট্টগ্রাম : মদিনা একাডেমী, সং. ৪, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২৩৯

পশম দিয়ে পোশাক এবং চামড়া দিয়ে তাবু তৈরি করে। কাজেই উট হচ্ছে আরব জাতির জীবনে জীবনধারণের সকল ক্ষেত্রে প্রধান ও প্রাথমিক উপাদান–পাথেয়।[২৬২]

বহুমাত্রিক গুণাবলিসম্পন্ন প্রাণী উট, বৈশিষ্ট্য-গুণে অনন্য এক প্রাণী। যে গুণাগুণ সচরাচর অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এত শক্তিশালী ও বিশালাকৃতির প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও এত বিনয়ী ও অনুগত যে, একটি শিশু তার লাগাম ধরে টানলে তার পিছু পিছু চলতে থাকে। তার আনুগত্যের অবস্থা এরূপ যে, ইদুর ছানা যদি তার নকিল অর্থাৎ মুখের লাগাম ধরে টানে, যেখানে ইচ্ছে সেখানে নিয়ে যেতে পারে। আনুগত্য থেকে সে কখনো বিরত থাকে না। উটের পৃষ্ঠদেশ এতই প্রশস্ত যে, মানুষ মালামাল, খাদ্য সামগ্রী, গদি-বালিশ এবং পোশাক-পরিচ্ছদ সহ আরোহণ করতে পারে। আরোহীর মনে হবে যে, সে যেন নিজের গৃহে বসে আছে। এ সব দ্রব্য-সামগ্রী সত্ত্বেও উট এ কৃত্রিম গৃহ পিঠে বহন করে চলাফেরা করে।[২৬৩] উটের এ অভিনবত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে কুর'আনুল কারিমে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ। 'তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কীভাবে এটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[২৬৪]

ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা : ঘোড়াও সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষত দ্রুতগামী ও যুদ্ধের বাহন হিসেবে ঘোড়া সবচেয়ে উপযোগী। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে বলেন, وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِه عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللهُ يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ '(হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে– যা দ্বারা তোমরা আল্লাহ্‌র শত্রু ও নিজেদের (বর্তমান) শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখবে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা (এখনও) জান না, (কিন্তু) আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবে না।'[২৬৫]

মহান আল্লাহ্ বলেন, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللهُ عِنْدَه حُسْنُ الْمَاٰبِ 'নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। এ সবই হলো পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ্, তাঁর কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।'[২৬৬]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ. وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ ط إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ. وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ 'তিনিই চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমাদের জন্য শীত নিবারক উপকরণ ও তাছাড়া আরও বহু উপকার রয়েছে এবং তা থেকেই তোমরা আহার করে থাক। তোমরা গোধূলি লগ্নে সেগুলোকে চারণভূমি থেকে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন সেগুলোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তার দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য উপভোগ কর। তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন নগরে যেখানে প্রাণান্তকর ক্লেশ ছাড়া তোমরা পৌঁছতে পারতে না। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের প্রতিপালক অতি মমতাময়, পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি অশ্ব (ঘোড়া), অশ্বতর (খচ্চর) ও গাধা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেন এমন বহু কিছু, যা তোমরা জান না।'[২৬৭]

---

২৬২. সায়্যিদ কুতুব, *ফি যিলালিল কুর'আন*(বৈরুত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল 'আরাবি, সং. ৭, ১৩৯১ হি.), খ. ৮, পৃ. ২৮

২৬৩. কামাল উদ্দিন আদ-দুমাইরি, *হায়াতুল হায়াওয়ানিল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১

২৬৪. আল কুর'আন, ৮৮ : ১৭

২৬৫. আল কুর'আন, ৮ : ৬০

২৬৬. আল কুর'আন, ৩ : ১৪

২৬৭. আল কুর'আন, ১৬ : ৫-৮

বিমান ও মহাকাশ যান : আল্লাহ্ তা'আলা বাতাসকে মানুষের অনুগত করেছেন। তাই বাতাসের সাহায্যে মানুষ মহাকাশে দ্রুতগতির যানবাহনের মাধ্যমে চলাচল করতে পারছে। এ প্রসঙ্গে আল কুর'আনে সুলাইমান (আ.)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বাতাসকে তার আজ্ঞাবহ করে দিয়েছিলেন। তিনি বাতাসের গতিকে কাজে লাগিয়ে দূর-দূরান্তের ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সমাধান করে ফেলতেন। এ প্রসঙ্গে কুর'আনে বলা হয়েছে, وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِأَمْرِه إِلَى الأَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ط وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ 'এবং আমি উদ্দাম বায়ুকে সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম; যা তার আদেশক্রমে এমন ভূমির দিকে প্রবাহিত হত, যেখানে আমি প্রভূত কল্যাণ রেখেছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত।'[২৬৮]

সুলাইমান (আ.)-এর ভ্রমণের দ্রুতগামিতার বর্ণনায় কুর'আনে বলা হয়েছে, وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ج وَأَسَلْنَا لَه عَيْنَ الْقِطْرِ ط 'আমি বায়ুকে সুলাইমানের আজ্ঞাধীন করে দিয়েছিলাম যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত।'[২৬৯]

অপর আয়াতে এসেছে তিনি চাইলে মন্থর গতিতেও সফর করতে পারতেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِأَمْرِه رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ 'সুতরাং তখন আমি বায়ুকে তার অধীন করে দিলাম, যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করত মন্থর গতিতে প্রবাহিত হত।'[২৭০]

বর্তমানে বিভিন্ন দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমান ও মহাকাশ যান পাখির মত বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায় তাও আল্লাহ্র নির্দেশেই স্থির থাকে। এ প্রসঙ্গে পাখির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِى جَوِّ السَّمَاءِ ط مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللهُ ط إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ 'তারা কি আকাশের শূন্যগর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করে না? আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউই সেগুলিকে স্থির রাখে না। নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।'[২৭১]

এছাড়াও আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম হলো মোবাইল ও ইন্টারনেট। এ দু'টি প্রযুক্তিই বায়ু ও সামুদ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِه ط حَتّٰى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِه مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ 'তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে (বৃষ্টির পূর্বে) বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন তা ঘন মেঘমালা বহন করে তখন আমি এ তাকে এক নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, তৎপর তা দ্বারা সর্বপ্রকার ফলমূল উৎপাদন করি। এভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা অনুধাবন কর।'[২৭২]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, وَاللهُ الَّذِىْ أَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ إِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط كَذٰلِكَ النُّشُوْرِ 'আর আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। অতঃপর আমি তা নির্জীব

---

২৬৮. আল কুর'আন, ২১ : ৮১
২৬৯. আল কুর'আন, ৩৪ : ১২
২৭০. আল কুর'আন, ৩৮ : ৩৬
২৭১. আল কুর'আন, ১৬ : ৭৯
২৭২. আল কুর'আন, ৭ : ৫৭

ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, তারপর আমি তা দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। এরূপেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।'[২৭৩]

হুদহুদ পাখি কর্তৃক সংবাদ আদান-প্রদান : হযরত সুলাইমান (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা মানব, জীব-জন্ত ও পশু-পক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করা ও খোঁজ-খবর নেয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এ হিসাবে হযরত সুলাইমান (আ.) একদিন পক্ষীদের খোঁজ খবর নিলেন এবং দেখলেন যে, হুদহুদ পাখি তাঁর সভাস্থলে নেই। এ ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত আছে,

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ صلے أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ. لَأُعَذِّبَنَّه عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّه أَوْ لَيَأْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِه وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَّقِيْنٍ. إِنِّيْ وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ. وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ

'সুলাইমান বিহঙ্গদলের সন্ধান নিল এবং বলল, ব্যাপার কি, হুদহুদকে দেখছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি? সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা হত্যা করব। অনতিবিলম্বে হুদহুদ এসে পড়ল এবং বলল, আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি এবং সাবা থেকে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি তো এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সকল কিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলি তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে, ফলে তারা সৎপথ পায় না।'[২৭৪]

অতঃপর হযরত সুলাইমান (আ.) হুদহুদ পাখি কর্তৃক সাবার রানী বিলকিসের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। যার বর্ণনা পবিত্র কুর'আনে এভাবে এসেছে, اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ. قَالَتْ يٰأَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنِّيْ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ. إِنَّه مِنْ سُلَيْمٰنَ وَإِنَّه بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 'তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং এটি তাদের কাছে অর্পণ কর; অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে থেক এবং লক্ষ্য কর তাদের প্রতিক্রিয়া কী। সে নারী (বিলকিস) বলল, 'হে পরিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মনিত পত্র দেয়া হয়েছে। এটা সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং তা দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু)।'[২৭৫]

মূলত আল কুর'আনে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। বর্তমান বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অনেক আবিষ্কারের কথাই আল কুর'আন প্রায় পনেরো শত বছর পূর্বে মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছে। এটি কুর'আনের সত্যতাকেই সুপ্রমাণিত করে।

২৭৩. আল কুর'আন, ৩৫ : ৯
২৭৪. আল কুর'আন, ২৭ : ২০-২৪
২৭৫. আল কুর'আন, ২৭ : ২৮-৩০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল কুর'আনে সংখ্যাতত্ত্ব ও সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ

আল কুর'আনে সংখ্যাতত্ত্ব

আল কুর'আনে সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে সর্বপ্রথম গবেষণা করেন মিশরের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. রাশাদ খলিফা। ১৯৭৩ সালে তিনি তার চমকপ্রদ গবেষণাটি পরিচালনা করেন। তিনি প্রাথমিকভাবে আল কুর'আনের প্রতিটি অক্ষর যেভাবে কুর'আনে সন্নিবেশিত আছে সেভাবেই কম্পিউটারে বিন্যস্ত করেন। এতে মুকাত্তা'আতসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে কম্পিউটারের মাধ্যমে তিনি হিসাব কষতে থাকেন যে, আল কুর'আনের মত গাণিতিক বন্ধনসমৃদ্ধ অনুরূপ একটি পুস্তক প্রণয়নের জন্য কয় ধরনের শ্রম ও খসড়া করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে তিনি আল কুর'আনের রচনাশৈলীতে ১১৪টি সুরার অবস্থান এবং এগুলিতে বিশেষ ১৪টি অক্ষর যে নিয়মে বিন্যস্ত হয়েছে কেবল এটুকুই হিসাবে আনেন। তখন পর্যন্ত কুর'আনে ১৯-এর দুর্ভেদ্য বন্ধন সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি।

যা হোক কম্পিউটার কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য হচ্ছে– গণিতের ফর্মুলা অনুযায়ী আল কুর'আনের অনুরূপ একটি পুস্তক প্রণয়নের জন্য ১১১[১৪] বার অর্থাৎ প্রায় ৬.৩ × ১০[২৮] (৬৩০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০) বা ৬৩ অকটিলিয়ন বার প্রচেষ্টা নিতে হবে। এতবার প্রচেষ্টার ফলে মাত্র একবারই সফলতা আসবে অর্থাৎ মুকাত্তা'আত-এর গাণিতিক বন্ধন সমৃদ্ধ পুস্তক মাত্র একবারই প্রণীত হবে। প্রশ্ন হচ্ছে– আমরা সে সফলতার ফসল পুস্তকটি (আল কুর'আন) ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছি। সুতরাং বাকি সকল প্রচেষ্টাই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। কারণ, সেগুলোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ত্রুটি থাকবেই। এটিই কম্পিউটারের দেয়া তথ্য।[২৭৬]

আল কুর'আনে '১৯' সংখ্যাটির আরো সূক্ষ্ম প্রয়োগ : আল কুর'আনে ১৯ সংখ্যাটির কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রয়োগ দেখিয়েছেন ড. রাশাদ খলিফা। তিনি বলেন, সুরা মুদ্দাসসিরে এসেছে, (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ) 'এর উপর নিয়োজিত আছে ঊনিশ জন ফেরেশতা। আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধানের জন্য ফেরেশতাই রেখেছি আর তার তাদের এ সংখ্যাকে অবিশ্বাসীদের পরীক্ষা করার জন্য একটি মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। তারা আরো দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মু'মিনদের ইমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবিরা ও মু'মিনরা যেন সন্দেহ পোষণ না করে।'[২৭৭]

এ আয়াতে বলা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্যে ১৯ জন ফেরেশতা রাখা হয়েছে। আর তাদের সংখ্যাকে কাফিরদের পরীক্ষা করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সাথে কিতাবিদের বিশ্বাস দৃঢ় করতে আর মু'মিনদের ইমান বৃদ্ধির কাজেও লাগবে! ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আবিস্কৃত হয় যে, কুর'আনের প্রতিটি সুরা, প্রতিটি আয়াত, এমনকি প্রতিটি শব্দ ১৯ সংখ্যার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। পরে আরো ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে ফলাফল এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে, যে কেউ সামান্য গুণ, ভাগ বুঝতে পারলে, কুর'আনে ১৯-এর প্রয়োগ বুঝতে পারবে। এসব গবেষণার ফল আমাদেরকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এ কিতাবটিতে ১৯ সংখ্যাটিকে একটি গাণিতিক কোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যা কিতাবটিকে সুরক্ষিত করেছে। নিম্নে ১৯ সংখ্যার গাণিতিক মিলের কিছু আশ্চর্য নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

---

২৭৬. ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান, *কম্পিউটার ও আল কুর'আনের সত্যতার বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ*(ঢাকা : ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৪১৭ হি.), পৃ. ১০

২৭৭. আল-কুর'আন, ৭৪ : ৩০, ৩১

১. কুর'আনে মোট ১১৪ টি সুরা আছে। ১১৪ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। ১১৪ ÷ ১৯ = ৬।[২৭৮]

২. প্রথম আয়াত নাযিল হয় সুরা 'আলাকের প্রথম ৫ আয়াত। যাতে ১৯টি শব্দ আছে। এ ১৯টি শব্দের মধ্যে ৭৬ টি অক্ষর। ৭৬ শব্দটিও ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। ৭৬ ÷ ১৯ = ৪ । সুরাটিতে মোট ২৮৫টি অক্ষর আছে। যা এ সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (২৮৫ ÷ ১৯ = ১৫)। এ সুরার মোট আয়াত সংখ্যা ১৯। সুরাটি যদিও অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে সকলের আগে, কিন্তু কুর'আনে এর অবস্থান ৯৬তম। যদি উল্টা দিক থেকে গণনা শুরু করা হয় (অর্থৎ সুরা নাসকে ১, ফালাক্বকে ২ এভাবে) তাহলে এ সুরাটির অবস্থান হবে ১৯তম। সুরা মুদ্দাসসির-এর ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'এর উপর রয়েছে ১৯' যা শুরুতে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। মূল ঘটনা হল– আল্লাহ্ তা'আলা সুরা মুদ্দাসসির এর-৩০ নম্বর আয়াতটি নাযিলের পর একটু বিরতি দিয়ে সুরা 'আলাক্বের বাকি ১৪টি আয়াত নাযিল করেন। এর ফলে পুর্বে নাযিলকৃত ৫ আয়াতসহ, সম্পূর্ণ সুরা 'আলাক্বের আয়াত সংখ্যা হলো ১৯।

৩. কুর'আনের সর্বশেষ সুরাটি হলো সুরা আন-নাস। এটি ১১৪তম সুরা। এ সুরার শব্দ সংখ্যা হলো ১৯। আর এ ১৯টি শব্দে আছে মোট ৬ টি আয়াত। ১৯ × ৬ = ১১৪; কি অদ্ভুত মিল!

৪. প্রথম ওয়াহি সুরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াতের শব্দসংখ্যার মতই কুর'আনের আরো বহু পরিসংখ্যান ১৯ দিয়ে ভাগ করা যায়। কুর'আন যিনি নিয়ে এসেছেন তিনি রসুল। রসুল শব্দটি এসেছে– ৫১৩ বার। যার বাণী রসুল নিয়ে এসেছেন তিনি রব। রব শব্দটি এসেছে– ১৫২ বার। কুর'আনের কেন্দ্রীয় বাণী হচ্ছে 'ইবাদত। 'ইবাদত শব্দটি এসেছে– ১৯ বার। কেন্দ্রীয় বাণীর অপর পরিভাষা হচ্ছে 'আব্দ। 'আব্দ শব্দটিও এসেছে– ১৫২ বার। 'আব্দ-এর কাজ যে করে তাকে বলে 'আবিদ। 'আবিদ শব্দটিও এসেছে– ১৫২ বার। এ সকল পরিসংখ্যানই ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

৫. কুর'আনে 'সংখ্যা'-এর উল্লেখ আছে ২৮৫ বার। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। আবার কুর'আনে যে সংখ্যাগুলো উল্লিখিত আছে তাদের যোগফল করলে দাঁড়ায় ১৭৪৫৯১, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (১৭৪৫৯১ ÷ ১৯ = ৯১৮৯)।

৬. কুর'আনে বিভিন্ন সুরা শুরু হয়েছে বিচিত্র কিছু বর্ণমালা দিয়ে। এগুলোর কোনো অর্থ কেউ এখনো বের করতে পারেনি। এগুলোকে বলা হয় 'হুরুফে মুকাত্তা'আত'। যেমন আলিফ-লাম-মিম, ইয়া সিন, ত্ব হা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে নিচে বিস্তারিত বর্ণিত হলো :

ক. আল কুর'আনের ২৯টি সুরার শুরুতে হুরুফে মুকাত্তা'আত আছে। হুরুফে মুকাত্তা'আত মোট ১৪টি মৌলিক বর্ণ সমাহারে গঠিত। ১৪টি বিভিন্ন সমাহারে এ বর্ণগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এদের যোগফল ২৯ + ১৪ + ১৪ = ৫৭ যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (৫৭ ÷ ১৯ = ৩)।

খ. 'আলিফ-লাম-মিম' এ হুরুফে মুকাত্তা'আতটি ব্যবহৃত হয়েছে ৬টি সুরার শুরুতে। সুরা বাক্বারা, সুরা আলে ইমরান, সুরা আল আনকাবুত, সুরা আল রুম, সুরা লুকমান ও সুরা সাজ্দায়। এ সুরা গুলোর মধ্যে আলিফ, লাম ও মিম যতবার করে এসেছে তার যোগফল ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। সুরা বাক্বারায় আলিফ ৪৫০২, লাম ৩২০২ ও মিম ২১৯৮ মোট ৯৮৯৯ বার। সুরা আলে ইমরানে আলিফ ২৫২১, লাম ১৮৯২ ও মিম ১২৪৯ মোট ৫৬৬২ বার। সুরা আল আনকাবুতে আলিফ ৭৭৪, লাম ৫৫৪ ও মিম ৩৪৪ মোট ১৬৭২ বার। সুরা আল রুমে আলিফ ৫৪৪, লাম ৩৯৩ ও মিম ৩১৭ মোট ১২৫৪ বার। সুরা

---

২৭৮. মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, *আল-কুর'আন শব্দ সংখ্যা ও তার শিক্ষা*(ঢাকা : নভেল পাবলিশিং হাউস, ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩২৫-৩৩২

লুকমানে আলিফ ৩৪৭, লাম ২৯৭ ও মিম ১৭৩ মোট ৮১৭ বার। সুরা আল সাজ্‌দায় আলিফ ২৫৭, লাম ১৫৫ ও মিম ১৫৮ মোট ৫৭০ বার। এ সবগুলো সংখ্যাই ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। এছাড়াও উল্লিখিত ছয়টি সুরাতে মোট আলিফ ৮৯৪৫ বার, লাম ৬৪৯৩ বার ও মিম ৪৪৩৬ বার এসেছে।[২৭৯] এদের মোট যোগফল ১৯৮৭৪, যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

গ. সুরা মারইয়াম-এর হুরুফে মুকাত্তা'আত হলো– ক্বাফ, হা, ইয়া, 'আইন, সোয়াদ। এ সুরায় ক্বাফ ১৩৭ বার, হা ১৭৫ বার, ইয়া ৩৪৩ বার, 'আইন ১১৭ বার, সোয়াদ ২৬ বার করে এসেছে।[২৮০] এ সংখ্যাগুলোর যোগফল ৭৯৮; যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ঘ. সুরা আ'রাফ-এর হুরুফে মুকাত্তা'আত হলো– আলিফ, লাম, মিম, সোয়াদ। এ সুরায় আলিফ ২৫২৯ বার, লাম ১৫৩০ বার, মিম ১১৬৪ বার ও সোয়াদ ৯৭ বার করে এসেছে।[২৮১] এ সংখ্যাগুলোর যোগফল ৫৩২০; যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ঙ. সুরা আল মু'মিন থেকে সুরা আল আহক্বাফ পর্যন্ত ৭টি সুরার শুরুতে রয়েছে একই হুরুফে মুকাত্তা'আত– হা-মিম।[২৮২] এ সাতটি সুরায় হা ও মিম এ অক্ষরগুলো যতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার যোগফল ২১৪৭; এ সংখ্যাটিও ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

চ. সুরা ইউসুফ, সুরা ইবরাহিম ও সুরা হিজ্‌র-এর হুরুফে মুকাত্তা'আত হচ্ছে আলিফ-লাম-র। সুরা ইউসুফ এ আলিফ-লাম-র অক্ষরগুলো এসেছে মোট ২৩৭৫ বার। সুরা ইবরাহিম এ আলিফ-লাম-র অক্ষরগুলো এসেছে ১১৯৭ বার। সুরা হিজ্‌র এ আলিফ-লাম-র অক্ষরগুলো এসেছে ৯১২ বার। এছাড়া সুরা ইউনুস ও সুরা হুদ শুরু হয়েছে আলিফ-লাম-র দিয়ে।[২৮৩] এ দু'টি সুরাতে এ আক্ষরগুলো ব্যবহৃত হয়েছে মোট ২৮৮৯ বার; এ সংখ্যাগুলোও ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ছ. সুরা আল র'দ শুরু হয়েছে আলিফ-লাম-র এ অক্ষর ৪টি দিয়ে।[২৮৪] এ সুরাতে এ চারটি অক্ষর এসেছে মোট ১৪৮২ বার; যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

জ. হুরুফে মুকাত্তা'আত সম্বলিত সর্বশেষ সুরা হচ্ছে সুরা আল ক্বলাম। এ সুরার শুরু মাত্র একটি অক্ষর দিয়ে– নুন।[২৮৫] এ সুরাটিতে নুন অক্ষরটি এসেছে ১৩৩ বার, এটিও নিঃসন্দেহে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

৭. বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহিম

ক. 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' এ আয়াতটি লিখতে ১৯টি অক্ষর লাগে।[২৮৬] কুর'আনে মোট ১১৪ বার এ আয়াত এসেছে এবং তা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

খ. এ আয়াতে মোট চারটি শব্দ আছে। ইছম, আল্লাহ্‌ , রহমান ও রহিম। মূল ঘটনা হলো এ চারটি শব্দ কুর'আনে যতবার করে এসেছে সে সংখ্যাগুলো ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। ইছম ১৯ বার এসেছে (১৯ ÷ ১৯ = ১)। আল্লাহ্‌ ২৬৯৮ বার এসেছে; (২৬৯৮ ÷ ১৯ = ১৪২)। রহমান ৫৭ বার এসেছে (৫৭ ÷ ১৯

---

২৭৯. মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, *আল-কুর'আন শব্দ সংখ্যা ও তার শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬
২৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭
২৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০
২৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২
২৮৩. প্রাগুক্ত।
২৮৪. প্রাগুক্ত।
২৮৫. প্রাগুক্ত।
২৮৬. ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান, *কম্পিউটার ও আল কুর'আনের সত্যতার বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

= ৩)। রহিম ১১৪ বার এসেছে (১১৪ ÷ ১৯ = ৬)। এমনকি ১৯ দিয়ে ভাগ করার পর যে সংখ্যাগুলো পাওয়া গেলো এ সংখ্যাগুলোর যোগফলও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন, (১ + ১৪২ + ৩ + ৬) = ১৫২ ÷ ১৯ = ৮।

গ. কুর'আনে এ চারটি শব্দের অন্তত একটি শব্দ আছে এ রকম আয়াতের সংখ্যা ১৯১৯ এবং তা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ঘ. ইছম শব্দটির অর্থ নাম। বাকি তিনটি শব্দ আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক পবিত্র নাম। এ তিনটি শব্দের সংখ্যাগত মান হলো– আল্লাহ্ ৬৬ + রহমান ৩২৯ + রহিম ২৮৯ = যোগফল ৬৮৪; যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (৬৮৪ ÷ ১৯ = ৩৬)।

ঙ. হুরুফে মুকাত্তা'আত সম্বলিত সুরাগুলোর মধ্যে এ চারটি শব্দ এসেছে মোট ১২৯২ বার। সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। ইছম ৩১ বার + আল্লাহ্ ১১২১ বার + রহমান ৬৬ বার + রহিম ৭৪ বার মোট ১২৯২ বার (১২৯২ ÷ ১৯ = ৬৮)।[২৮৭]

চ. 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' বাক্যটির চারটি শব্দ কুর'আনে যতবার যে সংখ্যায় এসেছে, শব্দগুলোর অপরিহার্য গুণবাচক শব্দটিও ঠিক ততবার করে এসেছে। ইছম-এর অপরিহার্য গুণবাচক শব্দ 'ওয়াহিদ' এসেছে ১৯ বার। আল্লাহ্ শব্দের অপরিহার্য গুণবাচক শব্দ 'যুল ফাদল' এসেছে ২৬৯৮ বার। রহমান এর অপরিহার্য গুণবাচক শব্দ 'মাজিদ' এসেছে ৫৭ বার। রহিম এর অপরিহার্য গুণবাচক শব্দ 'জামেউ' এসেছে ১১৪ বার।[২৮৮]

ছ. 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' আয়াতটিতে ব্যবহৃত ১৯টি সংখ্যামানের সমষ্টি ৭৮৬। আয়াতটিতে একই অক্ষরের পুরাবৃত্তি বাদ দিলে মৌলিক অক্ষর থাকে মোট ১০টি। আয়াতটিতে পুনরাবৃত্তি অক্ষরগুলোর সংখ্যামান ৪০৬। ৭৮৬ থেকে ৪০৬ বিয়োগ করলে থাকে ৩৮০; এটিও ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

জ. সুরা আল তাওবাহ্ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' দিয়ে শুরু হয় নি। অন্যদিকে সুরা নামলে এ বাক্যটি ২ বার এসেছে। ফলে বাক্যটির মোট পুনরাবৃত্তি ১১৪ হয়েছে এবং তা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। একই সাথে সুরা আল তাওবাহ্ থেকে সুরা নামল পর্যন্ত মোট সুরা ১৯টি।

ঝ. সুরা নামল কুর'আনের ২৭ নম্বর সুরা। এ সুরার শুরুতে একবার এবং ৩০ নম্বর আয়াতে একবার 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' বাক্যটি এসেছে। ৩০তম সংখ্যাটি ১৯তম নন প্রাইম সংখ্যা। (৪, ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০)। প্রথমে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' আছে ১১৩টি সুরাতে। ১১৩ সংখ্যাটি অংকের ৩০তম প্রাথমিক সংখ্যা!

ঞ. যদি সুরা নামলের ক্রমিক সংখ্যা ২৭ এবং পুনরাবৃত্তি হওয়া 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' এর আয়াত সংখ্যা ৩০ যোগ করা হয়, তাহলে যোগফল হবে ৫৭; যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ট. নবম সুরা (সুরা আত তাওবাহ্)-তে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম' নেই। ২৭তম সুরাতে আছে দু'বার। যদি ৯ম থেকে ২৭তম সুরা পর্যন্ত, সুরার ক্রমিক সংখ্যাগুলো যোগ করা হয়, তাহলে (৯ + ১০ + ১১ + ... + ২৭) যোগফল হবে ৩৪২; যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

---

২৮৭. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাক্বি, *আল মু'জামুল মুফাহ্রস লি আলফাজিল কুর'আন*(কায়রো : দারুল হাদিস, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৯৩-১৯৫

২৮৮. www.facebook.com/1550906141820641/posts/1686519311592656/, visited on 15.10.2019 AD

ঠ. অন্যভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সুরা নামলের ৩০তম আয়াতকে মধ্য আয়াত ধরে (যে আয়াতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' উল্লেখ করা হয়েছে) কুর'আনকে দুই ভাগ বিভক্ত করলে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে ইছম + আল্লাহ্ + রহমান + রহিম শব্দের মোট সংখ্যাকে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যাবে। প্রথম ভাগে শব্দের সংখ্যা হলো– ইছম ৯, আল্লাহ্ ১৮১৪, রহ্মান ৩৫, রহিম ৮০; মোট ১৯৩৮ (১৯৩৮ ÷ ১৯ = ১০২)। দ্বিতীয় ভাগে শব্দের সংখ্যা– ইছম ১০, আল্লাহ্ ৮৮৪, রহমান ২২, রহিম ৩৪; মোট ৯৫০ (৯৫০ ÷ ১৯ = ৫০)।

৮. কুর'আনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার সর্বোমোট নামের সংখ্যা ১১৪টি (মূল ও গুণবাচকসহ) এবং তা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (১১৪ ÷ ১৯ = ৬)।

৯. আল্লাহ্ শব্দটি কুর'আনে এসেছে ২৬৯৮ বার; যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (২৬৯৮ ১৯ = ১৪২)।

১০. সুরা ইয়াসিনে 'ইয়া' হরফটি আছে ২৩৭ বার। আর 'ছিন' হরফটি আছে ৪৮ বার। উভয়ের সমষ্টি (২৩৭ + ৪৮) ২৮৫; যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (২৮৫ ÷ ১৯ = ১৫)।

১১. সুরা ত্ব হা-এর মধ্যে 'ত্ব' হরফটি আছে ২৮ বার আর 'হা' হরফটি আছে ৩১৪ বার। উভয়ের সমষ্টি (২৮ + ৩১৪) ৩৪২; যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (৩৪২ ÷ ১৯ = ১৮)।

১২. গোপন সুরার গোপন খবর : কুর'আন যে ১৯ সংখ্যার গাণিতিক কোড দিয়ে সাজানো এটা প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৭৪ সালে। আরবি 'মুদ্দাসসির' শব্দটির অর্থ 'লুকায়িত'। সুরা মুদ্দাসসির কুর'আনের ৭৪তম সুরা, আর এ সুরাতেই ১৯ সংখ্যাটির প্রয়োগ উল্লেখ করে আয়াত আছে।

যখন আবিষ্কৃত ১৯ আর সুরা মুদ্দাসসির-এর কুর'আনে অবস্থান ৭৪ কে পাশাপাশি বসানো হলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাহলো ১৯৭৪, যা যে সালে বিষয়টি আবিষ্কৃত হয়েছে তার সমান। ১৯৭৪ সালটি যখন পৃথিবীতে চলছিল, তখন পৃথিবীতে হিজরি সাল চলছিল ১৩৯৩ সাল। কুর'আন প্রথম নাজিল হওয়া শুরু হয় হিজরতের ১৩ বছর পূর্বে। এ ১৩ বছর ১৩৯৩ এর সাথে যোগ করলে মোট দাড়ায় ১৪০৬ বছর। অর্থাৎ কুর'আন অবতীর্ণের শুরু থেকে মোট ১৪০৬ বছর পর কুর'আনের একটা 'মুদ্দাসসির' বা 'গোপন" রহস্য উন্মোচিত হয়। আর ১৯ কে ৭৪ দিয়ে গুণ করলে গুণফল হয় ১৪০৯ (১৯ × ৭৪ = ১৪০৯)।

এ সুরার প্রথম দু'আয়াত এ রকম– (১) হে চাদরাবৃত; (২) উঠুন, সতর্ক করুন। এ দু'আয়াতে মোট অক্ষর এর সংখ্যা ১৯টি। এ আয়াতদু'টির সংখ্যাগত মানও ১৯৭৪।

১৩. 'হিসাব' শব্দের অদ্ভুত হিসাব : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. 'যাতে আল্লাহ্ জেনে নেন যে, রসুলগণ তাদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছিয়েছেন কি-না। আল্লাহ্ সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন।'[২৮৯]

এ আয়াতে 'আদাদা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে হিসাব বুঝাতে। শব্দটি সুরা জ্বিনের সর্বশেষ আয়াতের সর্বশেষ শব্দ। লক্ষনীয়, কুর'আনে ৫৭ (১৯ × ৩) প্রকারের বিভিন্ন সংখ্যা (আদ্দা) ব্যবহার করা হয়েছে। সুরা জ্বিন কুর'আনের ৭২তম সুরা আর 'আদাদা' শব্দটি এসেছে এ সুরার ২৮তম আয়াতে। এখন (৭ + ২ + ২ + ৮) = ১৯! 'আদাদা' শব্দটি সুরাটির শেষ আয়াতের শেষ শব্দ। এ সুরার প্রত্যেকটি আয়াতের শেষ

২৮৯. আল কুর'আন, ৭২ : ২৮

শব্দগুলোর মোট অক্ষর সংখ্যা ১১৪ (১৯ × ৬ = ১১৪)। সুরাটির ২৮টা আয়াত শেষ হয়েছে ২৮টা শব্দ দিয়ে এবং কিছু কিছু শব্দ পুনরায় এসেছে।

এ পুনরায় আসা শব্দগুলো বাদ দিলে পাওয়া যায় ১৯টি মৌলিক শব্দ। আর এ ১৯টি মৌলিক শব্দ গঠিত হয়েছে ১৯টি বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন সমাহারে। উল্লেখ্য আরবি বর্ণমালা ২৮টি বিভিন্ন বর্ণ নিয়ে গঠিত। 'আদাদা' শব্দটি লেখা হয় 'আইন, দাল, দাল ও আলিফ বর্ণ দিয়ে। সুরা জ্বিন-এ 'আইন ৩৭ বার, দাল ৫৪ বার, দাল ৫৪ বার, আলিফ ২১৬ বার করে এসেছে। এ অক্ষরগুলোর যোগফল মোট পুনরাবৃত্তি (৩৭ + ৫৪ + ৫৪ + ২১৬) = ৩৬১ (১৯ × ১৯ = ৩৬১)![২৯০]

১৪. কুর'আনে আসা সংখ্যাগুলো : কুর'আনে মোট ৩০টি পূর্ণ সংখ্যা এসেছে। কুর'আনে আসা এ ৩০টি পূর্ণ সংখ্যার সমষ্টি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। (১ + ২ + ৩ + ৪ + ৫ + ৬ + ৭ + ৮ + ৯ + ১০ + ১১ + ১২ + ১৯ + ২০ + ৩০ + ৪০ + ৫০ + ৬০ + ৭০ + ৮০ + ৯৯ + ১০০ + ২০০ + ৩০০ + ১০০০ + ২০০০ + ৩০০০ + ৫০০০ + ৫০০০০ + ১০০০০০) = ১৬২১৪৬ (১৬২১৪৬ ÷ ১৯ = ৮৫৩৪)। এ সংখ্যাগুলোর মধ্যে স্টার দেয়াগুলো কুর'আনে পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এদের পুনরাবৃত্তিকে ধরে নিয়ে যোগ করলে, যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেটাও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। আর সংখ্যাটি হলো ১৭৪৫৯১ (১৭৪৫৯১ ÷ ১৯ = ৯১৮৯)![২৯১]

১৯ সংখ্যা : কুর'আনি মু'জিযা ও এর বাস্তবতা : ১৯ সংখ্যাতত্ত্বের আবিষ্কারক ড. রাশাদ খলিফা[২৯২] দাবি করেছেন যে, ১৯ সংখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ১৯ সংখ্যা কুর'আনের মু'জিযা– কুর'আনের সকল সংখ্যাগত ফল ঊনিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। সুরা মুদ্দাসসিরের আয়াত (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ) সহ পরের কয়েকটি আয়াতের তাহরিফ ও অপব্যাখ্যা করে ১৯ সংখ্যাকে কুর'আনের রহস্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেখানে দেখানো হয়েছে, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ) এর মোট হরফ ১৯টি। কুর'আন মাজিদের মোট সুরা ১১৪ টি; যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। সেখানে আরও দাবি করা হয়েছে যে, কুর'আন মাজিদের যে অংশ সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে (সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত) তার শব্দ সংখ্যা ১৯, আর সুরা আলাক্বের মোট আয়াত সংখ্যাও ১৯।

ড. রাশাদ খলিফার গবেষণা প্রসঙ্গে ড. গানেম কাদ্দুরি বলেন, এ জাতীয় হিসাব করার সময় ড. রাশাদ খলিফা স্বেচ্ছাচারিতার সাথে যেখানে যেভাবে ইচ্ছা ভিত্তি ধরে হিসাব করেছেন। যেখানে যেভাবে ইচ্ছা একটি ভিত্তি স্থির করিয়ে ১৯-এর হিসাব পুরো করছেন। যেমন ধরা যাক, সুরার মোট সংখ্যা উল্লেখ করে ১৯-এর হিসাব মিলানো হয়েছে। কিন্তু মোট আয়াত সংখ্যা তো উল্লেখ করা হয়নি। এখানেও দেখানো দরকার ছিল, মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ তো ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

আর 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ)-এর মোট হরফ কি ১৯, না ২০, না ২১? 'খাড়া যবর' মূলত আলিফ, একেও হিসাব করা হলে মোট হরফ সংখ্যা হবে ২১। ১৯ তত্ত্বের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা হরফ গণনার সময় কখনো লিপিশৈলী আবার কখনো উচ্চারণকে ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেন। যেখানে যে মানদণ্ড অবলম্বনের মাধ্যমে ১৯-এর হিসাব মিলে যায় সেখানে তাই করা হয়েছে।

---

২৯০. www.facebook.com/1550906141820641/posts/1686519311592656/ visited on 15.10.2019 AD

২৯১. প্রাগুক্ত।

২৯২. ড. রাশাদ খলিফা, অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *আশ্চর্য এই কোরান*(ঢাকা : ইফাবা, ১৪০৩ হি.), পৃ. ৮৫

সেখানে আরও দাবি করা হয়েছে যে, কুর'আন মাজিদের যে অংশ সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে (সুরা আলাক্বের প্রথম পাঁচ আয়াত) তার শব্দ সংখ্যা ১৯, আর সুরা আলাক্বের মোট আয়াত সংখ্যাও ১৯। অথচ এ পাঁচ আয়াতের প্রকৃত শব্দ সংখ্যা ২০; ১৯ নয়। কারণ (من، ما، لم) প্রত্যেকটিই তো ভিন্ন ভিন্ন শব্দ। আর হরফে যর (ب) এবং হরফে আতফ (و) কেও গণনা করা হলে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ২৩। তা ছাড়া প্রথম ও তৃতীয় আয়াতে (ربك) কে দুই শব্দ ধরলে (অর্থের দিক থেকে বিষয়টি এমনই) মোট শব্দ সংখ্যা দাঁড়াবে ২৫। মোটকথা ১৯ সংখ্যাটি কোনোভাবেই সঠিক নয়।

এমনিভাবে সুরা 'আলাক্বের মোট আয়াত সংখ্যা কুফি ও বসরি গণনা অনুযায়ী তো ১৯-ই। কিন্তু মাক্কি ও মাদানি গণনা অনুযায়ী মোট সংখ্যা ২০ এবং শামি গণনা অনুযায়ী ১৮। তাহলে ১৯-এর হিসাব সঠিক থাকল না।

এ মতবাদের আবিস্কারক ড. রাশাদ খলিফা মূলত বাহায়ি ফিরকার একজন লোক। বাহায়িদের নিকট ১৯ সংখ্যাটি খুবই পবিত্র সংখ্যা। পরবর্তীতে রাশাদ খলিফা নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করে নিজে চূড়ান্তরূপে লাঞ্ছিত হয়েছে।[২৯৩]

আল কুর'আনের আশ্চর্য গাণিতিক হিসাব : কুরআনের আয়াত রচনার জন্য নির্বাচন (Choose) করা বিভিন্ন শব্দগুলো নেয়া হয়েছে বিশেষ নিয়মে। একই অর্থবোধক ও বিপরীত অর্থবোধক শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়েছে। যেমন– দিন, মাস, ঘন্টা। কতগুলো শব্দের পুনরাবৃত্তি পর্যবেক্ষণগত নিরিক্ষণের সাথে আশ্চর্য ও কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে। যেমন ভূমি ও জলাভূমি। এমনকি তুলনা ও ফলাফলগত শব্দগুলির মধ্যেও সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে। নিচে শ্রেণিবদ্ধভাবে এগুলোর আলোচনা করা হলো:

ক. আল-কুরআনে ঘন্টা অর্থে 'সা'য়াত' (ساعة) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মোট ২৪ বার। কুরআনে 'দিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মোট ৩৬৫ বার (একবচনে), এভাবে বহুবচনে দিনগুলি (days) শব্দটি এসেছে ৩০ বার। (আরবিতে ৩০ দিনে হয় এক মাস), মাস শব্দটি এসেছে ১২ বার। এক বছর হয় ১২ মাসে, চাঁদ শব্দ এসেছে ২৭ বার (চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সময় নেয় প্রায় ২৭.২৩ দিন)।
এখানে অনেকে বিভ্রান্তিতে পরতে হয়, পূর্ণচন্দ্রের সময় (২৯.৫৩ দিন) এর সাথে। এ সময়টা লাগে চাঁদের এক পূর্নিমা থেকে আরেক পুর্ণিমা পর্যন্ত পৌঁছতে। আর এটা দিয়ে আরবি মাস হিসেব করা হয়।

বছর শব্দটি কুরআনে এসেছে ১৯ বার। এর পিছনেও সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। লিপ-ইয়ার-এর মাধ্যমে সৌরবর্ষ সঠিক করা হয়। পৃথিবী যে সময়ে (৩৬৫ দিন) সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে সে সময়ে চাঁদ প্রায় ১২ বার (একটু কম) পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে। প্রথমটা দিয়ে সৌরবর্ষ আর পরেরটা দিয়ে চান্দ্রবর্ষ হিসেব করা হয়। এভাবে পৃথিবী ও চাঁদ যে স্থান থেকে ঘুরা শুরু করেছিল ঠিক সে অবস্থানে আসতে সময় লাগে ১৯ বছর। আর কুরআনে ঠিক ১৯ বারই এসেছে বছর শব্দটি; কি অনুপম মিল রাখে এ মহাগ্রন্থ আল কুর'আন!

খ. শাস্তি ১১৭ বার, ক্ষমা ২৩৪ (১১৭ × ২ = ২৩৪) বার। গরিবি ১৩ বার, প্রাচুর্য ২৬ (১৩ × ২ = ২৬) বার। ধার্মিক ৬ বার, নাস্তিক ৩ (৩ × ২ = ৬) বার। প্রায় কাছাকাছি অর্থে ব্যবহৃত দয়ালু (রহমত) ১১৪ বার ও দয়াবান (রহিম) ১১৪ বার, সদয় (রহমান) ৫৭ বার (৫৭ × ২ = ১১৪) বার করে এসেছে।

---

২৯৩. ড. গানিম কাদ্দুরী, *আবহাসুন ফি উলুমিল কুর'আন*(কায়রো : দারু আম্মার, সং. ১, ১৪২৬ হি.), পৃ. ২৬৩-২৮৫

গ. আশা ও ভয় শব্দ দুটি এসেছে ৮ বার। গরম ও ঠান্ডা ৪ বার। কৃলু (তারা বললো) ও কুল (তুমি বল) ৩৩২ বার। বীজ, চারা ও ফল ১৪ বার। অশ্লীলতা, পথভ্রষ্ট ও সীমালংঘনকারী ২৪ বার। পাপ ৪৮ (২৪ × ২ = ৪৮) বার। দুনিয়া ও আখিরাত ১১৫ বার। পবিত্র ও অপবিত্র ৭ বার। অপবিত্রতা ও নোংরামী ১০ বার। উপকার ও অপকার ২০ বার। খোলামেলা ও জনসম্মুখে ১৬ বার। ফেরেশতা ও শয়তান ৮০ বার। যাদু ও প্রলুব্ধকারী ৬০ বার। ভাষা ও উপদেশ ২৫ বার। ক্ষমা ও পথ-প্রদর্শক ৭৯ বার। ন্যায়নিষ্ঠ ও পুরস্কার ২০ বার। গন্তব্যহীন ও নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল ২৮ বার। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস ২৫ বার। যাকাত ও আশীর্বাদ ৩২ বার। সাত বেহেশত ও বেহেশত তৈরিকরণ ৭ বার। সূর্য ও আলো ৩৩ বার। সুবিচার ও অবিচার ১৫ বার। খুবই অল্প ও উপলব্ধিযোগ্য ৭৫ বার। নবী ও সাধারণ মানুষ ৩৬৮ বার। লাভ ও ক্ষতি ৯ বার।

ঘ. মানুষ শব্দটি এসেছে ৬৫ বার। মানুষ (মাটি ১৭ বার + বীর্য ফোটা ১২ বার + ভ্রুণ ৬ বার + মাংসপিণ্ড ৩ বার + হাড় ১৫ বার + মাংস ১২ বার) মোট ৬৫। অর্থাৎ মানুষ তৈরির বিভিন্ন উপাদানগুলো কুরআনে যতবার করে এসেছে এ পুনরাবৃত্তি সংখ্যার যোগফল আর মানুষ শব্দটির পুনরাবৃত্তির সমান।

ঙ. বর্তমান বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা যায় পৃথিবীতে স্থলভাগের পরিমাণ এর মোট আয়তনের ২৯ ভাগ আর জলভাগের পরিমাণ ৭১ ভাগ প্রায়। কুরআনে সমুদ্র বা জলাধার শব্দটি এসেছে ৩২ বার। ভূমি বা জমি শব্দটি এসেছে ১৩ বার। এদের পুনরাবৃত্তির পরিমাণকে শতকরায় প্রকাশ করলে পাওয়া যায়– স্থলভাগের পরিমাণ = {১৩ ÷ (১৩ + ৩২)} × ১০০ = ২৮.৮৮৮% এবং জলভাগের পরিমাণ {৩২ ÷ (১৩ + ৩২)} × ১০০ = ৭১.১১১%।

চ. আসহাবে কাহাফ বা গুহার অধিবাসীদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তারা গুহার ভিতর ৩০৯ বছর ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। এ গুহার অধিবাসীদের বর্ণনা আছে, কুরআনের সুরা কাহাফের ৯ থেকে ২৫তম আয়াতে। এ আয়াত কয়টির মোট শব্দের সংখ্যা গণনা করলে ৩০৯ টি শব্দ পাওয়া যাবে।

ছ. সামুদ জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার ঘটনা উল্লেখ করে কুরআন বলেছে ভয়ংকর এক শব্দের মাধ্যমে আজাবের কথা। এখানে আজাবের উপকরণ 'ভয়ংকর' শব্দ। আবার লুত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার কথা উল্লেখ করে কুরআন বলছে পাথর-বৃষ্টির কথা। এখানে আজাবের উপকরণ 'পাথর বা শিলা-বৃষ্টি'। ভয়ংকর শব্দ ১৩, সামুদ জাতি ২৬ (১৩×২ = ২৬) বার করে এসেছে। পাথর বৃষ্টি ৪ বার, লুত সম্প্রদায় ৮ (৪×২ = ৮) বার করে এসেছে। লক্ষণীয় ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির পুনরাবৃত্তি, ধ্বংস করার উপকরণের পুনরাবৃত্তির দ্বিগুণ।

জ. কুরআনের অনেক জায়গায় তুলনা করতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য ব্যাপারটি হলো যে দু'টি শব্দের মাঝে তুলনা করা হয়েছে ঐ দু'টি শব্দ কুরআনে সমপরিমাণ সংখ্যায় এসেছে। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলার কাছে 'ইসা (আ.)-এর তুলনা হচ্ছে আদম (আ.)-এর মত।'[২৯৪] 'ইসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেছেন অলৌকিকভাবে, আর আদম (আ.)ও ঠিক তদ্রূপ।

ঝ. কোন কাজ করলে সে কাজের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল সম্পর্কিত পুনরাবৃত্তি আল কুরআনে সমান সংখ্যক বার এসেছে। যেমন–

১. যাকাত দিলে বরকত আসে। তাই যাকাত ও বরকত শব্দ দুটি এসেছে ৩২ বার করে।
২. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র 'ইবাদত করা। তাই 'মানুষ সৃষ্টি' ও 'ইবাদত' শব্দ দু'টি এসেছে ১৬ বার করে।

---

২৯৪. আল কুর'আন, ৩ : ৫৯

৩. গোলামের কাজ হলো গোলামি করা। গোলাম ও গোলামি শব্দ দু'টি এসেছে ১৫২ বার করে।
৪. নেশা করলে মাতাল হয়। 'নেশা' ও 'মাতাল' শব্দ দু'টি এসেছে ৬ বার করে।
৫. হায়াত লাভ করলে মউত হবেই। তাই 'হায়াত' ও 'মউত' শব্দ দু'টি এসেছে মোট ১৬ বার করে।
৬. মানুষ হিদায়াত পেলে তার উপর রহমত বর্ষিত হয়। 'হিদায়াত' ও 'রহমত' শব্দ দু'টি এসেছে মোট ৭৯ বার করে।
৭. কাজ করলে কাজের ফলাফল হবে। 'কাজ' ও 'ফলাফল' শব্দ দু'টি এসেছে ১০৮ বার করে।

ঞ. কুরআনে বলা হয়েছে– 'এটি যদি আল্লাহ্‌র বাণী না হত তাহলে এতে অনেক ভুল এবং পার্থক্য পরিলক্ষিত হত' এ আয়াত সঠিক বলে প্রমাণিত। কুরআনে Specially চাঁদকে নিয়ে একটি সুরা নাযিল হয়েছে– সুরা আল-ক্বমার। ক্বমার অর্থ চাঁদ। মানুষ প্রথম চাঁদে পদার্পণ করে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। যদিও চাঁদে অবতরণ নিয়ে রাশিয়ানরা প্রথমদিকে সন্দিহান ছিলেন; কিন্তু কেউই রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘটনাটির মুকাবিলা করার সাহস পায়নি এবং প্রথম চাঁদে অবতরণের বছর হিসেবে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এখানে লক্ষণীয় যে, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ হলো হিজরি ১৩৮৯ সাল। এখন সুরা আল-ক্বমার-এর প্রথম আয়াত 'কিয়ামাত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে' এ আয়াতটির আক্ষরিক মান হিসাব করলে তার যোগফল হয় ১৩৮৯।

আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে কুর'আন নাযিল পদ্ধতির কিছু মিল : এ যাবত বিশ্বে বিজ্ঞানের যত কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে সবকিছুতেই রয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের বিরাট অবদান। আধুনিক বিজ্ঞানের বহু তথ্যবহুল এ ঐশীগ্রন্থ অবতরণ পদ্ধতিতেও ছিল আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির আভাস। প্রাসঙ্গিকভাবে এ সম্পর্কিত কিছু দিক নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো :

মোবাইল ফোন প্রযুক্তি : আজ ব্যক্তিগত যোগাযোগে মোবাইল ফোনের ব্যবহার সর্বত্র। অপরের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করতে তার নির্দিষ্ট নম্বরে কল করা হয়। ফলে তার মুঠোফোনে রিংটোন বাঁজে এবং যোগাযোগ শুরু হয়। এ বিজ্ঞানটা ১৪৪৩ বছর পূর্বে মানুষ জানত না। কিন্তু তখনই মহান আল্লাহ্‌ বিজ্ঞানময় এ কুর'আন নাযিল করলেন আধুনিক এ পদ্ধতির মত করে। হাদিসের ভাষায় (مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ) বা ঘন্টা ধ্বনির ন্যায়। হাদিসে বর্ণিত আছে, 'একবার হারিস ইবন হিশাম (রা.) রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনার নিকট কোন্‌ পদ্ধতিতে ওয়াহি আসে। নবী কারিম (সা.) বললেন, কখনও আমি ঘন্টাধ্বনির মত শুনতে পাই।'[২৯৫]

বাইতুল মুকাদ্দাসকে সরাসরি দেখানো : নবুওয়াতের দশম বছর ৬২০ খ্রিস্টাব্দে ঘটে মহানবী (সা.)-এর অন্যতম মু'যিজা মি'রাজ। আর মি'রাজের মাধ্যমে যেমনিভাবে নবীজি (সা.)-এর সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি এর দ্বারা বিজ্ঞানের অনেক দিক উন্মোচিত হয়েছে। যেমন– 'বুরাক' তথা বিদুৎ গতিসম্পন্ন বাহনের ধারণা থেকে আজকের সুপারসনিক রকেট ও উচ্চ গতিসম্পন্ন যানবহনের সূত্রপাত, যথা– 'হাইপারলুপ' বিদুৎ ও চৌম্বকীয় শক্তিতে চলমান এক ধরনের চ্যানেল ট্রেন সাদৃশ ক্যাপসুল, যার গতিবেগ ঘন্টায় প্রায় ১২ শত কিলোমিটার।

---

২৯৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল বুখারি (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪, হাদিস নং ২

মধ্যাকর্ষণ ভেদ করার ধারণা, স্কেলেটর, বেতার ও টেলিভিশনের মত আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সূত্রপাত ঘটে এ মি'রাজের মাধ্যমে। মি'রাজ অর্থ 'ঊর্ধ্বারোহণের সিঁড়ি'।[২৯৬] আর তা থেকেই আজকের স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি 'স্কেলেটর'-এর আবিষ্কারের সূত্রপাত। ঊর্ধ্বালোকে নবীজি (সা.) একাকীত্ব বোধ করলে বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাঁটাচলা ও কথাবার্তার আওয়াজ শুনানো হয়, যা বর্তমানের রেডিও সাদৃশ। মি'রাজ পরবর্তী আবু জাহলসহ কাফির মুশরিকদের অবিশ্বাসের মুকাবিলায় সত্য প্রমাণের স্বার্থে সেদিন রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে সরাসরি বাইতুল মুকাদ্দাসকে দেখানো হয়েছিল। যা আজকের বহুল ব্যবহৃত লাইভ ভিডিও শো ও টেলিভিশন সাদৃশ।

বস্তুত, আল কুর'আন হলো সকল জ্ঞানের আঁধার। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ প্রেরিত সর্বশেষ জীবনবিধান হলো আল কুর'আন। এটিই একমাত্র মাধ্যম যার মাধ্যমে দিশেহারা মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পায়। বস্তুনির্ভর এ পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ কুর'আন পড়া ও গবেষণা ত্যাগ করে শুধুমাত্র জাগতিক ভোগবিলাস ও বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার নিয়ে মহাব্যস্ত। অথচ এ মহাগ্রন্থ আল কুর'আন থেকেই আধুনিক বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হচ্ছে। কুর'আন শুধু পড়তে নয়; বরং উপলব্ধি ও গবেষণা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই ইহকালে ও পরকালে সফলতা লাভ করার জন্য বেশি বেশি কুর'আন নিয়ে গবেষণা করা আবশ্যক এবং তা থেকে আহরিত জ্ঞানের আলোকে মানবজীবন ও দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নেয়া প্রয়োজন।

---

২৯৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *আল-কাওসার আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*(ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশান্স, সং. ৭, মার্চ ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৫৩৩

পঞ্চম অধ্যায়

আল কুর'আনের দৃষ্টিতে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

প্রথম পরিচ্ছেদ : রসুলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক যোগাযোগ প্রযুক্তি গ্রহণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দ্বীন প্রচারে আধুনিক মিডিয়া ও ইন্টারনেট

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দ্বীন প্রচারের মাধ্যম হিসেবে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে ইসলাম প্রচারকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পঞ্চম অধ্যায়

আল কুর'আনের দৃষ্টিতে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

রসুলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক যোগাযোগ প্রযুক্তি গ্রহণ

তথ্য-প্রবাহের এ যুগে ইন্টারনেট ও স্যোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য, আদর্শ ও দর্শন বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়া খুবই সহজ। ইসলামের দা'ওয়াত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বলেন, বিজ্ঞান ও শিল্পসম্মতভাবে শৈল্পিক উপস্থাপনায় ইসলামের মহিমা অন্যের সামনে তুলে ধরা, যাতে মানুষ ইসলামি জীবনব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়। দা'ওয়াত কখন কি পদ্ধতিতে হবে তাও পরিস্থিতির আলোকে হিকমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দা'ওয়াতের পদ্ধতি বা মাধ্যমকে যুগোপযোগী করাও ইসলামের একটি মূলনীতি। মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে দা'ওয়াতের মূলনীতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে,

اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ ط إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِه وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

'তুমি (মানুষকে) তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করবে উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।'[১]

উপরিউক্ত আয়াতে স্বয়ং রসুলে কারিম (স.) কে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে কীভাবে ইসলাম প্রচার করতে হবে। এখানে সুনির্দিষ্ট তিনটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

এক. হিকমত : হিকমত শব্দটির শাব্দিক অর্থ প্রজ্ঞা, বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, সারগর্ভ উক্তি, তাৎপর্য প্রভৃতি।[২] আল কুর'আনে হিকমত শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা :

১. এমন জ্ঞান যার মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ط 'তোমাদের প্রতি তাঁর (আল্লাহ্র) নি'আমত, কিতাব ও হিকমত যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, যার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন।'[৩]

২. প্রজ্ঞা : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ 'আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি।'[৪]

৩. সুন্নাত : নবীগণের সুন্নাত অনুসরণের গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ إِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ 'অবশ্যই আমি ইবরাহিমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম।'[৫]

---

১. আল কুর'আন, ১৬ : ১২৫
২. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, সং. ৩১, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ২৯৪
৩. আল কুর'আন, ২ : ২৩১
৪. আল কুর'আন, ৩১ : ১২

৪. কল্যাণকর জ্ঞান : এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ 'তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভুত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়।'[৬]

হিকমতের প্রয়োগক্ষেত্র : একজন দা'ই দা'ওয়াতের ময়দানে বিভিন্ন প্রকারের বিরোধিতা, বহু প্রকারের সৈন্য, বহু রকমের অস্ত্রের ও নানা পদ্ধতির মুকাবিলা করে থাকে। দা'ইকে এ ময়দানে সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ, পুঁজিবাদ, নাস্তিক্যবাদ ও অন্যান্য চিন্তাধারার মানুষের সাথে মুকাবিলা করতে হয়। এখানে কারও অন্তর অসুস্থ, আবার কেউ আবেগ দিয়ে ধর্ম পালন করছে। কেউ পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করছে, আবার কেউ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। আবার কেউ নির্দিষ্ট কয়েকটি নিয়ম পালনে মহাব্যস্ত। আবার কেউ বিদ'আত ও শিরকে লিপ্ত। কেউ নিজেদের স্বার্থে নতুন নতুন নিয়ম-কানুন তৈরি করে নিচ্ছে, কেউ ফরজের চেয়ে নফলের গুরুত্ব বেশি দিচ্ছে, কেউ ফরজ ত্যাগ করে বসে আছে।

উল্লিখিত বিষয়ে সঠিক পথ দেখানোর ও চিকিৎসার জন্য দা'ই নিজেকে মনে করবে, তিনি একটি বড় হাসপাতাল; যেখানে সকল রোগ নিরাময়ের ঔষধ পাওয়া যায়। এ সকলের চিকিৎসার জন্য তাকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, যাতে মানুষ মনে করে তার কাছে সকল রোগের চিকিৎসা ও ঔষধ রয়েছে, তার উপর রোগীর আস্থা ও নির্ভরশীলতা রয়েছে। যেমনিভাবে কঠিন রোগের সময় মানুষ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়, তেমনি দা'ইকে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হতে হবে।

একজন হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসা দ্বারা যেমনি রোগ নিরাময় হয় না, তেমনি অনভিজ্ঞ একজন দা'ই দ্বারা মানুষের অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিবর্তন করার কাজও হয় না। এ ধরনের হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় যেমন রোগীকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়, তেমনি মূর্খ ও অনিভিজ্ঞ দা'ই দ্বারা মানুষকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অজ্ঞতার পথ থেকে আলোর পথে আনা যায় না। এতে দা'ই নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানবজাতি আরো বেশি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

দা'ওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে হিকমত অর্থাৎ জোরালো তথ্য-প্রমাণের আলোকে বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে অত্যন্ত পরিপক্ক ও অকাট্য বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে, যা শুনে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানীরা ইসলামের কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়। বিশ্বে প্রচলিত কাল্পনিক দর্শনাদির অসারতা তাদের সামনে ধরা পড়ে। কোনো রকম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার বিকাশ যেন ওয়াহি বর্ণিত তত্ত্ব ও তথ্যকে অবাস্তব প্রমাণ করতে না পারে সে বিষয়ে একজন দা'ইকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

কোনো কিছু নিখুঁতভাবে ও দৃঢ়তার সাথে যথাস্থানে রাখাকে হিকমত বলে। তাড়াহুড়া করাকে হিকমত বলা হয় না। মানুষকে তার বর্তমান অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে রাতারাতি সাহাবিগণের জীবনাদর্শে রূপান্তরিত করতে চাওয়া কোনো হিকমত নয়। আর যে ব্যক্তি এরূপ আশা করে সে অবিবেচক ও প্রজ্ঞাহীন। কেননা আল্লাহ্র হিকমত এ ধরনের কাজ অনুমোদন করে না। এর প্রমাণ হলো রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছে যাতে মানুষের অন্তরে তা স্থির হয় ও পূর্ণতা পায়। দ্বিতীয় হিজরিতে যাকাত ফরজ হয়। কিন্তু তখন যাকাতের নিসাব ও হকদার কিছুই ফরজ হয়নি। নবী কারিম (সা.) যাকাত আদায়ের জন্য নবম হিজরির আগে কোনো প্রতিনিধি প্রেরণ করেননি। যাকাত আদায়ের

---

৫. আল কুর'আন, ৪ : ৫৪

৬. আল কুর'আন, ২ : ২৬৯

তিনটি ধাপ অতিবাহিত হয়েছে। মক্কায় ফরজ হয়েছে, যেমন কুরআনে এসেছে, وَاٰتُوْا حَقَّه يَوْمَ حَصَادِهٖ ‘এবং ফল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও।’[৭]

তখন যাকাতের বিধান ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। বিষয়টি মানুষের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরিতে যাকাতের নিসাব ও হকদার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। নবম হিজরিতে রসুলুল্লাহ্ (সা.) পশু ও শস্যের মালিকদের কাছে যাকাত আদায়ের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

এমনিভাবে সিয়ামের বিধান ক্রমবিকাশে মানুষের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছে। প্রথমে সিয়াম পালন করা বা সিয়ামের পরিবর্তে লোকদেরকে খাদ্য দেয়ার ব্যাপারে মানুষকে সুযোগ দেয়া হয়েছিল। অতঃপর সকলের জন্য সিয়াম ফরজ করা হয়। আর যারা সিয়াম পালনে অক্ষম শুধু তাদের ক্ষেত্রে সিয়ামের পরিবর্তে খাদ্য প্রদানের বিধান বহাল থাকে। আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক শারি‘আহ্ প্রণয়নে মানুষের অবস্থা কীভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে তা চিন্তা ও গবেষণার বিষয়।

দুই. আল-মাওইযাতুল হাসানা : ‘মাওইযা হাসানা’[৮]-এর দ্বারা মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশকে বুঝানো হয়েছে, যা দরদ ও আবেগে পরিপূর্ণ থাকবে। সহমর্মিতা ও দরদ দিয়ে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় যে উপদেশ প্রদান করা হয় তাতে অনেক সময় পাষাণ-হৃদয়ও মোমের মত গলে যায়, মৃত দেহে প্রাণের সঞ্চার হয় এবং একটি হতাশ ও ক্ষয়ে যাওয়া জাতি গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠে। মানুষ ভয়-ভীতি ও আশাব্যঞ্জক বক্তব্য শুনে লক্ষ্যস্থলের দিকে প্রবল বেগে ছুটে চলে, বিশেষত যারা তেমন একটা ধীমান ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মস্তিষ্কের অধিকারী নয়, অথচ অন্তরে সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা প্রবল, তাদের হৃদয়ে মনোজ্ঞ ওয়ায-নসিহত দ্বারা এমন কর্ম-প্রেরণা সঞ্চার করা যায়, যা উঁচু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সম্ভব হয় না।

তিন. উত্তম পন্থায় বিতর্ক : মুজাদালা (مجادلة) শব্দটি جادل শব্দ থেকে উদ্ভুত, অর্থ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক।[৯] মুজাদালা (مجادلة) শব্দের অর্থ যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও দলিলের মাধ্যমে একে অপরের সাথে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং অন্যের সামনে সঠিক দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা।

মুজাদালা (مجادلة) বলা হয় সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত ও যুক্তিপূর্ণ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা। অন্য অর্থে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের উপস্থাপিত অভিযোগকে উপযুক্ত দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে খণ্ডন করা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর’আনের ঘোষণা হয়েছে, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ ‘তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক কর।’[১০]

এখানে তর্ক-বিতর্ককে দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : (১) প্রথমটি উত্তম পন্থায় যা উপরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ও (২) অপরটি বাতিল পন্থায়। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, وَجَادَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ ‘তারা মিথ্যা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেন সত্য ধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।’[১১]

আল কুর’আনের উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তর্ক-বিতর্ক উত্তম পন্থায় করতে হবে এবং অত্যন্ত নম্র ও মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে হবে। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর রসুল (সা.)-কে

---

৭. আল কুর’আন, ৬ : ১৪১
৮. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আল মু‘জামুল ওয়াফী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
১০. আল কুর’আন, ১৬ : ১২৫
১১. আল কুর’আন, ১৮ : ৫৬

হিকমত, উত্তম উপদেশ ও উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সকল মানুষকে তাঁর দিকে আহ্বান করার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ চিন্তাধারা ও 'আক্বিদার দিক থেকে তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন :

প্রথম ভাগ : এ দল যাদের অন্তর প্রকৃতিগতভাবে সত্য দা'ওয়াত গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত, যখনই তাদের সামনে ইমানের দা'ওয়াত উপস্থাপিত হয় তারা কোনো প্রকার সন্দেহ ব্যতীতই তা গ্রহণ করে। যার উদাহরণ ইসলামি দা'ওয়াতের প্রথম সারির ব্যক্তিবর্গ। তাদের প্রতি দা'ওয়াত দিতে হবে হিকমত সহকারে।

দ্বিতীয় ভাগ : দ্বিতীয় দলের সংখ্যা অধিক, তারা প্রথম দলের মত এবং প্রকৃতিগতভাবে উত্তম চরিত্রের দিক থেকে সমপর্যায়ের নয়। তারা সর্বদা হক ও বাতিলের মাঝখানে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আচ্ছন্ন থাকে। তাদেরকে উত্তম ওয়াজ- নসিহত, সুন্দর কথার মাধ্যমে সত্য পথে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। অসৎ পথের পরিণতি সম্পর্কে ভয় করে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানাতে হবে ও তাদের যাবতীয় সন্দেহ দূরিভূত করে মু'মিনদের দলে অর্ন্তভুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে, তাদেরকে দা'ওয়াত দিতে হবে উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।

তৃতীয় ভাগ : তৃতীয় দল যারা জাহিলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত। সর্বদা গুনাহের কাজে লিপ্ত, বাতিলের উপর অটল এবং সর্বদা হকের দা'ওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُوْنَ. قَالُوْا ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا إِلاَّ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ

'এতদসত্ত্বেও তারা বলে, যেমন বলেছিল তাদের পূর্ববর্তীরা। তারা বলে, আমাদের মৃত্যু ঘটলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? আমাদেরকে তো এ বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষগলকেও। এটা তো পূর্ববতী কালের উপকথা (কল্পকথা) ব্যতীত আর কিছুই নয়।'[১২]

এ ধরনের লোকদেরকে শুধু কুর'আনের বাণী ও উত্তম উপদেশের সাহায্যে দা'ওয়াত দিলে কোনো ফল হবে না; বরং তাদের সামনে উত্তম বাণী ও যুক্তিপূর্ণ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে দা'ওয়াত দিতে হবে। যাদেরকে দা'ওয়াত দেয়া হবে তারা তিনটি দলে বিভক্ত। তাদের এক দলকে হিকমত, একদলকে ওয়াজ নসিহত আর একদলকে যুক্তিপূর্ণ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে দা'ওয়াত দিতে হবে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে দা'ওয়াত গ্রহণকারী দলকে হিকমতের সাহায্যে দা'ওয়াত প্রদান করলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন দুগ্ধ পানকারী শিশুকে পাখির গোশত ভক্ষণ করতে দিলে তার পেট নষ্ট হয়ে যায়। হিকমতের সাহায্যে দা'ওয়াত গ্রহণকারীদেরকে হিকমতের সাহায্যে দা'ওয়াত না দিয়ে যুক্তিপূর্ণ দলিল উপস্থাপন করে দা'ওয়াত দেয়া হলে, তারা তা প্রত্যাখান করবে। যেভাবে একজন শক্তিশালী ব্যক্তিকে বার বার দুধ পান করতে দেয়া হলে, সে তা প্রত্যাখ্যান করে। তেমনিভাবে যুক্তিপূর্ণ দলিল-প্রমাণ যদি কুর'আনের উপস্থাপিত উত্তম পন্থায় উপস্থাপন করা না হয়, তাহলে তার অবস্থা হবে একজন মরুবাসীর মত যে সর্বদা খেজুর খেয়ে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত; তার সম্মুখে যবের রুটি দেয়া হলে সে কখনও তা গ্রহণ করবে না। আবার যারা যবের রুটি খেতে অভ্যস্ত তাদেরকে সর্বদা খেজুর খেতে দিলে সে তা গ্রহণ করবে না। আল্লাহ্ পবিত্র কুর'আনে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে হিকমত, উত্তম নসিহত ও যুক্তিপূর্ণ তর্ক-বিতর্কের

১২. আল কুর'আন, ২৩ : ৮১

মাধ্যমে দা'ওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। যা সর্বকালে, সব সমাজে ও সকল অবস্থায় প্রযোজ্য। কারণ আল্লাহ্ দা'ওয়াত দানকারীদের অবস্থা ভাল করে জানেন, তিনি মানুষদেরকে বুদ্ধি ও বিবেকের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পার্থক্য করে সৃষ্টি করেছেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) কাফিরদের সাথে তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করে দা'ওয়াত দিয়েছেন।

ইসলাম প্রচারের কাজে যারা নিযুক্ত থাকবে তাদের অবশ্যই মানুষের ও সমাজের প্রকৃত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে দা'ওয়াত দিতে হবে। যেভাবে রোগের বিভিন্নতার কারণে ঔষধও বিভিন্ন হয়ে থাকে। তেমনিভাবে মানুষের অন্তরের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। কোনো ঔষধ এক ব্যক্তির উপকার করে আবার তা অন্যের ক্ষতি করে। সুতরাং দা'ওয়াত দানকারী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবে যার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে।

ইমাম গাযালি (র.) বলেন, যারা বুদ্ধিমান তাদেরকে দা'ওয়াত দিতে হবে যুক্তিপূর্ণ দলিল-প্রমাণের সাহায্যে। সাধারণ মানুষকে দা'ওয়াত দিতে হবে ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে। কেননা, তারা দলিল বা প্রমাণ বুঝে না। যারা ইসলাম বিরোধী তাদেরকে দা'ওয়াত দিতে হবে যুক্তি-তর্ক দিয়ে। কেননা, নসিহত তাদের জন্য কোনো ফলদায়ক হবে না।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ্ (র.) বলেন, হিকমত হলো সত্য বুঝা এবং সে মুতাবিক কাজ করা। যাদের সত্য বুঝার ক্ষমতা আছে এবং তা গ্রহণের ইচ্ছা রয়েছে তাদেরকে হিকমতের সাহায্যে আহ্বান জানাতে হবে। তাদের সামনে সত্য ও জ্ঞানের কথা স্পষ্ট করতে হবে, যাতে তারা তা গ্রহণ করতে পারে। অন্যদল যারা সত্যকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাদের স্বভাব সত্য গ্রহণ করার পথে প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করে। তাদেরকে উত্তম নসিহতের মাধ্যমে সত্য পথে চলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। বাতিল পথ পরিহারের জন্য ভয় প্রদর্শন করতে হবে। যারা সত্যকে গ্রহণ করবে, তাদের হিকমত ও উত্তম নসিহতের মাধ্যমে দা'ওয়াত দিতে হবে। যে ব্যক্তি উক্ত পন্থায় দা'ওয়াত গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে না তার সাথে উত্তম ও যুক্তিপূর্ণ দলিল-প্রমাণের সাহায্যে তর্ক-বিতর্ক করে দা'ওয়াত দিতে হবে।

উত্তম পন্থায় বিতর্কের পদ্ধতি : অনেক সময় প্রকৃত যোদ্ধা, ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যানুসন্ধিৎসু স্তরের লোকদেরও সংশয়-সন্দেহ ঘিরে ধরে, আলোচনা-পর্যালোচনা ছাড়া তখন তাদের সঠিক জ্ঞান ফিরে আসে না। তাই বলা হয়েছে, 'আর তাদেরকে বিতর্কে নিরুত্তর কর উত্তম পন্থায়।'[১৩] অর্থাৎ কখনো এমন অবস্থার সম্মুখীন হলে তখন উৎকৃষ্ট পন্থায় সৌজন্য, শিষ্টাচার, সত্যানুরাগ ও ন্যায়-নিষ্ঠতার সাথে তর্ক-বিতর্ক করা উচিত। প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করাতে চাইলে তা উত্তম পন্থায়ই করা শ্রেয়। অহেতুক রূঢ় ও বেদনাদায়ক কথাবার্তা দিয়ে সমস্যার কোনো সমাধান তো হয়ই না; বরং তা পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে সত্য গ্রহণের সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করে দেয়। উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। রুক্ষতা, দুর্ব্যবহার ও হঠকারিতা কখনো সুফল বয়ে আনে না।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এখানে ইসলামের দা'ওয়াতকে কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডির মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপক রাখা হয়েছে। যাতে দা'ওয়াতের সকল পদ্ধতি, মাধ্যম ও উপকরণকে অন্তর্ভুক্ত রাখা যায়। এ আয়াত অবলম্বনে এ কথা বলা যায় যে, প্রযুক্তির সমসাময়িক সকল উপকরণকেই ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যবহার করা এখন সময়ের দাবি। এ জন্যই রসুলুল্লাহ্ (সা.) দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর যুগের সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতিগুলো বেছে নিয়েছিলেন। যেমন কুরাইশদের প্রথা ছিল গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংবাদ দিতে উলঙ্গ হয়ে

---

১৩. আল কুর'আন, ১৬ : ১২৫

সাফা পাহাড়ে উঠে চিৎকার করা। যাকে বলা হত 'নাযিরুল উরইয়ান' বা হতবিহ্বল ভীতি প্রদর্শনকারী। রসুলুল্লাহ্ (সা.)ও এ পদ্ধতিতে লোকজনকে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে জড়ো করে দা'ওয়াতের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন।[১৪] তবে তিনি জাহিলি যুগের প্রথানুসারে বিবস্ত্র হননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে উক্ত প্রচার ব্যবস্থাটিকে পরিমার্জিত, পরিশোধিত ও উন্নত করেছিলেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে তার ব্যক্তিগত প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছেন। মোটকথা রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর যুগের সকল আধুনিক পদ্ধতির যথাযথ ব্যবহার করে মানুষের সামনে দা'ওয়াতের কৌশল ও আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। যা সকল যুগের ইসলাম প্রচারকদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। এ জন্য একজন দা'ইকে ইসলামি জ্ঞানের পাশাপশি প্রযুক্তির জ্ঞানেও পারদর্শী হতে হবে। আর ইসলামের দা'ওয়াত দিতে হবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ও শৈল্পিক উপস্থাপনায়, যাতে মানুষ ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে দা'ওয়াতের মাধ্যম হিসেবে গণমাধ্যম ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার : গণমাধ্যম আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামের প্রচার-প্রসারে গণমাধ্যমের গুরুত্ব অত্যধিক। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যজনের নিকট তথ্য ও ধারণা আদান-প্রদান করা যায়। ফলে ইসলামি দা'ওয়াহ্ কার্যক্রম আধুনিককালে গণমাধ্যম ব্যতীত সফলভাবে সম্পন্ন করা অসম্ভব। পবিত্র কুর'আন ও হাদিসে এ ধরনের মাধ্যমের ব্যবহার সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

আল কুর'আন মিডিয়া ও ইনফরমেশনে সমৃদ্ধ গ্রন্থ। আল কুর'আনে দা'ওয়াহ্-এর সর্বপ্রথম যে নির্দেশনা এসেছে তাতেও মিডিয়ার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। মিডিয়া বিভিন্নভাবে কাজ করে। যেমন– নির্দেশনা দান, বক্তব্য, অংকন, ঘোষণা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি। আর আল কুর'আন হলো একটি (Textual Media) মূলপাঠ সংক্রান্ত মিডিয়া। কুর'আন অবতীর্ণের সূচনাকালে যে প্রথম পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল তার বিশ্লেষণ করলে মিডিয়ার সকল উপাদান পাওয়া যায়। মিডিয়ার উপাদান পাঁচটি। যথা :

(১) প্রেরক (Sender); (২) গ্রাহক (Receiver); (৩) সংবাদ (Massage); (৪) চ্যানেল (Channel) ও (৫) উদ্দেশ্যাবলী (Objectives)।

রসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপর প্রথম অবতীর্ণ ওয়াহির আয়াত হলো :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ. الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন– সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক্ব (রক্তপিণ্ড) থেকে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন– শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।'[১৫]

এখানে প্রেরক হলেন আল্লাহ্ তা'আলা, গ্রাহক মুহাম্মদ (সা.), সংবাদ হলো ইসলাম, চ্যানেল হলো জিবরাইল (আ.), আর উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির হিদায়াত।[১৬]

আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে যুগে যুগে তাদের হিদায়াতের জন্য যেমন নবী-রসুল পাঠিয়েছেন, তাদেরকে সমকালীন শ্রেষ্ঠ মাধ্যম আয়ত্ব করে দিয়েছেন এবং তা দিয়ে জাতিকে হিদায়াতের

---

১৪. আবু ইসা মুহাম্মাদ ইবন 'ইসা আত-তিরমিযি, *জামি' আত তিরমিযি*(বৈরুত : দারুল গরবিল ইসলামি, সং. ১, ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৭৯, হাদিস নং ৩৩৬৩

১৫. আল কুর'আন, ৯৬ : ১-৫

১৬. আবু সুলাইমান, আব্দুল হামিদ, *আল ই'লামুল ইসলামি ওয়া 'আলাকাতুল ইনসানিয়্যাহ*(রিয়াদ : ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ১৮১-১৮২

আলোকবর্তিকা দেখাতে নির্দেশ দিয়েছেন। মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে সাহিত্যের উৎকর্ষতা থাকায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সাহিত্যসমৃদ্ধ মহাগ্রন্থ আল কুর'আন দিয়ে বিজয়ী করেছেন।

এরূপে মুসা (আ.)-এর যুগে জাদুবিদ্যার প্রভাব থাকায় তাকে সেটির মুকাবিলায় শক্তিশালী বস্তু দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তাঁর মু'যিজা ছিল সমকালীন শ্রেষ্ঠ জাদুস্বরূপ– হাত বগল থেকে বের করলে শুভ্র ও লাঠি সর্প হয়ে যাওয়া। তিনি শ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন না। তাই তাকে সহযোগিতা করার জন্য গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরূপে শুদ্ধভাষী ও স্পষ্টভাবে বক্তব্য প্রদানকারী হারুন (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। কুর'আনে এসেছে,

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ. وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ. يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ. وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِيْ. هٰرُوْنَ أَخِيْ. اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِيْ. وَأَشْرِكْهُ فِيْ أَمْرِيْ

'মুসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ সম্প্রসারিত করে দাও এবং আমার কাজ সহজ করে দাও। আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার জন্য করে দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনদের মধ্য থেকে; আমার ভাই হারুনকে; তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার কর।'[১৭]

পরিশেষে ফির'আউনের জাদু পরাস্ত হলো এবং সকল জাদুকর ইমান আনল। মহান আল্লাহ্ বলেন,

قَالَ بَلْ أَلْقُوْا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعٰى. فَأَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوْسٰى. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰى. وَأَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ط إِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ط وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتٰى. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى

'তারা বলল, 'হে মুসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। মুসা বলল, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাদের জাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মুসার মনে হলো তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে। তখন মুসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল। আমি বললাম, ভয় কর না, তুমিই প্রবল হবে। আর তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো শুধু জাদুকরের কৌশল। আর জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না। অতঃপর জাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হলো ও বলল, 'আমরা হারুন ও মুসার প্রতিপালকের প্রতি ইমান আনলাম।'[১৮]

অনুরূপভাবে ইবরাহিম (আ.) প্রতিবছর একবার একটি স্থানে একত্রিত হওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান জানাতেন। তিনি কা'বাঘর তৈরি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘরকে মানব জাতির জন্য 'ইবাদতগৃহ বানিয়ে দিয়েছেন। কুর'আনে এসেছে,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ط وَعَهِدْنَا إِلٰى إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

'আর সে সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি কা'বাগৃহকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর। আর ইবরাহিম ও ইসমাইলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকু' ও সিজ্‌দাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।'[১৯]

---

১৭. আল কুর'আন, ২০ : ২৫-৩২

১৮. আল কুর'আন, ২০ : ৬৬-৭০

১৯. আল কুর'আন, ২ : ১২৫

সুলাইমান (আ.)-কে মহান আল্লাহ্ অসংখ্য যোগাযোগ শক্তি দান করেছিলেন। এমনকি তিনি পাখিদের ভাষাও বুঝতে পারতেন। সাবার রাণীর অবস্থান তিনি হুদহুদ পাখির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। কুর'আনে এসেছে, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ صلى أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ 'আর সুলাইমান বিহঙ্গদলের সন্ধান নিল এবং বলল, ব্যাপার কি, আমি হুদহুদকে দেখছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি?'[২০]

দাউদ (আ.) অত্যন্ত বাকপটু ছিলেন, তিনি সুললিত কণ্ঠে আল্লাহ্র বাণী আবৃত্তি করতেন। মাছ ও পাখিরা তার আবৃত্তি উপভোগ করতে একত্রিত হত। এ মর্মে কুর'আনে এসেছে, إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَه يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ. وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ط كُلٌّ لَّه أَوَّابٌ. وَشَدَدْنَا مُلْكَه وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ 'নিশ্চয় আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, যেন এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং সমবেত বিহঙ্গকুলকেও; সকলেই ছিল তাঁর অভিমুখী। আর আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা (হিকমত) ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।'[২১]

এছাড়াও তিনি লোহার ব্যবহার সহজ করে দিয়েছিলেন যাতে তিনি তা দ্বারা সভ্যতার উন্নতি সাধন করতে পারেন। অতএব, বলা যায় যে, সকল নবী-রসুল সমকালীন শ্রেষ্ঠ সম্পদ দা'ওয়াতি উপকরণ পেয়েছেন এবং তার যথোপযুক্ত ব্যবহার করে ইসলাম প্রচারে রত থেকেছেন। সাধারণভাবে সকলে মৌখিক যোগাযোগ ও সভ্যতার উন্নয়নে অবদান রেখেছিলেন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দা'ওয়াতি কর্মে গণমাধ্যম ও সমসাময়িক আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার : মহানবী (সা.) আল্লাহ্র পথে শ্রেষ্ঠ দা'ই হিসেবে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দান ও জাহান্নাম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করাসহ কল্যাণের পথে আহ্বান করা ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا. وَّدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا হে নবী! অবশ্যই আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।'[২২]

মূলত দা'ওয়াতের মাধ্যমেই রোম, পারস্যসহ পৃথিবীর দিগদিগন্তে দ্বীন ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের ময়দানেও রসুলুল্লাহ্ (সা.) শত্রুবাহিনীকে দ্বীন গ্রহণের দা'ওয়াত দিতেন। এভাবে অষ্টম হিজরিতে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করে চিরশত্রুকেও ক্ষমা করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ইসলাম বিদ্বেষী পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দ 'তলোয়ারের সাহায্যে দ্বীন প্রচার হয়েছিল' মর্মে অপপ্রচার চালাচ্ছে; যা কখনও সঠিক নয়। বরং সমকালীন শ্রেষ্ঠ মিডিয়ার অনুসরণে রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর দা'ওয়াতি কার্যক্রমে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে তাঁর দা'ওয়াহ্ কার্যক্রমে গণমাধ্যমের ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

এক. মৌখিক মাধ্যম : রসুলুল্লাহ (সা.) স্বীয় বক্তব্য দ্বারা মানুষকে আকৃষ্ট করতেন। বাচনিক দিক দিয়ে তিনি এমন একজন বিতার্কিক ও বাগ্মী ছিলেন যে, তার সমকক্ষ ছিল না। এটি তার অন্যতম মু'জিযা, পবিত্র কুর'আন অস্বীকারকারীরা কুর'আন অবতীর্ণ হওয়া বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় পোষণ করলে তিনি তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুর'আন তাঁর সে চ্যালেঞ্জকে বিশ্ববাসীর জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে

২০. আল কুর'আন, ২৭ : ২০
২১. আল কুর'আন, ৩৮ : ১৮-২০
২২. আল কুর'আন, ৩৩ : ৪৫-৪৬

উল্লেখ করেছে। আল্লাহ্ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ 'আর আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোনো সুরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষী-সাহায্যকারীকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'[২৩]

অতঃপর বলেন, أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ 'তারা কি বলে, সে এটা রচনা করেছে? বল, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সুরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'[২৪]

আরো বলা হয়েছে, قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى أَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لاَ يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا. 'বল, যদি কুর'আনের অনুরূপ কুর'আন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না।'[২৫]

এছাড়াও কবিতা আবৃত্তি, যুদ্ধের উৎসাহব্যাঞ্জক কবিতা অন্যতম ছিল। সে সময় কিছু সংখ্যক প্রসিদ্ধ কবি ও কাব্যকারগণ আল্লাহর রসুলের সংস্পর্শে এসে এ আবৃত্তিতে আরো অধিক আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে তুফাইল ইব্ন আমর আদ্-দাউসি, হাস্সান ইব্ন সাবিত, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা, কা'ব ইব্ন যুহাইর ছিলেন অন্যতম।

দুই. পাহাড়ের চূঁড়ায় আরোহণ : ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কাবাসীরা বিপদজনক কোনো সংবাদ বা ঘটনা দেখলে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করার জন্য সাফা পাহাড়ে আরোহণ করত, তার কাপড় ছুড়ে ফেলত এবং লোকজনকে ঘটনা শুনাত বা সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করত যেন তারা সতর্ক হয়ে যায়।[২৬] ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে প্রকাশ্যে দা'ওয়াত উপস্থাপনের জন্য মহানবী (সা.) এ পদ্ধতিটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, 'একদা নবী কারিম (সা.) সাফা পাহাড়ের চূঁড়ায় আরোহণের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং আরোহণ করে উচ্চস্বরে বললেল, يا صباحاه! (হে প্রভাতকালের বিপদ!)। একথা বলে তিনি চিৎকার দিতে লাগলেন। লোকজন বলাবলি করতে লাগল– কে চিৎকার করছে? তারা বলল, মুহাম্মাদ। অবশেষে তারা তাঁর কাছে সমবেত হলো। সকলে উপস্থিত হলে নবী কারিম (সা.) বললেন, হে অমুক সম্প্রদায়! হে অমুক সম্প্রদায়! হে আব্দুল মানাফের বংশধর! হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! এবার তারাও একত্রিত হলো। তখন তিনি (রসুলুল্লাহ্ সা.) বললেন, আমি যদি বলি যে, এ পাহাড়ের অপর পাশে এক বিরাট শত্রুবাহিনী রয়েছে, তারা তোমাদের উপর এখনই আক্রমণ করবে। তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? সমবেত সকলে জবাব দিল, আমাদের জানামতে তুমি কখনও মিথ্যা কথা বলনি। তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আল্লাহ্র আযাব আসার পূর্বে আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, তোমরা সে আযাব থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা কর।'[২৭]

---

২৩. আল কুর'আন, ২ : ২৩

২৪. আল কুর'আন, ১০ : ৩৮

২৫. আল কুর'আন, ১৭ : ৮৮

২৬. Abdus Salam Shafi Puthige, *Towards Performing Da`wah*(London : International Council for Islamic Information, 1997), p. 108

২৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.), অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, সেপ্টেম্বর ২০০০ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১২৪, হাদিস নং ৪৪০৮

তিন. জন সমাবেশ স্থলে গমন : দা'ওয়াত দানকারী সর্বদা মাদ'উ তথা দা'ওয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য যে সব স্থানে জনগণ একত্রিত হয় এবং অধিক সংখ্যক জন সমাগম ঘটে সেখানে গমন করেন। তৎকালীন আরবে মানুষ সাধারণত কোনো মেলা অথবা বাজার কেন্দ্রিক জড়ো হত। ফলে নবী কারিম (সা.)-এর বিরুদ্ধে কুরাইশগণ সে সব স্থানে জনমত তৈরি করত। রসুলুল্লাহ্ (সা.) ও মক্কার প্রসিদ্ধ মেলার স্থান ও বাজারে দ্বীন প্রচারের জন্য গমণ করতেন। সে সময়ে ছয়টি স্থান প্রসিদ্ধ ছিল যেখানে মেলা সংগঠিত হত এবং বাজার বসত।[২৮] এসব বাজারে তিনি (সা.) মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন। এটি ছিল কোনো সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে। কোথাও বা দলগত আবার কোথাও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান প্রভৃতির সাহায্যে তিনি দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এভাবে তাঁর দা'ওয়াতে অসংখ্য মানুষ আকৃষ্ট হয়েছিল।[২৯]

এ ছাড়া রাস্তা গমনাগমনের সময় তিনি (সা.) মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সালাম বিনিময় করতেন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করতেন, মানুষকে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতেন। শুধু তাই নয়, এসব কাজকে তিনি রাস্তার হক বলে চিহ্নিত করেছেন। সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدِنِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ إِذْ أَبَيْتُمْ إِلاّ الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

'আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত নবী কারিম (সা.) বলেন, তোমরা রাস্তায় বসা হতে বিরত থাক। অতঃপর তারা বলল, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের পরস্পরের মাঝে আলাপচারিতার (রাস্তা বাদে) আর কোনো স্থান নেই। তারপর তিনি (সা.) বলেন, তাহলে তোমরা বসবে তবে রাস্তার হক আদায় করবে। রাস্তার হক কী, হে আল্লাহ্র রসুল? তিনি বলেন, চক্ষু সংযত রাখবে, কষ্টদায়ক জিনিস থেকে দূরে থাকবে, আর সালামের জবাব দিবে, সৎকাজে আদেশ দিবে, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।'[৩০]

চার. দেশত্যাগ করা বা হিজরত করা : মহানবী (সা.) ইসলামি দা'ওয়াহ্ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে হাবশায় হিজরত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি নিজেও ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা থেকে প্রায় ৪৩০ কিলোমিটার দূরবর্তী শহর মদিনাতে গমন করেন। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর এ হিজরত ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নতুন এক সমাজ ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় হিজরতের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া তিনি মদিনার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন আরব অধিবাসীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। পরিশেষে দেখা গেল যে, মক্কার চেয়ে অধিক হারে মদিনাবাসী তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। এমনকি তিনি সেখানে একটি আদর্শ (মডেল) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে দা'ওয়াহ্ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। মূলত মদিনাতেই সর্বপ্রথম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পাঁচ. মসজিদভিত্তিক দা'ওয়াহ্ কার্যক্রম : ইসলামি দা'ওয়াহ্ কার্যক্রমের অন্যতম কেন্দ্র হলো মসজিদ। মুসলিমগণের পরস্পরের মাঝে দৈনিক পাঁচবার মসজিদে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। ফলে ইসলামি

---

২৮. ফুয়াদ তাওফিক আল-আওয়ানি, *আস সাকাফাতুল ইসলামিয়্যাহ ওয়া দাওরুহা ফিদ্-দাওয়াহ*(বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২২

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৩০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.),অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০০৩ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৫১১, হাদিস নং ৫৭৯৬

দা'ওয়াহ্ কার্যক্রমের ভিত্তি হিসেবে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। হিজরতের পর মহানবী (সা.) মদিনাতে মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এটিকে শুধু নামাযের স্থান হিসেবে বেছে নেননি। বরং ইসলামি রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম তিনি এখান থেকে পরিচালনা করতেন। সাহাবিগণের দ্বীনি যোগ্যতা বৃদ্ধি, কুর'আন শিক্ষাদান, বিভিন্ন নির্দেশনামূলক বক্তব্য, সবই মসজিদে প্রদান করা হত। বর্তমানে সংবাদপত্র, রেডিও, ফিল্ম, লাইব্রেরি প্রভৃতি ইসলাম প্রসারে যা অগ্রগতি সাধন করে তার চেয়ে আরো অধিক অগ্রগতি সাধিত হতে পারে মসজিদ ভিত্তিক দা'ওয়াহ্ কার্যক্রমের মাধ্যমে। মসজিদ তখন মানুষের জন্য 'ইবাদত, শিক্ষা, প্রশাসন এবং রিসোর্স কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছিল, আর আজও তা করতে পারে।[৩১]

রসুলুল্লাহ্ (সা.) মানুষকে দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্য মসজিদে নববীতে বসতেন। সাহাবিগণ নিজেদের মধ্যে এ মজলিসে বসার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত। সাধারণত তিনি উসতুয়ানায়ে আবু লুবাবা তথা তাঁর হুজরা ও মসজিদের মিম্বর মধ্যবর্তী চতুর্থ খুঁটির কাছে বসতেন।[৩২]

ফজরের নামাজান্তে তিনি মুসল্লিদের দিকে মুখ ফিরে বসতেন। তারপর রাতে যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তা তিলাওয়াত করতেন, এভাবে সূর্যোদয় পর্যন্ত সাহাবিগণ বিভিন্ন বিষয় তাঁর কাছে উপস্থাপন করত। অনেক আগন্তুক সে সময়ে তাঁর কাছে এসে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করত। রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। এ মর্মে সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، مَا القِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، قَالَ : وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

'আবু মুসা আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আসল এবং তাকে প্রশ্ন করল, কোন্‌টি আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম? অতঃপর তিনি (সা.) তার দিকে মাথা তুলে দৃষ্টি দিলেন। তিনি বললেন, যে আল্লাহ্‌র বাণী বুলন্দ করার জন্য সংগ্রাম করে সেটি আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম।'[৩৩]

এছাড়াও আরও একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ : فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا : فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ : فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ : فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ

'নিশ্চয় একদা রসুলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদে নববীতে সাহাবিদের সাথে নিয়ে বসে ছিলেন। এ সময় হঠাৎ তিনজন লোক গমন করল। এদের দু'জন রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দিকে গমন করল; অতঃপর সেখানে অবস্থান করল। এ দু'জনের একজন লোকজনের মধ্যে একটু ফাঁকা স্থান দেখে বসে পড়ল। অপরজন পিছনে বসল। আর তৃতীয় ব্যক্তি পিছনে হটে গেল। রসুলুল্লাহ্ (সা.) যখন কথা বলা থেকে বিরত হলেন,

---

৩১. আবু সুলাইমান, আব্দুল হামিদ, *আল ই'লামুল ইসলামি ওয়া 'আলাকাতুল ইনসানিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০, ৪৬১

৩২. মো. আব্দুল কাদের, *আদ্-দাওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ্ ওয়া দিরাসাতুল ইলম ফিল আহদিল উমাবি : দিরাসাতুত তাহলিলিয়্যাহ্*(কুষ্টিয়া : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ), পৃ. ২০৫

৩৩. ইবন হাজার আল আসকালানি, *ফাতহুল বারি লি শারহি সহিহিল বুখারি*(কায়রো : দারুর রাইয়ান লিত তুরাছ, ১৪০৭ হি.), খ. ১, পৃ. ২৬৮, হাদিস নং ১২৩

তখন তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে তিনজন লোক সম্পর্কে জানিয়ে দিব। তাদের একজন আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইল, আর আল্লাহ্ তাকে আশ্রয় দিলেন। দ্বিতীয় জন অনুপ্রেরণা চাইল, আর আল্লাহ্ তাকে অনুপ্রেরণা দিলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল, আর আল্লাহ্‌ও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।[৩৪] এভাবে মসজিদ দ্বীন ও দুনিয়ার অন্যতম এক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত ছিল।

ছয় : খুতবা বা ভাষণদান : ইসলামি দা'ওয়াহ্ কার্যক্রম সম্প্রসারণে খুতবা একটি কার্যকরী মাধ্যম। রসুলুল্লাহ্ (সা.) মানুষের সামনে ভাষণ দেয়ার জন্য দণ্ডায়মান হতেন। সর্বসাধারণের নিকট ইসলামের বাণী প্রচারের এটি অন্যতম মাধ্যম। যেহেতু এ কাজটি সম্পন্ন করা অত্যাবশ্যক। সেহেতু নবী-রসুলগণের অন্যতম দায়িত্ব ছিল দ্বীনের প্রচার ও প্রসার। এ মর্মে কুর'আনে এসেছে, وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلَغُ الْمُبِيْنُ 'আর স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।'[৩৫]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে খুতবার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। প্রকাশ্যে দা'ওয়াত শুরু হওয়ার পর থেকে নবী কারিম (সা.) বিভিন্ন প্রতিনিধিদল, সৈন্যবাহিনী, আগন্তুক, সকলের কাছে কল্যাণের দা'ওয়াত, দ্বীন গ্রহণের আহ্বান ও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের দা'ওয়াত দেয়ার জন্য খুতবা দিতেন। এ ছাড়াও প্রত্যেক সপ্তাহে জুম'আর দিন, দুই ঈদের দিন ও হজ্জের সময়কার তাঁর ভাষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ সব খুতবায় দ্বীনি বিষয়ের পাশাপাশি মানুষের পার্থিব বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ, সমস্যা সমাধান ও দ্বীনের মূলনীতির আলোচনা স্থান পেত।[৩৬]

আলিমগণ এ সকল খুতবাকে ওয়াজ অর্থে বুঝিয়ে থাকেন। ইসলাম মানব জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। সে লক্ষ্যে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগসহ মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল বিষয়ের নির্দেশনা এ সকল খুতবায় বিদ্যমান থাকে।

ড. আহমদ গালুশ বলেন, দা'ইগণ আজকের দিনে ওয়াজ করেন, দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দ্বারা মানুষকে সুসংবাদ দেন, চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা করেন অথবা ইবাদত ও শারি'আতের মূলনীতি শিক্ষা দেন। বিচার-ফয়সালামূলক, রাজনৈতিক ও যুদ্ধ বিষয়ক বক্তব্য না দিয়ে তা আইনজীবি, নেতৃবৃন্দ ও সামরিক ব্যক্তিদের জন্য রেখে দেন।[৩৭] এমনিভাবে হজ্জের সময় তিনি (সা.) আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর দাঁড়াতেন এবং ভাষণ দিতেন। এ ক্ষেত্রে বিদায় হজ্বের ভাষণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাত. হজ্জের মাওসুম : হজ্জ বিশ্ব মুসলিমের এক মহাসম্মিলন। এতে অসংখ্য লোক একটি নির্দিষ্ট সময়ে কা'বা সম্মুখে, হারাম এলাকা ও মক্কার বিভিন্ন স্থানে একত্রিত হয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ মক্কার কা'বা গৃহকে সম্মান করত। ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাইল (আ.)-এর ধর্মের অনুসারী হিসেবে এ গৃহের তাওয়াফ করার জন্য একত্রিত হত। মহানবী (সা.) ইসলামি দা'ওয়াহ্ প্রচারের জন্য এ সময়কে সর্বোচ্চ সুযোগ হিসেবে বেছে নিতেন। প্রতি বছর তিনি পৃথকভাবে হজ্জের সময় আগত লোকদের তাঁবু পরিদর্শন করতেন। তিনি তাদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দিতেন। এভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা.) মিনা, আকাবা ও মক্কার সকল স্থানে সমাগত লোকদের মাঝে গমন করতেন। তখন অধিকাংশ সময় দেখা যেত যে, তার কোনো সাহায্যকারী

---

৩৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.), অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৫, হাদিস নং ৬৬

৩৫. আল কুর'আন, ৩৬ : ১৭

৩৬. মুহাম্মদ আল গাযালি, *মা'আল্লাহ*(কায়রো : মাতবা'আ হাসান, সং. ৪, ১৩৯৬ হি.), পৃ. ৩০৬

৩৭. ড. আহমাদ গালুশ, *কাওয়ায়িদুল খুতবাহ্ ওয়া ফিকহিল জুম'আ ওয়াল 'ইদাইন*(কায়রো : দারুল বায়ান, সং. ১, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ১৩

নেই, না আছে তার কোনো দা'ওয়াত গ্রহণকারী। হজ্জের মওসুমে কখনও কখনও রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে আবুবকর (রা.), আলি (রা.) ও তাঁর চাচা আব্বাস (রা.) উপস্থিত থাকতেন। তারা সমাগত লোকদের নিকট পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দা'ওয়াতের সময় তারা বিভিন্ন বংশের লোকদের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতেন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দা'ওয়াতের পাশাপাশি মক্কার যুবকগণ সমাগত গোত্রসমূহের নিকট গিয়ে রসুলের কথা শুনতে বাধা প্রদান করত। তারা বলত, মুহাম্মদ আমাদের পিতৃপুরুষদের ইলাহ্'র বিরোধিতা করছে। সে আসলে একজন গণক। তার কাজ আমাদের মধ্যে পিতা-পুত্রে বিরোধ ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা।[৩৮]

হজ্জের মৌসুমে রসুলুল্লাহ্ (সা.) দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছেন। যে সকল গোত্র আরবের সর্বত্র বিদ্যমান ছিল। যেমন– নাজদ, হিযায, ওয়াদিউল কুরা, তায়িফ, আল-ইয়ামামাহ্, হাদরামাউত প্রভৃতি। তেমনি সিরিয়া, ইরাক ও মিসর থেকে আগত লোকদের নিকটও দা'ওয়াত পৌঁছে দিতেন। যে সকল গোত্রের নিকট রসুলুল্লাহ্ (সা.) দা'ওয়াত দিয়েছেন সে সকল গোত্র হলো : বনু আমির, বনু খছফা, কুদ্বা'আ, গাচ্ছান, মারাহ, হানিফা, সালিম, আব্বাস, বনু নসর প্রমুখ। এভাবে তিনি মোট ১৭ গোত্রের নিকট দা'ওয়াত পৌঁছিয়েছেন।[৩৯]

হজ্জের মৌসুমে দা'ওয়াতের কারণে মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় 'আকাবা নামক স্থানে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট বাই'আত গ্রহণ করে। প্রথম বাই'আতের বিষয়বস্তু ছিল– ইসলামের প্রাথমিক ইবাদতসমূহ নিয়মিত আদায় করা, দ্বিতীয় বাই'আত ছিল– যারা দ্বীন প্রচারের পথে বাধা সৃষ্টি করবে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে এবং সেখানে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর হিজরত ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ছিল।[৪০]

আট. বিভিন্ন স্থানে পত্র ও দূত প্রেরণ : হুদাইবিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরেই ইসলামের দা'ওয়াতকে বহির্বিশ্বে পৌঁছানোর জন্য রসুলুল্লাহ্ (সা.) রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট দূত মারফত চিঠি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। সে লক্ষ্যে তিনি সাহাবিগণের সাথে পরামর্শ করে আটজন সাহাবিকে দূত হিসেবে প্রেরণের জন্য মনোনীত করেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) প্রথমে সেখানকার জনসাধারণের নিকট দা'ওয়াত না দিয়ে শুধু রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট দা'ওয়াত পাঠিয়েছিলেন।

এখানে তাঁর দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা কোনো জাতির রাষ্ট্রপ্রধান যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে জাতির লোকজন তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করবে। সে জন্য তিনি প্রথমে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের প্রধানদের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত প্রদান করেন। নিম্নে রসুল (সা.) কর্তৃক প্রেরিত দূতগণ ও রাষ্ট্রপ্রধানের নাম প্রদত্ত হলো :

১. আমর ইব্ন উমাইয়্যা আদ্দামিরিকে আবিসিনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান নিগাম-এর কাছে;
২. 'আলা ইব্ন আল হাদরামিকে হিজরের রাজার নিকট;
৩. হাতিব ইব্ন আবি বালতা'আকে মিসরের রাজা মুকাওকিস-এর নিকট;

---

৩৮. ইবন কাসির, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ্*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৫ হি.), খ. ১, পৃ. ১৪৬

৩৯. আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম মুআফিরী (র.), অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাতুন নবী (সা)*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৮ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯৬-৯৮

৪০. ড. মো. আবুল কালাম পাটওয়ারী, *রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম*(কুষ্টিয়া : আব্দুল্লাহ সায়েম, ১ম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৩৮

৪. দিহইয়া ইব্ন খলিফা আল কালবিকে বাইজান্টাইনের শাসনকর্তা হিরাক্লিয়াসের কাছে;

৫. আব্দুলাহ ইব্ন হুযাইফা আল সামিকে ইরানের রাজা খসরু পারভেজ-এর নিকট;

৬. সুজা ইব্ন ওহাবকে গাস্সানের রাজা হারিস-এর কাছে;

৭. 'আমর ইব্নুল 'আসকে আম্মানের শাসক জেইফার নিকট ও

৮. সালিত ইব্ন আমরকে ইয়ামামার প্রধান হাওজা ইব্ন আলি এবং ছুমামা ইব্ন আছাল-এর নিকট পাঠান।[৪১]

এ সকল পত্রে প্রায় একই ধরনের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছিল। যেমন হিরাক্লিয়াসকে লক্ষ্য করে তিনি লিখেছেন,

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم– من مُحَمَّدٍ رَسُول الله إِلَى هِرقل عَظِيم الرّوم سَلام على من اتبع الْهدى– أما بعد فَإِنِّي أَدْعُوك بِدِعَايَةِ الإِسْلاَم– أسلم تسلم– أسلم يؤتك الله أجرك مرَّتَيْن فَإِن توليت فَإِن عَلَيْك إِثْم الأريسين، يَا أهل الْكتاب! تَعَالَوْا إِلَى كلمة سواءٍ بَيْننَا وَبَيْنكُم أَلا نعْبد إِلاَّ الله وَلاَ نشْرك به شَيْئًا (إِلَى قَوْله) اشْهَدُوا بِأَنا مُسلمُونَ

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রসুল মুহাম্মদ (স.)-এর পক্ষ থেকে রোমের প্রধান হিরাক্লিয়াস সমীপে, হিদায়াত অনুসরণকারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন। সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে মুক্ত থাকুন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করবেন। (অর্থাৎ 'ইসা (আ.) ও মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ইমানের কারণে)। যদি আপনি এতে অসম্মত হন, তবে আপনার প্রজাদের পাপের জন্য আপনি দায়ি থাকবেন। হে আহলে কিতাব! এমন সত্যের দিকে এসো যার সত্যতা আমাদের ও তোমাদের নিকট সমভাবে স্বীকৃত। তা হলো : আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করব না। তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করব না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আমাদের মধ্যে কোনো মানুষ অন্য মানুষকে প্রভু বানিয়ে নিব না। যদি তোমরা অমান্য কর, তবে সাক্ষী থাক আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা মুসলিম।'[৪২]

আলোচ্য চিঠিতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটে উঠেছে :

এক. মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর রিসালাত সর্বজনীন।

দুই. ইসলাম প্রচারের অন্যতম মাধ্যম পত্র প্রেরণ ও দূত পাঠানো।

তিন. চিঠিতে তিনি (সা.) সম্রাটদের যথাযথ মর্যাদা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন এবং এর দ্বারা তারা ইসলাম গ্রহণ করলেও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব হারাবে না তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদেরকে তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

চার. যেসব সম্রাট আহলে কিতাব তাদের সাথে ইসলামের তাওহিদের এক সুসম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তাওহিদে অবিশ্বাসী হলে তাদেরকে আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছুর ইবাদত পরিত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

পাঁচ. পত্রের মাধ্যমে প্রজাদের দ্বীন গ্রহণে অনগ্রসরতার অপরাধে রাজাদের অপরাধী হওয়ার বিষয়ে তাদের সচেতন করা হয়েছে।

---

৪১. আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম (র.), অনূ. আকরাম ফারুক, *সীরাতে ইবনে হিশাম*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সং. ১৩, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৩৩৮

৪২. জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি (র.), *আদ্-দুররুল মানসুর ফিত তাফসির বিল মা'সুর*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৪

মোটকথা চিঠি প্রেরণ ইসলামি দা'ওয়াতের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। চিঠি ছাড়াও আজকাল অনেক যোগাযোগের মাধ্যম আবিস্কৃত হয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী ইসলামি দা'ওয়াতি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা অতীব সহজ।

নয়. বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সাথে সংলাপ : ইসলামি দা'ওয়াহ্ কার্যক্রম পরিচালনার অন্যতম মাধ্যম হলো সংলাপ। রসুলুল্লাহ্ (সা.) ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের সাথে মদিনায় বিভিন্ন সময় সংলাপে লিপ্ত হতেন।[৪৩] তারা তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করত। আর নবী কারিম (সা.) তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে দা'ওয়াত দিতেন।[৪৪] নিম্নে এ ধরনের সংলাপের কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো :

ক. ইয়াহুদিদের সাথে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিতর্ক : মদিনায় বিভিন্ন সময়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.) ইয়াহুদিদের সাথে ধর্মীয় বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। কারণ তারা তাঁর আশেপাশেই থাকত। তারাও তাঁর সাথে ধর্মীয় বিষয়ে অনেক মতবিনিময় করত এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত প্রশ্ন ও সন্দেহের অবতারণা করত। আর রসুলুল্লাহ (সা.) সেগুলোর অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ জবাব দিতেন। যার কিছু নমূনা নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

আব্দুল্লাহ ইব্ন্ সালাম-এর সাথে রসুলুললাহ্ (সা.)-এর কথোপকথনের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَنَس رضى الله عنه قَالَ بَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَمٍ مَقْدَمُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ إِنِّى سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِىٌّ، قَالَ مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ أَىِّ شَىْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ وَمِنْ أَىِّ شَىْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخْوَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَبَّرَنِى بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ. وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ. وَأَمَّا الشَّبَهُ فِى الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِىَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا. قَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ، إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلاَمِى قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِى عِنْدَكَ، فَجَاءَتِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ الْبَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ. قَالُوا أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا وَأَخْبَرُنَا وَابْنُ أَخْيَرِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ. قَالُوا أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ. فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالُوا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا. وَوَقَعُوا فِيهِ

আনাস (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম শুনলেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) মদিনায় আগমন করেছেন। তখন তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করব যা নবী ব্যতীত কেউ উত্তর দিতে পারে না। তারপর তিনি বললেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কি? জান্নাতীরা প্রথম কোন খাদ্য খাবে? সন্তান কিভাবে পিতার মত এবং কিভাবে তার মাতুলদের মত হয়? তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আমাকে এ মাত্র জিবরাইল (আ.) তা জানিয়েছে। তখন আব্দুল্লাহ বললেন, ইয়াহুদিদের নিকট এ ফেরেশতা তাদের শত্রু। তারপর রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, কিয়ামতের প্রথম আলামত হচ্ছে, একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে নিয়ে যাবে। আর জান্নাতিদের প্রথম খাদ্য হবে মাছের কলিজা। আর সন্তান কারো সাদৃশ্য হওয়ার পিছনে যুক্তি হলো, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি পুরুষের বীর্য অগ্রণী হয় সন্তান পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রীর বীর্য অগ্রণী হয় তখন

৪৩. আল্লামা বাদরুদ্দিন আল 'আইনি, *'উমদাতুল কারি শারহি সহিহিল বুখারি*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, সং. ১, ১৪২১ হি.), খ. ২৩, পৃ. ৪৫৫, হাদিস নং ৬৮১৯

৪৪. ড. মুহসিন ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুন নাযির, *হিওয়ারুর রসুল মা'আল ইয়াহুদি*(কুয়েত : দারুদ দা'ওয়াহ্, সং. ১, ১৪০৯ হি.), পৃ. ১২৮-১৫২

সন্তান স্ত্রীর মত হয়। তখন তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রসুল। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ইয়াহুদিরা মিথ্যুক জাতি, যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার আগে আমার ইসলামের কথা তারা জেনে যায় তবে আমাকে মিথ্যুক বানিয়ে ছাড়বে। তারপর আব্দুল্লাহ ইয়াহুদিদের কাছে আসলেন এবং তাদের ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) ইয়াহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম কেমন লোক? তারা বলল আমাদের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সন্তান। আমাদের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি এবং উত্তম ব্যক্তির সন্তান। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে? তারা বলল, আল্লাহ্ তাকে এ ধরনের কাজ করা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম বের হয়ে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত হক কোনো মা'বুদ নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসুল। তখন তারা বলল, সে আমাদের সবচেয়ে খারাপ লোক এবং খারাপ লোকের সন্তান। এভাবে তারা তার উপর আক্রমণাত্মক কথা বলতে লাগল।[৪৫]

খ. খ্রিস্টানদের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্ক : খ্রিস্টানদের সাথে রসুলুল্লাহ্ (সা.) ইয়াহুদিদের তুলনায় স্বল্প পরিমাণ ধর্মীয় বিতর্ক করেছেন। কারণ তারা মূলত মদিনা থেকে দূরে অবস্থান করত। ফলে মুসলিমদের সাথে তাদের খুব কম সাক্ষাত হত। তারপরও যখনি কোনো প্রতিনিধিদল রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আগমন করত তখনই তারা ধর্মীয় বিষয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হত। এ ক্ষেত্রে হাবশা ও নাজরানের খ্রিস্টানদের দৃষ্টান্ত উল্লখ করা যেতে পারে।

সিরাতে ইব্‌ন হিশামে এ জাতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সংলাপ এসেছে। যার বিষয়বস্তু হলো : খ্রিস্টানগণ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে এসে 'ইসা ইব্‌ন মারইয়াম সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করল। তারা রসুলুল্লাহ্ (স.)-কে 'ইসা (আ.)-এর পিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করল এবং তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার অপবাদ ও মিথ্যা বলে বেড়াতে লাগল। তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা জান যে, যত সন্তানই আছে তারা তাদের পিতার সদৃশ হয়? তারা বলল, অবশ্যই। তিনি বললেন, তোমরা কি জান না যে, আমাদের প্রভু চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই? অথচ 'ইসার অস্তিত্ব বিলীন হবে? তখন তারা বলল, অবশ্যই। তিনি আরো বললেন, আমাদের প্রতিপালক সবকিছুর ধারক-বাহক, তিনি সবকিছুর সংরক্ষণ করেন ও রিয্‌ক দিয়ে থাকেন? তারা বলল, নিশ্চয়ই।

তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তাহলে 'ইসা ইব্‌ন মারইয়াম কি এগুলোর কোনো কিছু করতে সক্ষম? তখন তারা বলল, না। তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমরা কি জান না যে, আসমান ও যমিনের কোনো সৃষ্টিই তাঁর কাছে গোপন নেই? তারা বলল, নিশ্চয়ই। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আমার প্রভু 'ইসাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে রেহেমের মধ্যে আকৃতি দান করেছেন। তিনি আরো বললেন, আর আমার প্রতিপালক পানাহার করেন না এবং কোনো অপবিত্র কাজও ঘটান না? তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমরা কি জান না যে, অন্যান্য মহিলাদের মত 'ইসাও মায়ের গর্ভে লালিত-পালিত হয়েছেন? তারপর অন্যান্য মহিলারা যেভাবে বাচ্চা প্রসব করে তার মাও তাকে সেভাবে প্রসব করেছেন এবং অন্যান্য বাচ্চাদের মত তাকেও খাওয়ানো হয়েছে। তারপর তিনি খাবারও খেয়েছেন, পানও করেছেন এবং অপবিত্রও হয়েছেন? তারা বলল, অবশ্যই। তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তাহলে তোমরা যা ধারণা করছ তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এরপর তাদের সকলেই চুপ হয়ে গেল। এ পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম থেকে আশির অধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৪৬]

---

৪৫. ইবন হাজার আল আসকালানি, *ফাতহুল বারি লি শারহি সহিহিল বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৫, হাদিস নং ৪৪৮০

৪৬. আবুল হাসান আলি আল ওয়াহিদি, *আসবাবু নুযুলিল কুর'আন*(রিয়াদ : দারুল কিবলাহ, ১৪০৪ হি.), পৃ. ৯০-৯১

গ. মুশরিকদের সাথে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ধর্মীয় বিতর্ক : বিভিন্ন বর্ণনায় প্রায়শই দেখা যায় যে, কতিপয় মুশরিক দলবদ্ধভাবে ধর্ম সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক ও জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তাঁর পাশে সমবেত হয়। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে আলোচনায় তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪৭] তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. তুফাইল ইব্ন আমর আদ্-দাওসি ছিলেন ঘোর পৌত্তলিক। কেবল ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিয়ে তিনি মক্কায় মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দীর্ঘ আলোচনা শেষে তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে কৃতার্থ হন।[৪৮] এভাবে অনেক পৌত্তলিক দলগত ও ব্যক্তিগতভাবে রসুলের সাথে ধর্মালোচনায় মিলিত হতেন।

২. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ فِيهِ خَيْرٌ وَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ النَّصَارَي تَعْبُدُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى كَانَ نَبِيًّا وَعَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهِ صَالِحًا فَلَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَإِنَّ آلِهَتَهُمْ لَكَمَا تَقُولُونَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ. وَقَالُوْا ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ط مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ. إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلاً لِبَنِيْ إِسْرَاءِيْلَ﴾

'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! নিশ্চয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদতে কোনো কল্যাণ নেই। কিন্তু কুরাইশগণ জানত যে, খ্রিস্টানগণ 'ইসা (আ.)-এর ইবাদত করত। সুতরাং মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে তুমি কি বলবে? তখন তারা মুহাম্মাদ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলল, হে মুহাম্মাদ (সা.)! তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, 'ইসা নবী ছিলেন এবং আল্লাহ্র সৎ বান্দাদের মধ্যে একজন ছিলেন? যদি তুমি তোমার কথায় সত্য হও তাহলে তাদের ইলাহও তো তোমাদের বক্তব্য মত হওয়া উচিত। তখন কুর'আনে ইরশাদ হলো,[৪৯] 'যখন মারইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় তাতে শোরগোল আরম্ভ করে দেয় এবং বলে, 'আমাদের উপাস্যগুলো শ্রেষ্ঠ না 'ইসা?' এরা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুত এরা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বনি ইসরাইলের জন্য দৃষ্টান্ত।'[৫০]

মূলত আল্লাহর রসুল (সা.) তাঁর সময়ের এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের নবী হিসেবে আল্লাহ্র নির্দেশিত পন্থায় সমসাময়িক উপকরণসমূহ প্রয়োগ করে দা'ওয়াতের কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। সমসাময়িক এ সকল মাধ্যমকে দা'ওয়াতের কাজে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তিনি উম্মতকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, সকল যুগের বৈধ সকল মাধ্যমকে ইসলামি শারি'আতের আলোকে দা'ওয়াতের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োগ করার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে।

---

৪৭. ড. আহমাদ শালাবি, *আল-মানাহিজুল ইসলামিয়া*(কায়রো : মাকতাবাতুন নাহদাতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৩৯

৪৮. আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম (র.), অনূ. আকরাম ফারূক, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

৪৯. আল কুর'আন, ৪৩ : ৫৭-৫৯

৫০. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র.), *আল মুসনাদ*(কায়রো : দারুল হাদিস, সং. ১, ১৪১৬ হি.), খ. ৩, পৃ. ২৮৩-২৮৪, হাদিস নং ২৯২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বীন প্রচারে আধুনিক মিডিয়া ও ইন্টারনেট

আধুনিক যুগে দা'ওয়াতি কাজ করতে হলে একজন দা'ই বা ইসলাম প্রচারকগণকে যুগোপযোগী দা'ওয়াতি পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা চান, যেন যুগের চাহিদা অনুযায়ী সুকৌশলে মানুষকে তার পথে দা'ওয়াত দেয়া হয়। এজন্য তিনি নবী-রসুলগণকে যুগ চ্যালেঞ্জ সক্ষম জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন করে প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখনই কোনো জাতির কাছে নবী প্রেরণ করেছেন, তিনি তাঁকে তাদের যুগোপযোগী করে, তাদের ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছেন। যেন তাদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য অনুধাবন ও মূল্যায়ন করে তাদেরকে দ্বীনের প্রতি দা'ওয়াত দিতে সক্ষম হন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ 'আমি প্রত্যেক রসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।'[৫১]

যুগের চাহিদাকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করা ইসলামের শিক্ষা ও কাম্য নয়। যেমন যুগের চাহিদায় সাড়া দিয়ে প্রিয়জনের কাছে থাকতে মানুষ ঠিকই মোবাইল ব্যবহার করছে, এর সুবিধা ভোগ করছে; এক্ষেত্রে কারো অনীহা নেই। তবে দা'ওয়াতি কাজে প্রযুক্তি বা ইন্টারনেট ব্যবহারে অনেকের ঘোর আপত্তি রয়েছে। ইন্টারনেটে আপত্তিজনক অনেক কিছু থাকলেও এর ব্যবহারকারী বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে দা'ওয়াতের আওতায় আনাটাও এখন সময়ের দাবি। অশ্লীলতার আবর্তে হারিয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠীকে আপত্তিকর অবস্থান থেকে উদ্ধারকল্পে একটি বিশেষ দলের প্রয়োজনীতা অপরিসীম।

বর্তমান বিশ্বের কোনো মানুষের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছাতে হাতের স্মার্টফোন, নোটপ্যাড, ল্যাপটপ বা কম্পিউটারই যুগোপযোগী মাধ্যম হতে পারে। ইন্টারনেটের কল্যাণে ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ, ইউটিউব, ই-মেইলের সহযোগিতায় অনেক দূরের মানুষটির কাছেও পৌঁছা যায়। সংক্ষিপ্ত, সাজানো-গোছালো, মার্জিত ও দরদি একটি লেখা, একটি স্ট্যাটাস, ইউটিউবে আপলোড করা একটি আলোচনা, মেইলে পাঠানো একটি বার্তাই পৃথিবীর যে-কোনো দেশের যে কাউকে আলোকিত জীবনের সন্ধান দিতে পারে। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক, টুইটার, ব্লগ, ইউটিউব প্রভৃতিকে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে পরিণত করে মুসলিমদের একটি সুদক্ষ বাহিনীর অগ্রণী ভুমিকা পালন করা সময়ের দাবি। শুধু সময় কাটানোর জন্যই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার মু'মিনের কাজ হতে পারে না; বরং সেখানেও থাকতে হবে কল্যাণকর মহৎ কোনো উদ্দেশ্য। সে মহৎ উদ্দেশ্যের মাঝে একটি শ্রেষ্ঠ কাজ হলো দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা। কারণ মানুষ পৃথিবীতে যত কাজে সময় ব্যয় করে দা'ওয়াতের কাজে ব্যয়িত সময়গুলিই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ 'ঐ ব্যক্তির অপেক্ষা আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে। আর বলে নিশ্চয়ই আমি তো মুসলিমদের অন্তর্গত।'[৫২]

---

৫১. আল কুর'আন, ১৪ : ৪

৫২. আল কুর'আন, ৪১ : ৩৩

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন, যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো পন্থায় মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকবে, সে উপরোক্ত সুসংবাদ ও প্রশংসার উপযুক্ত হবে। যেমন– আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.) মু'জিযার দ্বারা, উলামায়ে কিরাম দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে, মুজাহিদগণ অস্ত্রের সাহায্যে, মুআজ্জিনগণ আজানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে থাকেন। মোটকথা, যে-কোনো ব্যক্তি যে কাউকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে সে উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। চাই জাহিরি আমলের দিকে আহ্বান করুক কিংবা বাতিনি আমলের দিকে আহ্বান করুক– যেমন মাশায়িখ ও সুফিগণ মানুষকে আল্লাহ্‌র মা'রিফাতের দিকে আহ্বান করেন। এমনিভাবে কবি-সাহিত্যিক ও লেখক-কলামিষ্ট-সাংবাদিক তাদের লেখনি দ্বারা দা'ওয়াতি কাজ করবে এবং বক্তা তার বক্তৃতার মাধ্যমে দা'ওয়তি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। যে যার অবস্থান থেকে দা'ওয়তের গুরু-দায়িত্ব পালন করলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসিত ধন্য ব্যক্তিতে পরিণত হবে।

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দা'ওয়াতই হলো একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে উত্তম কাজ ও তার জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্যমাত্রা। পৃথিবীতে নবীদের অনুপস্থিতি এবং নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে দ্বীনের এ দা'ওয়াতের দায়িত্ব এখন উম্মতের উপরই বর্তায় এবং এ উম্মতকেই দ্বীনের প্রতি দা'ওয়াত দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ ভোলা মানুষকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাতে হবে। অন্ধকার থেকে মানুষকে বের করে আলোর দিকে টেনে আনতে হবে। কিয়ামত পর্যন্ত নবীদের শূন্যতা এ উম্মতকেই পূরণ করতে হবে। যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দা'ওয়াতের মত ইসলামের একটি অপরিহার্য বিধানকে নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা সময়ের দাবি নয়। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার এ যুগে ইসলাম প্রচারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। প্রযুক্তির মাধ্যমেই সম্ভব ইসলামের সুমহান বাণীকে পৃথিবীর সকল দেশের, সকল মানুষের কাছে দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দেয়া। তেমনি সম্ভব ইসলাম বিরোধীদের সকল অপপ্রচার ও অপবাদের জবাব দেয়া।

মিডিয়া ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্বীন প্রচার : মিডিয়ার আভিধানিক অর্থ প্রচার মাধ্যম। পরিভাষায় জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য যে মাধ্যমটি ব্যবহার করা হয় তাকে মিডিয়া বলে।[৫৩] প্রত্যেকেই মিডিয়ার মুখাপেক্ষী। মিডিয়া হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান। এটা জীবন বিধ্বংসী বোমার চেয়েও ক্ষমতাধর। লক্ষ সৈনিক যে কাজটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা করতে অক্ষম, মিডিয়া তা নিমিষেই করতে সক্ষম। কারণ এর দ্বারা স্বল্প সময়েই পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে পৌঁছানো যায়। মিডিয়া পারে কারো স্বাধীকার আন্দোলনকে উৎসাহিত করতে, আবার কারো স্বাধীনতার আন্দোলনকে বাধাগ্রস্থ করতে। এ মিডিয়া কাউকে জিরো থেকে হিরো, আবার হিরো থেকে জিরো বানিয়ে দেয়। ভৌগোলিক সীমানা দ্বারা সীমাবদ্ধ না হওয়ায় মিডিয়ার প্রতাপ এখন বিশ্বব্যাপী। মিডিয়া বিশ্ব বিবেককে যে রংয়ের পৃথিবী দেখাতে চায়, তারা তাই দেখতে বাধ্য হয়। এ জন্যই মিডিয়া যদি রাতকে দিন বলে, আর দিনকে রাত বলে চালিয়ে দেয় বিশ্ববাসী অন্ধের মত তাই মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ সাম্প্রতিককালে বিশ্ববাসী মিডিয়ার কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। মিডিয়াকে যে যেভাবে ব্যবহার করতে চায়, সে নিঃসংকোচে নিজেকে সেভাবেই ব্যবহৃত হতে দেয়। এ বিবেচনায় মিডিয়াকে বলা হয়ে থাকে নিরপেক্ষ মাধ্যম। মিডিয়া সত্ত্বাগতভাবে কোনো খারাপ বস্তু নয় যে একে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। মিডিয়া তো কেবল

---

৫৩. www.bn.nsp-ie.org/medios-de-comunicacion-2777, visited on 30.03.2020 AD

প্রচার মাধ্যম, যে যেভাবে একে যে কাজের প্রচারে ব্যবহার করে, সে সেভাবেই সে কাজের প্রচারনায় ব্যবহৃত হয়। সুতরাং মিডিয়া দায়ি নয়; বরং এর প্রয়োগকারী ও ব্যবহারকারী দায়ি।

ক. ইন্টারনেট : ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন সামরিক বাহিনীর গবেষণা সংস্থা অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি বা আরপা (ARPA) পরীক্ষামূলকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। প্যাকেট সুইচিং পদ্ধতিতে তৈরি করা এ নেটওয়ার্ক আরপানেট নামে পরিচিত ছিল। এরই বাণিজ্যিক সংস্করণ ইন্টারনেট। ১৯৯০-এর পরের দিকে যার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ইন্টারনেটের প্রাথমিক ব্যবহারটা ই-মেইল আদান-প্রদানেই অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। এক সময় ব্যবহারকারীরা নিজেদের পরিচিতি অন্যান্য সকল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করে। আবিষ্কার হয় ওয়েবসাইটের। সাথে সাথে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীও দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে বিশ্বের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল মাত্র ১ কোটি ৬০ লক্ষ, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ। আর ২০১১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে এ সংখ্যা এসে দাঁড়ায় দুই শত নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষে। যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৩০.২ শতাংশ।[৫৪] জানুয়ারি ২০২২-এর এক জরিপে বর্তমানে বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪.৯৫ বিলিয়ন, যা মোট জনসংখ্যার ৬২.০৫ শতাংশ।[৫৫]

প্রথমে ইন্টারনেট কম্পিউটারভিত্তিক থাকলেও দ্রুত এর বিবর্তন ঘটেছে। মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। ঘুম থেকে উঠেই পত্রিকাগুলোর নেট সংস্করণে ঢুকে দেখে নেয়া যাচ্ছে আপডেট খবরগুলো। বর্তমানে জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রিন্ট ভার্সনের চেয়ে ইন্টারনেট ভার্সনের পাঠক প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু গণযোগাযোগের এ জনপ্রিয় মাধ্যমটিতে ইসলাম উপেক্ষিত। আলিম সমাজের একটি বড় অংশ বরাবরই নিজেদের আধুনিক প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখতেই যেন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ইসলামের বিরুদ্ধে ও তাদের বিরুদ্ধে কতটা মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে এর সুস্পষ্ট ধারণা ও কোনো খবর তাদের কাছে নেই। ইয়াহুদিরা যখন 'ইনোসেন্স অব মুসলিম' তৈরি করে বিশ্বনবীকে অপমান করল, তখন মুসলিমগণ শুধু মিছিল-মিটিংয়ের মাধ্যমে এর প্রতিবাদ করেই দায় সেরেছে। এর জবাবে আরেকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ তো দূরের কথা, মুসলিম নেতৃবৃন্দ এর প্রয়োজনও অনুভব করেনি। ব্লগারদের ইসলাম নিয়ে অসত্য কথার জবাব ব্লগের মাধ্যমে দেয়া তো দূরের কথা ব্লগাররা কী মারাত্মক ভাষায় বিদ্রূপ করেছে, তাও অনেকের কাছে অজানা। সরলপ্রাণ উলামায়ে কিরামের এ মিডিয়া বিমুখতাকে অপূর্ব সুযোগ হিসেবে নিয়েছে ইসলাম বিদ্বেষীরা। অজস্র ওয়েবসাইট, ব্লগ ও পেজ খুলে ইসলামের বিরুদ্ধে যখন অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, ইসলামের বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই লিখে যাচ্ছে, ফেইসবুক, টুইটার ও ইউটিউবেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে চালানো হচ্ছে মিথ্যাচার। এত কিছুর পরেও বোধোদয় হচ্ছে না অনেক মুসলিমদের, বিশেষ করে উলামায়ে কিরামদের। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে ভুল ধারণার জন্ম নিচ্ছে। মনের অজান্তেই অনেকে ইসলাম বিরোধীদের মিত্রে পরিণত হয়ে নাস্তিকদের দলে ভিড়ছে। এটা একটা মারাত্মক পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে।

খ. ইন্টারনেটে ইসলাম প্রচার : বর্তমানে মানুষের জীবনযাপনের ধরন বদলেছে। অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছে প্রযুক্তির সকল শাখায়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট এক নতুন অধ্যায় নিয়ে এসেছে। বিশ্বজুড়ে ভিন্নতা এসেছে দা'ওয়াত ও প্রচার কৌশলে। আগে ইসলাম প্রচারকগণ বাজারে, মসজিদে ও বিভিন্ন লোক

---

৫৪. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে সোসাল নেটওয়ার্ক*(ঢাকা : আন নাহদাহ পাবলিকেশন্স, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৫২

৫৫. www.datareportal.com/global-digital-overview, visited on 30.03.2022 AD

সমাগমস্থলে গিয়ে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে দা'ওয়াত দিতেন। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির এ উৎকর্ষের যুগে একজন দা'ই ঘরে বসেই রেডিও, টিভি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদির সাহায্যে লক্ষ-কোটি মানুষের কাছে দা'ওয়াত পৌঁছাতে পারেন। এটিকে সহজ ও গতিশীল করেছে আন্তর্জাতিক তথ্যবিনিময় মাধ্যম ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ। আর মোবাইলে নেট সার্ভিস যোগ হওয়ায় তথ্য চলে এসেছে সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে। আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বানের এক চমৎকার অনন্য মাধ্যম ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।

ইন্টারনেট ও স্যোসাল মিডিয়ার সাহায্যে ইসলামের সৌন্দর্য ও সৌরভ সহজেই পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে দেয়া যায়। ইসলামকে যুগোপযোগী পদ্ধতিতে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্যোসাল মিডিয়াও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে ইন্টারনেট ও স্যোসাল মিডিয়াতে এক সঙ্গে যত মানুষকে পাওয়া যায়, অন্য কোথাও এত বিপুল সংখ্যক লোককে এক সঙ্গে পাওয়া সম্ভব নয়। কোনো কিছু দ্রুত প্রচার করতে চাইলে এটিই এখন আদর্শ ও কার্যকরী মাধ্যম। এ অনলাইন বিশ্বকে ইসলাম বিরোধী শক্তির হাতে ছেড়ে দেয়া চরম আত্মঘাতি ব্যাপার। মসজিদের মিম্বার, মাদরাসার দারস, বইপুস্তক, ওয়াজ মাহফিল, পত্রপত্রিকার মত ইন্টারনেট ও স্যোসাল মিডিয়াতেও ইসলামের দা'ওয়াতের এক অপূর্ব সুযোগ তৈরি হয়েছে। এটা কাজে না লাগালে এর সবটুকু সুফল বিরোধী শক্তির ঘরে উঠবে।

বর্তমানে অনেক পরিবার যারা তাদের সন্তানদের ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ দেয়নি; আল্লাহ্, তাঁর রসুল (সা.) এবং পরকাল সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দেয়নি। এ প্রজন্মের বেশির ভাগ তরুণ-তরুণী সারাদিন ইন্টারনেট ও স্যোসাল মিডিয়া নিয়েই পড়ে থাকে। তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য উপস্থাপন ও তাদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান জানানোর অন্য যে-কোনো মাধ্যমের চেয়ে ইন্টারনেট ও স্যোসাল মিডিয়াই সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী মাধ্যম। শহরের অভিজাত এলাকায় এমন অনেক সুরক্ষিত সুরম্য অট্টালিকা রয়েছে নিরাপত্তাজনিত কারণে সে সব দুর্ভেদ্য ফ্লাটে প্রবেশ যথেষ্ট দুরূহ ব্যাপার। আবার অনেক প্রভাবশালী, প্রতাপশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ রয়েছে যারা সবসময় নিরাপত্তা বেষ্টনির মাঝে থাকে। তাদের কাছাকাছি যাওয়াও অত্যন্ত কঠিন। সে সকল জায়গায় গিয়ে দরজায় কড়া নেড়ে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়ার সুযোগ ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি তারা ইসলামের দা'ওয়াত থেকে বঞ্চিত হবে? তাদেরকে দা'ওয়াতের আওতামুক্ত রাখা হবে! তাদের কাছে দা'ওয়াত পৌঁছানোর সহজতর মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট। বাতিল যেভাবে আসে তার প্রতিরোধের চেষ্টাও হতে হবে ঠিক সেভাবেই অথবা তার চেয়েও উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতির ব্যবহার করে।

আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি ড. মাহাথির মুহাম্মদ বলেছেন, 'আমরা ইন্টারনেটের মুকাবিলা করতে পারি ইন্টারনেটের সাহায্যে। কম্পিউটারের মুকাবিলায় কম্পিউটার এবং কলমের মুকাবিলা করতে পারি কলমের সাহায্যে। আমরা উটের পিঠে চড়ে ল্যান্ডক্রুজারের সাথে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারি না।'[৫৬]

অনেকে মনে করে, ইন্টারনেটে অশ্লীলতার চর্চা হয়, তাই এর থেকে দূরে থাকাই ভাল; এটা কোনো সমাধান হতে পারে না। বরং এটি হলো নিজের অস্ত্র প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার মত আত্মঘাতি সিদ্ধান্তের মত। তাছাড়া ইন্টারনেট তো একটি নিরীহ ও নিরপেক্ষ মাধ্যম মাত্র। ব্যবহারকারী তাকে যেভাবে ব্যবহার করবে সে নির্দ্বিধায় সেভাবে ব্যবহৃত হতে বাধ্য। একজন সাধারণ মানুষ থেকে বিদগ্ধ গবেষকও তার জ্ঞানপিপাসা নিবারণের জন্য ইন্টারনেটের দারস্থ হচ্ছে। নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের ঠিকানা জানারও প্রয়োজন হয় না, ইংরেজি, 'আরবি কিংবা বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় তথ্যের

---

৫৬. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে স্যোসাল নেটওয়ার্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

একটি সম্ভাব্য শব্দ দিয়ে গুগলে সার্চ দিলেই শত শত প্রবন্ধ এবং বইয়ের লিংক বা অ্যাড্রেস এসে হাজির হয়। বর্তমান বিশ্বে ইসলামের ব্যাপারে মানুষের কৌতূহল দিন দিন বেড়েই চলছে। বিভিন্ন দেশের অমুসলিম যুবকরাও আগ্রহী হয়ে উঠছে ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি। ইসলাম গ্রহণ করতে আগ্রহী হচ্ছে ফরাসি সঙ্গীতশিল্পী দিয়ামসের মত হাজারও তরুণ-তরুণী।

ইন্টারনেট ও স্যোসাল মিডিয়াই হতে পারে তাদের কৌতূহল মিটানোর অনন্য মাধ্যম। সুতরাং ইন্টারনেট ও স্যোসাল মিডিয়ায় ইসলাম প্রচার করা না হলে ইসলাম পিপাসুদের আগ্রহ ও কৌতূহল নিবারণ কঠিন হবে। ইসলাম প্রচারের পথে ইন্টারনেট ও স্যোসাল মিডিয়ার সহায়তা ও বাড়তি সুবিধা নেয়া ছাড়া এ যুগের অপসংস্কৃতির মুকাবিলা করা সম্ভব নয়।

গ. ইন্টারনেটে ইসলাম প্রচার অনেক সাশ্রয়ী : কেউ যদি মানুষের কাছে দা'ওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে একটি ছোট গ্রন্থও প্রকাশ করতে চান, এ জন্য তাকে কমপক্ষে কয়েক হাজার টাকা খরচ করতে হবে। পক্ষান্তরে, এ ব্যক্তি যদি বইটি ইন্টারনেটে প্রকাশ করেন, এর জন্য তাকে উল্লেখযোগ্য কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয় না। অনেক কোম্পানি আছে যাদের সেবা নিতে কোনো খরচই গুণতে হয় না এবং এ গ্রন্থের লিংক স্যোসাল মিডিয়াতে শেয়ার করে হাজারো মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়।

ঘ. মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে হয় না : মসজিদের খুতবায় বা মাদরাসার পাঠদানে যিনি জ্ঞান বিতরণ করেন, তিনি অসুস্থ হলে বা সফরে গেলে তার সেবা থেকে মানুষ তখন উপকৃত হতে পারে না। কিন্তু দা'ই যদি ঘুমে, সফরে বা ব্যস্ত সময় পার করে তবুও তার দা'ওয়াতি সাইটে সরবরাহকৃত তথ্য থেকে মানুষ উপকৃত হতে পারে। এমনিভাবে ই-মেইল বা স্যোসাল মিডিয়াতে কাউকে দা'ওয়াত দিতে চাইলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক অনলাইলে থাকতে হয় না। সে তার সুযোগ-সুবিধা মত যে-কোনো সময় দা'ওয়াত গ্রহণ করতে পারে।

ইন্টারনেটে দা'ওয়াত দেয়ার পদ্ধতি : ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানো যায় বিভিন্নভাবে। আজ এটি মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার একটি কার্যকর মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ইন্টারনেটে দা'ওয়াত প্রদানের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো :

ক. ইসলামিক ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা : ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে ওয়েবসাইটের সংখ্যাও। গুগল-এর এক জরিপ মতে ওয়েব পেইজের সংখ্যা প্রায় ১.১৮ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।[৫৭] কিন্তু এত বিশাল সংখ্যক ওয়েবসাইটের সবই যে প্রয়োজনীয়, তা কিন্তু নয়। বরং বাস্তব জগতের মত ভার্চুয়াল এ জগতেও অপ্রয়োজনীয় বিষয় ও মন্দের বিস্তার বেশি। বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সামগ্রিক তথ্য প্রদানকারী সাইট Alexa.com-এর দেয়া তথ্যানুযায়ী মোটামুটি ভিজিটর আছে এমন ইসলামিক ওয়েবসাইটের সংখ্যা ইন্টারনেটে আট হাজারের কিছু বেশি। আর খ্রিস্ট ধর্মের সাইট পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশি। অপর দিকে একেবারে অশ্লীল সাইটের সংখ্যা সাতাত্তর হাজারের বেশি। Alexa.com-এর গণনার বাইরে থাকা সাইটের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। কিন্তু এ থেকেই মোটামুটি ইসলামিক সাইটের আনুপাতিক হার অনুমান করা যায়।

ইসলাম ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা নিয়ে ওয়েবসাইটের যাত্রা খুব বেশি দিনের নয়। জনপ্রিয় ইসলামিক সাইট Islamonline.net-এর যাত্রা শুরু ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে। Islamhouse.com-এর যাত্রা শুরু ২০০০ খ্রিস্টাব্দে। আর দারুল উলুম দেওবন্দের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট darululoom-deoband.com-এর জন্ম ২০০১ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা ভাষায় ইসলামিক ওয়েবসাইটের শুরু কখন তা বলা কঠিন।

---

৫৭. www.siteefy.com/how-many-websites, visited on 30.03.2022 AD

Islamhouse.com-এর বাংলা বিভাগটাকেই সবচেয়ে পুরনো বাংলা ইসলামিক সাইট বলে মনে করা হয়। তবে Islam.com.bd-এর রেজিস্ট্রেশন হয় ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে। এর আগে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে রেজিস্ট্রেশন করা হয় banglakitab.com সাইটটি। যাতে বিভিন্ন ইসলামিক বই স্ক্যান করে আপলোড করা হত, এখনও করা হয়।[৫৮]

ইসলাম প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সব রকম চাহিদা মিটাতে সক্ষম এমন ওয়েবসাইট নির্মাণ করার গুরুত্ব অপরিসীম। এ ধরণের ওয়েবসাইটগুলো ইসলামিক বিশেষজ্ঞ বোর্ড এর ন্যায় ভূমিকা পালন করবে। এখানে দা'ওয়াহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আলোচনা স্থান পাবে। থাকবে দা'ওয়াহ্ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর শাখাও। যাতে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সারা বিশ্বের কোটি কোটি পাঠকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়া যায়। মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই যেন এসব থেকে উপকৃত হতে পারে।

একটি সাইটের মাধ্যমে ইসলামি যে-কোনো জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানের মাধ্যমেও দ্বীনের বিশাল খিদমত আঞ্জাম দেয়া সম্ভব। সাউদি আরবের একটি ওয়েব সাইট islamhouse.com বিশ্বের প্রায় আশিটি ভাষায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সারা বিশ্বে বাংলায় এর প্রায় ৯০ লাখ ব্রাউজার রয়েছে। আল-সুন্নাহ নামের (www.alssunnah.com) একটি ইসলামি সাইটে ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী অনেক অমুসলিম জানতে চান কীভাবে ইসলামে প্রবিষ্ট হতে হয়, এর পদক্ষেপগুলো কী কী। তেমনি ইসলামি মাসআলা-মাসায়িল ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান জানতে চান আগ্রহী মুসলিমগণ।

আন্তর্জাতিক প্রায় সকল ভাষাতেই এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এ রকম একটি সাইট হতে পারে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতি সমৃদ্ধ এক বিশাল লাইব্রেরি, যা নানা ভাষায় কোটি কোটি মানুষ বিনা খরচে পড়তে পারে। পৃথিবীর যে-কোনো দেশ থেকে যে-কোনো সময় সেখানে প্রবেশ করতে পারে। ইন্টারনেটের অনেক কোম্পানি রয়েছে যারা ফ্রি ডোমেইন দিয়ে থাকে। এসবের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় সাইট http:www.hypermart.net। এ ধরনের যে-কোনো জনপ্রিয় সাইটে ঢুকে যে কেউ নিজের নামে একটি সাইট খুলতে পারে।[৫৯]

বর্তমানে বিশ্বের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই অনলাইনে পড়াশোনার সুযোগ দিচ্ছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলো এ ব্যবস্থা করতে পারে। এতে দেশ-বিদেশের অনেক ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশি ঘরে বসে দ্বীন শিক্ষার সুযোগ পাবে। এগুলো এখন মোটেও অবাস্তব বা অসম্ভব নয়। এ ছাড়া কুর'আন-হাদিস নিয়ে ওয়েবসাইট হতে পারে। অনুবাদ, তাফসির, ব্যাখ্যা, খোঁজার সুবিধাসহ আধুনিক ওয়েবসাইট এখন খুবই প্রয়োজন। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়েও সাইট হতে পারে। বিবাহ, তালাক, যৌতুক, পারিবারিক সমস্যা, চুরি, ডাকাতি, এইডস, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ে সাইট হতে পারে। এসব সাইটে সমস্যার কারণ, ইসলামে বর্ণিত এর প্রতিকার পদ্ধতি ইত্যাদি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। রসুলুল্লাহ্ (সা.), সাহাবি, তাবিয়ি ও বড় বড় আলিমদের জীবনীভিত্তিক সাইট হতে পারে। তাদের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, কথামালা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বই-পত্র ইত্যাদি সবই অনলাইনে চলে আসা উচিৎ। আসলে অনলাইনে খিদমতের বিশাল ময়দান পড়ে আছে। এখানে খিদমত করা যে সওয়াবের কাজ, এ বিষয়টা সকলকে বুঝাতে হবে। তাহলেই হয়ত একটি সুন্দর ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বপ্ন দেখানো সম্ভব। যে প্রজন্ম ফেইসবুক আর ড্রাগ এ্যাডিকটেড প্রজন্ম না হয়ে হবে নীতি-নৈতিকতা সমৃদ্ধ আধুনিক প্রজন্ম।

---

৫৮. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে সোসাল নেটওয়ার্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

খ. ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা : ইসলামিক সাইটগুলোর বড় একটি সমাস্যা হলো এগুলোর প্রচার-প্রসারে অবহেলা। অনেকেই প্রচার করতে চান না 'রিয়া' হবে এ ভয়ে। অনেকে আবার এ বিষয়ে সচেতন নন। আসলে রিয়া আর প্রচারের মাঝে যে পার্থক্য হতে পারে, তা বুঝানোর দায়িত্ব 'আলিম সমাজেরই। প্রচার না হলে সাইটের উপকার অনেকাংশেই কমে আসে। অভিজ্ঞ 'আলিমদের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট থাকাও প্রয়োজন। নিজের প্রকাশিত একটি বই একজন 'আলিমের জন্য যতটা সম্মানজনক, তার চেয়ে ঢের বেশি প্রয়োজন বর্তমানে নিজস্ব একটি ওয়েবসাইট। 'আরবের ছোট-বড় প্রায় 'আলিমেরই ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট রয়েছে। 'আলিমদের ব্যক্তিগত ওয়েবাইটে লেখালিখি এবং জুমার বয়ান ইত্যাদি থাকা উচিৎ। এছাড়া এখানে বিষয়ভিত্তিক বয়ান ও প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থাও থাকতে পারে।

গ. অনলাইন পত্রিকা : অনলাইনে দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক ম্যাগাজিন তৈরি করে তার লিংক স্যোসাল মিডিয়াতে শেয়ার করে ইসলামের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা যায়।

ঘ. ব্লগ বিনির্মাণ : ব্লগ ইন্টানেটে লেখালেখির মুক্তাঙ্গন।[৬০] এক সময় ছিল যখন মানুষ ব্যক্তিগত ডায়েরিতে নিজের মতামত কিংবা সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণ করত। কিন্তু তা সকলের সাথে শেয়ার করার কোনো সুযোগ ছিল না। প্রযুক্তির বদৌলতে ব্লগ এখন অধিকার করেছে ব্যক্তিগত ডায়েরির সে স্থান। Blog শব্দটির আবির্ভাব Weblog শব্দদ্বয়ের সন্ধি থেকে। যার শাব্দিক অর্থ অনেকটা অনলাইন ব্যক্তিগত দিনলিপি বা ব্যক্তিগত সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম। ব্লগের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। ব্যক্তিগত ব্লগ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্লগ, এন্টারটেইটমেন্ট ব্লগ, প্রশ্ন ব্লগ, খবর ব্লগ, সামাজিক ব্লগ ইত্যাদি। এদের মধ্যে সামাজিক ব্লগ সবচেয়ে জনপ্রিয়। যিনি ব্লগে পোস্ট করেন তাকে ব্লগার বলার হয়। কিন্তু বর্তমানে শুধু দিনলিপি নয়; বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় ব্লগে স্থান পায়।[৬১]

ব্লগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, নানা মতের মানুষ লেখক বা ব্লগারের লেখার উপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও মতামত জানাতে পারা যায়। ব্যক্তিগত ডায়েরির পরিবর্তে ব্লগ একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় অনলাইনে প্রথম কম্যুনিটি ব্লগ সাইট somewhereinblog.net-এর রেজিস্ট্রেশনও হয় ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে, যাতে বিভিন্ন লেখার পাশাপাশি বাংলায় ইসলামিক লেখাও টুকটাক হত। ব্লগকে এক ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক পত্রিকাও বলা যায়। অনলাইন জগতে ব্লগিং এখন একটি জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম। যেখানে মানুষ নিজের মতামত, প্রবন্ধ, সংক্ষিপ্ত গবেষণা, চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিবরণী, সাম্প্রতিক সংবাদ ও তথ্য পরস্পরের কাছে শেয়ার করে থাকে।[৬২]

বর্তমানে মানুষের তথ্যচাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্লগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সৃজনশীল লেখা এবং গবেষণায় ব্লগিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। মানুষ নিজের সুবিধা, অসুবিধা, প্রয়োজন, আবেগ, অনুভূতি ব্লগেই প্রকাশ করছে। সমসাময়িক নানা বিষয়ে আলোচনা ও তথ্য উপাত্তের বিনিময় করছে। আর জ্ঞানপিপাসু হাজার হাজার পাঠক জড়ো হচ্ছে জনপ্রিয় ব্লগ সাইটগুলোতে। জনপ্রিয়তার মোহে অনেকের মাঝে ইসলাম বিরোধী ব্লগ লেখার প্রবণতাও শুরু হয়। কারণ গঠনমূলক কোনো লেখা দিলে তাতে মন্তব্য পাওয়া যায় হাতে গোনা কয়েকটি। আর ইসলাম বিরোধী ব্লগ লিখলে তাতে মন্তব্য, উত্তর ও নানা তর্ক-বিতর্ক মিলিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং প্রচুর মন্তব্য পড়তে থাকে। এভাবেই জন্ম হয়

---

৬০. মোঃ মাসউদুর রহমান, *ইসলামিক ওয়েবসাইট ডাইরি*(ঢাকা : ওয়েব প্রকাশনী, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৫৯

৬১. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে স্যোসাল নেটওয়ার্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

বেশ কিছু তরুণ স্বঘোষিত নাস্তিকের। যারা নিজেদের নাস্তিক পরিচয় দিয়ে তৃপ্তি পায় এবং নাস্তিকতার আড়ালে তারা মূলত ইসলামের কুৎসা রটায়। সাম্প্রতিক সময়ে ব্লগিং নিয়ে আমাদের দেশে জনমনে বেশ বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বাংলাদেশে নাস্তিকরা ব্লগে মহান আল্লাহ্, রসুলুল্লাহ্ (সা.) ও ইসলামের বিরুদ্ধে অবাধে লেখালেখি ও বিষোদগার করে চলেছে; যা সুস্থ সমাজের কাম্য নয়।

আধুনিক জাহিলিয়াতের এ চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করে ইসলামের প্রকৃত বার্তা মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য ব্লগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ব্লগ অনলাইন জগতে দা'ওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ইসলাম প্রচারে সবচেয়ে সুন্দর মাধ্যম হতে পারে ব্লগিং। ইসলাম বিরোধীদের অপপ্রচারের জবাবে এ শক্তিশালী মাধ্যমটিকে ইসলাম প্রচারকগণ কাজে লাগাতে পারেন। বস্তুত ইসলামি আদর্শ প্রচারের মত সুচিন্তিত ও কার্যকর ব্লগিং করার মত ব্লগারের অভাব এ সেক্টরে সংকট সৃষ্টি করেছে। 'আলিমগণ এতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারে। দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যে তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ লেখা ব্লগে তুলে ধরা উচিত।

স্মর্তব্য যে, ব্লগ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের মত অতি সাধারণ কোনো মাধ্যম নয়। এখানে লেখক-পাঠক উভয়েই শিক্ষিত, পরিপক্ব, মেধাবী, বুদ্ধিমান ও যথেষ্ট সচেতন। তাই ব্লগ ইসলামের গভীর জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক ধারণাসমূহ তুলে ধরার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্ল্যাটফর্ম।

মানবজীবনের জন্য অতীব জরুরি আমলগুলো তথ্যসূত্রসহ তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামের বাস্তব অনুশীলনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে। মতবিরোধপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি রক্ষার নিমিত্তে কাজ করা উচিত। একজন ব্লগারের গঠনমূলক ও মানসম্মত মতামতের মাধ্যমে তরুণ সমাজ সঠিক দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারে। আর প্রতিভাবান তরুণ লেখক যাদের বই প্রকাশ করার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই তাদের জন্য বই প্রকাশের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে।

ঙ. ইন্টারনেটভিত্তিক লাইব্রেরি : অনলাইনভিত্তিক ইসলামি লাইব্রেরি গড়ে তুলে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে মুসলিমদের এগিয়ে আসা জরুরি। ইসলামি বই নিয়ে গড়ে উঠতে পারে অনলাইন পাঠাগার। পাঠক সেখানে পড়ার সুযোগ পাবে, সাইটটিকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে এবং প্রয়োজনে সেখান থেকে বই ডাউনলোডও করতে পারবে। আর সে সমস্ত লাইব্রেরির লিংক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ছড়িয়ে দিতে পারলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বড় ধরণের অগ্রগতি ও সাফল্য আসবে।

চ. উইকিপিডিয়ায় তথ্য আপলোড : এটি হচ্ছে অনলাইনভিত্তিক মুক্ত বিশ্বকোষ। যে কেউ এতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন তথা আপলোড করতে পারে। ২৮৫টি ভাষায় এতে তথ্য সংযোজন করা যায়। একজন ইসলাম প্রচারক এতে ইসলামের ঐতিহ্য, নিদর্শন, ইসলামের অমিয় বাণী এবং ইসলামি ব্যক্তিত্বদের জীবনী সংযোজন করতে পারে। যাতে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়ে সত্যানুসন্ধানীরা ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হওয়ার সুযোগ পায়। ইন্টারনেটভিত্তিক সকল মিডিয়া ব্যবহার করে ইসলামবৈরী শক্তিগুলো ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেই চলেছে। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যথাযথ ব্যবহার করে এখনই সুশীল মুসলিম সমাজের ঘুরে দাঁড়ানো উচিত।[৬৩]

ছ. অনলাইন ইসলামিক রেডিও এবং টিভি : ইসলামিক বক্তব্য, আলোচনা, হামদ্-নাত এবং ইসলামি শিক্ষামূলক যে-কোনো অনুষ্ঠান নিয়ে হতে পারে অনলাইন ইসলামিক টিভি। এতে কুর'আন, হাদিস, ফিক্বহ্, জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপিত হতে পারে। হতে পারে অনলাইন রেডিও। বর্তমানে

৬৩. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে সোসাল নেটওয়ার্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

অনেক মোবাইল ব্যবহারকারী ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। কাজেই অনলাইন রেডিও ও টিভি হাতের নাগালে পৌঁছে দেয়া কঠিন কিছু নয়।[৬৪]

জ. ই-মেইল : প্রচারকের জন্য টার্গেট জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছার সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় ই-মেইল ব্যবস্থা। এ মাধ্যমটি কাজে লাগানোর কয়েকটি পদ্ধতি হলো নিম্নরূপ :

১. ই-মেইলের মাধ্যমে পত্র বিনিময় : টার্গেট মানুষদের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছানো, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে এটা এক চমৎকার মাধ্যম।[৬৫]

২. ই-মেইল তালিকা প্রস্তুত করা : ইন্টারনেটের অনেক কোম্পানি রয়েছে যারা নির্দিষ্ট মূল্যে মেইলিং সেবা দিয়ে থাকে। এসব কোম্পানির কাছে রয়েছে মেইল এড্রেসের বিশাল তালিকা। এদের কারো কারো রয়েছে ৫ থেকে ৬ কোটি মেইল এড্রেস। ৪০ থেকে ৫০ ডলার দিয়ে ৫ মিলিয়ন এড্রেস সংগ্রহ করা যায়। চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে ইসলামের কথাগুলো প্রাপ্ত মেইল এড্রেসে প্রেরণ করতে পারলে এখানে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যেতে পারে। নিজের থেকেই একটি মেইলিং তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। তালিকাটা যত বড় হবে ততই ভাল। এ পদ্ধতিতে টার্গেট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তার ফলপ্রসূ চিঠি এবং উপকারী উপদেশ বিনিময় করা সম্ভব হবে। এতে করে লোকেরা উপকৃত হবে। মৌসুম ও বিশেষ দিবস বিবেচনায় আলোচনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন রকম হতে পারে। সাউদি 'আরবের এক ব্যক্তি ব্যক্তিগত উদ্যোগে অতি সম্প্রতি একটি মেইলিং তালিকা করেছেন যাতে ১০ হাজারের অধিক ব্যক্তির এড্রেস রয়েছে।[৬৬] তাঁর এ উদ্যোগের সুবাদে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক মুসলিম ও অমুসলিমের হিদায়াত লাভের সৌভাগ্য দান করেছেন। এড্রেসটির নাম 'ই-গ্রুপ কোম্পানি' (e-group company)।[৬৭] ওয়েব এড্রেসটি হলো– https//:www.egroups.com/group/daleel

ঝ. ইসলামি সাইটগুলোতে প্রচারে অংশগ্রহণ করা : ইন্টারনেটের খারাপ দিকগুলো থেকে বেঁচে থাকা যেমন জরুরি, তদ্রূপ মুসলিমদের জন্য আবশ্যক যে, ইন্টারনেটের ভাল দিকগুলো থেকে নিজেরা উপকৃত হওয়া ও অন্যদের উপকৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা। বিশেষ করে ইন্টারনেট সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের বেশি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের উচিত এমন কল্যাণকর উপকরণ প্রচার করা যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে এবং বিশ্বস্ত ইসলামি সাইটগুলো মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে সৎকর্মে সহযোগিতা করা। আর তা হতে পারে বিভিন্নভাবে; যেমন :

১. স্যোসাল মিডিয়াতে নতুন ইসলামি সাইটের ঠিকানা এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রচার করা।
২. বিভিন্ন উপলক্ষে সমৃদ্ধ কোনো ইসলামি সাইটের বিভিন্ন কনটেইন্ট (বিষয়সূচি) প্রচার করা। যেমন– সালাত, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, 'ইদ অনুষ্ঠান ইত্যাদি। হজ্জের মাসে হজ্জ সম্পর্কিত সাইট তুলে ধরা, রমযান মাসে রমযান সংশ্লিষ্ট লেখা শেয়ার করে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
৩. নতুন সাইটের নতুন নতুন বিষয়গুলো পুরো লিংকসহ প্রচার করা। নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রয়োজনীয় সকল লিংক এক জায়গায় করে তা প্রচার করা।
৪. শিক্ষামূলক নতুন নতুন প্রবন্ধ প্রচার করে স্যোসাল মিডিয়াতে নিজেকে সক্রিয় রাখা।

---

৬৪. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে সোস্যাল নেটওয়ার্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২
৬৫. মাসউদুর রহমান, *ইসলামিক ওয়েবসাইট ডাইরি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৬৭. www.egroups.com, visited on 26.1.2020 AD

৫. যে 'ইবাদত সামনে আসছে মানুষকে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেমন– আশুরার রোজা, আইয়ামে বিযের রোযা ইত্যাদি।
৬. চলমান ইস্যুগুলোতে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া।
৭. সমাজে বহুল প্রচলিত বিদ'আত, নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে মানুষকে সতর্ক করা।
৮. জনকল্যাণমূলক কাজে মানুষকে পথ দেখানো। যেমন– কোনো সংস্থা বা সংগঠনের কোনো প্রজেক্টের কথা প্রচার করে অন্যদের এ কাজে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা।
৯. বিভিন্ন দুর্যোগ কালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্ভোগের কথা প্রচার করে তাদের সহায়তায় অন্যদের এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করা।
১০. বিপদগ্রস্ত মানুষের আশু সাহায্যের আবেদন প্রচার করা। যেমন– কারো এমন রক্তের প্রয়োজন যা সহজে পাওয়া যায় না।
১১. ইসলামের অপপ্রচারের উপযুক্ত জবাব অনলাইন ও স্যোসাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দেয়া।[৬৮]

ঞ. অন্যের পরিচালিত দা'ওয়াতি সাইটে অংশগ্রহণ : অনেক ইসলামি সাইট রয়েছে যেগুলো থেকে সকলেই উপকৃত হতে পারে। এ সকল সাইটকে অন্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। সাইটের স্বত্বাধিকারীদেরকে তাদের অবদানের জন্য বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করা। আর তা হতে পারে কয়েকভাবে :

১. ব্রাউজের মন্তব্যের জায়গায় কিংবা ই-মেইলের মাধ্যমে সাইটের সেরা দিক নিয়ে প্রশংসাসূচক বা ধন্যবাদজ্ঞাপক কিছু মন্তব্য পাঠানো।
২. সাইট কর্তৃপক্ষকে সুন্দর পরামর্শ দিয়ে কিংবা গঠনমূলক সমালোচনা করে অথবা সাইটের সমৃদ্ধি বা উৎকর্ষ সাধনের জন্য নতুন কোনো পরামর্শ দেয়া এবং সাইটের কারিগরি ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দেয়া।
৩. সাইট সম্পর্কিত যে-কোনো তথ্য ও অভিজ্ঞতা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শেয়ার করা।
৪. নিজের বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের কাছে সাইটের এড্রেস ও লিংক পাঠিয়ে ইসলামি সাইটের প্রচার বৃদ্ধি করা। উল্লেখ্য, ইসলামি সাইটের সংখ্যা বর্তমানে একেবারে নগণ্য নয়; কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো আমরা প্রচারের দিক দিয়ে দুর্বল।
৫. খবরে ও স্যোসাল মিডিয়াতে সাইটের কথা তুলে ধরা।
৬. নিজের সাইটে, কর্মক্ষেত্রে বা গাড়িতে ইসলামি সাইটের এড্রেস সম্বলিত স্টিকার লাগিয়ে দেয়া।
৭. কারও ব্যক্তিগত সাইটে হয়ত অনৈসলামি পোস্ট ও পিকচারের সমাহার দেখলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে মেইল করে বা সাইটের কর্তৃপক্ষের কাছে সাইটের ভাল দিকগুলোর প্রশংসা করার সাথে সাথে মন্দ বিষয়গুলো পরিহারের আহ্বান জানানোর মাধ্যমে শুভকামিতা দেখানো। তাদের ভাল সাইটের এড্রেস এবং ভাল আইডিয়া দেয়া যেতে পারে।

টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে দ্বীন প্রচার : বর্তমান সময়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে টিভি। স্যাটেলাইট টিভি নেই এমন পরিবার বর্তমানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্যাটেলাইট টিভির মাধ্যমে মুসলিম সমাজ বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের স্বীকার হচ্ছে। পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ নষ্ট হচ্ছে। যুবসমাজের চরিত্র কলুষিত হচ্ছে। তাই এখানেও ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুন (সংস্কৃতি-সভ্যতা) প্রচার, ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলা সর্বোপরি ইসলামি দা'ওয়াতের কাজ করার জন্য

৬৮. www.banglanews24.com/islam/news/bd/633003.details, visited on 25.11.2020 AD

অভিজ্ঞ আলিমসমাজের মনোনিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল হিসেবে এমন চ্যানেল গড়ে তোলা প্রয়োজন যেখানে শুধুমাত্র ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ইসলামি অনুষ্ঠানের মাঝে অনৈসলামি ও অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে না। টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

ক. **কুর'আন তরজমা ও তাফসির :** ইসলামি স্যাটেলাইট চ্যানেলে সর্বসাধারণের বোধগম্য সহজ-সরল ভাষায় নিয়মিত কুর'আন তরজমা ও তাফসিরমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা।

খ. **হাদিসের পাঠ :** রসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস থেকে নিয়মিত পাঠদান করা ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান করা। যেমন– দারসে বুখারি, দারসে হাদিস নামে বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।

গ. **মুসলিমদের ইমানি চেতনা বৃদ্ধিমূলক অনুষ্ঠান প্রচার :** সাধারণ মুসলিমদের ইমানি চেতনা বৃদ্ধি পায় যেমন– ঐতিহাসিক ঘটনা, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা যেতে পারে।

ঘ. **অমুসলিমদের মাঝে দা'ওয়াহ্ ও তার পদ্ধতি আলোচনা :** অমুসলিমদের মাঝে সহজ ও সঠিক পন্থায় ইসলামের দা'ওয়াহ্ কীভাবে পৌঁছে দেয়া যায়, তার পথ ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ আলিমদেরকে নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

ঙ. **ইসলাম গ্রহণকারী অমুসলিমদের সাক্ষাৎকার প্রচার :** অনেক অমুসলিম ভাই ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাদের ইমানদীপ্ত সাক্ষাৎকার প্রচার করা যেতে পারে।

চ. **ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার প্রতিরোধ :** সারাবিশ্বের ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রভাবে প্রভাবিত মিডিয়া নানাভাবে ইসলাম ও মুসলিমের চরিত্র হননে যুগ যুগ ধরে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের অপপ্রচারের যথাযথ জবাব প্রদানপূর্বক ইসলামের সঠিক মর্মবাণী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য অভিজ্ঞ আলিমদেরকে নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান করা।

স্যোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্বীন প্রচার : স্যোসাল মিডিয়ার অর্থ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষ পরস্পর আবেগ-অনুভূতি, মতামত-প্রতিক্রিয়া, চিন্তাধারা-ভাবধারা, বিশ্বাস-মূল্যবোধ ও জ্ঞানের আদান-প্রদান করে। যার মাধ্যমে নিত্যদিনের অনুভূতি তথ্য সামান্য সময়ের মধ্যে সকলের সাথে লিখিত, অডিও বা ভিডিও'র আকারে আদান-প্রদান করা যায়, তার নাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।

বর্তমানে স্যোসাল মিডিয়া পারস্পরিক যোগাযোগের শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে। স্যোসাল মিডিয়ার ব্যাপ্তি যেন সকল মিডিয়াকে দিন দিন ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যে-কোনো ব্যক্তি মুহূর্তেই তার বার্তা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারছে অনায়াসে। মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সেবা সহজ করে দেয়ার ফলে শিক্ষিত লোক তো বটেই; স্বল্পশিক্ষিতরাও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে অনায়াসে ব্যবহার করছে। প্রায় সকল শ্রেণির মানুষই এখানে প্রাত্যহিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করছে। বিশেষত, তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ তো রীতিমতো এর আকর্ষণে বিভোর হয়ে আছে।[৬৯] তাদের মন-মস্তিষ্কের প্রায় সিংহভাগ স্যোসাল মিডিয়ার দ্বারা প্রভাবিত। সারা দিনের শত ব্যস্ততার মধ্যে কঠিন পরিশ্রমে ক্লান্ত মানুষ দিন শেষে একবারের জন্য হলেও স্যোসাল মিডিয়ায় প্রবেশ না করলে যেন তাদের চোখে ঘুম আসে না।

আর এ সুযোগে ইন্দ্রিয়পূজারিরা এখানে অশ্লীলতা, নগ্নতা, যৌনবিকৃতি ও জৈবিক সুড়সুড়ির পসরা এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে; যা সভ্য সমাজের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। বিনোদনের নামে

---

৬৯. www.banglanews24.com/islam/news/bd/633003.details, visited on 25.11.2020 AD

নতুন প্রজন্মের নৈতিকতা ধ্বংস করাই এর মূল লক্ষ্য। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সংগঠিত হওয়ার ও জনমত তৈরি করার একটি অনন্য প্লাটফর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যেই এ মাধ্যম ব্যবহার করে সুসংগঠিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে এবং কোথাও কোথাও স্বাধীনতা এসেছে। স্যোসাল মিডিয়াতে এরদোগানের এক বার্তায় জনগণ রাস্তায় নেমে আসে এবং সামরিক কু নস্যাৎ করে দিয়ে তার দেশেকে ইসরাইলের আধিপত্য থেকে রক্ষা করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ এবং সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ফাহমিদুল হক বলেছেন, 'বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে।'[৭০] বিশেষ করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকে প্রবেশাধিকার (Access) অনেক বেড়েছে। বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে। এভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনেরই ফল পাওয়া যাচ্ছে। মনে হয় এ ধরনের মাধ্যম ব্যবহারের জন্য যে ধরনের ম্যাচুরিটি, মন-মানসিকতা ও রুচি থাকার কথা ব্যবহারকারীদের একটা বড় অংশের মধ্যে সেটি নেই; ফলে এতে অনেক বেশি অপব্যবহার হচ্ছে।[৭১]

তাই এ মাধ্যমের অপব্যবহার সম্পর্কে সকলকেই সামাজিকভাবে সচেতন হওয়া দরকার। স্যোসাল মিডিয়া এপ্লিকেশন ব্যবহারকারীদের মধ্যে সঠিকভাবে সমান মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে না। তথ্য-প্রযুক্তির এ চরম উৎকর্ষতার যুগে সামাজিক মাধ্যমে দা'ওয়াহ্ ইলাল্লাহ'র কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ মাধ্যমকে ব্যবহার করে খুব দ্রুত একই সংগে অনেকের সাথে যোগাযোগ করা যায়। বর্তমানে বহু স্যোসাল মিডিয়া জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যেমন– ফেইসবুক, টুইটার, মাইস্পেস, গুগল প্লাস, ইনস্টগ্রাম, ইউটিউব, ব্লগ প্রভৃতি সামাজিক প্ল্যাটফর্মে এখন কোটি কোটি মানুষের আনাগোনা। বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের শীর্ষে রয়েছে facebook, youtube, twiter। বর্তমানে প্রতি মাসে নিয়মিত ফেইসবুক ব্যবহার করে ২৫০ কোটি মানুষ। প্রতি মাসে টুইটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩৫ কোটি। ১১৬ কোটিরও বেশি ব্যবহারকারী প্রতি মাসে নিয়মিত ইনস্টগ্রাম ব্যবহার করে।[৭২] এ বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে দিতে পারলে ময়দানের দা'ওয়াতি কাজ আরো অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে।

ক. ফেইসবুক : বর্তমান বিশ্বের সামাজিক যোগাযোগের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় মাধ্যম ফেইসবুক (facebook)। এ ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কে এখন যুক্ত রয়েছে বিশ্বের প্রায় ২৫০ কোটি মানুষ। facebook এখন বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত ওয়েবসাইট। যে google ব্যতীত ইন্টারনেট কল্পনা করা যেত না, বর্তমানে সে google-কে ছাড়িয়ে facebook এখন শীর্ষস্থান দখল করেছে।[৭৩]

বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ফেইসবুক ব্যবহারকারী রয়েছে এশিয়া মহাদেশে। আর দেশ হিসেবে ব্রাজিল হলো সবচেয়ে বেশি ফেইসবুক ব্যবহারকারী দেশ। মার্ক জুকারবার্গের হাতে জন্ম নেয় বহুল ব্যবহৃত এ facebook। তিনি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম তৈরি করেন এর সমস্ত নির্দেশনা এবং কর্মকৌশল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সময় তিনি শিক্ষার্থীদের

---

৭০. অধ্যাপক ফাহমিদুল হক, *বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে*(ঢাকা : বিবিসি বাংলা, ১৫ জুলাই ২০১৫ খ্রি.), দ্র. www.bbc.com/bengali/news/201/07/1507, visited on 30.03.2022 AD

৭১. অধ্যাপক ফাহমিদুল হক, *বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে*, প্রাগুক্ত।

৭২. www.somoynews.tv/pages/details/, visited on 06.09.2021 AD

৭৩. www.jugantor.com/tech/273801, visited on 06.10.2021 AD

পড়াশোনা সহায়ক 'কোর্সম্যাচ' নামে একটি সফ্টওয়্যার তৈরি করেন। এরপর তৈরি করেন 'ফেসম্যাশ' নামে আরেকটি সফ্টওয়্যার। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের নাম, ঠিকানা, ছবি ও তাদের সাথে যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি ওয়েবসাইট তৈরির পরিকল্পনা করেন মার্ক জুকারবার্গ। এ পরিকল্পনা থেকেই তার হাতে জন্ম নেয় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বৃহত্তম সামাজিক যোগাযোগের সাইট 'ফেইসবুক'।

২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি হার্ভার্ডের ডরমেটরিতে The Facebook নামে এর যাত্রা শুরু হয়। একই সালের মাঝামাঝিতে ন্যাপস্টারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা শেন পর্কারকে প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করে এ সাইটের যাত্রা শুরু হয় এবং সে বছরের জুন মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার পারো আলটোতে এর কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়। পরের মাসেই পেপ্যালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পিটার থিয়েল বিনিয়োগ করেন এ উদ্যোগে। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে The Facebook-এর The (দ্য) অংশটি বাদ দিয়ে সরাসরি Facebook নামে যাত্রা শুরু করে এবং বর্তমানে এর নতুন নাম মেটা।[৭৪]

১৩ বছরের ঊর্ধ্বে সকলেই এটি ব্যবহার করতে পারে। ফেইসবুক যারা ব্যবহার করে তারা তাদের নিজস্ব প্রোফাইলে বিভিন্ন ধরনের ছবি, ভিডিও এবং যে-কোনো তথ্য দ্বারা নিজের ইচ্ছামত সাজাতে পারে এবং এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের বন্ধুদের সাথে চ্যাট, মেসেজ আদান-প্রদানও করতে পারে। এছাড়াও প্রত্যেকের প্রোফাইলে ওয়াল (Wall) আছে, যেখানে সকলেই মন্তব্য প্রেরণ করতে পারে। মূলত এ ওয়াল পোস্টিং (Wall Posting) হলো গণ কথপোকথন (Public Conversation)। এমনকি এক বন্ধু অপর বন্ধুকে আনফ্রেন্ড, ব্লক ইত্যাদি করতে পারেন। ফেসবুকে পেইজ তৈরি করে তাতে ওয়াজ মাহফিল, কুর'আনের তিলাওয়াত, ইসলামি সংগীত ইত্যাদির ভিডিও আপলোড করা যায়। কুর'আন ও হাদিসের বাণীযুক্ত ছবি কিংবা ইসলাম সম্পর্কে নিজের বা অন্যের যে-কোনো লেখা শেয়ার করে দা'ওয়াতি কাজ করা যায়। 'আরবের 'আলিমরা এ মাধ্যমটি ব্যবহার করে ইসলামের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের পেইজে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলো পাঠ করছেন। এক্ষেত্রে বাংলাভাষী ইসলাম প্রচারকগণ ফেইসবুককে দা'ওয়াতের মাধ্যম বানিয়ে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

খ. ইউটিউব : ইউটিউব একটি বিশাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। যে কেউ যে-কোনো ধরনের ভিডিও ডকুমেন্টারি, এসাইনমেন্ট ও সচিত্র প্রতিবেদন ফ্রি প্রচার করতে পারে। এতে ইসলামি ব্যক্তিত্বরা তাদের খুতবা, বয়ান ও আলোচনা আপলোড করে ইসলামের দা'ওয়াহ্ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে পারেন। 'আরবের অনেক 'আলিমকে দেখা যায়, ইউটিউবে নিজস্ব চ্যানেল তৈরি করে তাতে নিজের জুমা'র খুতবা, বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামি আলোচনা, মাসআলা-মাসায়িল ইত্যাদি আপলোড করে দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এটি অন্যান্য দেশের 'আলিম সমাজের জন্য একটি অনুসরণীয় পন্থা হতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের কিছু 'আলিম ও ইসলামপ্রিয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় নাস্তিকদের বিভিন্ন অবান্তর প্রশ্নের জবাব দেয়া হচ্ছে এ মিডিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে।

গ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্বীন প্রচার : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্বীন প্রচারের কয়েকটি দিক নিচে তুলে ধরা হলো :

১. স্যোস্যাল মিডিয়ায় চ্যাটিং : স্যোস্যাল মিডিয়ায় চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা যায়। এটি একটি উত্তম উপায়। এর কার্যকারিতাও অনেক বেশি। এ চ্যাট বা আড্ডা হতে পারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে।

---

৭৪. www.proyhomalo.com/education/science-tech/, visted on 10.12.2021 AD

২. সরাসরি আলোচনা (Direct dialogue) : সরাসরি আলোচনা চালানো যায় গ্রুপ প্রোগ্রাম (http://www.mirc.com/) কিংবা ইয়াহু মেসেঞ্জার, গুগলটক বা ফেইসবুক ও ফেইসবুক মেসেঞ্জার ইত্যাদি প্রোগ্রামের সাহায্যে। প্রচারকগণ এসবের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে চ্যাট করতে পারেন।

৩. পরোক্ষ আলোচনা (Indirect dialogue) : ইন্টারনেট দ্বীন প্রচারের বিশ্বমঞ্চ বইয়ের মধ্যে পরোক্ষভাবে আলোচনার দু'টি উপায় বর্ণিত হয়েছে। যথা :

প্রথমত: সংলাপ প্রাঙ্গন বা Message Boards-এর সাহায্যে অন্যের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনা জনপ্রিয় সব সার্চ ইঞ্জিনেই এ সেবা রয়েছে। যেমন– গুগল, ইয়াহু, এমএসএন, বিং, ডগ পাইল, আস্ক ডট কম ইত্যাদি। এসব সাইটে কোটি কোটি মানুষ ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে তাদের বিচিত্র ভাবনা বিনিময় করে। গণমানুষের মধ্যে মিশে যেতে এবং নানা ধর্ম ও মতের মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকতে এটা এক আদর্শ ময়দান।[৭৫] চাইলে এ লিংকে একটি মাত্র ক্লিক করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে যে কেউ হতে পারে একজন সফল ইসলাম প্রচারকগণ। লিংকটি হলো : http://messages.yahoo.com/index.html

দ্বিতীয়ত: নিউজ গ্রুপস-এর সাহায্যে অন্যের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনা। এসব মূলত আনলিমিটেড স্পেসজুড়ে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা, সংলাপ ও বিতর্কের গ্রুপ। বিশেষত এখানে সব ধর্ম, চিন্তা ও মতবাদের লোকেরা সবিস্তারে ধর্মীয় দিক আলোচনা করতে পারেন। এ অঙ্গনে অসংখ্য দিশেহারা ও পথভ্রষ্ট লোক হিদায়াতের আলো নিয়ে মতবিনিময় করে। তেমনি অনেক অমুসলিম এখানে তাদের সব ধরনের কুৎসা ও কৌশল ব্যবহার করে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলামের উপর আক্রমণ চালায়। এখানে অনেক ভাল লোকও রয়েছেন যারা অঙ্গনটিকে কাজে লাগাতে অনেক কষ্ট স্বীকার করেন। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তাদের সংখ্যা অনেক কম। কীভাবে এ গ্রুপগুলোর কাছে পৌঁছা যাবে সে ব্যাপারেও দু'টি পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যথা :

প্রথম পরামর্শ : প্রত্যেক সার্চ ইঞ্জিনেরই যেমন মাইক্রোসফ্‌ট ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার-এর রয়েছে একটি মেইলিং প্রোগ্রাম এবং আরেকটি নিউজের প্রোগ্রাম। সেটির কথাই বলা হচ্ছে এখানে। এ প্রোগ্রাম এ্যাকটিভ করার মাধ্যমেই সহজেই এসব গ্রুপের কাছে পৌঁছানো যায়।

দ্বিতীয় পরামর্ম : এসব গ্রুপের কাছে পৌঁছার দ্বিতীয় পন্থা হলো এ ওয়েবসাইটে ক্লিক করা। যার এড্রেস হলো : http://www.deja.com/। এ সাইটটির মাধ্যমে এসব গ্রুপের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। এসবের আলোচনার শিরোনাম খুঁজে নেয়া যায়।[৭৬] তারপর ইচ্ছে মত বিষয়ে মানুষের আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করা যায়।

৪. দা'ওয়াতের বাণী সম্বলিত স্ট্যাটাস দেয়া : টাইম লাইন বা নিজের ওয়ালে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ইসলামি স্ট্যাটাস দিয়ে খুব সহজেই বন্ধুদের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত তুলে ধরা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে খুব দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। স্ট্যাটাস সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্চনীয়। এত দীর্ঘ স্ট্যাটাস না দেয়া যাতে মানুষের পড়ার ধৈর্য ও আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়।

৫. সোশ্যাল মিডিয়ার বন্ধুদের মাঝে দা'ওয়াতের কাজ করা : ফেসবুক, টুইটার প্রভৃতি স্যোস্যাল মিডিয়ার বন্ধুদের মাঝে দা'ওয়াতের কাজ করা। এজন্য বন্ধুদের সংখ্যা যত বেশি বাড়ানো যায় ততই ভাল। বন্ধুদের সংখ্যা বেশি হলে অনেকের কাছে সহজেই ইসলামের বার্তা পৌঁছানো যায়।

৬. ইসলামি দা'ওয়াহ্‌ সম্বলিত বিষয়বস্তুতে লাইক দেয়া : স্যোস্যাল মিডিয়ায় ইসলামি দা'ওয়াহ্‌ বিষয়ক পেজসমূহ ও তাদের প্রচারণায় সহায়ক ভূমিকা পালনার্থে তাদের পেজ ও প্রচারণাসমূহতে লাইক দেয়া।

৭. ইসলামি বাণী শেয়ার করা : কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু প্রচার ও তা নজরে আসলে সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার করা উচিত। প্রচারের ক্ষেত্রে শেয়ার করা লাইক দেয়ার চেয়ে বেশি কার্যকরি। এ

---

৭৫. মাসউদুর রহমান, *ইসলামিক ওয়েবসাইট ডাইরি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

শেয়ার করার মাধ্যমে শেয়ারকারীর সকল বন্ধুদের ওয়ালে শেয়ারকৃত বিষয়টি ভেসে উঠে। তখন অন্য বন্ধুরা তাদের পছন্দ ও প্রতিক্রিয়া দেখানোর সুযোগ পায়। এতে বিষয়টি অতি মাত্রায় প্রচারিত হয়।

৮. কল্যাণকর ওয়াল প্রস্তুত ও প্রচার : ফেইসবুক ওয়ালে শুধু তা-ই রাখা উচিত যা সুন্দর এবং কল্যাণকর। ইসলামি দা'ওয়াহ্-এর বাণীসমূহ প্রচার, লাইক ও শেয়ার করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র নিম্নোক্ত নির্দেশনা পালন করা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ 'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কর না।'[৭৭]

৯. ফেসবুক পেইজ তৈরি করা : একটি ফেইসবুক একাউন্ট থেকে বিভিন্ন নামে অনেক পেজ খোলা যায়। সে ক্ষেত্রে পেজের নাম যেন আকর্ষণীয় হয় সেটি লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে মানুষ এ পেজের প্রতি আগ্রহী ও কৌতুহলী হয়। পেইজটি লাইক করার জন্য বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়ে লাইকের সংখ্যা বাড়াতে চেষ্টা করতে হবে। পেইজটিকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় পোস্ট আপলোড করে নিয়মিত আপডেট রাখতে হবে এবং এর মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ও সৌরভ বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে।

বস্তুত ইসলাম সর্বদা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সময়ের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি গ্রহণ করেই দা'ওয়াতের কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। এভাবে আল-কুর'আন ও আল হাদিসের আলোকে এবং ইসলামি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই মুসলিম উম্মাহ্ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তুলেছিল। এ সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই অন্ধকার ইউরোপকে আলোকিত করেছিল। বর্তমান প্রজন্মকেও আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করে ইসলামের মর্মবাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

---

৭৭. আল কুর'আন, ৫ : ২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বীন প্রচারের মাধ্যম হিসেবে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে ইসলাম প্রচারকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য

দ্বীনি দা'ওয়াত নবী-রসুলগণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ দায়িত্ব পালন করা প্রতিটি যুগের, প্রতিটি স্থানের, প্রতিটি মুসলিম ও আলিমের কর্তব্য। আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, 'আমার কথা অন্যদের কাছে পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াত অথবা একটি বাক্য হয়।' বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.) বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক আচার-আচরণ, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক নিয়মকানুন বর্ণনার পর তিনি বলেন, যারা উপস্থিত তারা আমার কথাগুলো অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দিবে। যারা এ সময় উপস্থিত থাকতে পারেনি, হতে পারে তারা উপস্থিত শ্রবণকারী ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি আমলকারী হবে এবং তা সংরক্ষণে অত্যধিক মনোযোগী হবে।[৭৮]

দ্বীনি দা'ওয়াত পৌঁছানোর অসংখ্য মাধ্যম রয়েছে। যার মধ্যে মসজিদ ও 'ইবাদতখানাসমূহ দা'ওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। অমুসলিম দেশ ও পশ্চিমা বিশ্বে দা'ওয়াতের পদ্ধতি মুসলিম দেশগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পৃথক। পরিবেশ-পরিস্থিতি, অবস্থান ও ব্যক্তিবিশেষে সে সব জায়গায় দা'ওয়াতের কাজ করা হয় ভিন্ন ভিন্ন সব পদ্ধতিতে। পদ্ধতি এক না হলেও সকলের উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই। আর তা হলো– ইসলামের দা'ওয়াত সকলের মাঝে এমনভাবে পৌঁছে দেয়া, যাতে সকলের অন্তরে ইসলামের দা'ওয়াত ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, ফলে মানুষের অন্তর ইসলামের জন্য নমনীয় হয়ে যায়। আর ঘৃণাকেও ভালবাসা দ্বারা পরিবর্তন করে দিতে হবে।[৭৯]

দ্বীনি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এমন সব পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, যাতে লোকজন ইসলামের প্রতি বিরাগভাজন না হয় অথবা এমন কিছু না করা, যাতে ইসলামের প্রতি তাদের মন্দ ধারণা তৈরি হয় এবং ইসলামকে বুঝতে অপারগ হয়ে যায়। যুগে যুগে মুসলিমরা এ আবশ্যিক দায়িত্ব পালন করেছেন। আর সে কারণেই প্রত্যেক যুগে ইসলাম প্রসার লাভ করেই চলেছে, যার কোনো কমতি নেই। নিম্নে দ্বীন প্রচারের মাধ্যম হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে 'আলিম ও দা'ইদের করণীয়, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা : ইসলাম প্রচারক 'আলিম ও দা'ইগণের কর্তব্য হচ্ছে, প্রথমেই তারা নিজেরা গভীর জ্ঞান অর্জন করবেন। দ্বীন ও ধর্ম নিয়ে প্রচুর পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করবেন। নিজের ভাষা ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় বলা ও লেখা শিখে নিবেন। কুর'আন-হাদিসে পারদর্শিতা অর্জন করে প্রযুক্তির সবেচেয়ে ভাল মাধ্যমকে অবলম্বন করে দ্বীন ইসলামের দা'ওয়াত অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। তারপর আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবেন। এ জাতীয় জ্ঞানার্জনের বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ 'আর মু'মিনদের এক সাথে বের

---

৭৮. মাওলানা মুহাম্মাদ উছমান গনী, মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ, ধর্ম, প্রথম আলো, ২৯/০৯/২০১৭ খ্রি., দ্র. www.prothomalo.com/religion/মহানবী-সা.-এর বিদায় হজ, visited on 30.03.2020 AD

৭৯. মাওলানা ওমর ফারুক, ডেইলি বাংলাদেশ ডটকম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি., দ্র. www.dailybangladesh.com, visited on 27.11.2020 AD

হয়ে পড়ার কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু তাদের জনবসতির প্রত্যেক অংশের কিছু লোক বেরিয়ে আসলে ভাল হত। তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করত এবং ফিরে গিয়ে নিজের এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করত, যাতে তারা বিরত থাকত।'[৮০]

২. বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করা : বর্তমানে বিশ্বব্যাপী দ্বীনি দা'ওয়াতের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, নিজেদের দা'ওয়াত অন্য জাতির কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য সে জাতির ভাষা শেখা। আর সে মহান উদ্দেশ্যে 'আরবি, ইংরেজি, ফরাসি, হিন্দি, তেলেগু, কন্নড়, মারাঠা, তামিল, বাংলা, আসমীয় ভাষা, উর্দু, ফারসি এবং প্রত্যেক অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা দরকার। সে সঙ্গে প্রত্যেক ভাষার দা'ইদের একটা গ্রুপ তৈরি করাও আবশ্যক। সেসব ভাষায় দা'ওয়াতের কার্যক্রম পরিচালনা করা। এভাবে বিভিন্ন ভাষা শেখার বিষয়ে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عن خارجة بن زيد عن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود قال إني والله ما آمن يهود على كتاب قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم

'যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে ইয়াহুদিদের কিতাব শেখার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি ইয়াহুদিদের লিখিত বিষয়বস্তু বিশ্বাস করতে পারি না। যায়দ বলেন, আমি অর্ধমাসের মধ্যে তাদের ভাষা শিখে ফেললাম। যখন আমি তাদের ভাষা শিখলাম তখন তিনি যখন ইয়াহুদিদের নিকট চিঠি লিখতেন, তা আমি লিখে দিতাম। আর ইয়াহুদিরা যখন আল্লাহ্র রসুলের কাছে চিঠি লিখত, আমি তাঁর নিকট সেটি পাঠ করতাম।'[৮১]

৩. প্রযুক্তিনির্ভর দা'ওয়াতের কাজে সক্রিয় হওয়া : প্রতিটি মুসলিমকে দা'ওয়াতের কাজে কোনো প্রকার অবহেলা করা ছাড়া সক্রিয় থাকতে হবে। দা'ওয়াতের সবচেয়ে ভাল একটি পদ্ধতিকে অবলম্বন করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামের শান্তির বার্তা বিশ্বের সমস্ত জাতির কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। রসুলুল্লাহ্ (সা.) দ্বীনের দা'ওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার কাজ শুরু করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম এ পদ্ধতির পূর্ণতা দিয়েছিলেন। তাবিয়ি' ও তাবি' তাবিয়ি'গণ এ মহান আমানতকে পরবর্তীদের কাছে হুবহু পৌঁছে দিয়েছেন। আর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী 'আলিমগণ সাধ্যানুযায়ী আজও এ মহান দায়িত্ব নিরলসভাবে পালন করে যাচ্ছেন।

'উলামায়ে ইসলাম ও দা'ইগণের কর্তব্য হচ্ছে, অমুসলিমদের মাঝে দ্বীন ইসলামের বার্তা সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশে আজ হাজারো চ্যানেল রয়েছে, যার মাধ্যমে তারা দিনরাত সেগুলো সম্প্রচার করছে। প্রযুক্তিনির্ভর যুগে চ্যানেলসমূহে সব ধরনের তথ্য বিনিময় করা হয়ে থাকে। ইন্টারনেটে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন সাইট গ্রুপ ও সামাজিক যোগাযোগের অনেক মাধ্যম। সে সব মাধ্যমের সহযোগিতা নিয়ে ইসলামের মর্ম ও তার প্রকৃত শিক্ষা, ইতিহাস, ন্যায়-নিষ্ঠা, সৌন্দর্য, মানবাধিকার ও মুসলিমদের সোনালি যুগের নীতিবান শাসকদের কথা সকলের সামনে উপস্থাপন করা এবং সে সঙ্গে পশ্চিমা ইয়াহুদি মিডিয়ার ইসলাম বিরোধী প্রোপাগান্ডার জবাব পৃথিবীর সকল জাতির কাছে তাদের ভাষাতেই দেয়া যেতে পারে।

---

৮০. আল কুরআন, ৯ : ১২২

৮১. আবু 'ইসা মুহাম্মাদ ইবন 'ইসা আত-তিরমিযি (র.), অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *জামি' আত-তিরমিযি*(ঢাকা : ইফাবা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৫২, হাদিস নং ২৭১৫

৪. 'আলিম ও দা'ইগণকে অধ্যয়ন ও গবেষণামুখী হওয়া : ডিজিটাল মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে যেভাবে ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করা যায়, বিশেষ করে যারা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন তারা হলেন আলিম সমাজ। বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার একটি বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে। মাদরাসায় শিক্ষার পরিবেশ এ ধরনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ তাতে থাকতে পারে। মাদরাসার সকল শিক্ষককে প্রতি মাসে অথবা ন্যূনতম দু'মাসে একটি করে ছোট গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে হবে। সেগুলো দায়িত্বশীল কারো সম্পাদনার পর ইন্টারনেটে মাদরাসার ওয়েবসাইটে দিয়ে দেয়া। ছাত্ররা যে দেয়ালিকা প্রকাশ করে তা ওয়েবসাইটে দেয়া যেতে পারে। এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম, সিলেবাস, বার্ষিক মাহ্ফিল ইত্যাদি সবকিছু ওয়েবসাইটে থাকতে হবে ও তা নিয়মিত আপডেট দিতে হবে।[৮২]

৫. দা'ইগণের বক্তব্য ও লেখনি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা : 'আলিমদের নিয়মিত বক্তব্য ও আলোচনাগুলো ওয়েবসাইটে দেয়া। ওয়েবসাইটে প্রশ্ন করার অপশন থাকা বাঞ্চনীয়। যেন পাঠক বা ভিজিটর সহজেই প্রশ্ন করতে পারে এবং যে-কোনো বিষয়ে ইসলামি সঠিক সমাধান পেতে পারে। লেখকের নিজের লিখিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো ব্যক্তিগত সাইটে প্রকাশ করা। ছোট ছোট স্মৃতি, অনুভূতি, দৈনন্দিন ডায়েরি বা অপ্রকাশিত ইসলামি লেখাগুলো সাইটে দেয়া। প্রকাশিত বইগুলোর ভূমিকা, সূচি ও প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি সাইটে দেয়া। মন্তব্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে পাঠক-ভিজিটরদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা যেতে পারে।[৮৩]

৬. ইসলামি প্রকাশনাসমূহ ওয়েবসাইটে আপলোড করা : ইসলামি বই প্রকাশকগণের প্রকাশনার একটি নিজস্ব সাইট থকতে পারে। সেখানে প্রকাশিত সব বইয়ের প্রচ্ছদ, ভূমিকা, সূচি, মূল্য ও প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ থাকবে। নতুন নতুন বইয়ের সংবাদ ও রিভিউ প্রকাশ করা যেতে পারে। ই-কমার্সের মাধ্যমে সহজেই বই বিক্রয় করা যেতে পারে।[৮৪]

৭. খতিব ও দা'ইগণের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট খোলা : জামে মসজিদের খতিব ও দা'ইগণ নিজের নামে ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট খুলতে পারেন। সেখানে নিজের ওয়াজ-নসিহত, জুমু'আর বয়ান ইত্যাদির অডিও-ভিডিও রাখা যেতে পারে। নিজের প্রবন্ধ-নিবন্ধ রাখতে পারেন। দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোর নানা ইসলামি দিক তুলে ধরে ব্লগ লিখতে পারেন। পাঠক যেন সে ওয়েবসাইটেই প্রশ্ন করতে পারেন সে ব্যবস্থাও রাখা।[৮৫]

৮. অনলাইনভিত্তিক ইসলামি পত্রিকা চালু করা : ইসলামি পত্রিকা চালু করা। এটা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ ক্রোড়পত্রও হতে পারে। কমিউনিটি ব্লগ ও ফোরামের মাধ্যমে এসব পত্রিকাকে জনপ্রিয় করে তোলা যেতে পারে।

৯. স্যোসাল কমিউনিটি সাইটে দা'ওয়াত : স্যোসাল কমিউনিটি সাইটের মাধ্যমে, ফেসবুকে বেশি বেশি ইসলামি গ্রুপ খুলে বন্ধু-বান্ধবকে আহ্বান জানানো ও ইসলামি স্ট্যাটাস দেয়া। ইসলামি সাইট, আর্টিকেল, অডিও ও ভিডিও লিংক বেশি করে শেয়ার করা। কুর'আনের আয়াত, হাদিস বা স্কলারদের উক্তি স্ট্যাটাসে দেয়া। ইসলামি সাইটের ফ্যান পেজ খুলে, ইসলামি নোট লিখে বন্ধু-বান্ধবকে ট্যাগ করা।

---

৮২. ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, *ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম*(ঢাকা : ডেইলি মেইল বাংলাদেশ, ৪ মার্চ ২০১৮ খ্রি.), দ্র. www.dailymailbangladesh.com, visited on 28.11.2020 AD

৮৩. প্রাগুক্ত।

৮৪. প্রাগুক্ত।

৮৫. প্রাগুক্ত।

১০. ই-মেইল ইয়াহু ও গুগলে গ্রুপ দা'ওয়াহ্ : ই-মেইল, ইয়াহু এবং গুগল গ্রুপ-এ ইসলামি গ্রুপ খুলে ইসলামি আর্টিকেল পাঠানো। র‍্যাংকিং ভাল এমন সাইটে ইসলামি সাইটের প্রচার করা। ব্লগার ডট কম, ইউটিউব, ফেসবুক, ওয়ার্ডপ্রেস ইত্যাদি সাইটে যতবেশি সম্ভব ব্লগ লিখে বা লিংক শেয়ার করে ইসলামি সাইটের প্রচার করা। টেক্সট ও অডিও চ্যাটের মাধ্যমে বিভিন্ন চ্যাটরুমগুলোতে ইসলাম প্রচার করা যেতে পারে। ইসলামি মাহ্ফিল, সেমিনার বা আলোচনা সভার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার ও অডিও আপলোড করা। বিভিন্ন উপলক্ষে সমৃদ্ধ কোনো ইসলামি সাইটের বিভিন্ন কনটেইন্ট (বিষয়সূচি) প্রচার করা। যেমন– হজ্জের ও রমজান মাসে সংশ্লিষ্ট বিষয় সাইটে তুলে ধরা।

নতুন সাইটের নতুন নতুন বিষয়গুলো পুরো লিংকসহ প্রচার করা। নতুন প্রবন্ধ দিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। নবাগত ভাল লেখকদের মন্তব্য জানিয়ে উৎসাহ প্রদান করা। যে 'ইবাদত সামনে আসছে মানুষকে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেমন– লাইলাতুল ক্বদর, আশুরার রোযা ইত্যাদি। চলমান ইস্যুগুলো সংশ্লিষ্ট ফিক্বহি দিকগুলো মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া। মানুষকে বিদ'আত, নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে সতর্ক করা। নির্দিষ্ট কোনো হারাম কাজ নির্মূলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তা নির্মূলের চেষ্টা করা। জনকল্যাণমূলক কাজে মানুষকে পথ দেখানো। বিপদগ্রস্ত মানুষের আশু সাহায্যের আবেদন প্রচার করা। মানুষকে সুসংবাদ পৌঁছে দেয়া। মিথ্যা খণ্ডন করা এবং ইসলামের অপপ্রচারের জবাব দেয়া। দা'ওয়াতি কাজে সহযোগিতার আবেদন প্রচার করা। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সরকারিভাবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানানো।[৮৬]

১১. অমুসলিমদের মাঝে দা'ওয়াতের মাধ্যম হিসেবে প্রযুক্তিকে গ্রহণ : হিন্দুস্তানের অমুসলিম ও পশ্চিমা ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের মধ্যে ধীরে ধীরে ইসলামের আলোচনা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার প্রয়োজন। এ জন্য পরিপূর্ণভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে। অমুসলিমরা যে সব আলোচনা পড়ে ও শুনে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারে তা ছড়িয়ে দেয়া। সাধারণত ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলাম বিদ্বেষীরা যে সব প্রোপাগান্ডা চালিয়ে থাকে তা হচ্ছে তাদের মনের ভিতর এটা ঢুকিয়ে দেয় যে, ইসলাম গ্রহণ করা মানে নিজেকে বন্দি বানিয়ে ফেলা, ইসলাম মানুষের স্বাধীনতাকে পুরোপুরি কেড়ে নেয়। এ সব ধারণা মানুষের ভিতর থেকে দূরে সরিয়ে ইসলামের সত্যটাকে পরিস্কারভাবে তুলে ধরতে হবে।

ইসলাম সব বিষয়ে একটা সহজ-সরল অনুপ্রেরণা তৈরি করে; কোনো প্রকার কঠোরতা নয়। ইসলাম মানুষকে অনেক স্বাধীনতা দিয়েছে। এমন স্বাধীনতা অন্য কোনো ধর্মে নেই। কিন্তু মুসলিমদের একটা নিয়মের উপর কাজ করতে হয়, সে নিয়মের বাইরে কোনো কাজ করলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। মানুষকে অত্যধিক বিনয়ী হতে হয়। কিছু নিয়ম-পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা অবলম্বন করে মুসলিমগণ পরিপূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে। পৃথিবীতে দ্বীনের দা'ওয়াতের বাধ্যবাধকতাকে এমনভাবে পালন করা উচিত, যেন এ দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার ত্রুটি না হয়। অথচ এমন কিছু ত্রুটিই ধারাবাহিকভাবে সমাজে ঘটে যাচ্ছে; যা হওয়ার কথা ছিল না।

মুসলিম জাতি এখনো স্বপ্ন ও বিলাসিতায় বিভোর হয়ে আছে, অলসতার চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। আর তা এমন একটি সময়ে, যখন পশ্চিমা বিশ্ব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের ধর্ম ও বিশ্বাসকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং বাংলাদেশেও অমুসলিম অ্যাক্টিভিস্টরা প্রযুক্তির সকল যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। তারা দিনরাত ইসলামের নামে যাচ্ছেতাই বলে যাচ্ছে। তাদের দা'ওয়াতের

---

৮৬. ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, *ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম*, প্রাগুক্ত।

পদ্ধতি সম্পূর্ণ নেতিবাচক। তারা ধর্ম বিষয়ে খুব কমই বলে থাকে। তাদের ধর্মীয় বিষয়ে বলার বিশেষ কিছু নেই।

ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে রাখাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তবে নিজেদের দা'ওয়াতকে গ্রহণযোগ্য করার স্বার্থে তাদের বার্তাকে ব্যাপক করার জন্য তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অনবরত অপপ্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু তাদের এসব অপপ্রচারের ফলে যে কিছু লাভ হচ্ছে না; তা নয়। কারণ প্রত্যেক খারাপের বিপরীতে কিছু ভাল'র আবরণ থাকে। ইসলাম বিদ্বেষী ব্যাপক প্রচারের ফলে এ উপকার হচ্ছে যে, সম্প্রতি অমুসলিমরা ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করতে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠছে। ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করতে করতে এক সময় তারা ইসলামের মত সত্য ও সুন্দর ধর্ম গ্রহণ করে নিজেদেরকে ধন্য করছে।[৮৭]

১২. ইসলাম বিদ্বেষীদের আপত্তি খণ্ডন করা : যারা ইসলাম বিরোধিতা করে তাদেরকে প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় জবাব দিতে হবে। তাদের সব ধরনের ইসলামবিরোধী কার্যক্রম নস্যাৎ করে দিতে হবে। ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ দূরদর্শিতার সঙ্গে পালন করতে হবে। সে সব বিষাক্ত মন ও মেধা এমন সৃজনশীল জবাবের মাধ্যমে প্রতিহত করতে হবে, যারা প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্বীন ও ধর্মকে বিকৃতি করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। এ সব বিষাক্ত মেধা ইসলামের চরিত্রে কালিমা লেপন করার জন্য সব ধরনের বানোয়াট তথ্য, মিথ্যাচার, জালিয়াতি, গোমরাহি ও প্রোপাগান্ডা করে চলেছে এবং ভিত্তিহীন আলোচনায় রঙ দিয়ে তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর সে সব ভিত্তিহীন আলোচনা পড়ে বা শুনে পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মনে ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফলে মানুষ ইসলামের পতাকাতলে আসার পরিবর্তে আরো দূরে সরে যায়। ইসলামের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা তৈরি হয়।[৮৮]

তাই মুসলিমদের বিশেষ করে দ্বীনদার ব্যক্তি, যাদের এ সব মাধ্যম ব্যবহার করা সম্ভব তাদের পূর্ণ দায়িত্ব হলো, সে তার মন ও মেধাকে দা'ওয়াতের দিকে মনোনিবেশ করবে এবং ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অটুট রাখাকে নিজের কর্তব্য জ্ঞান করবে। মুসলিমরা নিজেদের চমৎকার ব্যবহার ও আচরণ দিয়ে সমাজে স্বচ্ছ ও সঠিক মুসলিম হিসেবে তৈরি করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

১৩. ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত সচেতনতা : ইসলামের বিরুদ্ধে সব ধরনের প্রোপাগান্ডার জবাব কৌশল ও হিকমতের সাহায্যে দিতে হবে। এমন প্রতিজ্ঞা করতে হবে, যেন কোনো দ্বীন প্রচারকের দ্বারা দ্বীন ও ধর্মের দা'ওয়াতে লোকেরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারে।[৮৯] ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের উপকার সাধিত হবে। পুঁজিবাদীদের মত নিজেদের স্বার্থে নারীজাতিকে নিলাম করে দেয়া যাবে না। আর তাদের নিজেদের দায়িত্বে অংশীদার বানানো যাবে না। বরং ইসলাম প্রত্যেককে ঘরোয়াভাবে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। প্রত্যেককে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকারসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আর তা যার যার সত্ত্বা ও মানসিকতার জন্য উপকারী।

এটাও জরুরি বিষয় যে, দ্বীন সম্পর্কে অল্প জ্ঞানের অধিকারী কিছু লোক বিভিন্ন চ্যানেলে আলোচনা করতে যান এবং ইসলামের মুখপাত্র হয়ে চ্যানেল স্ক্রিনে ইসলাম সম্পর্কে যাচ্ছেতাই অজ্ঞতাপূর্ণ আলোচনা করে মানুষকে বিভ্রান্তিতে ছুড়ে ফেলেন। লাখো মানুষের চোখের পর্দায় একজন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোক কথা বলে তাদের ভুল তথ্য পরিবেশন করে থাকেন। তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করতে এবং তাদের এমনভাবে

---

৮৭. ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, *ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম*, প্রাগুক্ত।

৮৮. প্রাগুক্ত।

৮৯. প্রাগুক্ত।

নির্বাক করে দিতে হবে, যাতে তারা ইসলাম সম্পর্কে ভালভাবে না জেনে কথা বলতে না আসে। এ কাজটা যেন সে সব জ্ঞানহীন লোকদের জন্য শিক্ষা হয়ে যায়।

মোটকথা, ইসলামের জ্ঞান ও দা'ওয়াত বিষয়ক কোনো আলোচনার জন্য যদি কাউকে দা'ওয়াত দেয়া হয়, সে যদি ইসলাম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান না রাখে, তবে সে যেন এ বিষয়ে অপারগতা উপস্থাপন করে। যাদের 'ইলমের গভীরতা রয়েছে, তাদেরকে নির্বাচিত করে চ্যানেল-মিডিয়াতে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো উচিত। কেউ যেন খ্যাতির লোভে নিজের অগভীর জ্ঞান নিয়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলামের সুনাম ক্ষুণ্ন না করে এবং ইমান ও তাওহিদকে প্রশ্নবিদ্ধ না করে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত কাম্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا إِلَى اللهِ ۗ عَلٰى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَسُبْحٰنَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ 'বলে দিন এটি আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহ্র দিকে বুঝেসুজে আহ্বান করি। আল্লাহ্ পবিত্র। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।'[৯০]

অনেক মানুষ আছেন যারা ইসলামের জন্য কিছু একটা করতে চান। তাদের এ অনুভূতি যে মৃত্যুর পরও তা সদাকাহ্ হিসেবে অব্যাহত থাকে। রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তার সমস্ত 'আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি কাজ ব্যতীত। সেগুলো হচ্ছে, সদাকাতুল জারিয়া, উপকারী জ্ঞান ও নেক সন্তান।'[৯১]

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا

'যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাবে, যারা তার অনুসরণ করবে তাদের অনুরূপ সাওয়াবই ঐ ব্যক্তির জন্য লেখা হবে। অথচ এটি তাদের সাওয়াবের কোনো অংশ কমিয়ে দিবে না। আর যে ব্যক্তি কোনো ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানাবে, তাকে যারা অনুসরণ করবে তাদের সমান পাপই তার জন্য লেখা হবে অথচ এটি তাদের পাপসমূহ থেকে এতটুকু কমবে না।'[৯২]

তাই প্রত্যেক মুসলিমকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনে যত সময় ব্যয় হয় কিয়ামতের দিন এ সময়গুলোর হিসাব দিতে হবে।

১৪. মিডিয়ার জগতে দা'ইদের করণীয় : রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'সমস্ত কুফরি শক্তি পরস্পর এক ও অভিন্ন।'[৯৩] যখন ইঙ্গ মার্কিনিরা, ইয়াহুদি, মুশরিক এবং খ্রিস্টানেরা জোট বেঁধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বহুমুখী আক্রমণ পরিচালনা করছে, তখন এ ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা সম্পর্কে নতুন করে আর কিছু বলার নেই। যখন সমস্ত খোদাদ্রোহীরা ইসলামি আদর্শ ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র চালিয়ে মুসলিম নিধনযজ্ঞে মেতে উঠেছে তখন মুসলিম জাতি তাদের মধ্যকার অনৈক্য ও বিরোধিতার কারণে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। সারা পৃথিবীতে মুসলিমরাই আজ বেশি নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অপমাণিত। শুধুমাত্র মুসলিম হওয়ার অপরাধে হত্যা করা হচ্ছে শতশত মুসলিম নওজোয়ানকে। সম্ভ্রম ও সতীত্ব হারাতে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ পূতঃপবিত্র মুসলিম রমনীকে। আর বিশ্বের সমস্ত মিডিয়াগুলো মুসলিম বিরোধীদের অধিকারে থাকায় এ

---

৯০. আল কুর'আন, ১২ : ১০৮

৯১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৯, হাদিস নং ৪০৭৭

৯২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *সহিহ মুসলিম*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪২৪ হি.), পৃ. ১৩১৭, হাদিস নং ৬৬৯৯

৯৩. www.al-mktaa.org/book/32578/750, visited on 30.03.2022 AD

সব জুলুম-নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ পাচ্ছে না। বিশ্বকে তারা যে রঙের ছবি দেখাচ্ছে বিশ্ববাসী আজ তাই দেখছে। কোথাও মুসলিমদের উত্থান ঘটলেই ইসলামের দুশমনরা সন্ত্রাসী আগ্রাসন ও মিডিয়ার আগ্রাসনের মাধ্যমে সে উত্থানকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। ইরাক, ফিলিস্তিন ও আফগান হলো তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এমন কোনো দিন বাদ যায়নি যেদিন ফিলিস্তিনিদের গায়ের রক্তে সে দেশের জমিন রঞ্জিত হয়নি। মুসলিমদের ব্যাপারে বিশ্ব বিবেকের নিষ্ক্রিয়তার কারণ ও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণে মুসলিমদের নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতার কারণ দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ কিছু করণীয় রয়েছে। নিম্নে কিছু করণীয় বিষয়ের উল্লেখ করা হলো :

ক. শক্তিশালী মিডিয়া প্রতিষ্ঠা : ওয়েব মিডিয়া ও স্যোসাল মিডিয়ায় মুসলিমদের অবস্থান খুবই দুর্বল। বিশেষ করে নৈতিকতার চর্চা এখানে অপ্রতুল। অমুসলিম ও ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের ওয়েব সাইট মুসলিমদের সাইটের তুলনায় ১২০০ গুণের বেশি।[৯৪] অশ্লীলতা ও নীল ছবির সয়লাবে মুসলিম সাইটের অবস্থান অত্যন্ত নাযুক। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের রুচিবিকৃতি ও অধঃপতনের কারণ হলো পর্যাপ্ত পরিমাণ ভালো সাইটের অনুপস্থিতি। কাজেই, ভাল সাইটের আধিক্য বা স্বল্প সংখ্যক ভাল সাইটের অত্যধিক প্রচারই কেবল মানবজাতিকে এ অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে পারে। ইসলামি মিডিয়া প্রতিষ্ঠা এ যুগ ও সময়ের দাবি। বিবিসি, সিএনএন ও রয়টার্সের মত শক্তিশালী মিডিয়া গঠন করা মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে অমুসলিমরা যেভাবে তাদের ধর্মীয় দা'ওয়াত সারা বিশ্বে প্রচার করছে সে তুলনায় মুসলিমগণ রয়েছে অনেক পিছিয়ে। তারা ইন্টারনেটে ওয়েবসাইট, ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউব, ব্লগ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ধর্মের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন তথ্যসূত্র ও গবেষণার পরিসংখ্যান হচ্ছে, বর্তমান বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী প্রচারকার্যে ইয়াহুদিদের রয়েছে সাড়ে ৮ লক্ষেরও বেশি ইন্টারনেট ভিত্তিক ওয়েবসাইট। আর খ্রিস্টানদের রয়েছে প্রায় ৫ লক্ষের বেশি ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য অমুসলিমদের রয়েছে প্রায় ৪ লক্ষের বেশি ওয়েব সাইট।[৯৫] ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা এসব ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় প্রচারকার্য চালাচ্ছে। আর তার সাথে সাথে প্রচার করছে কুর'আন-হাদিস বিরোধী মিথ্যা ও ভ্রান্ত মতবাদ।

তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এ যুগে মুসলিম উম্মাহ্ আন্তর্জাতিকভাবে চরম প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। প্রচার-প্রচারণার অভাব ও দা'ওয়াতি কাজের দুর্বলতার কারণে দেশের বিভিন্ন এলাকাতে এনজিওরা সরলমনা মুসলিমদের ধর্মান্তরিত করছে। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি যে হারে বেড়েছে এ প্রেক্ষাপটে অধিকহারে ইসলামের দা'ওয়াত ও জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের অপরিহার্যতা মানুষের সামনে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

শুধু মুসলিমদের মাঝে দা'ওয়াতি কাজ সীমাবদ্ধ না রেখে অমুসলিমদের মাঝেও দা'ওয়াতকে পৌঁছে দিতে হবে। অমুসলিমরা যেভাবে ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ব্লগের মাধ্যমে এগিয়ে আসছে, মুসলিমদেরকেও ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ব্লগের মাধ্যমে তাদের মুকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার এ যুগে অনেক কিছুই এখন সফ্টওয়্যার ও অ্যাপসের আওতায় চলে এসেছে। এক্ষেত্রে মুসলিম প্রযুক্তিবিদদের সহায়তায় বিভিন্ন ধরণের আকর্ষণীয় ইসলামিক সফ্টওয়্যার ও অ্যাপস তৈরি করে ইসলাম প্রচার-প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। ইসলাম ও মুসলিমদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এখনই সকল মুসলিম শাসকবর্গ ও ইসলামি সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে এবং যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করে শক্তিশালী, কার্যকরী ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামি মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ওআইসি ও আরবলিগসহ সকল ইসলামি সংগঠন এবং সমস্ত মুসলিমদের দায়িত্ব হচ্ছে শক্তিশালী অসংখ্য ইসলামি ওয়েবসাইট খুলে তাদের

---

৯৪. www.al-mktaa.org/book/32578/750, visited on 30.03.2022 AD

৯৫. প্রাগুক্ত।

মুকাবিলা করার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এটিকে সত্যিকার অর্থে রয়টার্স বা সিএনএন-এর ন্যায় সংবাদ সংস্থা হিসেবে গড়ার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের সাংবাদিক, গণমাধ্যম কর্মী ও স্যোসাল মিডিয়া ব্যাবহারকারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও সুনিবিড় করার লক্ষ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা উচিত। যার দ্বারা কুফরি শক্তির অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের যথাযথ জবাব দেয়া যাবে।

তাই বর্তমান মিডিয়ার যুগে একটি বস্তুনিষ্ঠ ও প্রতিবাদী নিউজ মিডিয়া সৃষ্টি এবং স্যোসাল মিডিয়ায় যথাযথভাবে ইসলামের শিক্ষা প্রচার করতে পারলে একবিংশ শতাব্দী ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয়ের শতাব্দীতে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ্।

খ. মিডিয়াতে অর্থ বিনিয়োগ : প্রচার মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগের জন্য মুসলিম বিত্তশালীদের এগিয়ে আসা দরকার। আল-জাযিরার মত আরো কিছু শক্তিশালী মিডিয়া মুসলিমদের হাতে থাকলে এভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট প্রতিবেদন তৈরি করে বিষোদগার চালানো যেত না। তাদের ভাগ্য নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলতে সুযোগ পেত না। যে সব মিডিয়া নাস্তিকতা ও ধর্মান্তরকে উৎসাহিত করে, সে সব সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করা; সম্ভব হলে সেগুলো সম্প্রচার বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ উপস্থাপন করা। সুস্থ্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিনির্মাণে মুসলিম নেতৃবৃন্দের এগিয়ে আসা। অশ্লীল অনুষ্ঠান দেখা ঠিক নয় এ কথা বলে লোকজনকে অশ্লীলতা থেকে ফিরানো যাবে না; বরং তাদেরকে ভাল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, তাহলেই সমাজ সুশীল হবে।

গ. মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত : বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইসলামি গবেষক সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি (র.) বলেছেন, রসুলুল্লাহ (সা.) যে যুগে যে পরিবেশে দ্বীন প্রচার করেছিলেন; সে যুগে যত ধরনের প্রচার পদ্ধতি ছিল তিনি তার সর্বোচ্চ প্রয়োগ করেছেন।[৯৬] তাঁর নবুওয়াতি দা'ওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে সে যুগের সর্বোচ্চ প্রচার পদ্ধতি ছিল কোনো বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করতে হলে পাহাড়ে উঠে দা'ওয়াত দেয়া। আর রসুল (সা.)ও সাফা পাহাড়ে উঠে সে যুগের প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বর্তমান যুগ যেহেতু মিডিয়ার সে জন্য ইসলামের দা'ওয়াত ও তাবলিগের ক্ষেত্রে এটাকে যথাযথ কাজে লাগানো অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

ঘ. মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহার : আধুনিক যুগে রেডিও ও টিভি চ্যানেলের মাধ্যমেও ইসলাম প্রচারের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। রেডিও এবং টেলিভিশনের জন্য ইসলামিক অনুষ্ঠান নির্মাণ করে সেগুলো সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা। অনুষ্ঠানগুলো সম্প্রচারের আগেই সেগুলোর প্রচার সময় এবং চ্যানেলের নাম উল্লেখ করে ব্যাপক প্রচারণা চালানো। এ ক্ষেত্রে সুস্থ ধারার এফএম রেডিও ও টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করতে মুসলিম প্রভাবশালী ও বিত্তশালীদের এগিয়ে আসা উচিৎ। আর অভিজ্ঞ ইসলামি গবেষক চিন্তাবিদদের উচিৎ এ মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে ইসলাম প্রচার প্রসারের গতিকে ত্বরান্বিত করা। আগে ইসলাম প্রচারকদের অনেক শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ইসলামের কথা বলতে হত। কিন্তু এখন আর তার প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বিশেষ করে স্যোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে ঘরে বসে ইসলামের বার্তা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া খুব সহজেই সম্ভব। এ জন্য ইসলাম প্রচারের মহান উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে মিডিয়ায় ইসলামকে যথাযথ ও ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা সময়ের দাবি।

ঙ. মিডিয়ায় সৎকাজের নির্দেশ দানের গুরুত্বারোপ : ইসলাম সবসময় মানুষকে সৎকাজের দিকে আহ্বান করার জন্য গুরুত্বারোপ করে। বাস্তব জগতে মানুষকে ভাল কাজের উৎসাহ দেয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ওয়েব

---

৯৬. www.dhakapost.com/religion/11338, visited on 30.03.2022 AD

জগতে সে গুরুত্ব আরো বেশি। বর্তমান প্রজন্মের কমিউনিটিগুলো গড়ে উঠেছে ওয়েব জগতের মাধ্যমে। তাদের ভাল-মন্দ কাজগুলো ওয়েবকেন্দ্রিকই হয়ে থাকে। কেননা তারা ভাল-মন্দ কাজের প্রেরণা ওয়েব সাইট ও স্যোসাল মিডিয়ার মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। এ জগতের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা বাস্তব জগতে ভাল বা খারাপের বাস্তবায়ন করে থাকে। আর এ জগতের কার্যক্রমও হয়ে থাকে খুবই কার্যকরী। সুতরাং এ জগতের বাসিন্দাদের সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা সকল মুসলিমের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব।

চ. মিডিয়াতে অভিজ্ঞ দ্বীন প্রচারকদের ভূমিকা : মিডিয়া যে-কোনো কিছু প্রচারের একটি অদ্বিতীয় মাধ্যম। বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, ইন্টারনেট ও স্যোসাল মিডিয়া এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। দ্বীন প্রচারকদের এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিতি বাতিলপন্থীদের শক্ত অবস্থান তৈরির সুযোগ করে দিচ্ছে। মুক্ত চিন্তার নামে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোকে বিতর্কিত করে মানুষকে এর প্রতি সন্দিহান করার ষড়যন্ত্র চলছে। সুতরাং মিডিয়ায় ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে অভিজ্ঞ 'আলিমগণের আরো গভীর দৃষ্টি দেয়া এখন সময় ও ইমানের দাবি।[৯৭] মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য যাদের কাছে ইসলাম ভাল লাগে না, তারা সব ধরনের মিডিয়াতে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করছে। মূলত ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও উলামায়ে কিরাম মিডিয়া ব্যবহারে আগ্রহী না হওয়াকে তারা সুযোগ হিসেবে নিয়েছে।

ইসলামে নিষিদ্ধ অপকর্মগুলোকে মিডিয়াতে ব্যাপকহারে অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রচার করা হয়। অতি গুরুত্বের সাথে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীদের চাল-চলন, বেশ-ভূষা, কাজ-কর্ম, কৃষ্টি-কালচার সম্প্রচার করা হয়। মিডিয়ায় প্রচারিত বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ করে কোনো কোনো নামধারী মুসলিম অমুসলিমদের এ সকল অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনাকে আধুনিকতা মনে করে তার সাফাই গাইছে এবং অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুনকে (সংস্কৃতি ও সভ্যতা) সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলছে। তথ্য-প্রযুক্তি ও মিডিয়ার এ যুগে মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে সঠিকভাবে ইসলাম প্রচার করা গেলে, ইসলামের যে অভাবনীয় প্রচার ও প্রসার ঘটবে এ বিষয়টি উপলব্ধি করার লোকেরও আজ বড়ই অভাব।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম প্রচারের স্বার্থে টিভি চ্যানেল, এফএম রেডিও, ইন্টারনেট ও স্যোসাল মিডিয়াসহ সকল ধরনের মিডিয়ায় ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও 'উলামায়ে কিরামগণের শক্ত অবস্থান এখন সময়ের দাবি। আজ বিশ্বজুড়ে মানুষ শান্তির বার্তা খুঁজে ফিরছে। যারা বুঝে গেছে যে, একমাত্র ইসলামের মাঝেই রয়েছে শান্তির নিশ্চয়তা, তারা এখন ইসলামের অভিজ্ঞ লোকদের অনুসন্ধান করছে। এখন তারা ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। কিন্তু মিডিয়াতে সত্যপন্থী, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকের স্বল্পতা চরম পর্যায়ে। তাই কালবিলম্ব না করে এ শূন্যতা পূরণে ইসলামি ব্যক্তিত্বদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। কোথায়, কীভাবে মিডিয়াকে অপব্যবহার করা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখে মিডিয়ার মাধ্যমেই বাতিল শক্তির মুকাবিলা করতে হবে।

---

৯৭. ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, *ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম*, প্রাগুক্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে আল কুর'আনের নির্দেশনা

প্রথম পরিচ্ছেদ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বিদ্যমান অপব্যবহার ও এর ক্ষতিকর দিক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে আল কুর'আনের নির্দেশনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে করণীয়

ষষ্ঠ অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে আল কুর'আনের নির্দেশনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বিদ্যমান অপব্যবহার ও এর ক্ষতিকর দিক

রোজ বিকেলে মাঠে গিয়ে ধুলো-কাদা মেখে, ঘেমে-নেয়ে, খেলা শেষে বাড়িতে ফেরা– এ দৃশ্য আজকাল যেন হারাতে বসেছে। পাড়ায় পাড়ায় খেলার মাঠের স্বল্পতা, পড়ার অতিরিক্ত চাপ, যেমন-তেমন ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশে খারাপ হয়ে যাওয়ার আশংকা– অতীতে কত না অভিযোগ ছিল অভিভাবকদের! তার পরিবর্তে বর্তমানের অভিভাবকরা বিনোদনের নামে আজ সন্তানদের হাতে যা তুলে দিচ্ছেন, তার ক্ষতির পরিমাণটা যে কত তা তাদের ধারণাতীত।

পশ্চিমা বিশ্বের মত দেশের অনেক পরিবারে পিতামাতা উভয়ই কর্মব্যস্ত। উভয়েই ছুটছেন 'কর্মজীবন ও সফলতা' নামক সোনার হরিণের পিছনে। এদিকে সন্তান কাজের বুয়ার কাছে বড় হচ্ছে। অনেক অপরিণামদর্শী মায়েরাই শিশুকে খাবার খাওয়াতে, তার কান্না থামাতে– টিভি, কম্পিউটার ও ভিডিও গেমসের প্রতি অভ্যাস গড়ে তুলছেন।

অন্যদিকে শহরের ইট, পাথর আর কংক্রিটের আড়ালে আটকা পড়ছে শিশুদের বর্ণিল শৈশব। গ্রামের শিশুরা খেলাধুলার কিছুটা সুযোগ পেলেও শহরের শিশুদের সে সুযোগ ক্রমহ্রাসমান। বড়দের মত শিশুদের উপরও ভর করছে শহুরে যান্ত্রিকতা। ফলে তারা খেলাধুলার আনন্দ খুঁজে ফিরছে মাউসের বাটন টিপে, কম্পিউটারের পর্দায় গেম্‌স খেলা দেখে। অনেক সময় তাদের এ আকর্ষণটা চলে যাচ্ছে আসক্তির পর্যায়ে। ধীরে ধীরে তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে কম্পিউটার, মোবাইল, ট্যাব ও গেম্‌স প্রভৃতির উপর। এ জন্য প্রথমেই বলা যায়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার দেশের শিশু-কিশোরদের প্রকৃত শৈশব-কৈশোর কেড়ে নিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো, অল্পবয়সী অর্থাৎ ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যেই ইন্টারনেটে ডুবে থাকার প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাজ্যের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৩-১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি শিশু সপ্তাহে ৩০ ঘন্টার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে ভিডিও গেম্‌স, কম্পিউটার, ই-রিডার্স, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য স্ক্রিনভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পিছনে। বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের মধ্যেও প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে একটি গবেষণা সংস্থার প্রতিবেদনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ফেসবুক ব্যবহারকারী হিসেবে ঢাকা শহরের নাম উঠে এসেছে।[১] বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, আট বছরের শিশুরাও ব্যবহার করছে ফেসবুক।

---

১. www.bbc.com/bengali/news-39608485, visited on 10.06.2019 AD

মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটভিত্তিক বিনোদনের ভয়াবহ পরিণতির চিত্র পাওয়া গেছে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে। এতে দেখা যায়, ঢাকায় স্কুলগামী শিশুদের প্রায় ৭৭ ভাগ পর্ণোগ্রাফি দেখে। প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি সমন্বয়ক আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, অষ্টম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ঢাকার ৫ শত স্কুলগামী শিক্ষার্থীর উপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, ছেলে শিশুরা সব সময় যৌন মনোভাবাসম্পন্ন থাকে, যা শিশুর মানসিক বিকৃতির পাশাপাশি মারাত্মক যৌন সহিংসতার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। শিশু-কিশোরদের এ অবস্থা এখন বিশ্বব্যাপী মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২]

ইন্টারনেট আগ্রাসন : ইন্টারনেট ব্যবস্থা যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। দিন দিন এর অগ্রগতি হচ্ছে এবং জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪.৬৬ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে।[৩] ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বড় আশঙ্কাজনক দিক হলো অনেকগুলো ভ্রান্ত দলের আত্মপ্রকাশ, যারা ইসলাম প্রচারের নামে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মুসলিম এবং সত্যানুসন্ধানী, ইসলামের সঠিক পরিচয় প্রত্যাশীদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। ইন্টারনেট-এর আবিষ্কার যোগাযোগের জন্য করা হলেও বর্তমানে তা মিথ্যা প্রচারণা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার কাজে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্ সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্ম ও আদর্শের প্রচার কার্য চালানোর সুবাদে খ্রিস্টান মিশনারিগুলো ইসলাম ধর্মের দুর্নাম ও বিকৃতি ঘটিয়ে হাজার হাজার ওয়েবপেইজ খুলছে। এর দ্বারা সরলমনা মুসলিমদের মাঝে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা ছড়িয়ে খ্রিস্ট ধর্মে প্রবেশ করানো তাদের মূল লক্ষ্য। এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই মুসলিম জাতি চরম প্রতিকূলতা ও সংকটের মুখে পড়বে। এখনই যদি এ অপতৎপরতা প্রতিহত করা না যায় তাহলে মুসলিমগণ অস্তিত্ব সংকটে পড়বে।

ইন্টারনেট এখন মোবাইলে চলে আসায় টিনএজারদের অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। ফেসবুকের মাধ্যমে অনেক স্কুল ছাত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে যৌন শিকারে পরিণত হওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটছে। অবিভাবকদের শৈথিল্যের কারণেই বর্তমান প্রজন্ম শুধু অসুস্থ সংস্কৃতির কবলে নিপতিত হচ্ছে না; বরং একটি সম্ভাবনাময় প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ইসলামের দা'ওয়াত সম্প্রসারিত করে মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র ভয় জাগরিত করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে পরিপূর্ণ কাজে লাগানো মুসলিম উম্মাহ্র জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মুসলিম সমাজকে সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে বাঁচাতে ও যুব সমাজের নৈতিকতার মান অক্ষুণ্ন রাখতে এখনি পদক্ষেপ নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

প্রতারণামূলক ওয়েবসাইট : ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আবহমানকাল ধরে চলে আসছে এবং চলতে থাকবে। এ ষড়যন্ত্র বহুমুখী ও বহুরূপী। মুসলিমের নামে তথা ইসলামের নামে ছদ্মবেশেও চলছে

---

২. মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, *ডিজিটাল গেমিং রোগ : কোন অতলে হারিয়ে যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম*(ঢাকা : দৈনিক সংগ্রাম, অনলাইন সংস্করণ, বাংলাদেশ পাবলিকেশন লিমিটেড, ২৩ মার্চ ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৭, দ্র. www.dailysangram.com, visited on 12.06.2019 AD

৩. www.statistacom/statistics/617136/digital-population-worldwide/, visited on 15.06.2021 AD

বহু ষড়যন্ত্র। ইন্টারনেটে রয়েছে এ রকম বহু ওয়েবসাইট যা দেখলে মুসলিমদের সাইট বলে মনে হবে, অথচ তা ইসলাম বিরোধী মতবাদ প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্টারনেটে ঘুরে বেড়ানোর সময় ভুলেও এ সাইটগুলোতে প্রবেশ করা যাবে না। এমনকি ইন্টারনেটে অনেক বিকৃত কুর'আন ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মোবাইল ফোনের জন্য তৈরি করা হয়েছে নকল কুর'আনের উপর বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস্। অমুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য ওয়েবসাইট রয়েছে, যা গুগল সার্চে প্রায়ই আসে এবং এগুলো দেখে সহজে বুঝা যায় না যে, এগুলো ইসলাম বিরোধী ওয়েবসাইট। এসব ওয়েবসাইটে গিয়ে একটু ভালভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, এগুলো আসলে ইসলাম বিরোধী ওয়েবসাইট। সাইটগুলো নিম্নরূপ:

(১) www.answering-islam.org; (২) www.thequran.com; (৩) www.FaithFreedom.org; (৪) www.Islam-Watch.com ও (৫) www.wikiislam.net

ইসলাম বিরোধীদের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এসব ওয়েবসাইট পরিচালনার অন্যতম কারণ হচ্ছে পৃথিবীতে মুসলিমদের আশঙ্কাজনক হারে প্রবৃদ্ধি। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ১.৭ বিলিয়ন মুসলিম ও ২ বিলিয়ন খ্রিস্টান। যেভাবেই হোক মুসলিমদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রতিহত করতে খ্রিস্টানরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। মুসলিমদের সংখ্যাধিক্য প্রতিহত করতে না পারলে খ্রিস্ট ধর্ম এবং তাদের বিনিয়োগকৃত কোটি কোটি মার্কিন ডলারের বিশাল চার্চবাণিজ্য ব্যাপক ক্ষতির মুখে পতিত হবে।

পর্ণোগ্রাফি : পর্ণোগ্রাফি (সংক্ষেপে 'পর্ণ' বা 'পর্ণো') যৌন আবেগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যৌনসংক্রান্ত বিষয়বস্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কন বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। পর্ণোগ্রাফি শব্দটি গ্রিক শব্দ 'পরনোগ্রাফিয়া' থেকে নেয়া হয়েছে। লিওন এফ সেলজার বলেন, 'Pornography (often abbreviated porn) is the portrayal of sexual subject matter for the exclusive purpose of sexual arousal.'[৪] পর্ণোগ্রাফি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে উপস্থাপন করা হতে পারে, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বই, সাময়িকী, পোস্টকার্ড, আলোকচিত্র, ভাস্কর্য, অঙ্কন, পেইন্টিং, অ্যানিমেশন, সাউন্ড রেকর্ডিং, চলচ্চিত্র, ভিডিও এবং ভিডিও গেমস ইত্যাদি।[৫]

পর্ণোগ্রাফি এখন একটি যুদ্ধ।[৬] একটি দেশ জয় করার চেয়ে পর্ণোগ্রাফি থেকে জাতিকে বিরত রাখা হাজার গুণ কঠিন। মনের অজান্তেই জাতি পর্ণোগ্রাফির নীল জগতের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে। বর্তমানে মুঠোফোনের মাধ্যমেই মানুষ পর্ণোগ্রাফিতে জড়িয়ে পড়ছে। খুব সহজেই মোবাইলের মাধ্যমে এসব ডাউনলোড করা যায়। বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত বিনোদনের সংবাদ, ছায়াছবি প্রভৃতি পর্ণোগ্রাফিতে আসক্তির মূল কারণ। কেননা, কিছু মানুষ আছে যারা পত্রিকার খেলার খবর পড়ে, কিছু মানুষ রাজনীতির খবর, কিছু ধর্মীয় আর কিছু মানুষ আছে যারা বিনোদন পাতা ছাড়া পড়ে না। যেমন– 'এ বছরের সেরা যৌন আবেদনময়ী নারী হলেন পুনম'– এ সংবাদটি পড়ার পর পাঠকের ইচ্ছা হলো তার দেহ দেখার,

---

৪. লিওন এফ সেলজার, *হোয়াট ডিসটিংগুইসেজ ইরোটিকা ফ্রম পর্ণোগ্রাফি*(নিউইয়র্ক : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২২

৫. মনোগোমারি হাইড, *অ্যা হিস্টোরি অফ পর্ণোগ্রাফি*(লন্ডন : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ১-২৬

৬. জাহিদ হাসান, *পর্ণোগ্রাফি একটি যুদ্ধ*(ঢাকা : দৈনিক সংগ্রাম, অনলাইন সংস্করণ, বাংলাদেশ পাবলিকেশন লিমিটেড, ২০ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.), দ্র. www.dailysangram.com/?post=220623, visited on 25.06.2019 AD

ব্যাস গুগল সার্চে গিয়ে নাম লিখলেন, আর তার নগ্ন ছবি চলে আসল। এভাবেই ধীরে ধীরে অধিকাংশ মানুষ পর্ণোগ্রাফির দিকে আসক্ত হচ্ছে। ফেইসবুককে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম বলা হলেও এর অতি আসক্তি সামাজিকতা নষ্ট করছে।

আগে মানুষ মানুষের কাছে আসত, কথা বলত ও আন্তরিকতার সাথে তা শুনত। আর এখন কক্ষে বসে শুধু মোবাইলে ফেইসবুক চালাতে থাকে। এ ফেইসবুকে মানুষ অনেক ভিডিও আপলোড করে শালীন ও অশালীন সবই আছে এখানে। ইউটিউবও পর্ণোগ্রাফিতে আসক্তির সৃষ্টি করে। দেখা যাচ্ছে ইউটিউবে ওয়াজ শুনতে শুনতে হঠাৎ ডানপাশে ছবিসহ লেখা আছে, 'বোনের সাথে ভাইয়ের প্রেম'। আগ্রহী হয়ে সে সংবাদ দেখতে গেলে আবার লেখা আসে 'শালি দুলাভাইয়ের ফস্টিনষ্টি'। এভাবে অশ্লীল সংবাদ দেখতে খারাপ লাগে না। কারণ যে-কোনো পুরুষেরই নারীর দেহের প্রতি আকর্ষণ থাকবে এটাই সৃষ্টিগত ও স্বাভাবিক মানব চরিত্র। এভাবে দেখা যায় 'বউকে আনন্দ দিবেন কিভাবে ভিডিওসহ দেখুন' এরূপ চটকদার শিরোনামের মাধ্যমে সাধারণের পর্ণোজগতে প্রবেশ শুরু হয়। এক সময় দেখা যায়, সে পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়েছে।

আবার অনেক সময় কৌতুহলবশত মানুষ পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত হচ্ছে। কেউ হয়ত মনে করছে, জীবনে সব অভিজ্ঞতাই থাকা দরকার। একবার দেখিত পর্ণো ছবি কেমন? একবার পর্ণোগ্রাফি দেখে ভাল লাগল, মনে হলো পৃথিবীর সকল শান্তিই এখানে। একটার পর একটা দেখা শুরু হলো। এভাবেই মানুষ কখন পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে তা সে নিজেও বুঝতে পারছে না।

দেশের শপিংমল, বিশ্ববিদ্যালয়, রেস্টুরেন্ট, হাসপাতাল ও বাস টার্মিনালসহ বিভিন্ন জায়গায় ফ্রি ওয়াইফাই-এর ব্যবস্থা রয়েছে, যার ফলে যে-কোনো ব্যক্তি তার ইচ্ছামত বিনা টাকায় ওয়েবসাইট ভিজিট করে তার চাহিদা মত সবকিছু ডাউনলোড করতে পারছে। এ সুযোগটা স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কাজে লাগিয়ে অশ্লীল ছবি দেখে ও তা ডাউনলোড করে থাকে।[৭]

ইন্টারনেটের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফির প্রসার ও এর ক্ষতিকর দিকসমূহ : বর্তমানে ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা মানুষের জন্য পর্ণোগ্রাফি ব্যবহার সহজ করে তুলেছে। কিশোর, তরুণ, যুবক, বয়স্ক সকলের হাতেই স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ এর ব্যবহার ব্যাপক করে তুলেছে। পর্ণোগ্রাফির মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইট কোটি কোটি ডলার আয় করছে। নিম্নে এর ক্ষতিকর দিকসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক. স্বাস্থ্যের ক্ষতি : পর্ণোগ্রাফি এক ধরনের কুআসক্তি। এটা মানুষের মাঝে অবসাদ তৈরি করে। তাদেরকে যৌনবিকারগ্রস্থ করে তোলে। তাদের মাঝে বিভিন্ন যৌনবাহিত রোগ যেমন– এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া প্রভৃতি রোগ ছড়িয়ে পড়ে। পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে ধর্ষণ, শিশুনিগ্রহ প্রভৃতি সামাজিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকে এবং এ জাতীয় আসক্তি আগ্রাসী যৌনতাকে প্ররোচিত করে। স্বাস্থ্যের অবনতির ফলে পারিবারিক কলহ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়াও যারা নিয়মিত পর্ণোগ্রাফি দেখে তাদের মধ্যে অভিশপ্ত হস্তমৈথুনের অভ্যাসটাও বেশি পরিলক্ষিত হয়। অতিরিক্ত হস্তমৈথুন করার ফলে তাদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং যৌনজীবনে নানান সমস্যার মুখোমুখী হতে

---

৭. জাহিদ হাসান, *পর্ণোগ্রাফি একটি যুদ্ধ*, প্রাগুক্ত, দ্র. www.dailysangram.com/?post=220623, visited on 25.06.2019 AD

হয়। পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত ব্যক্তির মস্তিষ্ক সব সময় নারীর দেহ নিয়ে চিন্তা করে, ফলে তার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রখরতা বিনষ্ট হয়ে যায়।[৮]

খ. নৈতিক অবক্ষয় : পর্ণোগ্রাফি এক ধরনের বিকৃত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অনিষ্টকর মাধ্যম। এটি মানুষের মাঝে বিকৃত কামভাব সৃষ্টি করে তাদের মধ্যকার পশুশূলভ প্রবৃত্তিগুলোকে জাগিয়ে তোলে। ফলে মানুষ পশুর ন্যায় নিজের কামোত্তজনা চরিতার্থ করার জন্য শিশু, যুবতী, নারী, বৃদ্ধা যাকে পায় তার মাধ্যমেই নিজের যৌনোত্তজনাকে প্রশমিত করতে চায়। এ সকল পর্ণোগ্রাফিতে নারীকে পণ্য হিসেবে যৌন চাহিদা পূরণের উপকরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। যা একজন নারীর মানবিক মর্যাদাকে ধ্বংস করে তাকে পণ্যের স্তরে নিয়ে আসছে। তাই এ বিষয়গুলোর প্রশ্রয় দিলে কোনোকালেই কোনো সমাজ নিজেকে সভ্য ও সুশীল সমাজ হিসাবে দাবি করতে পারবে না।

গ. মানসিক অবসাদ সৃষ্টি : পর্ণোগ্রাফি হলো কিশোর ও বয়ঃসন্ধিকালীন তরুণদের কাছে একধরনের যৌন শিক্ষক বিশেষ। বর্তমান সমাজে কিশোর বয়স থেকে বিভিন্ন বয়সী মানুষদের হাতে হাতে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট সুবিধা থাকায় তারা খুব সহজেই বিভিন্ন অশ্লীল ওয়েবসাইটে প্রবেশ করছে এবং পর্ণোগ্রাফির নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। এ আসক্তি অন্যান্য নেশার মতই ক্ষতিকর। নির্দিষ্ট সময়ে তারা যদি এ সকল অশ্লীল ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে না পারে, তাহলে তারা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের মতই আচরণ করে। তাদের আচার-আচরণ, সামাজিক মূল্যবোধ সবকিছুই নষ্ট হয়ে যায়।[৯]

ঘ. রুচিবোধের অবনতি ঘটে : নিয়মিত পর্ণোগ্রাফি দেখতে দেখতে পুরুষদের রুচিবোধের অধঃপতন ঘটে। পর্ণোগ্রাফির অনৈতিক ও যৌনতা নির্ভর বিকৃত সম্পর্কগুলোকেই তখন ভাল লাগতে শুরু করে। ফলে যারা নিয়মিত পর্ণো সিনেমা দেখে তাদের রুচি বিকৃত হয়ে যায়। জীবনের স্বাভাবিক সম্পর্কগুলোতেও নিজের অজান্তে তাদের চোখ বিকৃতির অনুসন্ধান করে।[১০]

ঙ. রঙ্গিন জগত : নিয়মিত পর্ণোগ্রাফি দেখতে দেখতে বাস্তব জগৎ ছেড়ে পুরুষরা রঙ্গিন জগতে চলে যায়। অর্থাৎ বাস্তব জীবনেও তারা পর্ণো সিনেমার মত সঙ্গী কামনা করে এবং তারা স্বপ্ন দেখে তাদের যৌন জীবনটাও পর্ণো সিনেমার মতই হোক। তাই রঙ্গিন জগতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তারা বাস্তব জীবনের সুখ-শান্তি হারায়। সাধারণ নারীদেরকে তখন আর তাদের যথেষ্ট বলে মনে হয় না।

চ. ভয়াল নেশা : পর্ণোগ্রাফির নেশা মাদকের নেশার মতই ভয়ংকর। মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যেমন কষ্টসাধ্য, পর্ণো আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়াও তেমনই দুরহ ব্যাপার। পর্ণো আসক্তির কারণে পরিবারের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়, পড়াশোনায় ক্ষতি হয় এমনকি নিজের মধ্যেও হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়।

ছ. নিঃসঙ্গ ও অসুখী হয়ে পড়া : অতিরিক্ত পর্ণোগ্রাফি দেখার কারণে পর্ণো আসক্তদের মধ্যে সাধারণ নারীদের প্রতি বিতৃষ্ণা চলে আসে। তারা বাস্তব জীবনে পর্ণোগ্রাফির নায়িকাদের মত আকর্ষণীয় দেহ ও চেহারার নারী অনুসন্ধান করে। কিন্তু পর্ণো সিনেমার নায়িকাদের সৌন্দর্য মূলত কৃত্রিম সৌন্দর্য, তাদের

---

৮. জাহিদ হাসান, *পর্ণোগ্রাফি একটি যুদ্ধ*, প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. www.rajibkhaja.com/2014/08/, visited on 10.10.2019 AD

আচরণও কৃত্রিম। মেকআপ, লাইট ও ক্যামেরার কারসাজিতে তাদেরকে মোহনীয় ও কমনীয়ভাবে দেখানো হয় যা বাস্তব জীবনে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই পর্ণো আসক্তরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিঃসঙ্গ থেকে যায় অথবা সংসারে অসুখী হয়।[১১]

জ. নারীরা ঘৃণার চোখে দেখে : পর্ণো আসক্ত পুরুষদেরকে সাধারণ রুচিশীল নারীরা হীনমন্য ও চরিত্রহীন বলে মনে করে। নারীরা যখন জানতে পারে যে, তার পরিচিত কোনো পুরুষ নিয়মিত পর্ণোগ্রাফি দেখে, তখন তার সম্পর্কে খারাপ মনোভাবের জন্ম নেয় এবং তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। বিশেষ করে বর্তমান সমাজের নারীরা তো অবশ্যই।

ঝ. সামাজিকভাবে হেয় হতে হয় : পর্ণো আসক্তদের মোবাইলে, কম্পিউটারে ও পেনড্রাইভে সবখানেই অধিকাংশ সময় পর্ণোগ্রাফি থাকে। অনেক সময় এসব অনৈতিক বিষয়গুলো পরিবারের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়। ফলে পরিবারের কাছে পর্ণো আসক্তদের হেয় হতে হয়। এ ছাড়াও সমাজের মানুষজন, বন্ধুবান্ধব বিষয়টি জেনে গেলে তাদের কাছেও তাদেরকে হেয় হতে হয়।[১২]

ঞ. দায়িত্ববোধ নষ্ট হয়ে যায় : পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক দায়িত্ববোধ হারিয়ে ফেলে। মানুষকে ভালবাসা অনেক সহজ; কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে ভালবাসাটা অনেক কঠিন। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তখন সে নানা অজুহাতে পাশ কাটিয়ে যায়। পর্ণোগ্রাফি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো চিন্তা তার মাথায় থাকে না।[১৩]

ট. সময় অপচয় হয় : সময়ের অপর নাম জীবন। সেকেন্ড, মিনিট আর ঘন্টার যোগ ফলই হলো মানব জীবন। সে সময়কে হেলায়-ফেলায় নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। পর্ণো ছবি দেখার পর নিজের কামবাসনা মিটে গেলে মনে হয় কেন এ অনিষ্টকর জিনিসটা দেখা হলো, আর মূল্যবান সময়টা নষ্ট হলো। কিন্তু তখন আর কিছুই করার থাকে না। সময় হলো এমন এক ধারালো তলোয়ার যদি কোনো ব্যক্তি সময়কে সময় মত কাটাতে না পারে, তবে সে নিশ্চিত ঐ ব্যক্তিকে কেটে ফেলবে।[১৪]

ঠ. অর্থনৈতিক ক্ষতি : পর্ণোগ্রাফি এমন নেশা যা না দেখলে ঘুম হয় না। প্রতিদিনই ইন্টারনেট ক্রয় করা বাবদ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। পর্ণোগ্রাফির পিছনে মূল্যবান সময় ব্যয় হয়, তাই উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সময় ও শ্রম ব্যয় করার ফুরসত থাকে না। বিধায় এটি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতি সাধন করে।

ড. পরকালের শাস্তি : হাদিসে এসেছে যে চোখ পরনারীর সৌন্দর্য দেখে কিয়ামতের দিন তার চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে।

ঢ. ইবাদতে অনাগ্রহ : যে চোখ দিয়ে নারীর দেহ দেখা হয় সে চোখ দিয়ে কখনো আল্লাহ্‌র ভয়ে পানি বের হবে না। কারণ এতে অন্তর মারা যায়। কোনো 'ইবাদতেই মজা পাওয়া যায় না। যা 'ইবাদত করা হয়, সেটাও লোক দেখানো কৃত্রিমতা ছাড়া আর কিছুই নয়।[১৫]

---

১১. www.jagonews24.com/m/photo/health/healthy/5460, visited on 20.01.2021 AD

১২. জাহিদ হাসান, *পর্ণোগ্রাফি একটি যুদ্ধ*, প্রাগুক্ত।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫. প্রাগুক্ত।

অনলাইনে মাদক ও জুয়ার প্রসার : খাদ্য ও পানীয়ের একটি বিশেষ প্রকার হলো মাদকতাযুক্ত খাদ্য বা পানীয়। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানবীয় অপরাধ, পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হলো মাদকতা, অশ্লীলতা ও জুয়া। এগুলো আধুনিক সভ্যতার সকল প্রকার অবক্ষয়ের মূল বিষয়ও। মদপান ও মাদকাসক্তি শুধু আক্রান্ত ব্যক্তিরই ক্ষতি করে না; উপরন্তু তার আশপাশের সকলেরই ক্ষতি করে। বিশেষত উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী ও পরিবার-পরিজন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সকল বিবেকবান মানুষই মদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন; কিন্তু কেউই তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। প্রায় আড়াই শতাব্দী ধরে ইউরোপ ও আমেরিকায় মদ নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেক আন্দোলন হয়েছে। নারীরা এ সকল আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। এ সকল আন্দোলনের ভিত্তিতে বিগত শতাব্দীতে ইউরোপের অনেক দেশে মদ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। আমেরিকায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মদ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু মদ ব্যবসায়ী ও মাদকাসক্তদের চাপের মুখে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তা পুনরায় অনুমোদন দেয়া হয়।

মদ, মাদকতা, মাদকাসক্তি, মদ নির্ভরতা (Alcoholism or Alcohol Dependence) আধুনিক সভ্যতার ভয়ঙ্করতম ব্যাধিগুলোর অন্যতম। এর ফলে মানুষ নানাবিধ দৈহিক অসুস্থতা, মানসিক অসুস্থতা, লিভার সিরোসিস সহ অন্যান্য মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বিশ্বে অগণিত সফল ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি, দক্ষ টেকনিশিয়ান, শ্রমিক ও অনুরূপ সফল মানুষদের জীবন ও পরিবার মদের কারণে ধ্বংস হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর এক পরিসংখ্যান অনুসারে বিশ্বের ৭৬ মিলিয়ন বা প্রায় ৮ কোটি মানুষ মদ পানজনিত কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রকমের কঠিন রোগে আক্রান্ত।[১৬] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ মদপান জনিত সমস্যাদিতে আক্রান্ত। ধর্মীয় অনুভূতি একেবারেই নষ্ট করার কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাশিয়ার মানুষেরা। রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মদপান জনিত মারাত্মক রোগব্যাধিতে আক্রান্ত। বর্তমান যুগে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ মদপান ও মদ নির্ভরতাকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা বলে চিহ্নিত করছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মপল পরিসংখ্যান অনুসারে বর্তমান বিশ্বের সকল রোগব্যাধির শতকরা ৩.৫ ভাগ হলো মদপান জনিত। মদপান জনিত রোগব্যাধি ও সম্পদ ধ্বংসের কারণে প্রতি বছর শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১৮৫ বিলিয়ন ডলার অপচয় হয়।[১৭]

বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে মাদক ক্রয়-বিক্রয়, ক্যাসিনো ও জুয়ার প্রসার ঘটছে। অনলাইনভিত্তিক জুয়াখেলা, ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলার সময় অনলাইনভিত্তিক জুয়ার বিষয়টি এখন প্রকাশ্যে চলছে। বিশেষ করে আইপিএল, বিপিএল, বিশ্বকাপ ক্রিকেট, বিশ্বকাপ ফুটবল, এমনকি বিভিন্ন ক্লাব ফুটবলের খেলাকে কেন্দ্র করেও অনলাইনে জুয়া খেলা চলছে।

ভিডিও গেমস : উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী ১৯৪০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ভিডিও গেমসের আবিষ্কার হয়। তারপর সত্তর-আশির দশকের মধ্যে এটি জনপ্রিয়তায় পৌঁছে। সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে নির্মিত আর্কেড টাইপের ভিডিও গেম-এর নাম ছিল কম্পিউটার স্পেস। এরপর আটারি কোম্পানি বাজারে আনে

---

১৬. আবদুল্লাহ আল মাহমুদ ইমতিয়াজ, *মাদকের ভয়ঙ্কর কুফল*(ঢাকা : দৈনিক নয়া দিগন্ত, দিগন্ত ইসলামী জীবন পেজ, অনলাইন সংস্করণ, দিগন্ত মিডিয়া করপোরেশন, ২৬ জুলাই ২০২১ খ্রি.), দ্র. www.dailynayadiganta.com/diganta-islami-jobon/597177, visited on 10.10.2021 AD

১৭. www.bn.ert.wiki/wiki/alcoholism, visited on 10.10.2019 AD

বিখ্যাত গেম পং। তারপর ধীরে ধীরে আটারি, কোলেকো, নিনটেনডো, সেগা ও সনির মত ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো নানা উদ্ভাবন ও প্রচারণা চালিয়ে কয়েক দশকের মধ্যে বিশ্বের আনাচে-কানাচে মানুষের ঘরে পৌঁছে দেয় পুঁজিবাদী সভ্যতার এ বিনোদন পণ্য। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে সনি কোম্পানি জরিপ করে দেখেছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চারটি বাড়ির একটিতে একটি করে সনি প্লে স্টেশন আছে। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শতকরা ৬৮ ভাগ আমেরিকানের বাড়ির সব সদস্যই ভিডিও গেম খেলে।

বর্তমানে কম্পিউটার এবং ভিডিও গেমস ক্রমান্বয়ে বিশ্বের অন্যতম লাভজনক ও দ্রুত বর্ধনশীল শিল্প ইণ্ডাস্ট্রি হয়ে উঠেছে। বিশ্বজুড়ে আজ মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিও গেম্‌স এবং গেমাররা। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে প্রায় ২২০ কোটি মানুষ নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে ভিডিও গেম খেলে থাকে। যাদের অধিকাংশই হচ্ছে অল্প বয়সী শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণী। এদের বদৌলতে গ্লোবাল ভিডিও গেম বাজারের আর্থিক মূল্য দাঁড়িয়েছে ১০৮.৯০ মিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে মোবাইল গেমিংই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি অর্থ আয় করা সেক্টর। ফ্রি-ফায়ার গেমস এর মধ্যে অন্যতম। স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটে গেমিং প্রতি বছর ১৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১৮]

ভিডিও গেমসে বিদ্যমান দিকগুলো : ভিডিও গেমসে যা থাকে এবং এতে মানুষের এত আসক্তির কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায়, জনপ্রিয় গেমগুলোর মধ্যে কিছু আছে ক্রিকেট ও ফুটবলের মত। নানা রকম দল তৈরি করে এসব খেলা খেলতে হয়। খেলায় জয়-পরাজয় থাকে। এক ম্যাচ খেললে আরেক ম্যাচ খেলতে ইচ্ছে করে। এর কোনো শেষ নেই।

ছেলে-মেয়েদেরকে কম্পিউটারের সামনে থেকে টেনে তোলা যায় না। এতে চট করে এক ঘেয়েমিও আসে না। পড়াশুনা শিকেয় তুলে ছেলে-মেয়েরা একটার পর একটা ক্রিকেট ও ফুটবল ম্যাচ খেলে যায়। অনলাইনভিত্তিক দাবা এবং তাসও এসবের অন্তর্ভুক্ত। এসব আবার সাধারণত খেলে অবসরপ্রাপ্ত বুড়ো শিশুরা। বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, 'এক ধরনের গেম আছে, তাতে প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন গাড়ি নিয়ে রাস্তা, মাঠ-ঘাট পেরিয়ে ছুটে চলতে হয়। বিপজ্জনক ব্যাপার হলো, এ ছুটে চলার পথে অন্য প্রতিযোগীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া, গাড়ির নিচে মানুষ পিষে ফেলা, পথচারীর কাছ থেকে মোটর সাইকেল বা গাড়ি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে ফুটপাতে উঠে পড়া, রাস্তার স্থাপনা ও বাড়িঘর ভাঙচুর করা, পুলিশ ধাওয়া করলে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা– এসব নাকি গেমের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়। এ অনৈতিক কাজগুলো করে যে যত পয়েন্ট অর্জন করতে পারে সে বিজয়ী হয়।

আর এক ধরনের গেম আছে, যার পুরোটা জুড়েই থাকে হিংস্রতা, মারামারি, যুদ্ধ, দখল এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। যত বেশি সহিংসতা তত বেশি পয়েন্ট। হিংসার উদ্দাম আনন্দ নিয়ে দুর্গম গিরিপর্বত, নদীনালা, জঙ্গল ও সমুদ্রের উপর দিয়ে শত্রু খুঁজে বেড়ানো। বাংকার খনন করে ওঁৎ পেতে থাকা। প্রতি মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণের টেনশন। আরো দ্রুত চলতে হবে! যত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে সম্ভব প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করাই যেন তার প্রধান কাজ।

---

১৮. উইকিপিডিয়া, *মাসিক সি নিউজ*, দ্র. www.cnewsvoice.com-10.12.2020, visited on 09.03.2021 AD

কোমলমতি শিশু-কিশোররা নিজেরাও জানে না, কেন তারা এ মরণখেলা খেলছে। একের পর এক মানুষ ধ্বংস করছে। কখনো হাতুড়িপেটা করে মাথা থেতলে দিচ্ছে। মুহূর্তে রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। কখনো গ্রেনেড ছুঁড়ে প্রতিপক্ষের পা জখম করছে। এরপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে পলায়নরত মানুষটির উপর মারছে দ্বিতীয় গ্রেনেড। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তার হাত-পা। তারপর রক্তমাখা দেহটা লুটিয়ে পড়ছে খেলোয়াড়ের পায়ের উপর। চোখের সামনে ভাসছে জীবন্ত যুদ্ধক্ষেত্র। কানে আসছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহারের বাস্তব আওয়াজ। এমনকি আহত শত্রুসেনার রক্তমুখের গরগর শব্দটাও শুনতে পাচ্ছে কোমলমতি শিশুরা। এতে কিন্তু তার আনন্দ, উৎসাহ এবং উত্তেজনা কেবল বৃদ্ধিই পাচ্ছে। কোনো কোনো খেলায় রাস্তায় পড়ে থাকা লাশের পকেট এবং ব্যাগ থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করতে পারলে পাওয়া যাচ্ছে বাড়তি পয়েন্ট। এমনকি রাস্তায় ড্রাগ বিক্রেতার কাছ থেকে ড্রাগও কেনা যাচ্ছে। এসব ধ্বংসাত্মক গেমসের মধ্যে এ যাবতকালের পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় গেমটির নাম 'পাবজি' (PUBG)। দক্ষিণ কোরিয়ার ভিডিও গেম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান পিইউবিজি কর্পোরেশন ২০১৭-এর মার্চে এ অনলাইন মাল্টিপ্লেয়ার গেমটি বাজারে আনে।[১৯]

এর নির্মাতা ব্লু হোয়েল কোম্পানি আর পরিচালক আইরিশ ওয়েব ডিজাইনার ব্রান্ডন গ্রিন। রিলিজের মাত্র তিন দিনের মাথায় 'প্লেয়ার আননউনস ব্যাটেলগ্রাউন্ডস' সংক্ষেপে 'পাবজি' নামক এ গেম প্রায় ১১ মিলিয়ন ডলার আয় করে। জানলে অবাক হতে হয়, পাবজি গেম নির্মাণকারী সংস্থা প্রতিদিন ৬,৮৯০০০ ডলার আয় করে থাকে গেমারদের থেকে। প্রথম ৬ মাসেই তারা লাভ করেছে ৩৯০ মিলিয়ন ডলার। রিপোর্ট অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে এখন প্রতি মাসে প্রায় ২২৭ মিলিয়ন মানুষ এ গেম খেলে। আর প্রতিদিন খেলে প্রায় ৮৭ মিলিয়ন লোক। অসংখ্য দরিদ্রের দেশ বাংলাদেশেও প্রতিদিন এ গেম খেলছেন ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ।[২০]

সব মিলিয়ে মোবাইল কিংবা কম্পিউটারের পর্দায় কিশোর-তরুণেরা 'পাবজি'তে এতটাই মগ্ন থাকছে যে, বাস্তব পৃথিবী ভুলে তারা এক বিপজ্জনক নেশায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। ভিডিও গেমসের এ নিধনযজ্ঞ তাদের কাছে অনেক বাস্তব অনুভব হচ্ছে।

গেমিং রোগ : বর্তমানে দিনরাত এক করে মোবাইল-কম্পিউটারে মুখ গুঁজে এ সহিংস গেম খেলছে শিশু-কিশোররা। পাবজি নিয়ে মাতামাতি এখন অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের। এ গেমের নেশা এতটাই চরম যে, কিছুদিন পূর্বে ভারতের মহারাষ্ট্রে পাবজি খেলায় মত্ত দুই তরুণকে চলন্ত ট্রেন এসে পিষে দিয়েছিল। স্থানীয় সূত্রের খবর, ঐ দুই যুবক নাগেশ গোরে (২৪) এবং স্বপ্নিল অন্নপূর্ণে (২২) রেললাইনের ধারে দাঁড়িয়েই পাবজি খেলছিল। চলন্ত ট্রেন আসার খেয়ালও হয়নি তাদের। যার ফলে হায়দারাবাদ-আজমের দূরপাল্লার ট্রেনটির নিচে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায় তারা।[২১]

সম্প্রতি ভারতের মধ্যপ্রদেশের এক যুবক নিজের বাড়িতে পাবজি খেলতে এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে, চোখ সরিয়ে দেখার সময়টুকু পাননি যে তিনি কী পান করছেন! পানির পরিবর্তে তিনি ভুল করে এ্যাসিড পান

---

১৯. www.en.wikipedia.org/wiki/playerUnknown%27s_Battlegrounds, visited on 20.10.2010 AD

২০. alkb media ১৯-০১-২০১৯ খ্রি.; সম্পাদকীয়, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*(ঢাকা : বাংলাদেশ প্রতিদিন, অনলাইন সংস্করণ, ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড, ১৫ মার্চ ২০১৯ খ্রি.; সম্পাদকীয়, *প্রবাস সংবাদ*(ঢাকা : প্রবাস সংবাদ নিউজ পেইজ, ২০ মার্চ ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৫

২১. দ্যা ওয়াল নিউজ পোর্টাল, দ্র. www.thewalnewsportal.com, visited on 22.10.2019 AD

করে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার অন্ত্রে অপারেশন করতে হয়।[২২] মন দিয়ে পাবজি খেলতে পারছেন না– এ অভিযোগ তুলে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। পাবজি খেলার জন্য দামি ফোন কিনে না দেয়ায় মুম্বাইয়ের এক কিশোরের আত্মঘাতী হওয়ার সংবাদও এসেছিল সামনে।

ভারতীয় গণমাধ্যম জিনিউজের খবরে বলা হয়, জম্মুর এক যুবক ১০ দিন পাবজি খেলে অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করে। সে নিজেই নিজেকে নানাভাবে আঘাত করতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের সূত্র জানিয়েছে, যুবকের অবস্থা স্থিতিশীল নয়। পাবজি গেমের প্রভাবে আংশিক মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন তিনি। চিকিৎসকরা তাকে কড়া পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। তার জন্য একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেয়া হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, এ নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে পাবজি খেলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ৬ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আরো অনেকে এ সমস্যায় ভুগছেন। কিন্তু তাদের পরিবার এর গুরুত্ব বুঝতে পারছে না।[২৩]

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ গেম যারা খেলে, তারা চরম নেশায় আক্রান্ত হয়। তাদের মধ্যে হিংস্র মনোভাবাপন্ন একটা প্রবণতা পেয়ে বসে। মনোরোগ চিকিৎসকরা বলেন, এ গেম মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ধ্বংসাত্মক মনোভাবকে টেনে বের করে আনে। খেলার ছলে প্রশ্রয় দেয় রক্ত, মৃত্যু, খুন এবং জয়।

বিগত ১৫ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের আননুর মসজিদে আধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে এক খ্রিস্টান সন্ত্রাসী ব্রেন্টন টারান্টের[২৪] হত্যাযজ্ঞের ঘটনার পর আবারো আলোচনায় এসেছে পাবজি গেম। প্রায় তিন মিনিটের এ হামলায় শাহাদাত বরণ করেন অর্ধশত মুসল্লি। এ নির্মম হামলার ভিডিওটির সঙ্গে সহিংস পাবজি গেমের ভয়ানক সাদৃশ্য বেরিয়ে এসেছে। ঐ মসজিদে হামলাকারী সন্ত্রাসী তার মাথায় লাগানো ক্যামেরা দিয়ে নৃশংস হত্যাকান্ড নিজেই সম্প্রচার করেছে। সে ভিডিও ফুটেজ দেখলে পাবজি গেম বলে ভ্রম হবে। হত্যাকারী গাড়ি থেকে অস্ত্র বের করে গুলি ছুঁড়েছে। গুলি ফুরিয়ে গেলে ভরে নিয়েছে ম্যাগাজিন। মসজিদের দরজা, বারান্দা পেরিয়ে মুসল্লিদের হত্যা করে এগিয়ে গিয়েছে। শহরে হেঁটে হেঁটে, রাস্তায় ও গাড়িতে বসে গুলি ছুঁড়ে একের পর এক অস্ত্র পাল্টে মানুষ হত্যার এ বীভৎস ভিডিওকে কেবল পাবজি গেম বলে বিভ্রম হতে পারে।

বিশ্বব্যাপী গেমসের প্রতি তীব্র নেশা যে পাবজি গেম থেকে শুরু হয়েছে তা নয়। ইতোপূর্বে ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান, মনস্টার হান্টার ওয়ার্ল্ড, ডটা টু, ভাইস সিটি এবং হাঙ্গারগেমসহ নাম না জানা অসংখ্য গেমে মানুষের ভীষণ আসক্তি ছিল। কল্পনার জগতে গিয়ে গেমের প্রিয় চরিত্রের নায়কের সাক্ষাত লাভের জন্য ২৪ তলা ভবনের ছাদ থেকে কিশোরের লাফিয়ে আত্মহত্যা করা; অতিরিক্ত গেম খেলায় পিতার বকুনি

---

২২. সম্পাদকীয়, *বাংলা লাইন২৪ ডট কম*(ঢাকা : বাংলা লাইন২৪ ডট কম, ৭ মার্চ ২০১৯ খ্রি.), দ্র. www.banglaline24.com, visited on, 24.10.2019 AD

২৩. সম্পাদকীয়, *পূর্ব মেদিনিপুর বাংলা নিউজ*(মেদিনিপুর : অনলাইন সংস্করণ, ১২ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি.), দ্র. www.tv9bangla.com/west-bengal/purba-medinipur, visited on 20.05.2022 AD

২৪. www.bbc.com/bengli/news-53928261, visited on 10.10.2020 AD

খেয়ে অভিমানী তাইওয়ানি কিশোরের নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে আত্মাহুতি দেয়া; একটানা ২৪ ঘণ্টার লাইভ ভিডিও গেম খেলতে খেলতে ২২ ঘন্টার মাথায় যুবকের মৃত্যুবরণ; অনলাইন ভিডিও গেমের জন্য টাকা জোগাড় করতে ১৩ বছরের ভিয়েতনামি কিশোরের ৮১ বছরের বৃদ্ধাকে রাস্তায় শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তার মানিব্যাগ চুরি এবং লাশ মাটিতে পুঁতে ফেলা; চায়না দম্পতির কম্পিউটার গেমের অর্থের জন্য নিজেদের তিন সন্তানকে ৯ হাজার ডলারে বিক্রি করে দেয়া– এরূপ হৃদয়বিদারক গেমাসক্তির ঘটনা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রচুর ঘটেছে। এর বাইরে গেমসের কারণে বিশ্বব্যাপী বিবাহ বিচ্ছেদ, চাকুরি হারানো, মারমুখী ক্ষ্যাপাটে আচরণ, পিতামাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার, অল্পতেই ধৈর্যহারা হয়ে পড়া, ইন্টারনেট না থাকলে অথবা মোবাইল বা কম্পিউটারের চার্জ ফুরিয়ে গেলে অস্থির ও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ার ঘটনা তো অহরহই ঘটছে।

এসব দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে দিয়েছে যে, নেশা মানেই শুধু মদ বা মাদক নয়। নেশা বা মাদকাসক্তি কেবল মদ-গাঁজা, আফিম, হেরোইন ও বিড়ি-সিগারেটের সেকেলে পরিসরে আবদ্ধ নেই। কালের পরিক্রমায় প্রযুক্তির কল্যাণে এবং পুঁজিবাদী সভ্যতার বদান্যতায় নেশার পতিত অঙ্গনেও লেগেছে ডিজিটালের ছোঁয়া! ঘন্টার পর ঘন্টা স্মার্টফোন, ইন্টারনেট ও ধ্বংসাত্মক ভিডিও গেমসে বুঁদ হয়ে থাকার ফলে বিশ্বব্যাপী মানুষ এমন নেশায় আক্রান্ত হচ্ছে, যা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ঘটিত এ আসক্তিকে মনোবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'ডিজিটাল মাদক'! সম্প্রতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) ভিডিও গেমসের প্রতি তীব্র আসক্তিকে বিশেষ এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ অসুখের নাম দেয়া হয়েছে 'গেমিং ডিসঅর্ডার' বা 'গেমিং রোগ'। সংস্থার খসড়া একটি নথিতে ভিডিও গেমে আসক্তিকে একটি আচরণগত সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ আচরণে আসক্তির সব লক্ষণ রয়েছে অর্থাৎ, বারবার এ খেলার প্রবণতা দেখা দেয় এবং এ থেকে সরে আসা কঠিন বলেও দেখা যায়। এ ছাড়াও জীবনের অন্য সব কিছু ছাপিয়ে প্রাধান্য পায় এ গেমিং-এর নেশা।[২৫]

ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার অপব্যবহার : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে লক্ষ লক্ষ মিডিয়া গ্রুপ অসুস্থ্য ও নোংরা করে রেখেছে। আমেরিকা, ব্রিটেনের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৪০ শতাংশ পর্ণোগ্রাফি সাইট ব্রাউজ করে। অনলাইনে অশ্লীল ছবির ভয়াবহতা মানব জাতিকে এক ভয়ংকর জীবনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ পর্ণো ব্যবসাকে সমাজবিদদের দিক থেকে দানবীয় বাণিজ্য বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো সাইট কেবলমাত্র বয়স্কদের জন্য অশ্লীল পর্ণো ছবি নেটের মাধ্যমে প্রকাশ করে হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল অর্থ। স্টিফেন কোহেনের ওয়েবসাইট এদের মধ্যে অন্যতম। যিনি বছরে পর্ণোওয়েবের মাধ্যমে প্রায় ২২৫ বিলিয়ন ডলার আয় করেন। এক পরিসংখ্যানে এসেছে ৭০ শতাংশ নারী পর্ণোর ব্যাপার গোপন রাখে এবং তারা পর্ণোগ্রাফি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পুরুষের চেয়ে বেশি চারিত্রিক স্খলনের স্বীকার হয়। এ কারণে তারা বহু পুরুষগামী হয়ে পড়ে। যার ফলে তাদের অনেকের সংসার ভেঙ্গে যায়।

---

২৫. www.bbc.com/bengali/news-03.01.18, visited on 10.08.2019 AD

অনলাইনের পর্ণো আসক্তির কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। ভিক্টর ক্লিন নামের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জানান যে, পর্ণোগ্রাফির প্রভাব বয়স্ক মানুষ ও তরুণ-তরুণীদের উপর বেশি পড়ে। এখন যে আইটেম গানগুলো তৈরি হয় তা এমন সেক্সুয়াল রিপ্লেক্সন সমৃদ্ধ যা দ্বারা তরুণদের নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটছে। আর প্রজোযকরা এমন সব সিনেমা তৈরি করছে যা সমাজের প্রায় সব ধরনের জনগণকে সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করছে।

প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক, ইন্টারনেট ও স্যোসাল মিডিয়ার ব্যবহার করে ইসলাম বিদ্বেষীরা বিভিন্নভাবে ইসলামের অপমান করছে, ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়কে বিতর্কিত করার চক্রান্ত করছে, যাতে ইসলামের বিধি-বিধানের ব্যাপারে মানুষকে সন্দিহান করা যায়। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ খ্রিস্টান না হলেও ইসলাম বিদ্বেষী বা নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। এখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও স্যোসাল মিডিয়া অন্য মাধ্যম থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। এ জাতীয় মিডিয়ার সহায়তায় তথ্য প্রবাহ যে-কোনো বাধা ও সীমানা ভেদ করে পৌঁছে যেতে পারে তার লক্ষ্য পানে। এ ব্যাপারে ফ্রেড ওকারোড বলেন, এটি স্পষ্ট যে মিডিয়া আজ অন্যতম বৃহৎ মাধ্যম, যার মাধ্যমে সহজেই মধ্যপ্রাচ্য আর উত্তর আফ্রিকার মুসলিমদের দ্বারে পৌঁছা যায়। কেননা জানা মতে মিডিয়া সীমানার প্রাচীর ভেঙে দিতে পারে, সমুদ্র আর মরুভূমি পাড়ি দিয়ে দুর্গম অঞ্চলের মুসলিমদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে।[২৬] অথচ আজ এ জাতীয় মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ মুসলিমদের হাতে নেই। মুসলিমগণ এ জাতীয় মিডিয়ার কর্ণধার হওয়ার কোনো গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলে প্রতীয়মান হয় না। আল জাযিরার মত কিছু মিডিয়া মুসলিমদের হাতে থাকলেও তা ষড়যন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত নয়।

বিনোদন জগত, মিডিয়া আগ্রাসন ও ইসলাম বিরোধী প্রচারণা : বর্তমানে আন্তর্জাতিক অধিকাংশ মিডিয়া ইসলামকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে উদ্দেশ্যমূলক তথ্য প্রচারে লিপ্ত রয়েছে। তারা প্রতিনিয়ত ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারা ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের প্রকল্প হাতে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করার কাজে তারা মিডিয়ার শতভাগ সহায়তা নিতে সক্ষম হচ্ছে। ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলামকে বর্বর, সন্ত্রাসী, উগ্রবাদী, জঙ্গিবাদী হিসেবে চিত্রিত করার হীণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। ইসলামকে নির্মূল ও কোণঠাসা করতে নিরপরাধ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, মুসলিমগণ তাদের প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম নয়। প্রায়ই দেখা যায় অমুসলিমরা মুসলিম নামধারী তাদের গৃহপালিত কিছু কুলাঙ্গারের অপকর্মকে মুসলিমদের কাজ বলে চালিয়ে দিচ্ছে। মূলত আজকাল ইসলাম বিরোধীরা তাদের এজেন্ট ব্যবহার করে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে, যার সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। আবার কোনো কোনো মুসলিমের ব্যক্তিগত অপরাধকে ইসলামের ও মুসলিমদের স্বাভাবিক ও সাধারণ কাজকর্ম হিসেবে মিডিয়া চালিয়ে দেয়। তারা ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোকে টার্গেট করে তার বিরুদ্ধে জঙ্গি ও সন্ত্রাস প্রজননের অভিযোগ তোলে; যাতে এগুলো বন্ধ করার পথ সুগম হয়। অথচ প্রকৃত

---

২৬. www.i-onlinemedia.net/4409, visited on 13.10.2019 AD

ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিতরাই সমাজের সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় হয়ে থাকে। তাদের দ্বারা দেশ, জাতি ও সমাজ কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাদের নামে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, মাস্তানি, চাঁদাবাজি, খুন বা ধর্ষণের মামলার রেকর্ড আধুনিক শিক্ষিতদের তুলনায় ১ শতাংশও পাওয়া যায় না।

পৃথিবীতে যে লোকটি মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করেছে সে হলো হিটলার, যে ৬০ লক্ষ ইয়াহুদি হত্যা করেছিল। সে ছিল একজন খ্রিস্টান। মুসেলিনি হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল, সেও ছিল একজন খ্রিস্টান।[২৭] যারা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করছে, লাখ-লাখ তরুণ প্রজন্মকে ড্রাগ সেবনের মাধ্যমে তাদের অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে মিডিয়াকে সোচ্চার হতে দেখা যায় না।

ক. মিডিয়া জগত ও চলচ্চিত্রে ইয়াহুদি আগ্রাসন : বর্তমান বিশ্বে মিডিয়া সন্ত্রাসের আবিষ্কারক ও নিয়ন্ত্রক হলো ইয়াহুদি সম্প্রদায়। বিশ্বের প্রায় সমস্ত মিডিয়াগুলোতে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। ইয়াহুদিদের সংগৃহীত ও সম্পাদিত সংবাদ ব্যতীত মিডিয়া বিশ্ব অচল। রয়টার্স, বিবিসি, সিএনএন, টাইম ম্যাগাজিন, নিউজউইক প্রভৃতি প্রধান শ্রেণির সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মালিক ইয়াহুদিরা। পৃথিবীতে এমন কোনো সংবাদপত্র, রেডিও বা টিভি সেন্টার নেই যারা এসব সংবাদ সংস্থা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে না। এ জন্যই আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ফিলিস্তিনের নির্যাতিত শিশুদের আর্তনাদ স্থান পায় না।

মুসলিমগণের নির্যাতনের পরিমাণ ও ভয়াবহতা জানতে পারে না বিশ্বমানবতা। পূর্বতিমুরের যোদ্ধাদেরকে উপস্থাপন করা হয় স্বাধীনতাকামী হিসেবে; আর ফিলিস্তিন, আরাকান, আফগান কিংবা কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামী নির্যাতিতদের নামের সাথে জুড়ে দেয়া হয় 'জঙ্গি' অথবা 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' শব্দ। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মার্টিন লুথার কিং কিংবা নেলসন ম্যান্ডেলার অবদানের কথা প্রচারিত হলেও দেড় হাজার বছর আগে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের পার্থক্য ঘুচিয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার বাস্তব রূপকার হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর অবদান ফুটে উঠে না আন্তর্জাতিক মিডিয়ায়।

প্রকৃত বাস্তবতা হলো মুসলিম সমাজের নতুন প্রজন্মও আজ ভুলে গেছে যে, পবিত্র কুর'আন হাতে নিয়ে তারাই দেড় হাজার বছর আগে বিশ্বমানবতার সামনে উপস্থাপন করেছিলেন মানবাধিকারের রূপরেখা এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শাশ্বত মানবাধিকার, সাম্য ও ন্যায়। নতুন প্রজন্মের একটি বিশাল অংশের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরে ইসলামের দা'ওয়াত না পৌঁছানোর কারণে ইতোমধ্যেই তাদের পরাভূত করে ফেলেছে ইসলাম বিরোধী চক্র। আবার ইসলামের কথা বলে কাদিয়ানি, দেওয়ানবাগির মত কিছু বিপথগামী গোষ্ঠীও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ধর্মভীরু মুসলিমদের মগজ ধোলাই করে চলেছে।

পাশ্চাত্য সমাজে ১৯৭২ খ্রি. থেকে ১৯৭৬ খ্রি. পর্যন্ত ২০ হাজার লোকের উপর চালানো এক জরিপে দেখা গেছে ২৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী সুখী দম্পতির সংখ্যা ১০০ থেকে ৪৪ শতাংশে নেমে এসেছে। এর কারণ প্রথমত যুবতীদের চাকুরি প্রবণতা, দ্বিতীয়ত স্বামী-স্ত্রীর চারিত্রিক অধঃপতনে মিডিয়াসহ চলচ্চিত্রের ক্ষতিকর প্রভাব। অনুরূপভাবে অপরাধ জগতেও চলচ্চিত্রের প্রভাবও ব্যাপক। স্পেনের এক জরিপে দেখা গেছে ৩৯ শতাংশ অপরাধ (হত্যা, ডাকাতি, ধর্ষণ ইত্যাদি) অপরাধীরা সিনেমা ও টিভির বিভিন্ন সিরিয়াল থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সম্পন্ন করেছে।

---

২৭. www.bn.wikipedia.org/wiki/ইয়াহুদি গণহত্যা, visited on 13.10.2019 AD

পাশ্চাত্যের মিডিয়াগুলো ইয়াহুদিরা দখল করে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ও চরিত্র বিধ্বংসী বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। চলচ্চিত্র বিশ্বব্যাপী সার্ভিস দিয়ে থাকে। হলিউড-এর চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রধান অংশ ইয়াহুদি। ইয়াহুদিদের উদ্যোগে হলিউড থেকে প্রচুর পরিমাণ নীল ছবি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হয়। আমেরিকান কেনিন এবং ইটিভি কোম্পানি প্রচুর পরিমাণ নীল ছবি পৃথিবীতে সরবরাহ করে। শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই এদের ৪২টি শাখা রয়েছে। এমনিভাবে আমেরিকান মিডিয়ার সম্পূর্ণটা ইয়াহুদিরা দখল করে বিশ্বব্যাপী চরিত্র বিধ্বংসী কাজে নেতৃত্ব দিয়ে সারা বিশ্বে সংঘাত, সংঘর্ষ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলেছে। এ ছাড়াও ইয়াহুদি সমাজ মুসলিমদের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ঐশী মূল্যবোধকে ধ্বংস করার এক মহাপরিকল্পনা অত্যন্ত সুকৌশলে বাস্তাবায়ন করে যাচ্ছে। ফলে মুসলিম যুবসমাজ তাদের স্বকীয়তা, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ হারিয়ে সন্ত্রাসী ও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে।[২৮]

খ. মিডিয়া জগতে খ্রিষ্টানদের আগ্রাসন : ইসলাম ও মুসলিমদের পৃথিবী থেকে উৎখাত করে দেয়ার জন্য একটি বিশেষ চক্র পশ্চিমা মিডিয়াগুলোকে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। বিশ্ববাসীর নিকট ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম এবং মুসলিমদেরকে উগ্র ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসাবে প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। ইসলামের কৃষ্টি-কালচারের মূলে কুঠারাঘাত করে অশ্লীলতা ও যৌনতা ছড়াতে অসংখ্য চ্যানেল ও ওয়েবসাইট পরিচালনা করা হচ্ছে। যেগুলো যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংস করার এক মহামারীরূপে চিত্রিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য সমাজে ব্যাপক হারে অপকর্ম ও সাম্প্রদায়িক অস্থিতিশীলতার পিছনে গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রবল। এর প্রভাবে ১৯৫৮ খ্রি. থেকে ১৯৬৮ খ্রি. পর্যন্ত ১০ বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ১০০ ভাগ অপরাধ বৃদ্ধি পায়।[২৯] ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে সহিংসতার কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণে এক নির্বাহী আদেশে প্রেসিডেন্ট জনসন একটি জাতীয় কমিশন গঠন করেন। কমিশনের রিপোর্টে এবিসি, এনবিসি ও বিবিএস টেলিভিশন নেটওয়ার্কে প্রচারিত অপরাধ বিষয়ক অনুষ্ঠানকেই এ সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য দায়ি করা হয়। পাশ্চাত্য বিশ্বের স্বঘোষিত নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা এই যে, সে দেশে প্রতি ৭ মিনিটে একটি করে নারী ধর্ষণ এবং প্রতি ২৪ মিনিটে একটি করে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।[৩০] প্রতি দু'টো বিয়ের মধ্যে একটি বিয়ে এক বছরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। সে দেশে ১৪ বছরের কুমারী মেয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা যায় যে, প্রতি ৮ সেকেন্ডে একজন মার্কিন মহিলা ধর্ষিতা হয়। এ হিসাব অনুযায়ী বছরে সাড়ে ৩৯ লক্ষ মহিলা ধর্ষিতা হয়।[৩১]

গ. মিডিয়া আগ্রাসনের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্ : আজ বিশ্ব মুসলিম, মিডিয়ার অপপ্রচার ও বিভ্রান্তির ধূম্রজালে আবদ্ধ ও সুদূরপ্রসারী আগ্রাসন ও ষড়যন্ত্রের শিকার। ইসলাম বিদ্বেষীরা বিশ্ব মুসলিমের শিক্ষা-সংস্কৃতি, আক্বিদা-বিশ্বাস, ইমান-আমল সমূলে ধ্বংস করার জন্য মিডিয়াকে প্রধান মাধ্যম হিসাবে

---

২৮. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে সোসাল নেটওয়ার্ক*(ঢাকা : কোহিনুর প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৮৬

২৯. www.ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s., visited on 12.10.2021 AD

৩০. www.ucr.fbi.gov/crime, visited on 11.12.2021 AD

৩১. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে সোসাল নেটওয়ার্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

ব্যবহার করছে।[৩২] ইয়াহুদি প্রচার মাধ্যমগুলো বিশ্বময় ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলন সম্পর্কে অব্যাহতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে মার্কিন-ইয়াহুদি প্রভাবিত প্রচার মাধ্যমগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও মৌলবাদের অপবাদ রটাচ্ছে, যেন বিশ্বে ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়া যায়।

স্বাভাবিকভাবেই ইঙ্গ-মার্কিন শাসিত শক্তিশালী মিডিয়া পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী ও পৃষ্ঠপোষক ইসলামকেই তার প্রধান শত্রু হিসাবে নিশানা বানিয়েছে। কম্যুউনিজমের পতনের পর ইসলামকে এ নিশানা বানানোর কারণ হচ্ছে– এটি একটি সুসংহত ও সুগঠিত আদর্শ। এটি পুঁজিবাদকে সমর্থন করে না; আবার বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের নামে অর্থনৈতিক শোষণের অনৈতিক কারসাজির ঘোর বিরোধী। ইসলামে কনজুমারিজম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও স্বার্থপরতা কোনটারই স্থান নেই। একজনের শোষণে আর একজনের অগ্রগতি ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং ইসলাম চায় ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, যেখানে থাকবে না শোষণ ও বঞ্চনা। এ ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো তথ্যপ্রযুক্তিকে তাদের স্বার্থে আর ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে এটাই স্বাভাবিক। এ জন্য পুঁজিবাদী মিডিয়াগুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামকে উগ্র, জঙ্গি ও সন্ত্রাসী ধর্ম হিসাবে অনবরত প্রচার করে যাচ্ছে।

বর্তমানে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে ইসলামকে অবিরত অভিযুক্ত হতে হচ্ছে। কেননা, কোনো কিছুকে অভিযুক্ত দাঁড় করাতে না পারলে তাকে ধরাশায়ী করা যায় না। সকল মিডিয়ার অবাধ অপপ্রচারের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলাম ও মুসলিমগণের নির্মূলের কাজকে বৈধ করে নিয়েছে। আজ পশ্চিমা বিশ্ব 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদ' ও 'মুসলিম চরমপন্থী' নামে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববাসীর নিরাপত্তার জন্য মুসলিমদেরকে হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, আমেরিকার জিঘাংসার বিরুদ্ধে, ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে যে-ই দাঁড়াবে, বিরোধিতার কথা বলবে, তাকেই অধিকাংশ সময়ে সভ্যতার শত্রু, সন্ত্রাসী ও জঙ্গি নামে অপবাদ দেয়া হয়।

দুঃখজনক বাস্তবতা হলো– মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও জনগণ আজও পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার উপর ভয়ানকভাবে নির্ভরশীল। এ নির্ভরশীলতা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের অবস্থানকে প্রতিনিয়ত দুর্বল করে দিচ্ছে। তাদের পরিচালিত মিডিয়াগুলোর অবিরত মিথ্যা প্রচারণা মুসলিম জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি ও পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করছে। তাদের মধ্যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। ফলে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ধারাগুলোর বিলুপ্তি ঘটিয়ে সেখানে ধীরে ধীরে নৈতিকতা বিবর্জিত ভিনদেশি সংস্কৃতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হচ্ছে মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা। মিডিয়ার প্রচারণাকে মিডিয়া দিয়েই প্রতিহত করতে হবে। কীভাবে মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হয় এবং মিডিয়াতে কীভাবে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হয় এ কৌশল আজ মুসলিমগণের রপ্ত করতে হবে। মুসলিম উম্মাহ্‌কে এ নবতর চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করার বিকল্প আর কোনো পন্থা নেই।

---

৩২. www.i-onlinemedia.net/4409, visited on 14.10.2019 AD

মুসলিম বিশ্ব আজ সামরিক আগ্রাসনের পাশাপাশি মিডিয়া আগ্রাসনেরও শিকার। যারা পৃথিবীতে ধ্বংস, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, হানাহানি সৃষ্টি করছে, দুর্বল দেশ অধিকার করে সে দেশের মূল অধিবাসীদের নির্মূল করে সেখানে নিজেদের আবাস গড়ে হত্যা ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থান সুসংহত করেছে; তারাই আজ প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় বিশ্বে ভাল মানুষ সাজার চেষ্টা করছে।

ভয়েস অব আমেরিকা (VOA), বিবিসি (BBC), সিএনএন (CNN) সহ বিশ্বের প্রধান নিউজ মিডিয়াগুলো সম্পূর্ণ ইসলাম বিদ্বেষীদের করায়ত্তে। এ কারণে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত তারা ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রচার, কুৎসা রটনা ও বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে সহজ-সরল মানুষদেরকে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দিয়ে যাচ্ছে।[৩৩]

মিডিয়াতে ইসলামবিরোধী অপতৎপরতাসমূহ : ইসলামের মৌলিক বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করাটা খ্রিস্টানদের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। তারা ভালভাবেই জানে যে, সত্যিকার ইসলাম জানতে পারলে সকলেই ইসলামের দিকেই ঝুঁকবে। তাই তারা সর্বদা ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যাচার করে এবং তা প্রচার করে কেবলমাত্র ইসলামকে বিতর্কিত করার জন্য। ৭৫০ জন মুসলিম থেকে খ্রিস্টান কনভার্টের উপর একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। যেখান থেকে কয়েকটি কারণ উদঘাটিত হয়, যে কারণে তারা ধর্ম পরিবর্তন করেছে। তন্মধ্যে প্রধান ৩টি কারণ নিম্নরূপ :

১. খ্রিস্টানদের জীবন-যাপন পদ্ধতি;
২. প্রচলিত ইসলামের প্রতি অনাগ্রহ এবং
৩. বাইবেলের ভালবাসার দীক্ষা।

এ জরিপ থেকে এটা স্পষ্ট যে, যাদের খ্রিস্টান বানানো হয়, তাদেরকে মুসলিমদের জীবন-যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেয়া হয়েছে। প্রচলিত ইসলামের নানা অসঙ্গতিগুলোকে তাদের কাছে মৌলিক ইসলাম রূপে উপস্থাপন করা হয়, যার ফলে তাদের মধ্যে ইসলামের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।[৩৪]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : বিংশ শতাব্দী থেকে মুসলিম সমাজ পাশ্চাত্য জগতের নিকট থেকে যত রকম আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে তন্মধ্যে মধ্যে মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই সর্বাধিক মারাত্মক ও ক্ষতিকর। তাদের এ আগ্রাসন অসংখ্য মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে সাথে নিত্য নতুন পথ ধরে এ আগ্রাসনের প্রচণ্ডতা প্রতিনিয়ত বিস্তৃত হচ্ছে। মুসলিম সমাজ ও যুবক-যুবতীদের ধ্বংস করার মানসে সংস্কৃতির লেবাসে চোরাগুপ্তা হামলার অসংখ্য পথ প্রতিনিয়ত আবিষ্কৃত হচ্ছে।

সমাজ গবেষক আবদুল হামিদ ফাইজির মতে, 'রেডিও, টিভি যা-ই বলা হোক না কেন, এসবে প্রচারিত অধিকাংশ বিষয় বস্তুই হলো চিত্তবিনোদন। এতে যা লাভ হয় তারচেয়ে ক্ষতির পরিমাণ অনেক গুণ বেশি। এতে মুসলিম জাতির জন্য গঠনমূলক কোনো বিষয় নেই বললেই চলে। কোনো কোনো প্রোগ্রামে ইসলাম নাম থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা ইসলাম বিরোধী। অমুসলিম স্টুডিওতে ইসলামের নামে কোনো

---

৩৩. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে সোসাল নেটওয়ার্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৯৩
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

কাদিয়ানি অথবা বাহায়ি অথবা ভ্রষ্ট কোনো দলনেতা বক্তব্য উপস্থাপন করে। তাদের মুখে ইসলামের আসল ভাবমূর্তি বিকৃত হয়ে উপস্থাপিত হয়। তাছাড়া এখানে বহুলাংশে পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতার 'এ্যাডভার্টাইজম্যান্ট' চলে। কিছুতে থাকে ইসলাম বিরোধী প্রকাশ্য ও সরাসরি আক্রমণ এবং কিছুতে থাকে সময় বিনাশী রঙ-তামাশা ও যৌন অনুভূতিমূলক সুড়সুড়ি। চরিত্রবানদের চরিত্র হনন করা হয়। বারবনিতাদেরকে যৌনকর্মী বলে সমাজকল্যাণমূলক কর্মতালিকায় নাম জড়িয়ে তাদেরকে সমাজের বন্ধুরূপে মর্যাদা দেয়ার মত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। আর চরিত্রহীন কুপ্রবৃত্তির অনুসারীরাই এতে সহায়তা করে থাকে।

ইসলাম বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুত প্রচারধর্মী ধর্ম। পশ্চিমা বিশ্ব ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করে যেগুলোর মূলে রয়েছে তাদের নিজস্ব মিডিয়ার প্রচরণা। পাশ্চাত্য বিশ্বে ইসলাম সবচেয়ে ক্রমপ্রসারমান আদর্শ। কিন্তু পাশ্চাত্যের সংবাদ ও গণমাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক ভ্রান্তিমূলক ধারণা থাকার কারণে ইসলাম ও এর অনুসারী মুসলিমরা প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।[৩৫] বিশেষ করে তারা কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্তে নিয়োজিত রয়েছে। তারা কূটনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

মুসলিমদের সরাসরি আক্রমণ করা ছাড়াও ইসলামি আদর্শকে বিশ্বের বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, মিথ্যা অপবাদ, অপপ্রচার এবং বিকৃত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জগত এবং ইয়াহুদি-খ্রিস্টান মিশনারি জনগণের মধ্যে বিভেদ এবং সংঘাতের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ কাজে রয়টার্স, সিএনএন, বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকার মত সংবাদ মাধ্যম এবং টাইম, নিউজউইক প্রভৃতির মত সংবাদপত্রগুলো ব্যাপক অপতৎপরতা চালিয়ে মুসলিম সমাজ ও মানসকে এক ভয়ঙ্কর ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম, ইসলামি জীবনদর্শন, মুসলিম সমাজের সামাজিক মূল্যবোধ ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে এরা এক ভয়ঙ্কর ধর্মব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ব তথা পাশ্চাত্য জগতের এ সামগ্রিক আগ্রাসনকে University of Winnipeg Canada-এর অধ্যাপক Dr. Anwar Islam তার লেখা Domisc of Communism : Lessons for Muslims শীর্ষক গ্রন্থে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন,

'The West is lanching a brutal compaign to crush the Islamic worker. Killings, torture, imprisonment and other human rights violations are routinely prepetrated by the western countries in its quest to erush the tide of Islam. This brutal suppression of democracy does not raise much protest from other Muslim countres. Even the democracies of the west remain largely silent.'

ইতোমধ্যে মুসলিমদের ধ্বংস সাধনে তাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ অত্যন্ত মোক্ষম ও কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। তাদের কূটনৈতিক পদক্ষেপের প্রথম টার্গেট (লক্ষ্যবস্তু) হলো বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও সংঘাত সৃষ্টিকরা। দ্বিতীয় টার্গেট (লক্ষ্যবস্তু) হলো মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পারিক

---

৩৫. ড. মোঃ আবদুল কাদের, *ইসলামী দা'ওয়াহ ও আধুনিক মিডিয়া*(ঢাকা : নাহদাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৫

বিদ্বেষ, অনৈক্য, কলহ, ঘৃণা ও সংঘাত সৃষ্টি করা। এ জন্য তারা প্রধানত পাঁচটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ :

১. মুসলিম সমাজে বিভিন্ন মাযহাবি ও ফিরকাগত পার্থক্যকে উস্কে দিয়ে মাযহাবি স্বাতন্ত্র্যের ফাটল সৃষ্টি করা। ধর্মীয় উপদল সৃষ্টি করে মুসলিম মিল্লাতের সামগ্রিক কল্যাণের চিন্তা থেকে মুসলিমদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা এবং তাদেরকে খণ্ডিত ও ক্ষুদ্র স্বার্থের পিছনে লেলিয়ে দেয়া।

২. অবাধ গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল-উপদল সৃষ্টি করা।

৩. এ দু'টি কূটজাল ছিন্ন করে যারা বেরিয়ে যাবে তাদের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্তার ঘটানো। এর ফলে অসংখ্য জাতিসত্তার উদ্ভব ঘটিয়ে মুসলিমগণ যে এক ও অভিন্ন ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ এবং সকলেই মিল্লাতে ইসলামিয়ার অন্তর্ভুক্ত এ অনুভূতির বিস্তার রোধ করা।

৪. ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ নয় বা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সেটি মুসলিম সমাজে চালু করে ইসলামের মৌল বিশ্বাস ও চেতনা খর্ব করা এবং এভাবে সত্যিকার ইসলামি চেতনার বিপর্যয় ঘটানো।

৫. সত্যিকার ইসলামি চেতনার ধারক-বাহক বিশ্ব ইসলামি আন্দোলনসমূহকে মৌলবাদ আখ্যা দেয়া এবং এ মৌলবাদীরাই সন্ত্রাসী ও মানবতা বিরোধী এ প্রচারণার মাধ্যমে সমাজে একটি নেতিবাচক ধারণার বিস্তার ঘটিয়ে তাদের অগ্রযাত্রা রোধ করা। এ সকল কূটনৈতিক পদক্ষেপের ফলে পাশ্চাত্য জগত প্রধানত দু'ধরনের উপকারিতা লাভ করে থাকে। যথা :

   ক. মুসলিম শক্তিগুলো নিজেরাই পরস্পর হানাহানি করে দুর্বল হয়ে পড়ে। পারস্পারিক ঐক্যের সকল অনুভূতি বিনষ্ট হয়ে যায়। মহত্তর চিন্তা-চেতনার পরিবর্তে ক্ষুদ্র ধ্যান-ধারণা ও স্বার্থের আবর্তে পরস্পর ঘুরপাক খেতে থাকে।

   খ. হানাহানিরত কোনো কোনো মুসলিম শক্তি তাদের নিকট আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সাহায্য ও শক্তি মুসলিমগণ তাদেরই আরেক ভাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। আর এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা তাদের প্রভূত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করার কাজটি নির্বিঘ্নে করে নেয়।[৩৬]

বিশ্বব্যাপী ইসলামবিরোধী শক্তি মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে সবচেয়ে জোরালোভাবে যে কাজটি করছে তাহলো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এটি এমনই এক ভাইরাস যা এইডস-এর মত অতিদ্রুত তা সমগ্র সমাজ ও পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। সমাজকে কলুষিত করে। কেননা 'স্বাস্থ্য সংক্রামক নয়; ব্যাধিই সংক্রামক'। এ কারণেই এ রোগ মুসলিম সমাজে দ্রুত সংক্রমিত হতে পারে। কোনো মুসলিম যদি এ আগ্রাসনের শিকার হয় তাহলে প্রথমে তার ইমান দুর্বল হবে। আর ইমান দুর্বল হলে সৎকর্ম হ্রাস পাবে। এভাবে হ্রাস পেতে পেতে এক সময় তার ইসলামি সৎ কার্যাবলি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কখন যে তার মুসলমানিত্বের মৃত্যু ঘটে সেটিও সে বুঝতে পারে না।

---

৩৬. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে সোসাল নেটওয়ার্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

বর্তমান বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে এক নতুন ধারায় সংঘর্ষ চলছে। নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য সভ্যতা কোনোদিক দিয়েই ইসলামি সভ্যতার মুকাবিলা করতে সমর্থ নয়। এমনকি ইসলামের সঙ্গে যদি সংঘর্ষ বাধে তবে পৃথিবীর কোনো শক্তিই তার প্রতিপক্ষ হিসেবে টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু আজকের মুসলিমদের মধ্যে যেমন ইসলামি স্বভাব-প্রকৃতি ও নৈতিক চরিত্রের বালাই নেই, তেমনি ইসলামি চিন্তাধারা ও কর্মপ্রেরণাও তাদের মধ্যে বিদ্যমান নেই। তাদের মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ্ কোথাও সত্যিকার ইসলামি প্রাণ-চেতনা নেই। তাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ইসলামি আইন-বিধান কার্যকরী নেই, তেমনি তাদের সামাজিক জীবনেও এর প্রয়োগ নেই। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো একটি শাখার ব্যবস্থাপনা প্রকৃত ইসলামি প্রণালীর উপর ভিত্তিশীল নয়। এমতাবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে নয়; বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এক প্রাণবান, গতিশীল, জ্ঞানদীপ্ত ও কর্মচঞ্চল সভ্যতার সাথে মুসলিমদের নিশ্চল, জরাজীর্ণ ও অনগ্রসর সভ্যতার।[৩৭]

মুসলিম সভ্যতা ও সমাজ ধ্বংস করার জন্য পাশ্চাত্য জগত সদা তৎপর। সম্প্রতি একজন ব্রিটিশ লেখক ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিকাশ এবং অগ্রগতি লক্ষ্য করে এর প্রতিরোধের জন্য পশ্চিমা সরকারগুলোর নিকট কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থাপন করে একটি বই বাজারজাত করেছে। উক্ত বইটিতে কীভাবে ইসলামের এ অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়া যায় সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। লেখক যে প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করেছে সেগুলো নিম্নরূপ :

১. আরব, ইরাক, ইরান এবং তুর্কিদের মাঝে জাতীয় পর্যায়ে অনৈক্য ও বিবাদ সৃষ্টির মাধ্যমে উপদল বানাতে হবে এবং শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখতে হবে।

২. পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে হবে। মুসলিম দেশগুলোতে মার্কিন, ব্রিটিশ, ফরাসি এবং ইটালিয়ান চলচ্চিত্রের পরিবেশনা বাড়াতে হবে। এটি খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের মত দরিদ্র দেশের জনগণ যেখানে ঠিকমত খেতে পারে না, সেখানে অশ্লীল চলচ্চিত্র জনপ্রিয়। মুসলিমদের প্রকৃত পরিচয় মুছে ফেলা তথা মুসলিম সমাজ ধ্বংস করার এটি একটি অপকৌশল।

৩. পশ্চিমাপন্থী 'আলিমদের সমর্থন যোগাড় করতে হবে।

৪. মুসলিমদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্যগুলো প্রকট করে তুলতে হবে। বিশেষ করে সিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে।

৫. অমুসলিমদেরকে মুসলিম দেশগুলোতে অভিবাসিত করতে হবে এবং বিপরীত প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে।

৬. আরবি ভাষার মুকাবিলা করতে হবে।

৭. পাশ্চাত্যপন্থী নয় এমন মুসলিম দেশে আরো বেশি চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

৮. মুসলিম দেশে পশ্চিমা ধারা ও আদর্শের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৯. মুসলিম দেশগুলোর যুবকদের চরিত্র নষ্ট করার জন্য সেখানে জুয়ার আড্ডা ও অন্যান্য পাপাচারের পথকে অবশ্যই অবারিত ও উন্মুক্ত রাখতে হবে।[৩৮]

---

৩৭. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে সোসাল নেটওয়ার্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

বিশিষ্ট গবেষক আসাদ বিন হাফিজের মতে, মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে বিজাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা মুসলিম সমাজকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এনে দাঁড় করানো হয়েছে। বর্তমানে মুসলিম সমাজে সংস্কৃতির নামে যে অপসংস্কৃতি প্রচলিত রয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো :

১. পাশ্চাত্য প্রাচুর্য থেকে সৃষ্টি এক ধরনের নৃত্যগীত যা আমাদের যুব সম্প্রদায়কে বিভ্রান্তি ও উদ্দামতার পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।
২. মুসলিম সমাজের জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্যহীন এক ধরনের ছায়াছবি যেটি জাতীয় জীবনের ভাবাদর্শকে অবলম্বন না করে বিদেশি বা পাশ্চাত্য উদ্দামতার আসক্তিকে পরিদৃশ্যমান করে।
৩. উপযুক্ত পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণহীন ব্যক্তিদের দ্বারা পাশ্চাত্যের পাপের অনুকরণকৃত সঙ্গীতের প্রচলন; যা এদেশের চৈতন্যের ধারায় অবাস্তব এবং অপ্রকৃত।
৪. বেকার যুবক এবং উদ্দেশ্যহীন তরুণ সম্প্রদায়ের ব্যাপক মাদকাসক্তি।
৫. অশিষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদের প্রচলন করা, যা জাতি হিসেবে তাদের সম্ভ্রম রক্ষা করে না।
৬. আধুনিকতার উৎকর্ষের পরিবর্তে আধুনিকতার নামে নীতিহীনতার প্রশ্রয়ের ফলে সমাজে চরিত্রহীনতার প্রতিষ্ঠা করা।
৭. বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান সৃষ্টির কারণে একটি সামাজিক বৈষম্যমূলক দ্বন্দ্বময় অবস্থার সৃষ্টি করা, যা ক্রমশ সমাজ ও দেশকে প্রহেলিকা এবং অসদ্ভাবের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।
৮. মদ্যপান মুসলিম স্বভাববিরোধী ও ইসলামে এটা নিষিদ্ধ। সে কারণে মদ্যপান মুসলিম সমাজে এমন একটি আসক্তির জন্ম দিয়েছে যা অপসংস্কৃতির লালনক্ষেত্রে রূপ লাভ করেছে। বর্তমানে মুসলিম সমাজে এ মাদকাসক্তি বিভিন্ন ধরনের ড্রাগের আসক্তিতে পরিণত হয়েছে। এটি এখন মুসলিম সমাজে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় জীবনে ড্রাগের আসক্তি ভয়ঙ্করভাবে আবির্ভূত হচ্ছে।
৯. মুসলিমদের সামাজিক সমস্যার মধ্যে একটি বিশেষ সমস্যা হচ্ছে তরুণদের অপরাধ প্রবণতা। এ অপরাধ প্রবণতা পাশ্চাত্য মূল্যবোধ বা অপসংস্কৃতি থেকে জন্ম লাভ করেছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে দ্বীনি দা'ওয়াতের বিকল্প নেই। মুসলিম যুব সমাজকে পাশ্চাত্যের নৈতিকতা বিবর্জিত মূল্যবোধের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে এখনই সতর্ক ও সচেতন করার উদ্যোগ নিতে হবে। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, ওয়াজ মাহ্ফিল, মসজিদে জুমু'আর খুতবা, পত্র-পত্রিকা, নিবন্ধ, প্রবন্ধ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে গোটা মুসলিম বিশ্বের মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সমাজ সচেতন ইসলামি চিন্তাবিদদের এগিয়ে আসতে হবে।[৩৯]

স্যোসাল নেটওয়ার্ক-এর অপব্যবহার : স্যোসাল নেটওয়ার্ক অর্থ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষ পরস্পর আবেগ-অনুভূতি, মতামত-প্রতিক্রিয়া, চিন্তাধারা-ভাবধারা, বিশ্বাস-মূল্যবোধ ও জ্ঞানের আদান-প্রদান করে। যার মাধ্যমে নিত্যদিনের অনুভূতি তথ্য সামান্য সময়ের মধ্যে সকলের সাথে লিখিত, অডিও বা ভিডিও আকারে আদান-প্রদান করা যায়, তাই হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।

---

৩৯. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে স্যোসাল নেটওয়ার্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

বর্তমানে স্যোসাল মিডিয়া পারস্পরিক যোগাযোগের শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে। স্যোসাল মিডিয়ার ব্যাপ্তী যেন দিন দিন সকল মিডিয়াকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যে-কোনো ব্যক্তি অনায়াসে মুহূর্তের মধ্যেই তার বার্তা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারছে। মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সেবা চলে আসায় শিক্ষিত লোক তো বটেই, স্বল্পশিক্ষিতরাও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে পুরোপুরি ব্যবহার করছে।

প্রায় সব শ্রেণির মানুষই এখানে প্রাত্যহিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করছে। বিশেষত, তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ তো রীতিমতো এর আকর্ষণে নিমগ্ন রয়েছে। তাদের মন-মস্তিষ্কের প্রায় সিংহভাগ স্যোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রভাবিত। সারা দিনের শত ব্যস্ততা, কঠিন পরিশ্রমে ক্লান্ত মানুষ দিন শেষে একবারের জন্য হলেও স্যোসাল মিডিয়ায় প্রবেশ করতে না পারলে যেন তাদের চোখে ঘুম আসে না। আর এ সুযোগে ইন্দ্রিয়পূজারীরা এখানে অশ্লীলতা, নগ্নতা, যৌনবিকৃতি ও জৈবিক সুড়সুড়ির পসরা এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে; যা সভ্য সমাজের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। বিনোদনের নামে নতুন প্রজন্মের নৈতিকতা ধ্বংস করাই এর মূল লক্ষ্য।

তা ছাড়া বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সংগঠিত হওয়া ও জনমত তৈরি করার একটি অনন্য প্লাটফর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যেই এ মাধ্যম ব্যবহার করে সুসংগঠিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে আন্দোলানের সূত্রপাত হয়েছে এবং কোথাও কোথাও এসেছে স্বাধীনতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ এবং সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ফাহমিদুল হক বলেছেন,

'বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকে প্রবেশাধিকার অনেক বেড়েছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা যুক্ত হচ্ছে। এভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনেরই ফল পাওয়া যাচ্ছে। এ ধরনের মাধ্যম ব্যবহারের জন্য যে ধরনের ম্যাচুরিটি, মন-মানসিকতা, রুচি থাকার কথা ব্যবহারকারীদের একটা বড় অংশের মধ্যে সেটি নেই। ফলে এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি অপব্যবহার হচ্ছে। এ মাধ্যমের অপব্যবহার সম্পর্কে সকলকেই সামাজিকভাবে সচেতন হওয়া দরকার। মনে হয় স্যোসাল মিডিয়া এডুকেশন ব্যবহারকারীদের মধ্যে সঠিকভাবে সমান মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে না।[৪০]

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অসামাজিক ব্যবহার : ফেইসবুক ও মুঠোফোনের অপব্যবহার সমাজকে কলুষিত করে ফেলেছে। কয়েক বছর আগে ফেইসবুক ব্যবহারকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকার স্বামী নির্যাতন করে তার স্ত্রীর চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। এ মাধ্যম অপব্যবহারের কারণে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে বিবাহবিচ্ছেদের মত ঘটনা।

সম্প্রতি ফেইসবুক সম্পর্কে সুইডেনে পরিচালিত একটি সমীক্ষা থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সমীক্ষা মতে, 'যারা ফেসবুকে বেশি সময় অতিবাহিত করে, তাদের অধিকাংশই ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য জীবনে অসুখী ও অতৃপ্ত। ব্যবহারকারীদের মধ্যে অধিকাংশ মেয়েদের স্বামী নেই। যাদের স্বামী আছে, তাদের স্বামী প্রবাসী অথবা স্বামীর প্রতি অতৃপ্ত কিংবা স্বামী স্বীয় স্ত্রীর জন্য কম সময় ব্যয় করে। এ জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৮৫ শতাংশ ব্যক্তি জানায়, তারা প্রতিদিনের রুটিনে ফেসবুকের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রাখে। সমীক্ষা থেকে আরো জানা যায়, তরুণ-তরুণীদের কাছে ফেইসবুক প্রাত্যহিক অভ্যাস ও

৪০. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে স্যোসাল নেটওয়ার্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

সময় অতিবাহিত করার একটি মাধ্যম মাত্র। অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এটি পরস্পরিক তথ্য আদান-প্রদানের উত্তম মাধ্যম। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অর্ধেক লোক জানায়, তারা ফেইসবুক ছাড়া নিজেদেরকে কল্পনাও করতে পারে না। শতকরা ২৫ জনের মতামত, তারা নিয়মিত ফেসবুকে 'লগ ইন' করতে না পারলে অসুস্থবোধ করে। সমীক্ষায় আরো জানানো হয়, মহিলারা প্রতিদিন গড়ে ৮১ মিনিট এবং পুরুষরা ৬৪ মিনিট ফেসবুকে সময় ব্যয় করে। পুরুষদের এক-তৃতীয়াংশ জানায়, তারা ফেসবুকে অন্যকে বিরক্ত করে থাকে।

অপর একটি সমীক্ষা মতে, ৮০ শতাংশ ছেলে-মেয়েরা সুদর্শনদেরকে ফেসবুকের মাধ্যমে বিরক্ত করে থাকে, যদিও তাদের একাধিক ছেলে বা মেয়ে বন্ধু রয়েছে। এমনকি তারা যৌনাচার বিষয়ক কথোপকথনের মাধ্যমে অন্যকে মানসিকভাবে বিরক্ত ও উত্ত্যক্ত করে থাকে। আর ছেলেরা মেয়েদের ও মেয়েরা ছেলেদের বন্ধু করতে বেশি আগ্রহী এবং অবিবাহিতরা বিবাহিতদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে।'[৪১] আমেরিকান একাডেমি অব ম্যাট্রিমোনিয়াল লইয়ার্স-এর তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের ৮০ শতাংশ অ্যাটর্নির মতে, সামাজিক নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত বিয়ে বিচ্ছেদের হার অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪২]

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সামাজিক কার্যক্রমের পাশাপাশি অসামাজিকতাও প্রতিযোগিতা দিয়ে বাড়ছে। সামাজিকতার পরিবর্তে একটি শ্রেণি অনেক বেশি অসামাজিক, অসহিষ্ণু ও অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি যুব সমাজকে নির্বোধ ও অবিবেচক বানিয়ে দিচ্ছে। এদের ভার্চুয়াল লাইফ ছাড়া কোনো চিন্তা-ভাবনা ও আবেগ-অনুভূতি নেই। অনেককে দাদা মৃত্যুশয্যায় বা বন্ধুর কবর খুড়তে গিয়ে সেলফি তুলতে ব্যস্ত। তাদেরকে সারারাত জেগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সারাদিন ঘুমাতে দেখা যায়। লেখাপড়ায় চরম অনীহা পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদের শ্লীলতাহানি ঘটিয়ে সমাজে হেয়-প্রতিপন্ন করা, মেয়েদের সাথে প্রেমের সম্পর্ক, গণধর্ষণের ভিডিও ধারণ করে স্যোসাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া তো কোনো সুশীল সমাজের সামাজিকতার লক্ষণ হতে পারে না। এতে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছেলেদের বোকা বানিয়ে ডেকে নিয়ে ঘটছে ছিনতাই-এর মত দুর্ঘটনা। এর জন্য এ মাধ্যমকে শুধু দায়ি করলে হবে না, পাশাপাশি দায়ি সমাজের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক শিক্ষা, সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধের অভাব ও নৈতিক শিক্ষার অভাব।[৪৩]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহারের অনেক ক্ষতিকর প্রবাব রয়েছে। নিচে এর কতিপয় দিক উপস্থাপিত হলো :

ক. শারীরিক ক্ষতি : অনেক সরলমনা অভিভাবক হয়ত ভাবতে পারছেন না যে, এ তুচ্ছ বিনোদনটি এত মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। বস্তুত এ হচ্ছে পুঁজিবাদী সভ্যতার বিনোদন। যা শুধু অর্থের বিনিময়ে কথিত আনন্দ দিয়েই ছাড়ে না। অতিরিক্ত পাওনা স্বরূপ ছিনিয়ে নেয় সময়, সম্পদ, মেধা, সুস্থতাসহ অনেক কিছু। এখানে তার সামান্য দিক উল্লেখ করা হলো :

১. আজকাল ছোটদের অনেকের চোখেই পাওয়ারযুক্ত চশমা ঝুলতে দেখা যায়। চশমা ছাড়া শিশুরা চোখে ঝাপসা দেখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর কারণ হলো ডিজিটাল মাদকাসক্তি। দিনরাতের একটা দীর্ঘ সময় স্মার্টফোন, ট্যাব ও কম্পিউটারের স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্ষীণ দৃষ্টিতে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। চিকিৎসকদের ভাষায় এ রোগের নাম 'মায়োপিয়া'। ২-৩ বছরের

৪১. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে স্যোসাল নেটওয়ার্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

৪৩. প্রাগুক্ত।

শিশুরাও এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ডা. খায়ের আহমেদ চৌধুরী দৈনিক ইত্তেফাককে বলেন, 'এ প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন গড়ে ২৫০ জন রোগী দেখা হয়। এর মধ্যে ক্ষীণ দৃষ্টি বা মায়োপিয়ায় আক্রান্ত শিশু আসে গড়ে ৫০ জন।'[৪৪]

ঢাকার ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের শিশু বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ৮-১৪ বছরের শিশুদের চোখের সমস্যা বাড়ছে। ডাক্তারের পরীক্ষা, রোগী ও অভিভাবকদের কথায় জানা গেছে, মোবাইল-কম্পিউটারে অতিরিক্ত গেমস্ খেলা এবং টিভি দেখার কারণে শিশুর চোখের সমস্যার সৃষ্টি হয়। বেশ কয়েকজন অভিভাবক ও শিশুদের দেয়া তথ্য থেকে জানা গেছে, তারা গড়ে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ডিজিটাল ডিভাইসের পিছনে ব্যয় করে, যার বড় অংশই একাডেমিক বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনের বাইরে।[৪৫]

বাংলাদেশ আই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, 'প্রতিদিন চিকিৎসা নিতে আসা শিশুদের মধ্যে ৮০ শতাংশ শিশু মায়োপিয়া সমস্যায় ভুগছে। এটা এখনই রোধ করা না গেলে ৫ বছরের নিচে শিশুদের দূরদৃষ্টিজনিত সমস্যা বেড়ে যাবে এবং তা ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়ে উন্নীত হবে। যা সমগ্র জাতির জন্য এক ভয়াবহ বার্তা বহন করছে বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।[৪৬]

ভিডিও গেমসের কারণে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা এখন একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। বর্তমান বিশ্বে ভিডিও গেমসের সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে চিন। গেম উদ্ভাবন এবং বাজারজাতকরণেও দেশটি প্রথম সারিতে। কিন্তু ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে, ১০০ কোটি মানুষের দেশ চিনের অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ কোটির বেশি মানুষ চোখের সমস্যায় ভুগছে! যে কারণে চায়না সরকার দোটানায় পড়ে গেছে। একদিকে গেমিং ব্যবসা অন্যদিকে মানুষের মহামূল্যবান চোখ! এ জন্য তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বয়সের ভিত্তিতে কে কতক্ষণ ভিডিও গেম খেলতে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। অন্যদিকে আবার সরকারি এ নতুন সিদ্ধান্তের ফলে চায়না পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত গেমস্ কোম্পানির দর কমে গেছে। চিনের মোবাইল ভিডিও গেমস্ বাজারের ৪২ শতাংশের বেশি অংশের মালিক 'টেনসেন্ট' কোম্পানিকে এ কারণে কয়েকশ' কোটি ডলারের ক্ষতির মুখোমুখী হতে হয়েছে।[৪৭]

২. যে সব কিশোর-কিশোরী স্মার্টফোন বা ইন্টারনেটে বেশি সময় কাটায়, তাদের মস্তিষ্কে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। ফলে তাদের মধ্যে হতাশা ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার রেডিওলজি'র অধ্যাপক ইয়ুং সুক-এর নেতৃত্বে একটি গবেষক দল কিশোর-কিশোরীদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে এর প্রমাণ পেয়েছেন।[৪৮] সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪৫০০ জনের মস্তিষ্ক স্ক্যান করে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে, যেসব শিশু দিনে সাত ঘন্টারও বেশি সময় স্মার্টফোন, ট্যাবলেট ও ভিডিও গেমস্ খেলে, তাদের মস্তিষ্কের শ্বেত পদার্থের বহিরাবরণ পাতলা হয়ে যায়।[৪৯]

---

৪৪. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, *ডিজিটাল গেমিং রোগ : কোন অতলে হারিয়ে যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম*(ঢাকা : দৈনিক সংগ্রাম, অনলাইন সংস্করণ, বাংলাদেশ পাবলিকেশন লিমিটেড, ২৩ মার্চ ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৭

৪৫. প্রাগুক্ত।

৪৬. মোরশেদা ইয়াসমিন পিউ, *বাড়ছে শিশুদের চোখের ক্ষীণ দৃষ্টির সমস্যা*(ঢাকা : দৈনিক ইত্তেফাক, অনলাইন সংস্করণ, ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২৬ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি.), দ্র. www.ittefaq.com.bd/22919/ বাড়ছে শিশুদের চোখের ক্ষীণ দৃষ্টির সমস্যা/, visited on 14.10.2019 AD

৪৭. বাসস, *ডিজিটাল আসক্তি শিশুদের মারাত্মক ক্ষতি করছে*(ঢাকা : দৈনিক নয়া দিগন্ত, অনলাইন সংস্করণ, দিগন্ত মিডিয়া করপোরেশন লিমিটেড, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.), দ্র. dailynayadiganta.com/detail/news/206047, visited on 14.10.2019

৪৮. www.dw.com/bn/, visited on 14.10.2019

৪৯. www.womennews24.com/, visited on 14.10.2019

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া বলেন, 'বিরতীহীনভাবে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শিশুদের চোখ ও মস্তিষ্কের মধ্যে চাপ পড়ে। ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করে না। তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।'[৫০]

৩. রাতে ঘুমানোর সময় একটা ডিভাইস হাতে নিয়ে শুতে গিয়ে অনেকেই নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে ঘুমায়। এ অভ্যাস ধীরে ধীরে ঘুম না আসার কারণে পরিণত হচ্ছে।

৪. শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ফলে বড়দের মত শিশুরাও মোটা হয়ে যাচ্ছে। অল্প বয়সে তারা হাঁটু ও কোমর ব্যথায় আক্রান্ত হচ্ছে। শারীরিক অনুশীলন ও খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক শরীর গঠন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এক জরিপে দেখা যায়, ভীষণ মোটা বা স্থূলকায় শিশুদের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ শিশুর আয়ু কম হয়। তারা ডায়াবেটিস, স্ট্রোক ও হৃদরোগেও আক্রান্ত হতে পারে। এ ছাড়া মাথাব্যথাসহ আরো কিছু রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে।[৫১]

৫. প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে সড়ক দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ হলো মোবাইল ফোন ব্যবহার। গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকলেও অনেকে তা দিব্যি করে চলেছেন। দেখা যাচ্ছে, গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন যারা বেশি ব্যবহার করছে, তাদের ছয় ভাগ বেশি দুর্ঘটনায় কবলিত হচ্ছে।[৫২]

৬. এ ছাড়াও চিকিৎসকদের মতে, মোবাইল ফোন পকেটে রাখলে ভ্রূণের কোয়ালিটি কমে যাওয়া, বুক পকেটে রাখলে হার্টের সমস্যা দেখা দেয়া, আঙ্গুলে ও ঘাড়ে ব্যথা, কানে কম শোনা এবং ডিসপ্লে থেকে জিবাণু ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণসহ অসংখ্য শারীরিক ঝুঁকির আশংকা রয়েছে।

খ. মানসিক ও আচরণগত সমস্যা : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলোর মধ্যে আরও একটি দিক হলো মানসিক ও আচরণগত সমস্যা। নিচে কয়েকটি আচরণগত সমস্যা তুলে ধরা হলো :

১. বর্তমান প্রজন্মের শিশু কিশোররা আগের মত বাইরে খেলাধুলা করে না। গল্পের বই পড়ে না। এমনকি কারো সঙ্গে তেমন একটা মন খুলে কথাবার্তাও বলে না। এ দৃশ্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারাদিন দরজা বন্ধ করে কম্পিউটার ও স্মার্টফোন নিয়ে পড়ে থাকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই নিজের একটা জগত তৈরি করে নিয়েছে। ফলে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন থেকে তাদের দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে এবং তারা ভীষণভাবে একাকীত্বের শিকার হয়ে পড়ছে। দেখা যায়, সকলের মাঝে থেকেও তারা একা। তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সকলই আজ যন্ত্রকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে।

২. এ ধরনের ছেলে-মেয়েরা বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ডিজিটাল এক কল্পজগতে বাস করতে শুরু করেছে। বদলে যাচ্ছে তাদের মানসিক গঠন। তাদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও যান্ত্রিকতার একটা ছাপ দেখা যাচ্ছে। কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের মাঝেই তারা জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা ও

---

৫০. www.hawkerbd.com, visited on 11.09.2019

৫১. www.champs21.com-26-4-2015, visited on 14.10.2019

৫২. www.ntvbd.com/news, 27.08.2017, visited on 14.10.2019

সমস্যা সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। ফলে তাদের সঠিক মানসিক বিকাশ হচ্ছে না। তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্নেহ ও সহমর্মিতার অনুভূতিগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। নিজেকে ছাড়া কারো প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হচ্ছে না। নিজের অজান্তেই তারা স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে।

৩. অনুকরণপ্রিয় স্বভাবের কারণে ছোটরা যা-ই দেখে, তা-ই অনুকরণ করতে পছন্দ করে। দেখা যায়, গেমের সুপারম্যান চরিত্র দেখে সে ছাদ থেকে লাফ দেয়ার চেষ্টা করে। কারো উপর রাগ হলে হাতকেই বন্দুক বানিয়ে গুলি করা শুরু করে। সারাদিন বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক খেলা খেলতে খেলতে তাদের আচরণও ক্রমশ আক্রমণাত্মক ও মারমুখী হয়ে উঠে। দিনের একটা বড় সময় এসব খেলায় কাটানোর ফলে তাদের কাছে ঐ জগতটাই বাস্তব বলে মনে হয়। সাম্প্রতিককালে ব্লু হোয়েলসহ বিভিন্ন গেম খেলে বহু কম বয়সী শিশু-কিশোরের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। ভিডিও গেমসে বিদ্যমান রক্তাক্ত হামলা, সহিংসতা, চুরি, যৌনতা ও প্রতারণা শিশুদেরকে অন্যায় ও অপরাধকর্মে মারাত্মকভাবে উৎসাহিত করছে।[৫৩]

৪. কম্পিউটার, মোবাইল, ইন্টারনেট, ভিডিও গেমস্ প্রভৃতির মধ্যে শিশুরা এতটাই সময় ব্যয় করছে যে, তাদের পড়াশুনা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির গুরুত্ব ক্রমশঃ ম্লান হয়ে যাচ্ছে।[৫৪] বর্তমানে পাবজি খেলায় আসক্তির কারণে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর পড়াশুনায় ধ্বস নেমেছে।

৫. টিভি, সিনেমা, নাটক, স্যোসাল মিডিয়া, ফেসবুক, ভিডিও গেমস প্রভৃতির মধ্যে প্রতি মুহূর্তে রঙ-বেরঙের দৃশ্যপট পরিবর্তন, সারাক্ষণ অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটাছুটি, জয়ের নেশায় মরিয়া হয়ে থাকা– এসব শিশুদের মানসিকতায় মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।[৫৫] দেখা যাচ্ছে, কোনো কিছুতেই তাদের স্থিরতা থাকছে না। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তারা তাড়াহুড়া করছে। অযথা সন্দেহ-সংশয় ও অবিশ্বাস তাদের মধ্যে জেঁকে বসছে। অল্পতেই তারা ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছে। বাস্তব জীবনেও নিজের পরাজয়কে তারা মেনে নিতে পারছে না।

মোটকথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার বর্তমানে ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে। এটি একদিকে মানুষের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করছে, অপরদিকে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করছে। এ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহারের কারণে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অস্থিরতা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল ক্ষতি থেকে জাতিকে বাঁচাতে হলে সকলকে আল কুর'আনের নির্দেশনার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

---

৫৩. www.ntvbd.com/news, 27.08.2017, visited on 14.10.2019
৫৪. www.hawkerbd.com, visited on 11.09.2019
৫৫. www.dw.com/bn/, visited on 14.10.2019

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে আল কুর'আনের নির্দেশনা

ইসলাম শান্তি ও কল্যাণকামীতার ধর্ম। ইসলামি আদর্শ গ্রহণ ছাড়া মানবজাতির ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অসম্ভব। মানব জীবনের সামগ্রিক দিক ও বিভাগের জন্যই রয়েছে ইসলামের নিজস্ব বিধান ও মূলনীতি। শিক্ষাক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাকেই ইসলামি শিক্ষা বলে। এ শিক্ষা লাভ করার ফলে শিক্ষার্থীদের মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র এমনভাবে গড়ে উঠে যাতে ইসলামের আদর্শে জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার যোগ্যতা অর্জিত হয়। নিচে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে আল কুর'আন প্রদত্ত কতিপয় দিক-নির্দেশনা উল্লেখ করা হলো :

ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো : ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছাড়া মুসলিম যুব সমাজকে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। যে শিক্ষা দ্বারা স্রষ্টার প্রতি নিরংকুশ আনুগত্য সৃষ্টি হয় তাই ইসলামি শিক্ষা। অন্য কথায় বলা যায়, ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার নামই ইসলামি শিক্ষা। অর্থাৎ, যে জ্ঞান বা শিক্ষা দ্বারা সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম, কল্যাণ-অকল্যাণ, মানবতাবোধ এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভের জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং যে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানুষ তার নিজ সত্ত্বাকে ও তার মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌কে জানতে ও চিনতে পারে, তাকে ইসলামি শিক্ষা বলে।[৫৬]

ইসলামি জীবন দর্শনের আলোকে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশের যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়, সে সকল সংস্কৃতিই মূলত ইসলামি সংস্কৃতি। ইসলামি সংস্কৃতিতে ইসলামি মুল্যবোধসমূহ সক্রিয় থাকে। সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি ইসলামি ভাবধারার পরিচায়ক হয়ে থাকে। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামের মৌল বিশ্বাসের ভিত্তিতে যত নিয়মাবলি, বিধি-ব্যবস্থা পালনীয় এগুলোই ইসলামি সংস্কৃতি যাকে দ্বীন বলা হয়। বস্তুতঃ এ দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধের পরিপূর্ণ রূপায়নের যে আচরিত রূপ তাই ইসলামি সংস্কৃতি।[৫৭] ইসলামি জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا 'আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও হিক্‌মত অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ রয়েছে।'[৫৮]

এ মহামূল্যবান জ্ঞানের কল্যাণেই মানবজাতি সমগ্র সৃষ্টিকূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। আর এ কারণেই মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

ইসলামি শিক্ষা ও জ্ঞান বিশ্ব মানবতাকে এমন এক প্রাণ সঞ্জীবনী অনুশাসন দিতে সক্ষম; যে অনুশাসনের মাধ্যমে পাশবিক শক্তিকে নির্মূল করে মানবিক শক্তিকে বিকশিত করার মাধ্যমে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান মুসলিম উম্মাহ্ ইসলামি জ্ঞান ও অনুশাসন থেকে দূরে

---

৫৬. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০১০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১২০

৫৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪০১

৫৮. আল কুর'আন, ৪ : ১১৩

অবস্থান করার কারণে ইসলামি মূল্যবোধের পরিবর্তে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ মুসলিম সমাজ ও মানসে দানবের মত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

অথীতে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচর্যা ও লালনের মাধ্যমেই ইউরোপে নব জাগরণ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ঈর্ষণীয় উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক মানসিক জাগরণ ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে। পবিত্র কুর'আন ও হাদিস থেকে শিক্ষার অনুপ্রেরণা পেয়ে মুসলিম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও বিস্তারে সক্রিয় অবদান রেখে আসছে। বিশ্ব মানবতাকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে এবং মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সর্বনাশা থেকে বাঁচাতে হলে মুসলিম যুব সমাজকে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুশীলন করতেই হবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অবক্ষয় প্রতিরোধে করণীয় : বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা স্যোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে পৃথিবী চলে এসেছে মানুষের হাতের মুঠোয়। প্রিয় মানুষটির খোঁজ-খবর নেয়া সহজতর হয়েছে। চিঠি পাঠিয়ে প্রতিদিন ডাক পিওনের অপেক্ষার প্রহর গণনা করার দিন শেষ হয়ে গেছে। নিত্য নতুন প্রযুক্তি মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সাধ্যের মধ্যে এনে দিয়েছে। তবে এ সহজলভ্যতার মাঝে তৈরি হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত আশংকা। স্যোসাল মিডিয়ার ভিডিও সাইটগুলোতে ব্যাপক আকারে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ছে। নৈতিক অবক্ষয়জনিত ভিডিওগুলো যুবসমাজকে মারাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ সাইটগুলোতে নৈতিক অবক্ষয়জনিত ভিডিওগুলোতে প্রবেশকারীর ৮০ ভাগের বয়সই ১৬ থেকে ২৩ বছর বয়সের সীমার মধ্যে।

সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের পিছনে স্যোসাল মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে।[৫৯] এখানে অবক্ষয়রোধ ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের উপাদান অপ্রতুল। এ অবক্ষয় থেকে যুব সমাজকে উদ্ধার করা না গেলে সার্বিক সমাজ ব্যবস্থাই এক সময়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অনিবার্য ধ্বংস ও অধঃপতন থেকে সমাজকে উদ্ধার করতে হলে এখনই জাতিকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে। স্যোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়ের মাঝে ক্ষতিকর বিরূপ প্রভাব পড়লেও এ মাধ্যমের সঠিক ব্যবহারের দ্বারা যুবকদের অবক্ষয় রোধ করা অসম্ভব কিছু নয়। যুব সমাজকে উদ্ধারকল্পে নিচে উল্লিখিত কিছু কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে জাতি ও সমাজ উপকৃত হবে :

১. যুব সমাজের মাঝে ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করা। কারণ এটা ছাড়া নৈতিক অবক্ষয় থেকে উত্তরণের আর কোনো উপায় নেই। একমাত্র ধর্মীয় মূল্যবোধই পারে নৈতিক অবক্ষয় রোধ করতে।[৬০]

২. পারিবারিক বন্ধুত্ব জোরদার করতে হবে। যুবকদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু যদি পরিবারের সদস্যরা হয় তাহলে তাকে তথাকথিত ভালবাসা খুঁজতে গিয়ে নৈতিকতার বিসর্জন দিতে হবে না।

---

৫৯. নূর ইসলাম হাবিব, *সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের গুরুত্ব ও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া*(ঢাকা : উপসম্পাদকীয় পাতা, দৈনিক যুগান্তর, ই-পেপার, যমুনা গ্রুপ, ৩০ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি.), দ্র. www.jugantor.com/todays-paper/sub-editorial/116774/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের গুরুত্ব ও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, visited on 31.12.2021 AD

৬০. প্রাগুক্ত।

৩. পিতামাতাকে সন্তানদের গতিবিধি সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। তাদের বন্ধু-বান্ধব ও সাথী-সঙ্গীদের ব্যাপারেও খোঁজ রাখতে হবে। তারা কাদের সাথে উঠাবসা ও চলাফেরা করে সে সম্পর্কে তাদের নজরদারি বাড়াতে হবে।

৪. সন্তানের কল্যাণে অভিভাবকদের আদর-সোহাগের পাশাপাশি শাসনও করতে হবে।[৬১] অনেক সময় পর্যাপ্ত শাসনের অভাবেই সন্তানরা বিপথগামী হয়ে পড়ে।

৫. সন্তানদের জন্য নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহারকে সীমিত রাখা। ইন্টারনেটের অপব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলি কৌশলে তাদের শিক্ষা দান করা।

৬. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে ফেইসবুকের মত যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে পিতা এবং মাতাদের ফ্রেন্ড হিসেবে রাখা উচিত এবং প্রোফাইলকে উন্মুক্ত তথা পাবলিক করে রাখা উচিত। সামাজিক মাধ্যমের কেবল খারাপ দিক নয়; এর বহু ভাল দিকও রয়েছে। যদি খারাপ ইন্টারনেটে ও স্যোসাল মিডিয়ার নেতিবাচক দিকগুলোকে চিহ্নিত করে যুবকদের সামনে এর ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরা যায়, তাহলে এটি সকলের জন্য আশীর্বাদে পরিণত হবে; অভিশাপে নয়। তখন ইন্টারনেট ও স্যোসাল মিডিয়াই হবে সকলের জন্য ইসলাম প্রচারের উপাদান। অগণিত যুবক দক্ষ জনশক্তিতে পরিগণিত হবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ইতিবাচক ব্যবহার : বর্তমান তরুণ প্রজন্মের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে স্যোসাল মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামি জীবন প্রণালী অনুযায়ী জীবন-যাপন করার আগ্রহ ও উৎসাহ তৈরির কাজে স্যোসাল মিডিয়াকে ব্যবহার করা এখন সময়ের দাবি। স্যোসাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে খুব সহজেই বর্তমান প্রজন্মকে প্রভাবিত করা যায়। ইসলাম প্রচারের দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি মানবকল্যাণ সাধন করাও উদ্দেশ্য। সুতরাং সার্বিক কল্যাণকামিতার ভিতরে থেকে মানবকল্যাণের উপর ভিত্তি করে ইসলামের প্রচার কাজ পরিচালিত হতে হবে।

প্রাচ্যবিদদের মতলবি গবেষণা ও অপতৎপরতার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে বহুমাত্রিক সন্দেহ-সংশয়ের মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে মুসলিমদের বিশ্বাস ও আস্থার জায়গা দুর্বল করে দেয়া হয়েছে। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে কেবল স্যোসাল মিডিয়াকে যাবতীয় পাপের উৎস ও অনিষ্টের কেন্দ্র বলে দোষারোপ করা, এটি থেকে দূরে থাকার জন্য উপদেশ দেয়া আর যাই হোক দূরদর্শিতা হতে পারে না। শুধু আফসোস করলেই দায়ভার শেষ হয়ে যাবে না। আর মুসলিম যুব সমাজ এ জগৎ থেকে বেরিয়েও আসবে না। এ জন্য অতিসত্বর কার্যকর সমাধানের বিকল্প উপায় খুঁজে বের করতে হবে। মুসলিম তরুণ প্রজন্মের অধিকাংশই এখন স্যোসাল মিডিয়ার অপব্যবহার করে যাচ্ছে। এতে একদিকে সন্তানদের কর্মজীবন যেমন ধ্বংস হচ্ছে, অন্যদিকে অশ্লীলতার সয়লাবে গোটা সমাজ ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়ছে। স্যোসাল মিডিয়ার ব্যবহার করে চিরন্তন ও শাশ্বত জীবনাদর্শের পতাকাবাহী হয়ে মহানবী (সা.) আনীত মহা পয়গাম তাঁর চিন্তা-চেতনার শ্রেষ্ঠত্বের বার্তা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যেতে স্যোসাল মিডিয়াকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার জন্য স্যোসাল মিডিয়াকে সহজলভ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচনায় রাখা এখন সময়ের দাবি। সকলের দায়িত্ব মন্দের বিপরীতে ভালর প্রসার ঘটিয়ে এর কল্যাণধর্মী ব্যবহার বৃদ্ধি করে ইসলামের প্রকৃত রূপ সমগ্র বিশ্বের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরা।

---

৬১. নূর ইসলাম হাবিব, *সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের গুরুত্ব ও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া*, প্রাগুক্ত।

স্যোসাল মিডিয়ার শুদ্ধ ও কল্যাণধর্মী ব্যবহারে নিজে সৎ, পরিচ্ছন্ন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার পাশাপশি অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা সংশ্লিষ্ট সকলের নৈতিক দায়িত্ব। এ মর্মে মানুষের লেখা, বক্তৃতা, আলাপ-সংলাপ, তার চিন্তা ও মানসিকতার প্রতিফলন ঘটানো আবশ্যক। পরিশুদ্ধ মানসিকতা-সম্পন্ন ব্যক্তি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বিষয় উপস্থাপন করে, আর বিকৃত বা নোংরা মনোবৃত্তির লোক দূষিত বিষয় ছড়াতে থাকে, যেগুলো পরিহার করা জরুরি।

জীবনপ্রদীপ নিভে যাওয়ার পরও পাপ আর পুণ্যের ফলাফল পৃথিবীর অন্তিমকাল পর্যন্ত চলমান থাকবে। যে ব্যক্তি আজ পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছে– ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউব কিংবা অন্য কোনো জায়গায় তার রেখে যাওয়া অশ্লীল, চরিত্রবিধ্বংসী কিংবা বিভ্রান্তিমূলক পোস্ট, ছবি, ভিডিও বার্তা কবরেও তার জন্য পাপের উপহার অনবরত পাঠাবে। স্যোসাল মিডিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদ বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে দেয়া যায়। ইসলাম গোটা বিশ্ব ও সমগ্র মানবতার জন্য কল্যাণকামী জীবনব্যবস্থা। প্রতিটি মুসলিমের উপর ইসলামের দা'ওয়াত অন্যের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্বও অনিবার্যভাবে বর্তায়। তাই আধুনিক যুগে সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য হচ্ছে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সম্ভাব্য সকল মাধ্যম অবলম্বন করা।

অশ্লীলতার প্রতিরোধ : মানব জাতিকে টিকিয়ে রাখতে মহান আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে এ জৈবিক ভালবাসা প্রদান করেছেন। এরূপ ভালবাসার প্রবল আকর্ষণে মানুষ পরিবার গঠন করে, সন্তান গ্রহণ করে, পরিবার-পরিজনের জন্য সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করে এবং এভাবেই মানব জাতি পৃথিবীতে টিকে আছে। মানব সভ্যতা টিকিয়ে রাখার জন্য এরূপ ভালবাসাকে একমুখী বা পরিবারমুখী করা অত্যাবশ্যকীয়। যদি কোনো সমাজে পরিবারিক সম্পর্কের বাইরে নারী-পুরুষের এরূপ ভালবাসা সহজলভ্য হয়ে যায়, তবে সে সমাজে পরিবার গঠন ও পরিবার সংরক্ষণ অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে সে সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। এ জন্য সকল আসমানি ধর্ম ও সকল সভ্য মানুষ ব্যভিচার ও বিবাহ বহির্ভূত 'ভালবাসা' কঠিনতম অপরাধ ও পাপ বলে গণ্য করে আসছে।

ইসলামে শুধু ব্যভিচারকেই নিষেধ করা হয়নি; বরং ব্যভিচারের নিকটে নিয়ে যায় বা ব্যভিচারের পথ খুলে দিতে পারে এমন সকল কর্মও কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَّأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ 'বল, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন সকল প্রকার প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসঙ্গত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরিক করা– যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।'[৬২]

তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যম যেমন মিডিয়া, ইন্টারনেট, ইউটিউব, ফেসবুক প্রভৃতিতে যে সকল অশ্লীল কার্যক্রম চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ 'যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে ইহাকাল ও পরকালের মর্মন্তুদ শাস্তি।'[৬৩]

---

৬২. আল কুর'আন, ৭ : ৩৩; এ বিষয়ে পবিত্র কুর'আনে আরো এসেছে, 'আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল এবং নিকৃষ্ট আচরণ।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭ : ৩২; আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তোমরা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না।' দ্র. আল কুর'আন, ৬ : ১৫১; আরো বর্ণিত হয়েছে, 'যখন তারা কোনো অশ্লীল-বেহায়াপনা আচরণ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে এরূপ করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বল, আল্লাহ্ কখনই অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না?' দ্র. আল কুর'আন, ৭ : ২৮

৬৩. আল কুর'আন, ২৪ : ১৯

বর্তমানে এ জাতীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে যে সকল অশ্লীলতার প্রসার ঘটছে, অধিকাংশ সময়ে তা চূড়ান্ত ব্যভিচারের পঙ্কিলতার মধ্যে নিমজ্জিত করে। আর এ ভয়ঙ্কর পাপের জন্য আখিরাতে রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি। আর তার আগেই পৃথিবীতেও রয়েছে ভয়াবহ ধ্বংস। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا 'যখন কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে তারা প্রকাশ্যে অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে এমন সব রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রসারিত ছিল না।'[৬৪]

কেউ যদি মন্দ বর্জন করতে না পারে তবে তার প্রসার না ঘটিয়ে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। অন্যের কাছে প্রচার করে নিজের গুনাহের পাল্লা ভারি করা আত্মহত্যার শামিল। অন্যায় কাজে কোনো ধরনের সমর্থন বা সহযোগিতা করা যাবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশনা হচ্ছে, تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ 'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কর না।'[৬৫]

যৌন আবেদনময়ী বিষয় থেকে দূরে থাকা : যৌন আবেদন সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর দূরে থাকা উচিত। অশ্লীল ও পর্ণো সাইটগুলো অবশ্যই বর্জন করা মু'মিনের কর্তব্য। যে সব সাইটে অশালীন বিষয়বস্তু থাকে, যে সব প্রবন্ধে কুপ্রবৃত্তি উসকিয়ে দেয়ার বিষয়বস্তু রয়েছে, তা বর্জন করা ইমানের দাবি। যৌন আবেদনময়ী চিত্র-ছবি, কামনা-বাসনা উসকিয়ে দেয় এমন ফুটেজ থেকে দূরে থাকা মু'মিনের জন্য জরুরি। মানুষের মন সৃষ্টিগতভাবেই কুপ্রবৃত্তির প্রতি আসক্ত। প্রবৃত্তি যেদিকে টানে সেদিকেই সে চলতে শুরু করে।

মানুষের মন বারুদ অথবা পেট্রোল সমতুল্য, যা জ্বলার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। এ সব বস্তু প্রজ্জ্বলনকারী বস্তু থেকে যতক্ষণ দূরে থাকে, ততক্ষণ তা শান্ত থাকে ও জ্বলার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকে। এর অন্যথা হলেই তা জ্বলে উঠে; বিস্ফোরিত হয়। সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মন শান্ত ও নিরব থাকে। কিন্তু যখন তা উসকিয়ে দেয়ার মত কোনো কিছুর নিকটবর্তী হয়, দুষ্টপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দেয়ার মত কোনো শ্রুতি, দেখা, পাঠ্য বিষয়ের স্পর্শে আসে তখন তার ঘুমন্ত প্রবৃত্তি দানবের মত উন্মত্ত হয়ে উঠে, তার মানসিক ব্যাধিগুলো আন্দোলিত হয়ে উঠে, তার আসক্তি বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত হয়ে প্লাবিত হয়। তাই সকল প্রবৃত্তিউদ্দীপক বিষয় থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলা অত্যন্ত জরুরি। ব্যভিচারের পথ রোধের অন্যতম দিক চক্ষু সংযত করা, অনাত্মীয় নারী-পুরুষের দিকে বা মনের মধ্যে জৈবিক কামনা সৃষ্টি করার মত কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত না করা।

রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ 'চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার দৃষ্টিপাত, কর্ণদ্বয়ের ব্যভিচার শ্রবণ, জিহ্বার ব্যভিচার কথা বলা, হাতের ব্যভিচার স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার পদক্ষেপ, অন্তরের ব্যভিচার কামনা...।'[৬৬]

---

৬৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ, অনূ. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, *সুনানু ইবনে মাজাহ*(ঢাকা : ইফাবা, সং. ২, ফেব্রুয়ারি ২০০৬ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৯৮, হাদিস নং ৪০১৯

৬৫. আল কুর'আন, ৫ : ২

৬৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *সহিহ মুসলিম*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪২৪ হি.), পৃ. ১৩০৭, হাদিস নং ৬৬৪৮

দৃষ্টি হিফাজত করা : এমন কোন দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাবে না যাতে অন্তরে গুনাহের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনাকাঙ্খিত চিত্র কখনো কখনো সামনে এসে যায়, এমতাবস্থায় ব্যক্তি যদি তার দৃষ্টিকে অবনত করে নেয়, তবে সে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার পাশাপাশি নিজের হৃদয়কেও পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হবে। চোখকে লাগামহীন ছেড়ে দিলে অস্থিরতা ও অনুশোচনার কবলে পড়তে হয়। পক্ষান্তরে দৃষ্টি সংযত ও অবনত রাখলে হৃদয় শান্ত ও তৃপ্ত থাকে। যখন কেউ তার দৃষ্টিকে লাগাম লাগিয়ে রাখে তখন তার হৃদয়ও কামনা-বাসনার মুখে লাগাম লগিয়ে রাখে। চোখ উন্মুক্ত ও স্বাধীন করে দিলে, হৃদয়ও উন্মুক্ত এবং স্বাধীন হয়ে যায়। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 'মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর মু'মিনা নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে।'[৬৭]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা, দৃষ্টি অবনত রাখা ও লজ্জাস্থান হিফাজত করাকে আত্মার পরিশুদ্ধির সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। আর আত্মার পরিশুদ্ধির অর্থ সকল প্রকার গর্হিত, অশালীন, শিরক, যুল্‌ম, মিথ্যা ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখা। ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে বাঁচার কার্যকরী উপায় হলো, আল্লাহ্ এর ব্যবহারকারীকে অবশ্যই দেখছেন– এ বিশ্বাস হৃদয়ে জাগ্রত রাখা। সর্বদা এ কথা স্মরণ রাখা যে, সকল অদৃশ্য বিষয়ও আল্লাহ্‌র কাছে দৃশ্যমান। মহান আল্লাহ্ বলেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ 'চোখের লুকোচুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয়ও তিনি জানেন।'[৬৮]

এটা অনুধাবন করা উচিত যে, গোপন-প্রকাশ্য, ভাল-মন্দ ও ছোট-বড় সব কিছুর প্রতিদান তিনি দিবেন। কর্ম যে ধরনের হবে, প্রতিদানও সে অনুপাতেই হবে। এ ব্যাপারে আবু হাযেম সালামা ইব্‌নে দিনার (র.) বলেছেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি তার মাঝে ও আল্লাহ্‌র মাঝে সম্পর্ক ভাল করে নেয়, তখন আল্লাহ্‌ও তার মাঝে ও মানুষের মাঝে সম্পর্ককে ভাল করে দেন। এর বিপরীতে যখন কোনো ব্যক্তি তার মাঝে ও আল্লাহ্‌র মাঝে সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়, আল্লাহ্‌ও তার মাঝে ও মানুষের মাঝে সম্পর্ককে নষ্ট করে দেন। আর নিশ্চয়ই একজনের চেহারার তুষ্টি অনুসন্ধান সকলের তুষ্টি অনুসন্ধানের তুলনায় সহজ। এর বিপরীতে যদি বান্দা ও আল্লাহ্‌র মধ্যকার সম্পর্ক বিগড়ে দেয়, তবে সকলের সাথেই সম্পর্ক বিগড়ে যায়; সকলকেই ক্রোধান্বিত করে তোলা হলো।' মানুষের জানা উচিত যে, পাপ ও পদস্খলের বদলা দেয়ার অবশ্যই একজন রয়েছেন। আর তিনি এমন এক ক্ষমতাধর সত্ত্বা, কোনো প্রতিবন্ধকতা তার ক্ষমতাকে বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে না। যার নিকট থেকে কোনো কর্মই কখনও হারিয়ে যায় না।

শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষা করা : একজন মু'মিনের উচিত শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে সর্বদা নিজেকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করা। কারণ শয়তান মানুষকে বিপথগামী করার জন্য সারাক্ষণ ওঁৎ পেতে থাকে। শয়তান মানুষের আজন্ম শত্রু, সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি মুহূর্তে তার অপতৎপরতা চালিয়ে যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি শয়তানের ধোঁকা বা ফিতনায় পড়বে না বলে আত্মবিশ্বাসী হয় না; জ্ঞানের দিক দিয়ে সে যে পর্যায়েরই হোক না কেন। বরং তার দায়িত্ব হচ্ছে ফিতনা, নির্লজ্জতা ও

---

৬৭. আল কুর'আন, ২৪ : ৩০-৩১

৬৮. আল কুর'আন, ৪০ : ১৯; এ বিষয়ে আরো দ্রষ্টব্য, আল কুর'আন, ৪ : ১২৩; ৯৯ : ৮

অশ্লীলতা থেকে বহু দূরে অবস্থান করা। এ মর্মে আল্লাহ্‌র ঘোষণা হলো, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 'অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য।'[৬৯]

কারণ ফিতনা ও অশ্লীলতার কাছাকাছি হয়ে পাপ থেকে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন। তাই সর্বদা সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলা উচিত। ফিতনা থেকে দূরে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই হচ্ছে বান্দার কাজ। এরপরেও যদি সে অনিচ্ছাকৃতভাবে কখনও ফিতনায় নিপতিত হয়, তবে তা থেকে নিষ্কৃতির জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। আর যদি সে নিজের উপর অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে, তবে তার উপর থেকে আল্লাহ্‌র করুণা ও অনুগ্রহ উঠিয়ে নেয়া হয়। তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়। যেমন, ইউসুফ (আ.) নিজের ইচ্ছায় ফিতনায় নিপতিত হননি, ফিতনাই বরং তার মুখোমুখী হয়েছিল। আর তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় ও সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করেছেন। ফিতনার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চেয়েছেন এবং তিনি স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে আল্লাহ্ যদি নারীদের ষড়যন্ত্র থেকে তাকে রক্ষা না করতেন, তবে তিনি অপরাধীদের দলভুক্ত হয়ে যেতেন। আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতার কারণেই আল্লাহ্‌র করুণায় তিনি নারীদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে গিয়েছেন। তাই নিজেকে সর্বদা গুনাহ থেকে দূরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমে ইমানি ভ্রাতৃত্বের দা'ওয়াত : মানুষের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী বিষয় প্রচার করাই জ্ঞানীদের কাজ। কারো কষ্ট ও বেদনায় এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় নিজেকে সম্পৃক্ত করার ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করাই ইসলামের শিক্ষা। মহানবী (সা.) বলেন, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 'পারস্পারিক ভালবাসা, দয়া-মায়া ও স্নেহ-মমতার দিক থেকে সমস্ত মুসলিম সমাজ একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোনো বিশেষ অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তা অনুভূত হয়; সেটা জাগ্রত অবস্থায়ই হোক কিংবা জ্বরাক্রান্ত অবস্থায়।'

সর্বাবস্থায় মু'মিনগণ একে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়। সুতরাং ইমানের দাবি হচ্ছে, সুখে-দুঃখে এক মু'মিন অপর মু'মিনের পাশে থাকবে। সে কখনোই তাদের কষ্টের কারণ হবে না; বরং তাদের কষ্ট লাঘবে সদা তৎপর থাকবে। ফেইসবুকের পাতাগুলো ইসলামের, শান্তির ও কল্যাণের বাহন বানানোর মাধ্যমে নিজের জীবনের পাতাগুলোও অমর ও স্মরণীয় করে রাখা সম্ভব। সর্বোপরি প্রতিটি মুহূর্তে মু'মিনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আর সকল মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিটি সময়ের, প্রতিটি মুহূর্তের হিসেব কড়ায়-গন্ডায় দিতে হবে। জবাবদিহিতার এ মানসিকতা বজায় থাকলে সময়ের অপচয় ও শক্তির অপব্যাবহার রোধ করা অসম্ভব কিছু না।

যে কোন বিষয়ে অপপ্রচার সম্পর্কে সতর্ক থাকা : ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর জন্য এটি জরুরি যে, সে যা পড়ছে, বর্ণনা করছে অথবা প্রচার করছে তার শুদ্ধতা ভালভাবে যাচাই-বাচাই করে নেয়া। কারণ ইন্টারনেটে ভালমন্দ সবই প্রচারিত হয়, সক্ষম-অক্ষম সকলেই তাতে অংশ নেয়। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ হবে এখানে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা। সুতরাং সে যখন কোনো সংবাদ বা অন্য কোনো

---

৬৯. আল কুর'আন, ৬ : ১৫১; এ বিষয়ে পবিত্র কুর'আনে এসেছে, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُه 'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি।' দ্র. আল কুরআন, ৫০ : ১৬

বিষয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানবে, সে ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার পর এ সংবাদ বা তথ্যটি প্রচারের উপযোগিতা নিয়ে ভাববে। যদি তা কল্যাণকর হয় তবে তা প্রচার করবে। অন্যথায় তা প্রচার থেকে বিরত থাকবে। যাচাই-বাচাই ছাড়া কোনো কথা প্রচার করার ব্যাপারে হাদিসে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ 'কোনো ব্যক্তির মিথ্যা বলার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা-ই বর্ণনা করতে লাগে।'[৭০]

যখন সর্বসাধারণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় হবে, সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য যা প্রচার করলে অনেকে লাভবান হবে, মু'মিনদের উদ্যমতা বেড়ে যাবে, তারা আনন্দিত হবে, শত্রুপক্ষের অনুশোচনা বর্ধনের কারণ হবে, তখন তা প্রচার করা উচিত। অন্যথায় তা প্রচার করা থেকে বিরত থাকাই বাঞ্চনীয়। কোনো কিছু শোনার সাথে সাথেই তা প্রচার করতে লেগে যাওয়া উচিত নয়; বরং প্রচারের পূর্বে কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয়টি চিন্তাভাবনা করে দেখা উচিত। নিশ্চিত হওয়া ও ভেবে-চিন্তে কথা বলা ও প্রচার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُّقْضٰى إِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۡ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا 'তোমার প্রতি ওয়াহি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুর'আন পাঠে তাড়াহুড়া কর না এবং তুমি বল, 'হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।'[৭১]

এখানে জানা ও প্রচারের একটি শিক্ষণীয় শিষ্টাচার রয়েছে, আর তা হলো জ্ঞানের ব্যাপারে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা। কোনো বিষয়ে রায় দিতে তাড়াহুড়া না করা। উপকারী জ্ঞান অর্জন যাতে সহজ হয়, সে ব্যাপারেও আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَا إِفْكٌ مُّبِيْنٌ 'যখন তোমরা এটা শুনলে তখন কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা তাদের নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ?'[৭২]

এখানে আল্লাহ্ তা'আলার দিক-নির্দেশনা হচ্ছে যে, যখন মু'মিনরা কোনো খারাপ সংবাদ শুনবে তখন আসল রহস্য উদঘাটন না হওয়া পর্যন্ত সমালোচকদের কথায় কান দিবে না। সমালোচকদের কথা বিশ্বাস না করে তা বরং প্রত্যাখ্যান করবে।

ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা : ইসলাম সর্বদা মানুষকে সৎ কাজের দিকে আহ্বান করার জন্য তাগিদ দেয়। আদেশ-নিষেধ, দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা নসিহতের এ দায়িত্বই উম্মাতে মুহাম্মাদির অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আল কুর'আনে বলা হয়েছে, وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 'তোমাদের মধ্যে এমন জাতি হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ন্যায়কার্যে নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ করবে এবং এরাই সফলকাম।'[৭৩]

---

৭০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *সহিহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪, হাদিস নং ৭
৭১. আল কুর'আন, ২০ : ১১৪
৭২. আল কুর'আন, ২৪ : ১২
৭৩. আল কুর'আন, ৩ : ১০৪

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়কার্যে আদেশ এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।'[৭৪]

প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَأُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ 'তারা আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎকার্যে নিষেধ করে এবং তারা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা করে। এরাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।'[৭৫]

আদেশ-নিষেধ বা দা'ওয়াত-এর আরেক নাম 'নসিহত'। 'নসিহত' বর্তমানে সাধারণভাবে উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত হলেও মূল আরবিতে 'নসিহত' অর্থ আন্তরিকতা ও কল্যাণ-কামনা। কারো প্রতি আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনার বহিঃপ্রকাশ হলো তাকে ভাল কাজের পরামর্শ দেয়া ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা। এ কাজটি মু'মিনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অন্যতম দায়িত্ব; বরং এ কাজটির নামই হলো দ্বীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.) এ 'নসিহত'-এর জন্য সাহাবিগণের বাই'আত বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন হাদিসে জারির ইব্ন আব্দুলাহ, মুগিরা ইব্ন শু'বা (রা.) প্রমুখ সাহাবি বলেন, بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ 'আমি রসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বাই'আত বা প্রতিজ্ঞা করলাম, সালাত কায়িমের, যাকাত প্রদানের এবং প্রত্যেক মুসলিমের নসিহত করার।'[৭৬]

উল্লিখিত আয়াতসমূহ ব্যতীতও আল কুর'আনের অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রকৃত মু'মিন বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ।'[৭৭] ভাল কাজের আদেশদাতা ও মন্দ কাজের নিষেধকারীর সর্বোচ্চ পুরস্কার সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, وَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ 'আল্লাহ্র কসম, তোমার মাধ্যমে যদি একজন মানুষকেও আল্লাহ্ সুপথ দেখান তাহলে তা তোমার জন্য সর্বোচ্চ সম্পদ লাল-উটের চেয়েও উত্তম বলে গণ্য হবে।'[৭৮]

অন্য হাদিসে তিনি বলেছেন, أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ 'ভাল কাজে নির্দেশ করা সদাকাহ্ বলে গণ্য এবং খারাপ থেকে নিষেধ করা সদাকাহ্ বলে গণ্য।'[৭৯]

দা'য়ি, মুবাল্লিগ বা দা'ওয়াত ও তাবলিগে নিয়োজিত ব্যক্তির বিশেষ পুরস্কারের দ্বিতীয় দিক হলো– তার এ কর্মের ফলে যত মানুষ ভাল পথে আসবেন সকলের সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব তিনি লাভ করবেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا

---

৭৪. আল কুর'আন, ৩ : ১১০

৭৫. আল কুর'আন, ৩ : ১১৪; ৯ : ৭১

৭৬. কাযি বাদরুদ্দিন আদ দামামিনি (র.), *মিসবাহুল জামি' বিশারহি সহিহিল বুখারি*(দোহা : ওয়াক্বফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৪৩০ হি.), খ. ১, পৃ. ১৬৭, হাদিস নং ৪৯

৭৭. আল কুর'আন, ৯ : ১১২; ২২ : ৪১; ৩১ : ১৭

৭৮. ইবন হাজার আল আসকালানি (র.), *ফাতহুল বারি বিশারহি সহিহিল বুখারি*(কায়রো : দারুর রাইয়ান লিত তুরাছ, ১৪০৭ হি.), খ. ৭, পৃ. ৮৭, হাদিস নং ৩৭০১

৭৯. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *সহিহ মুসলিম*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪২৪ হি.), পৃ. ৩৩১, হাদিস নং ১৫৫৫

إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا 'যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভালপথে আহ্বান করে তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের পুরস্কারের সমপরিমাণ পুরস্কার সে ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পুরস্কারের কোনো ঘাটতি হবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করে তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপ সে ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পাপের কোনো ঘাটতি হবে না।'[৮০]

ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধের দায়িত্ব পালন করার অন্যতম পুরস্কার হলো জাগতিক গযব থেকে রক্ষা পাওয়া। রসুলুল্লাহ (সা.) একটি সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে তা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট এবং যে ব্যক্তি বিধি-বিধান লঙ্ঘন করছে উভয়ের উদাহরণ হলো একদল মানুষের মত। তারা সমুদ্রে একটি জাহাজ বা বজরা ভাড়া করে। লটারির মাধ্যমে কেউ উপরে এবং কেউ নিচের তলায় স্থান পায়। যারা নিচে অবস্থান গ্রহণ করল তারা পানি তোলার জন্য উপরে আসতে লাগল। এতে উপরের মানুষদের গায়ে পানি পড়তে লাগল। তখন উপরের মানুষেরা বলল, আমাদেরকে এভাবে কষ্ট দিয়ে তোমাদেরকে উপরে উঠতে দিব না। তখন নিচের মানুষেরা বলল, আমরা আমাদের অংশ বা জাহাজের নিচে একটি গর্ত করি, তাহলে আমরা সহজেই পানি নিতে পারব এবং উপরের মানুষদের কষ্ট দিতে হবে না। এ অবস্থায় যদি উপরের তলার মানুষেরা তাদের এ কাজে বাঁধা দেয় এবং নিষেধ করে তাহলে তারা সকলেই বেঁচে যাবে। আর যদি তারা তাদেরকে এ কাজ করতে সুযোগ দেয় তাহলে তারা সকলেই ডুবে যাবে।'[৮১]

বাস্তব জগতে মানুষকে ভাল কাজের উৎসাহ দেয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ওয়েব জগতে সে গুরুত্ব আরো বেশি। কেননা বর্তমান প্রজন্মের কমিউনিটিগুলো গড়ে উঠছে ওয়েব জগতের মাধ্যমে। তাদের ভাল-মন্দ কাজগুলো ওয়েবকেন্দ্রিকই হয়ে থাকে। কেননা তারা ভাল-মন্দ কাজের প্রেরণা ওয়েব সাইট ও স্যোসাল মিডিয়ার মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। এ জগতের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা বাস্তব জগতে ভাল বা খারাপের বাস্তবায়ন করে থাকে। আর এ জগতের কার্যক্রমও খুবই কার্যকরী হয়ে থাকে। সুতরাং এ জগতের বাসিন্দাদের সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা সকল মুসলিমের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব।

মাদকতা ও জুয়া প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, ধুমপান ও ড্রাগের চেয়েও মদপান মানব সভ্যতার জন্য বেশি ক্ষতিকর, অথচ বর্তমানে পাশ্চাত্য বিশ্ব ধুমপান ও 'ড্রাগ'-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও 'মদ'-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার নয়। কারণ মদপান সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলেই তারা ধরে নিয়েছে। যদিও এইডস, ক্যান্সার ও অন্যান্য মরণব্যাধির চেয়েও মদ মারাত্মক সমস্যা। আর একমাত্র ইসলামই এ সমস্যা সফলভাবে সমাধান করেছে। ইসলাম মদপান ও সকল প্রকার মাদকদ্রব্য হারাম করেছে এবং ভয়ঙ্করতম কবিরা গুনাহ্ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ফলে

---

৮০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *সহিহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১৭, হাদিস নং ৬৬৯৯

৮১. ইবন হাজার আল আসকালানি (র.), *ফাতহুল বারি বিশারহি সহিহিল বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫৭, হাদিস নং ২৪৯৩

ইমানের চেতনায় অধিকাংশ মুসলিম মদ পান থেকে বিরত থাকে। অতি সামান্য সংখ্যক মানুষ হয়ত প্রবৃত্তির প্ররোচণায় মদ পান করে ফেলে। মদ্যপান যেন সমাজে প্রশ্রয় না পায় এবং ঘৃণিত ও নিন্দিত থাকে এ জন্য ইসলামি 'আইনে মদ পান, মাদক দ্রব্য গ্রহণ বা মাতলামির জন্য প্রকাশ্য বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। কেউ প্রকাশ্যে মদ্যপান করলে, মাদক গ্রহণ করলে বা মাতলামি করলে এবং তার অপরাধ প্রমাণিত হলে সে এ শাস্তি পাবে। এভাবে ইমান, তাকওয়া ও আইনের মাধ্যমে মানব সভ্যতার ভয়ঙ্করতম ব্যাধি মদ ও মাদকতা ইসলাম সবচেয়ে সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করেছে।

আল্লাহ্ বলেন, يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط 'তারা তোমাকে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। তুমি বল এতদুভয়ের মধ্যে বড় পাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু কল্যাণও রয়েছে। তবে তাদের উপকারের চেয়ে তাদের পাপ অধিকতর।'[৮২]

সভ্যতার ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মদ বা জুয়ার মধ্যে যে কল্যাণকর দিক তা খুবই সামান্য আর এর অকল্যাণ ভয়ানক ও ভয়ঙ্কর। আর এজন্যই ইসলাম এগুলো নিষিদ্ধ করেছে। রসুলুল্লাহ্ (সা.) মদপান বা মাদক দ্রব্য গ্রহণের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে উম্মাতকে সাবধান করেছেন। কোনো মানুষ যখন মদপান করে বা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে তখন সে আর মু'মিন থাকে না। মাদকদ্রব্যের ব্যবহারকারী, প্রস্তুতকারী, সরবরাহকারী, বহনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা বা কোনোভাবে মদ বা মাদক ব্যবসায়ের উপার্জন ভোগকারী অভিশপ্ত বলে তিনি বারবার বলেছেন। এ মর্মে নিচে আল্লাহ্র রসুল (সা.)-এর কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো : মহানবী (সা.) বলেন, لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ 'ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে মু'মিন থাকে না; মদপানকারী যখন মদপান করে তখন সে মু'মিন থাকে না; চোর যখন চুরি করে তখন সে মু'মিন থাকে না।'[৮৩]

রসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ 'মহান আল্লাহ্ মদকে অভিশপ্ত করেছেন। আর অভিশপ্ত করেছেন মদ পানকারীকে, মদ সরবরাহকারীকে, মদ বিক্রেতাকে, মদ ক্রেতাকে, মদ প্রস্তুতকারককে, মদ প্রস্তুতের ব্যবস্থাকারীকে, মদ বহনকারীকে, যার নিকট মদ বহন করা হয় তাকে এবং মদের মূল্য যে ভক্ষণ করে তাকে।'[৮৪]

নবী কারিম (সা.) বলেন, أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ 'সকল মাদকদ্রব্যই মদ বলে গণ্য এবং সকল মাদকদ্রব্যই হারাম।'[৮৫]

আল্লাহ্র রসুল (সা.) বলেন, ثَلاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ 'তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ জান্নাত হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন: মাদকাসক্ত ব্যক্তি, পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি ও দাইয়ুস ব্যক্তি যে, নিজের স্ত্রী-পরিবারের অশ্লীলতা মেনে নেয়।'[৮৬]

---

৮২. আল কুর'আন, ২ : ২১৯; আরো এসেছে, আল কুর'আন, ৫ : ৯০-৯১

৮৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২২৫, হাদিস নং ৬৩৫৩

৮৪. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস (র.), *সুনানু আবি দাউদ*(দামেশক : দারুর রিসালাহ আল আলামিয়্যাহ, ১৪৩০ হি.), খ. ৫, পৃ. ৫১৭, হাদিস নং ৩৬৭৪; ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র.), *মুসনাদ*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, সং. ১, ১৪২৯ হি.), খ. ৩, পৃ. ৯০, হাদিস নং ৪৮৯১

৮৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *সহিহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১৭, হাদিস নং ৫১০৫, ৫১০৬, ৫১০৭, ৫১০৮, ৫১০৯, ৫১১০, ৫১১১; ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র.), *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৬, হাদিস নং ৪৭৪৭; পৃ. ১০০, হাদিস নং ৪৯৩৫; পৃ. ১০৮, হাদিস নং ৪৯৬৯

আল্লাহ্‌র নবী (সা.) বলেন, اِجْتَنِبُوْا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ 'তোমরা মদ-মাদকদ্রব্য বর্জন কর; কারণ তা হলো সকল অকল্যাণ ও ক্ষতির চাবিকাঠি।'[৮৭]

মদ ও মাদকদ্রব্যের ন্যায় ধুমপানও মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তামাক সেবন ও ধুমপান রসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে তাঁর সমাজে বিদ্যমান ছিল না। প্রায় হাজার বছর পরে তা বিভিন্ন মানব সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পানাহার ও জাগতিক বিষয়ে একটি মূলনীতি হলো, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে বিদ্যমান না থাকার কারণে যে সকল খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে তার কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই, সে বিষয়ে তাঁর অন্যান্য নির্দেশনার আলোকে ইজতিহাদ করতে হবে। তামাক ও ধুমপান প্রচলিত হওয়ার পরে কোনো কোনো ফক্বিহ্ মত প্রকাশ করেন যে, তা 'মুবাহ' বা বৈধ; কারণ তা অবৈধ করার মত কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই অধিকাংশ ফক্বিহ্ মত প্রকাশ করেন যে, ধুমপান মাকরুহ্ অর্থাৎ শারি'আতের দৃষ্টিতে অন্যায় ও অপছন্দনীয় কর্ম। এর কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন যে, দেহে বা মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে এমন খাদ্য ভক্ষণ করতে রসুলুল্লাহ্ (সা.) নিষেধ করেছেন। বিশেষত এরূপ খাদ্য ভক্ষণ করে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করে তিনি বলেন, مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ 'যদি কেউ রসুন খায় তবে সে যেন তার দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে না আসে বা আমাদের সাথে সালাত আদায় না করে এবং রসুনের দুর্গন্ধ দিয়ে আমাদেরকে কষ্ট না দেয়; কারণ মানুষ যা থেকে কষ্ট পায়, ফেরেশতাগণও তা থেকে কষ্ট পায়।'[৮৮]

পরিশেষে বলা যায়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার দিন দিন ভয়ানক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটি একদিকে মানুষের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করছে, অপরদিকে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অস্থিরতা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে এ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহারের কারণে। ইসলাম মানবজাতিকে অপ্রয়োজনীয় বিষয়াবলি থেকে দূরে থকতে বলেছে। এ সকল ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে হলে তাদেরকে আল কুর'আনের নির্দেশনার পরিপূর্ণ অনুসরণ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ ও গন্তব্য নেই।

---

৮৬. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র.), *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩৯-২৪০, হাদিস নং ৫৪৯৪

৮৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আল হাকিম আন নিশাপুরি, *আল মুসতাদরাক 'আলাস সহিহাইন*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৬২, হাদিস নং ৭২৩১

৮৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *সহিহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০, হাদিস নং ১১৩৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে করণীয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার তথা কম্পিউটার, মোবাইল, ইন্টারনেট, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ভিডিও গেমস্ প্রভৃতি অনর্থক ব্যবহার আক্ষরিক অর্থেই অর্থহীন কাজ। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এগুলো মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোনো উপকারেই আসে না। বরং বাস্তবতা হচ্ছে, এগুলো অর্থহীন হয়েই শেষ নয়; ইহকাল ও পরকালে তাদের অসংখ্য ক্ষতিও সাধন করছে। ইসলামের এক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, যে কোনো অনর্থক কাজকে বর্জন করতে হবে। হাদিসে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ 'ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে, যা কিছু অনর্থক তা বর্জন করা।'[৮৯]

সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে, এসব আসক্তি মানুষকে আল্লাহ্র 'ইবাদত থেকে অমনোযোগী করছে। দেখা যায়, এ সব ব্যবহারের নেশায় নামাজের জামা'আত পরিত্যক্ত হচ্ছে। নামাযও অবলীলায় কাযা হয়ে যাচ্ছে। জরুরি কাজ ছেড়ে এ নেশা নিয়ে পড়ে থাকছে। এ কারণেই পিতামাতার অবাধ্যতা, স্ত্রী-সন্তানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন– এসব তো সমাজে অহরহই ঘটছে।

এ দেশে এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, অসুস্থ মাকে হাসপাতালে ভর্তি করে ছেলে চলে যায় কয়েক মাইল দূরে গেম খেলতে। কোথাও দুর্ঘটনা ঘটেছে তো কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইভ ভিডিও দেখাচ্ছে। বন্ধু বা নিকটাত্মীয় মারা গেছে আর কেউ কেউ তার লাশের সামনে সেলফি তুলছে। বিভিন্ন সময়ে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে সেলফি তুলতে গিয়ে অনেকে প্রাণও হারিয়েছে। পবিত্র কুর'আনের একটি আয়াত এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ق صلى وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ط أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ 'কতক মানুষ এমন, যারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য এমন সব কথা ক্রয় করে, যা আল্লাহ্ সম্পর্কে উদাসীন করে দেয় এবং তারা আল্লাহ্র পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।'[৯০]

দ্বিতীয়ত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এ জাতীয় অপব্যবহার চোখের ক্ষতি করছে। মস্তিষ্কের ক্ষতি করে, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়ায়, অস্থির, অশান্ত ও নেশাগ্রস্ত করে তোলে, মানুষকে পাগল ও পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দেয়। বিপুল পরিমাণে সময় ও কর্মশক্তির অপচয় করে। কল্পনাতীতভাবে অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করে। মানুষকে নির্মমতা ও পাশবিকতা শিক্ষা দেয়। সমাজ সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের দিকে ঝুকে পড়ে। অন্যকে পরাজিত করে নিজে বিজয়ী হওয়ার হিংস্র মনোভাব শিক্ষা দেয়। ইসলাম কখনও এমন ধ্বংসাত্মক বিনোদন অনুমোদন করে না; করতে পারেও না।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এ জাতীয় অপব্যবহারের একটি মাধ্যম হলো গান-বাজনা বা মিউজিক, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ছাড়াও এসব মাধ্যমে নগ্নতা ও অশ্লীলতার ব্যাপক ছড়াছড়ি থাকে, যার জঘন্যতা স্পষ্ট করে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। কুর'আনুল কারিমে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ

৮৯. আবু 'ইসা মুহাম্মাদ ইবন 'ইসা আত তিরমিযি, *জামি' আত তিরমিযি*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ দুওয়ালিয়্যাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৩৮২, হাদিস নং ২৩১৮

৯০. আল কুর'আন, ৩১ : ৬

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ‘নিশ্চয়ই যারা মু’মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক– কামনা করে, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।’[৯১]

দেখা যাচ্ছে, মুসলিম শিশুরা এ সকল গান-বাজনা ও বেহায়াপনা সম্বলিত নাটক, সিনেমা, গেমস খেলা ইত্যাদি জাতীয় কবিরা গুনাহগুলোকে শৈশব থেকেই হালকা মনে করতে শিখে। অনেকে তো এ সকলকে নিষিদ্ধই মনে করে না; বরং এ ইসলামি বিধানসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মানসিকতা নিয়ে বড় হয়। বলাবাহুল্য, কারো ইমান ধ্বংসের জন্য এ মনোভাবই যথেষ্ট।

অনেক গান-বাজনা, নাটক, সিনেমা বা গেমসে সরাসরি কুফরি আক্বিদা শিক্ষা দেয়া হয়। শিশু-কিশোরদের অন্তরে শিরকি প্রতীকের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা এবং ইসলামি বেশভূষার প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়। বিভিন্ন নাটক বা সিনেমায় অমুসলিমদেরকে শান্তিপ্রিয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, আর মুসলিমদেরকে জঙ্গি হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন ভিডিও গেমসে দেখা যায়, গেম খেলতে খেলতে পথের মাঝে ক্রুশ চিহ্ন বা মূর্তি চলে আসে। আর তাতে ক্লিক করলে পাওয়া যায় লাইক এবং বাড়তি জীবনীশক্তি। বিভিন্ন গেমসে দেখা যায়, মূর্তি ভয় দেখাচ্ছে। আর খেলোয়ার ভয় ও সম্ভ্রমের সাথে দাঁড়িয়ে থাকছে। ভারত থেকে নির্মিত কোনো কোনো গেমের ভিতর মৃত্যুর পর মূর্তির স্পর্শে খেলোয়ার পুনর্জীবন লাভ করছে। এর মধ্য দিয়ে মুসলিম মানসে বিশেষত শিশুদের অন্তরে সঞ্চারিত হচ্ছে পুনর্জন্ম, মূর্তিপূজা এবং মূর্তির ক্ষমতা থাকার মত শিরকি আক্বিদা-বিশ্বাস। এভাবে গেমের মাধ্যমে অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে কুফর-শিরকের প্রতি মুসলিম মানসে শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তাওহিদের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে ফেলা হচ্ছে। ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের এটিই লক্ষ্য। কুর’আন মাজিদে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ‘ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা তোমার প্রতি ততক্ষণ খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে।’[৯২]

কিছু কিছু নাটক, সিনেমা বা গেমসে পরিকল্পিতভাবে প্রতিপক্ষের বেশভূষা রাখা হয় সম্পূর্ণ ইসলামি। দাড়ি, টুপি, ‘আরবি রুমাল এবং জোব্বা পরিহিত মানুষদেরকে শত্রু বানিয়ে ইচ্ছামত তাদেরকে মারার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিছু ভিডিও গেমের দৃশ্যপট দেখলে চোখে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। অবিকল সিরিয়া ফিলিস্তিনের মত এলাকা। যুদ্ধবিধ্বস্ত মুসলিম বসতবাড়ি, পরিত্যক্ত মরুঅঞ্চল, রাস্তাঘাট ও দোকানপাটের নামগুলোও পর্যন্ত আরবিতে লেখা। সেখানে ঘুরে ঘুরে মুসলিম শিশুরা খেলাচ্ছলে শত্রু হত্যার খেলা খেলছে।

ইসরাইলে তো এ ধরনের প্রায়-বাস্তব অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা দিতে একাধিক থিম পার্কই গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে টিকিট কেটে তথাকথিত ‘আরব অথবা ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী(!) হত্যা করার ব্যবস্থা রয়েছে। পর্যটকদের আনন্দ দান ও বিনোদনের জন্যই নাকি এ ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল পার্কে পর্যটকরা খুঁজে খুঁজে মুসলিম বেশভূষার ছবি বা ডামিকে আঘাত করে ও মুসলিম বসতিতে জ্বালাও-পোড়াও করার খেলায় মেতে উঠে।

একজন কলামিস্টের ভাষায়, ‘ওয়েস্ট ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ইসরায়েলি বিনোদনকেন্দ্রের মিলটা বাস্তবতায় নয়, গুণে নয়, কেবল লক্ষণে। রোবটের পরিবর্তে তারা ব্যবহার করে মানুষের ছবি বা ডামি; যাদের গায়ে পরানো থাকে ফিলিস্তিনি কিফায়াহ্ কিংবা ‘আরবদের গলায় পরার স্কার্ফ– যেমনটা ইয়াসির আরাফাত

---

৯১. আল কুর’আন, ২৪ : ২৯

৯২. আল কুর’আন, ২ : ১২০

পরতেন। ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম আন্তর্জাতিক আইনে ইসরায়েলের দখলিকৃত এলাকা। ঐ ভূমিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক কমান্ডো ও অফিসাররা সন্ত্রাস দমনের টার্গেট হিসেবে যাদের ছবি সাজিয়েছে, তারাই মূলত ঐ ভূমির ঐতিহাসিক ও আইনসঙ্গত মালিক। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য একটি বিনোদন পার্কও চালানো হয়। সেখানে সাজানো পরিস্থিতিতে পর্যটকরা তথাকথিত 'আরব অথবা ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী(!) 'হত্যা' করতে পারবে।

পর্যটককে এমন একটি রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানকার 'আরব অধিবাসীদের মধ্যে সে সন্ত্রাসী খুঁজবে। শিশুরা সকল খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারলেও তাদেরকে সত্যিকার বন্দুক দেয়া হয় না। ইসরায়েল জুড়ে এ রকম ৬টি বিনোদনকেন্দ্র রয়েছে, নতুন আরেকটি খোলা হচ্ছে আমেরিকায়। ইসরায়েলের বিনোদন পার্কের সংবাদ পড়ে আশ্বাস ভেঙে গিয়ে সেখানে আতঙ্ক জেগেছে। মনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল, ভিডিও গেমের আদলে এ ধরনের প্রায়-বাস্তব অ্যাডভেঞ্চার মানুষের মধ্যে বিকৃত ভোগ ও রক্তপিপাসা জাগিয়ে তোলে। ইসরায়েলি বিনোদনকেন্দ্রে আরব ও ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করা এবং তাদের হত্যায় মন মজানো কেউ যদি বন্দুক হাতে আরবীয় পোশাক পরা মানুষ হত্যায় নেমে পড়ে, তার দায় তো এ ইসরায়েলিরা নিবে না। মোটকথা, এটা মূলত বিনোদন পার্ক না; বরং ঘৃণা সৃষ্টির কারখানা। শিশুদের এমন বিনোদনে মাতানো কখনও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাজ নয়। কিন্তু বর্ণবাদীদের কাছে এ সবই স্বাভাবিক কার্যক্রমের অংশ।'

ক্যালিবার থ্রি নামের এ বিনোদনকেন্দ্র প্রতি বছর ২২ থেকে ২৫ হাজার পর্যটককে এরূপ বিকৃত বিনোদন সরবরাহ করে থাকে। এভাবে তারা টাকার বিনিময়ে মানুষের মধ্যে বিকৃত ভোগ, রক্তপিপাসা ও কল্পনার শয়তানি সাধ মিটানোর আয়োজন করে জাগিয়ে তুলছে তার শয়তানি প্রবৃত্তিকে। এরপরও তারা নিজেদেরকে সভ্য, প্রগতিশীল ও বিশ্বশান্তির অগ্রদূত বলে মনে করে থাকে।[৯৩]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে করণীয়

আজকের এ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে সমাজের সকল স্তরের জনগণের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। বিশেষভাবে, সন্তানের অভিভাবকবৃন্দের, 'আলিম সমাজ ও ইমামগণের, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণের বিশেষ করণীয় রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো :

১. **অভিভাবকগণের করণীয় :** শিশুরাই হলো দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। একটি সমাজের উন্নতি ও জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের শিক্ষা ও লালন-পালনের ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে। শিশুকে মূলত ভাল-মন্দ উভয় চরিত্রের মিশ্রণে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার পিতামাতাই তাকে ভাল বা মন্দের যে-কোনটির দিকে ধাবিত করে।[৯৪] এ সম্পর্কে একটি হাদিস খুবই প্রাসঙ্গিক। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ 'প্রতিটি নবজাত শিশু প্রকৃতির তথা

---

৯৩. ফারুক ওয়াসিক, *ইসরায়েলি বিনোদন : টিকিট কাটুন, 'ফিলিস্তিনি' মারুন!*(ঢাকা : দৈনিক প্রথম আলো, অনলাইন সংস্করণ, ট্রান্সকম গ্রুপ, ১৯ জুলাই ২০১৭ খ্রি.), দ্র. www.prothomalo.com/opinion/column/'টিকিট কাটুন, ফিলিস্তিনি মারুন!', visited on 10.10.2020 AD

৯৪. ড. মোহা. মঞ্জুরুল ইসলাম, *সমকালীন খুতবা*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, জুন ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ২৭৯

ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতাই তাকে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়। যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি শাবক জন্ম দেয়; কিন্তু তার মধ্যে কোনটিকে কি কান কাটা দেখতে পাবে।'[৯৫]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করে সন্তানদেরকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পিতামাতাকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে :

- সন্তানকে কোলাহলমুক্ত সুন্দর পরিবেশে লালন-পালন করা।
- পিতামাতাকে সন্তানদের সামনে ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলা। কারণ, শিশুর মনে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। সন্তানের ভবিষ্যৎ ভালর জন্য হলেও নিজেদের ভুল বুঝাবুঝি ও অশ্লীল বাক্যালাপ পরিত্যাগ করা।
- শিশুকে দেখাশুনার জন্য পরিচারিকা নিযুক্ত করতে হলে সৎস্বভাবী, আচার-ব্যবহার ভাল এমন নারী নিযুক্ত করা। কারণ, পরিচারিকা ও মাতার স্বভাব সহজেই শিশুর মনে রেখাপাত করে ও সঞ্চারিত হয়। শিশুকালের সে কুফল এক সময় স্পষ্টভাবে শিশুর মনে প্রকাশিত হয়।[৯৬]
- শৈশবে নৈতিক ও দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করা। শৈশবকালীন শিক্ষা মানব জীবনে সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখে।[৯৭] শৈশবকালীন শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে– اَلْعِلْمُ فِى الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ عَلَى الْحَجَرِ 'শৈশবে বিদ্যার্জন (স্থায়ীত্বের দিক থেকে) পাথরে খোদাই করা নকশার ন্যায়।'[৯৮] শিশুদেরকে প্রথমে পবিত্র কুর'আন শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সে সাথে রসুল (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম এবং সুফি-দরবেশগণের জীবনচরিত শেখানো উচিত।
- হাদিসের নির্দেশনার আলোকে সন্তানকে সাত বছর বয়স থেকেই নামাজের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা এবং দশ বছর বয়স থেকে সন্তানকে আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করা। এ সংক্রান্ত হাদিসটি হলো : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ 'আমর ইবন শুআইব (র.) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছর বয়সে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দিবে এবং যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে, তখন (নামায না পড়লে) এ জন্য তাদেরকে প্রহার কর এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে।[৯৯]
- শৈশবে শিশুদেরকে পুরস্কার ও মৃদ তিরস্কার প্রদান করা। শিশুদের মাঝে কোনো মহৎ অভ্যাস পরিলক্ষিত হলে, কিংবা তারা কোনো ভাল কাজ করলে তাদের সামনে প্রশংসা করে উৎসাহ দেয়া উচিত। এ উপলক্ষে এমন কোনো বস্তু পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা যা তাদের আনন্দিত

---

৯৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র.), অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল ২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪১২, হাদিস নং ১২৭৫

৯৬. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী, অনূ. মঈনুল হাসান, *মুসলিম চরিত্র গঠন*(ঢাকা : সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৮১

৯৭. ড. মোহা. মঞ্জুরুল ইসলাম, *সমকালীন খুতবা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

৯৮. আবুবকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল বাইহাক্বি, *আল আদাবু লিল বাইহাক্বি*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১৪০৬ হি.), পৃ. ৬৪০

৯৯. ইমাম আবূ দাউদ সুলাইমান আবনুল আশআস (র.), অনূ. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকূব শরীফ, *আবু দাউদ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, আগস্ট ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৭১-২৭২, হাদিস নং ৪৯৫

করে। তারা কোনো ভুল করলে সুন্দরভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে, যেন তারা তা পুনরায় না করে। এ জন্য তাদেরকে মৃদ তিরস্কার করা যেতে পারে। তবে ছোট-খাটো ত্রুটির জন্য সর্বদা তিরস্কার করলে তাদের নিকট ক্রমশ তিরস্কার সহনীয় পর্যায়ের হয়ে উঠে। সন্তানকে 'হাঁ' বলার নীতি পরিবারে প্রয়োগ হওয়া একান্ত কাম্য।[১০০]

- সন্তানের বন্ধুদের ব্যাপারে সর্বদা খোঁজ-খবর রাখা। বলা হয়ে থাকে– 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাস।'
- বাসার কম্পিউটার সন্তানদের নিজস্ব কক্ষে না রেখে ড্রয়িং রুমের মত উন্মুক্ত অঙ্গনে রাখা এবং মাঝে-মধ্যে কম্পিউটারের ব্রাউজিং হিস্ট্রি পরীক্ষা করা।
- সন্তানকে এন্ড্রয়েড মোবাইল সেট যথাসম্ভব না দেয়া।
- সন্তানকে মসজিদে জামা'আতে নামাজের অভ্যাস গড়ে তোলা। জুমু'আর নামাজে সন্তানকে নিজের সাথে রেখে খুতবার পূর্ণ আলোচনা শোনার ব্যবস্থা করা। এছাড়া ধর্মীয় ওয়াজ মাহফিল ও অনুষ্ঠানে সাথে নিয়ে যাওয়া।
- শরীরচর্চা ও রুচিশীল খেলাধুলায় অভ্যস্ত করা।
- প্রযুক্তি ব্যবহারে তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ বেশি, তাই তাদের সচেতন করা সবচেয়ে বেশি জরুরি। অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে দূরে রাখতে চায়। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। তার চেয়ে অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের সঙ্গে প্রযুক্তির উপকার ও ক্ষতিকর দু'টি দিক নিয়েই ঘরোয়া আলোচনা করতে পারে।

২. **'আলিম সমাজ ও ইমামগণের করণীয় :** অপরাধমুক্ত সুন্দর সমাজ গঠনে দেশের 'আলিম সমাজ ও মসজিদের ইমামগণের দায়িত্ব অনেক বেশি। বহুল প্রচলিত একটি কথা হলো– 'প্রচারেই প্রসার'। তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে এর অপব্যবহার রোধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্লাটফর্মে 'আলিম সমাজ ও ইমামগণের কিছু কাজ করা প্রয়োজন, যেগুলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে কার্যকর ও অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদী। সেগুলো হলো নিম্নরূপ :

- খতিবগণ তাদের জুমু'আপূর্ব বিষয়ভিত্তিক আলোচনাগুলো ফেইজবুক লাইভে ও ইউটিউবে আপলোড করে দিতে পারেন।
- ইমাম ও খতিবগণের আলোচনায় যুবকদের বিভিন্ন সমস্যা যেমন– বেকারত্ব দূরিকরণে ইসলামের নির্দেশনা, সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল কর্মের প্রতি এবং উদ্যোক্তা হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা যেতে পারে।
- পর্দার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ও যুবক সাহাবিগণের বিভিন্ন শিক্ষামূলক ঘটনা খুতবার আলোচনায় তুলে ধরা।
- পিতামাতার সেবার ফযিলত ও যুব সমাজের জীবনঘনিষ্ট বিষয়াবলি নিয়ে জ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও উপদেশ প্রদান করা।
- নৈতিকতা ও যুব সমাজকে তাকওয়াভিত্তিক চরিত্র গঠনের দিকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা।

৩. **সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের করণীয় :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধকল্পে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কিছু করণীয় রয়েছে। নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো :

- তথ্য-প্রযুক্তি আইন সম্পর্কে নিজেরা জানা ও সামাজিকভাবে এর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

---

১০০. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী, অনূ. মঈনুল হাসান, *মুসলিম চরিত্র গঠন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সঠিক নিয়মনীতি নিজেরা জানা ও সামাজিকভাবে এর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর দিকগুলো নিজেরা জেনে সেগুলো সমাজের মাঝে তুলে ধরা ও ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোবাইল ব্যবহার সীমিত করার বিধান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদানে সৃষ্ট মানবকল্যাণের খাত ও দিকগুলোর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর মতামত গ্রহণপূর্বক দেশের মাদরাসা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সর্বনাশা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চক্রান্ত থেকে রক্ষা করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকলে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনকে ই-মেইল, ওয়েবসাইট ও ডাকযোগে জানানোর ব্যবস্থা আছে। সদ্য মে ২০২২ খ্রি. থেকে ৪ ডিজিটের শর্টকোড (২৮৭২) কল সেন্টারের মাধ্যমে এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হেল্পলাইন সুবিধা ব্যবহার করেও সরাসরি অভিযোগ উপস্থাপন করা যায়। এ সকল বিষয় সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার সৃষ্টি করা আবশ্যক। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ কাজে সহায়তা করতে পারে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কলুষিত দিকগুলোর যাতে বিকাশ না ঘটে সে জন্য সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিশেষ নজরদারি রাখতে পারে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপপ্রয়োগ রোধে প্রথমেই জাতির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। প্রযুক্তি জাতির সামনে বিশ্বের নতুন দ্বার উন্মোচন করে দিলেও কিছু মানুষ এর সুফল গ্রহণ করার পরিবর্তে এর বিকৃত দিকগুলো ব্যবহার করছে। তাই এ ক্ষেত্রে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রস্তুত করতে হবে।
- তরুণ সমাজকে বিবেকের আদালতের কাঠগড়ায় দাড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে– 'আমি নিজের, সমাজের ও রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি করছি কি-না'। তরুণদের মধ্যে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি করাতে পারলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ অনেকাংশে সহজ হবে।
- গ্রাম, মহল্লা ও ওয়ার্ডভিত্তিক সুশীল সমাজ কমিটি গঠন করা। যারা যার যার এলাকার কিশোর ও যুব সমাজের ব্যাপারে সার্বিক খোঁজ-খবর রাখবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৪. **রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণের করণীয় :** রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণের করণীয় দায়িত্বসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলো করা যেতে পারে :

- সুন্দর সুন্দর নীতিবাক্য দেয়ালে অঙ্কন ও বিভিন্ন মাধ্যমে এর প্রচার-প্রচারণা করা।
- তথ্য-প্রযুক্তি আইনের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন আবশ্যক।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সঠিক নিয়মনীতির ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা করা।

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা ও ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোবাইল ব্যবহার সীমিত করার বিধান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদানে সৃষ্ট মানবকল্যাণের খাত ও দিকগুলোর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর মতামত গ্রহণপূর্বক দেশের মাদরাসা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সর্বনাশা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চক্রান্ত থেকে রক্ষা করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকলে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনকে ই-মেইল, ওয়েবসাইট ও ডাকযোগে জানানোর ব্যবস্থা আছে। সদ্য মে ২০২২ খ্রি. থেকে ৪ ডিজিটের শর্টকোড (২৮৭২) কল সেন্টারের মাধ্যমে এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হেল্পলাইন সুবিধা ব্যবহার করেও সরাসরি অভিযোগ উপস্থাপন করা যায়। এ সকল বিষয় সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার সৃষ্টি করা আবশ্যক।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদেশি কোনো সংস্কৃতি গ্রহণ করার পূর্বে ভেবে দেখতে হবে তা দেশিয় কল্যাণে উপযোগী কি-না। যদি তা না হয় তাহলে সে সকল সাইট বন্ধ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে প্রশাসনকে আরো সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহজলভ্যতা অনেকাংশে এর অপব্যবহারের জন্য দায়ি। তাই কর্তৃপক্ষকে এর শতভাগ নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কেবল মানব কল্যাণের জন্য– এ মনোভাবটা জাতির সামনে ফুটিয়ে তুলতে হবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কলুষিত দিকগুলোর যাতে বিকাশ না ঘটে সে জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সকল মহলের একান্ত নজরদারি আবশ্যক।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপপ্রয়োগ রোধে প্রথমেই জাতির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। প্রযুক্তি জাতির সামনে বিশ্বের নতুন দ্বার উন্মোচন করে দিলেও কিছু মানুষ এর সুফল গ্রহণ করার পরিবর্তে এর বিকৃত দিকগুলো ব্যবহার করছে। তাই এখন সরকারের একটি নির্দিষ্ট সেল গঠন করা দরকার, যেখানে সুনির্দিষ্টভাবে শুধু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হবে। এ বিশেষজ্ঞরা তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক অপরাধীদের চিহ্নিত ও আটক করার ক্ষেত্রে পরামর্শ দিবে। বাংলাদেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু হয়েছে বেশি দিন হয়নি। ফলে নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষও এর কুফল নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুত নয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রস্তুত করতে হবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করতে প্রথমে প্রয়োজন নানা ধরনের ভুয়া আইডি বন্ধ করা। মোবাইলের সিম যেভাবে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধন করা হয়েছে, তেমনিভাবে ফেইজবুক বন্ধ করে পুনরায় নিবন্ধন করা যেতে পারে। আপত্তিকর, অপ্রীতিকর ও অশ্লীল সাইটগুলো বন্ধ করতে হবে। যারা উসকানিমূলক বক্তব্য প্রচার করে তাদের আইডি সার্বক্ষণিক

পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। প্রথমে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে এগিয়ে এসে এর জন্য যথাযথ নীতিমালা ও নিয়মাবলি প্রণয়ন করতে হবে। তারপর এ সকল নিয়মাবলি জনগণ সঠিকভাবে অনুসরণ করবে।

- সামাজিক অপরাধ ও কিশোর গ্যাং-এর ব্যাপারে সরকারের জিরো টলারেন্স ঘোষণা করা ও নিজের দলীয় বা অন্য যে কেউ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করলে তার যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।

তাই বর্তমানে সংশ্লিষ্ট সকলের ভেবে দেখা উচিত, এখন থেকে দশ-পনের বছর পূর্বেও শিশুদের খেলাধুলা ছিল রুচিশীল, স্বাস্থ্যকর ও প্রকৃতিবান্ধব। সেখানে ধ্বংসাত্মক ও ইমানবিরোধী বিনোদনের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু এখন বিনোদন মানেই শুধু পিস্তল, অস্ত্রের ঝনঝনানি, মারামারি, আপত্তিকর, ক্ষতিকর, অপ্রীতিকর, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা সমৃদ্ধ। এ সকল খেলা খেলে ভবিষ্যত প্রজন্মের মূল্যবান সম্পদসম সন্তানরা শুধুই যে মজা পাচ্ছে তা নয়; প্রকারান্তরে সুপরিকল্পিতভাবে তাদের মেধা-মস্তিষ্কও ধোলাই করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যত প্রজন্ম হিংসা-বিদ্বেষ, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, নিষ্ঠুর-নির্মমতা ও বস্তুবাদের ভয়ংকর মানসিকতা সহকারে বেড়ে উঠছে। এখন ঘরে ঘরে অনৈতিকতার যে প্রশিক্ষণ চলছে। যুদ্ধ, রক্তপাত, সহিংসতা ও ধ্বংসাত্মক ভিডিও গেমস্ খেলে কোমলমতি শিশুরা মানসিকভাবে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক উৎকর্ষের কল্যাণে শিশু-কিশোরদের হৃদয় ও মনন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যুদ্ধ, রক্তপাত, নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার ভয়াবহ পাঠ দেয়া হচ্ছে ভিডিও গেমসের মাধ্যমে। এভাবে জাতির মহামূল্যবান সম্পদসম ভবিষ্যত প্রজন্ম বিকৃত মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠছে। এরূপ বিকৃত মানসিকতার পাঠদানের ফলেই বর্তমান সমাজে 'কিশোর গ্যাং' গড়ে নানারকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব সম্পর্কে সচেতনতার সাথে আল কুর'আন ও সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখনই সময়ের দাবি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কুর'আন-সুন্নাহ্র আলোকে প্রণীত নৈতিক শিক্ষার মান বজায় রাখতে পারলেই একমাত্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব। এর ব্যত্যয় ঘটলে অন্য কোনো প্রকার আইন, শাসন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, ওয়াজ-উপদেশ প্রদান কিছুতেই কোনো উপকার সাধিত হবে বলে আশা করা যায় না।

উপসংহার

উপসংহার

বর্তমান ডিজিটাল যুগে বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার মানুষের জন্য অসংখ্য কল্যাণ বয়ে এনেছে এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। এ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূচনা হয়েছিল মুসলিমদের হাতেই। এক সময় মুসলিম জাতি বাগদাদে 'বাইতুল হিকমা'[১০১], মিসরে 'দারুল হিকমা'[১০২] (১০০৫ হি.) এবং স্পেনে কুর'আন কেন্দ্রিক অসংখ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সেটা ছিল এমন এক সময় যখন বর্তমান আধুনিক ইউরোপ ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। তারা তৎকালীন স্পেনে এসে নিজেদেরকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছিলেন।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদকে কেন্দ্র করে বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকা সফলতা লাভ করলেও পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মুসলিমগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ চর্চা থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছে। অথচ কুর'আনে অজ্ঞতার কোনো স্থান নেই। পবিত্র আল কুর'আনে জ্ঞানীর সম্মান বিষয়ক অনেক আয়াত এসেছে। যেমন, 'বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? জ্ঞানীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।'[১০৩] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি মোটেও চিন্তা-ভাবনা কর না'[১০৪]

উল্লেখ্য আল কুর'আনে জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত এরূপ প্রায় সহস্রাধিক শব্দ ও আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সে সকল নির্দেশনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল হাজার বছরের মুসলিম সভ্যতা। আল কুর'আনের এসব নির্দেশনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আলোচ্য গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে **'আল কুর'আনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'** নির্ধারণ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো অসচেতন মুসলিম মানসকে আল কুর'আনের আলোকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা। এ লক্ষ্যে বক্ষমান অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণার মূল বিষয় হলো আল কুর'আন পরিচিতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিচিতি এবং আল কুর'আনের নির্দেশনার আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করা এবং নেতিবাচক প্রয়োগকে নিরুৎসাহিত করা তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহারের পথ রুদ্ধ করা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচিতি শীর্ষক আলোচনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয় তুলে ধরার পর এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

তারপর আল কুর'আনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়ক আলোচনায় আল কুর'আনের পরিচয় আলোচনা করার পর, আল কুর'আনে তথ্যের ধরন, তথ্য অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের নির্দেশনা, আল কুর'আনে যোগাযোগ প্রযুক্তি, এর সংখ্যাতত্ত্ব ও সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

---

১০১. বাইতুল হিকমা তথা বিদ্বৎ-সভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম শাসকরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সরকারি দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। 'আরবদের অগাস্টাস' হিসেবে খ্যাত খলিফা আল মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) প্রথম বাগদাদে এ বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। দ্র. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*(ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ৫ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২৯৬

১০২. ফাতিমিয় খলিফা আল মুইজের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে খলিফা আল হাকাম মিসরের কায়রোতে ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে 'দারুল হিকমা' প্রতিষ্ঠা করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ জামালউদ্দিন সরওয়ার, *তারিখুদ দাওলাতিল ফাতিমিয়্যাহ*(আম্মান : দারুল ফিকরিল 'আরাবি, ১৪২৫ হি.), পৃ. ৩০৭

১০৩. আল কুর'আন, ৩৯ : ৯

১০৪. আল কুর'আন, ৬ : ৫০

বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারের তুলনায় নেতিবাচক ব্যবহার-ই বেশি হচ্ছে। এ সকল নেতিবাচক ব্যবহার একদিকে মানবসম্পদের শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক জীবনেও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমের এ ধরনের অপব্যবহার এক জাতীয় নেশার মত হয়ে গেছে। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এ জাতীয় অপব্যবহার রোধে আল কুর'আনের নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে।

উন্নত দেশ গড়ার যে স্বপ্ন আজ দেখা হচ্ছে, তা বাস্তবায়নের জন্য দেশের সর্বস্তরের জনগণকে সুদক্ষ ও সুযোগ্য করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণই একটি উন্নত রাষ্ট্র উপহার দিতে সক্ষম। অত্র গবেষণার মূল লক্ষ্যই হলো মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে যুগোপোযুগী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করা। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয়ে সুদক্ষ, সুযোগ্য, সুঠাম মানবসম্পদ গঠনের মাধ্যমেই সমৃদ্ধ জাতি ও দেশ পাওয়া সম্ভব।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারি সকল প্রকারের সেবা এখন অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও প্রদান করা হচ্ছে। বাড়িতে বসেই জনগণ তার প্রয়োজনীয় কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে। তাই বর্তমান সরকার কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প ও রূপকল্প সম্পর্কেও বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণার এ পর্যায়ে এসে ইসলামের দৃষ্টিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বীন প্রচারের জন্য রসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক তৎকালীন প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং তার আলোকে বর্তমান আধুনিক মিডিয়া, ইন্টারনেট ব্যবহারের বিষয়টি বিশ্লেষণপূর্বক এ বিষয় অভিজ্ঞ 'আলিম ও ইসলাম প্রচারকগণের করণীয় সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মুকাবিলায় মিডিয়াকেই এখন মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার সময়। সকল ধরনের মিডিয়া আয়ত্তে এনে তাতে ইসলাম প্রচারের যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৯২ শতাংশ মুসলিম বসবাসকারীর এ চাহিদা অনুযায়ী দেশে প্রচারিত টিভি চ্যানেলগুলোতে নিয়মিত ইসলামিক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ইসলামিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পর্দার ব্যত্যয় ঘটে এমন বিজ্ঞাপন প্রচার না করা ও সংবাদ পাঠিকাদের হিজাব পরিধান নিশ্চিত করা আবশ্যক; যেহেতু সংবাদ প্রচার দেখা ও শোনা সকলের জন্যই জরুরি। এ বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফাত্ওয়া বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন টিভিতে লাইভ প্রোগ্রাম করা যেতে পারে, যাতে জনসাধারণ ইসলামের সকল বিষয়ের সঠিক মাসআলার সমাধান জানতে পারে। এভাবে জনকল্যাণকর বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

এছাড়াও তথ্য প্রযুক্তির উন্নতি যেন আত্মিক ও নৈতিক অবনতি ও বিপর্যয়ের কারণ না হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এ কথা আজ প্রমাণিত যে, বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও উন্নতির সকল নির্ভুল তথ্য আল কুর'আনে বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যকার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি, শব্দসংখ্যা, পরিসংখ্যান এবং তার শাখা-প্রশাখাসমূহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মিল রয়েছে। আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমেই এ জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেয়া আজ সময়ের চাহিদা। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে এ কাজে তাওফিক দান করুন। আমিন!

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

আরবি উৎস

১. القراٰن الكريم وتفاسيره

২. أبو عبدالله محمد ابن اسماعيل البخاري : صحيح البخاري، بيروت : دار ابن كثير للنشر والطباعة، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ

৩. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري : الصحيح لِمسلم، دمشق : دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ

٤. أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي : جامع الترمذي، لاهور : مكتبة العلم، بدون التاريخ

٥. أبو داود سليمان بن الأشعث : سنن أبي داود، الرياض : مكتبة دار السلام، ٢٠٠٨م

٦. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري : المستدرك على الصحيحين، بيروت : دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ

٧. عبد القادر عبد الله الفنتوخ : الانترنيت للمستخدم العربي، الرياض : مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ

٨. كمال الدين الدميري : حياة الحيوان الكبرى، بيروت : دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ٨٠٨ هـ

٩. د. غانم قدوري الحمد : أبحث في علوم القرآن، القاهرة : دار عمار، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ

١٠. محمد فؤاد عبد الباقي : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، الفليوبية : دار الكتب المصرية، الطبعة الأولى، ١٨٤٢م

١١. مجلس المراجعة : دائرة المعارف الإسلامية، بيروت : دار الفكر، ١٩٣٣م

١٢. د. مناع القطان : مباحث في علوم القرآن، الرياض : مكتبة المعارف، ١٤١٣ هـ

١٣. محمد عبد الرحمن أنوري : منهج الدعوة والدعاة في القرآن الكريم، كوشتيا : الجامعة الإسلامية بكوشتيا (أطروحة دكتوراه غير منشورة)، ١٩٩٨م

١٤. ابن منظور الإفريقي : لسان العرب، كويت : دار النوادر، ٢٠١٠م

١٥. علامة راغب الأسفهاني : المفردات في غريب القرآن، الرياض : مكتبة نجار مصطفى الباز، بدون التاريخ

١٦. د. إبراهيم مدكور : المعجم الوسيط، ديوبند : مكتبة زكريا، الطبعة الأولى، ١٣٩٢ هـ

١٧. الإمام البيهقي : دلائل النبوة، بيروت : دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ

١٨. د. صبحي صالح : مباحث في علوم القرآن، بيروت : دار العلم للملايين، ١٩٨٥م

١٩. فؤاد توفيق العواني : الثقافة الإسلامية ودورها في الدعوة، بيروت : مؤسسة الرسالة، ١٩٩٣م

٢٠. علامة أبو القاسم قشيري : رسالة القشيرية، بغداد : دار الكتب العربي، ٢٠٠٠م

٢١. عبد رؤوف محمد بن تاج : التوفيق على مهمة التعريف، بيروت : دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ٢٠١٠م

٢٢. سيد قطب : في ظلال القرآن، بيروت : دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، ١٣٩١ هـ

٢٣. أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي : شرح السنة، بيروت : المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ

٢٤. عبد الملك ابن هشام : سيرة ابن هشام، القاهرة : مكتبة الكلية الأزهرية، بدون التاريخ

٢٥. أبو سليمان وعبد الحميد : الإعلام الإسلامي والعلاقة الإنسانية، الرياض : الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ١٩٧٦م

٢٦. أبو الحسن علي الواحدي : أسباب نزول القرآن، الرياض : دار القبلة، ١٤٠٤ هـ

٢٧. د. احمد غلوش : قواعد الخطبة وفقه الجمعة والعيدين، القاهرة : دار البيان، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ

٢٨. محمد الغزالي : مع الله، القاهرة: مطبعة حسن، الطبعة الرابعة، ١٣٩٦ هـ

٢٩. محمد عبد القادر : الدعوة الإسلامية ودراسات العلم في العهد الأموي، دراسات تحليلية، كوشتيا : الجامعة الإسلامية بكوشتيا (أطروحة دكتوراه غير منشورة)، بدون التاريخ

٣٠. عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير : البداية والنهاية، بيروت : دار الكتب العلمية، ١٤٠٥ هـ

বাংলা উৎস

৩১. সম্পাদনা পরিষদ, ইফাবা : *আল-কুরআনুল করীম*, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মুদ্র. ৫৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রি.

৩২. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, অনূঃ ও সম্পা. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.

৩৩. মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী : *আরবী বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.

৩৪. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : *আল-মু'জামুল ওয়াফী [আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান]*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, সং. ৩১, ২০১৯ খ্রি.

৩৫. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, জুন, ১৯৯৫ খ্রি.

৩৬. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী : *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনূঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭

৩৭. ড. মোঃ আবদুল কাদের : *ইসলামী দা'ওয়াহ ও আধুনিক মিডিয়া*, ঢাকা : নাহদাহ পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি.

৩৮. জালাল উদ্দিন আহমাদ : *বিজ্ঞানের সমাধানে আল-কোরআন*, ঢাকা : প্রফেসর'স বুক কর্নার, ২০০৫ খ্রি.

৩৯. মুহাম্মদ আবু তালেব : *বিজ্ঞানময় কোরআন*, চট্টগ্রাম : মদিনা একাডেমি, সং. ৪, ২০০৬ খ্রি.

৪০. মাহবুবুর রহমান : *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*, ঢাকা : সিসটেক পাবলিকেশন্স, সং. ৮, মে ২০১৮ খ্রি.

৪১. আনোয়ার হোসেন : *কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস*, ঢাকা : হক পাবলিকেশন্স, সং. ১, ২০০৪ খ্রি.

৪২. ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান : *কম্পিউটার ও আল কুর'আনের সত্যতার বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ*, ঢাকা : ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৪১৭ হি.

৪৩. এম. আকবর আলী : *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা : ইফাবা, খ. ৮, ২০০৫ খ্রি.

৪৪. আবুল আসাদ : *একুশ শতকের এজেন্ড*, ঢাকা : মিযান পাবলিশার্স, ২০০৫ খ্রি.

৪৫. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম : *আল কুর'আন শব্দ সংখ্যা ও তার শিক্ষা*, ঢাকা : নভেল পাবলিশিং হাউস, ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি.

৪৬. ড. মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী : *রাসূল (স.) এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম*, কুষ্টিয়া : আব্দুল্লাহ সায়েম, প্রথম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.

৪৭. ড. রাশাদ খলিফা : অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *আশ্চর্য এই কোরান*, ঢাকা : ইফাবা, ১৪০৩ হি.

৪৮. মাহমুদ হাসান : *ইসলাম প্রচারে সোসাল নেটওয়ার্ক*, ঢাকা : আন নাহদাহ পাবলিকেশন্স, ২০১০ খ্রি.

৪৯. মোঃ নাইমুল হক নাঈম : *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*, ঢাকা : আইসটি পাবলিকেশন্স, ৩য় প্রকাশ, জুন ২০১৫ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৫০. আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম মুআফিরী (র.) : অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাতুন নবী (সা)*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৮ খ্রি., খ. ১-৪

৫১. আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম মুআফিরী (র.) : অনূ. আকরাম ফারূক, *সীরাতে ইবন হিশাম*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৭ খ্রি.

৫২. সম্পাদনা পরিষদ : *আলিম সৃজনশীল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*, ঢাকা : দারসুন পাবলিকেশন্স, সং. ১, ২০১৬ খ্রি.

৫৩. মোঃ মাসউদুর রহমান : *ইসলামিক ওয়েব সাইট ডাইরি*, ঢাকা : ওয়েব প্রকাশনী, ২০১৩ খ্রি.

৫৪. এম আমিনুল ইসলাম : *মাধ্যমিক ভূগোল*, ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, নভেম্বর ২০০১ খ্রি.

৫৫. ড. কাজী জাহান মিয়া : *আল কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ*, ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০১৭ খ্রি.

৫৬. মোঃ নাছের উদ্দীন : *সাইন্টিফিক আল কুরআন*, ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ২০১৭ খ্রি.

৫৭. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম : *রহস্যে ভরা বিছমিল্লাহ*, ঢাকা : মম প্রকাশ, ৫ম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ খ্রি.

৫৮. মাসুদ হাসান চৌধুরি ও মাহবুব মোর্শেদ : *কম্পিউটার*, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০১৪ খ্রি.

৫৯. অমর্ত্য সেন : *পুভারটি এন্ড ফ্যামিনস*, লন্ডন : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৩ খ্রি.

৬০. কলিনস এল ও ল্যাপিরে ডি : *ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট*, নয়াদিল্লী : বিকাশ পাবলিশার্স, সং. ১৮, ১৯৮৬ খ্রি.

৬১. এ কে মোহাম্মদ আলী : *অলৌকিক কিতাব আল কোরআন*, ঢাকা : র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স, ৩য় প্রকাশ, মার্চ ২০০৮ খ্রি.

৬২. সালেক সিদ্দিক : *উইটনেস টু সারেন্ডার*, লন্ডন : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৩ খ্রি.

৬৩. সিরাজুল ইসলাম : *কম্পিউটার*, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, তা.বি.

৬৪. অমিতাভ সেনগুপ্ত : *স্ক্রল পেইন্টিংস অফ বেঙ্গল : আর্ট ইন দ্যা ভিলেজ*, যুক্তরাষ্ট্র : অ্যাথার হাউস, ২০১২ খ্রি.

৬৫. ব্যাক্সটার সি : *বাংলাদেশ : একটি জাতি থেকে একটি রাষ্ট্র*, লন্ডন : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৪ খ্রি.

৬৬. এ. ম্যাসকারেনহাস : *বাংলাদেশ : এ লিজেন্ডি অফ ব্লাড*, লন্ডন : হুডার এন্ড সাউদাম্পটন, ১৯৮৬ খ্রি.

৬৭. আনিছ আহমদ জাহাঙ্গীর : *বাংলাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : জ্যোতিপ্রকাশ, ২০২২ খ্রি.

৬৮. মুহাম্মদ নূরুল আমীন : *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০১৩ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি উৎস

69. Ahmed Farid : *Muslim Ummah in the Contemporary World,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 2004 AD

70. George Sarton : *History of Science*, New York : W.W. Norton & Company, January 1970 AD

71. John William Draper : *History of the Conflict Between Religion and Science,* New York : D. Appleton & Company, 1875 AD

72. B.M. Leiner : *A Brief History of the Internet,* www.isoc.org/internet/history/brief/html

73. David Moursund : *Introduction to Information and Communication Technology in Education,* Eugene : University of Oregon, January 2005 AD, http://uoregon.edu/%7emoursund/Books/ICt/ICTBook

74. Salahuddin Ahmed : *Bangladesh : Past and Present,* Dhaka : APH Publishing, 2004 AD

75. Board of Editors : *Ancient Indian History and Civilization,* New Delhi : New Age International, 1st pub., 1988 AD

76. John Keay : *India : A History,* Washington, D.C. : Atlantic Monthly Press, 2000 AD

77. Abdus Salam Shafi Puthige : *Towards Performing Da'wah,* London : International Council for Islamic Information, 1997 AD

78. M Pitt, N Fuwa : *Subsidy to Promote Girls' Secondary Education : the Female Stipend Program in Bangladesh*, Washington, DC : World Bank, 2003 AD

বিভিন্ন বই, পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ও প্রতিবেদনসমূহ

৭৯. হারুন উর রশীদ, *শিশু ও মায়ের মৃত্যুহার কমিয়ে প্রশংসিত বাংলাদেশ*, বন : দৈনিক ডয়চে ভেল, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি.

৮০. ল্যা পর্তে, *পাকিস্তান ইন ১৯৭১ : দ্যা ডিস্টিংগুইসন অফ এ নেসন*, এশিয়ান সার্ভে ১৯৭২

৮১. সম্পাদকীয়, *ইসরায়েলি বিনোদন : 'টিকিট কাটুন, ফিলিস্তিনি মারুন!'*, ঢাকা : ট্রান্সকম গ্রুপ, দৈনিক প্রথম আলো (অনলাইন সংস্করণ), ১৯ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

৮২. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, দ্র. http://bangladesh.gov.bd/index.php

৮৩. বাংলাপিডিয়া, ইসলাম, বেঙ্গল, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্র. www.banglapedia.com/Islam/bengal

৮৪. বাংলাপিডিয়া, ভাঙ্গালা, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, দ্র. www.banglapedia.com/vangala

৮৫. ওয়াচ, জনোসাইড ইন বাংলাদেশ, www.gendercidewatch.com/genocideinbangladesh

৮৬. বার্ক এস, দ্যা পোস্টওয়ার ডিপ্লোম্যাসি অফ ইন্দো-পাকিস্তানি ওয়ার অফ ১৯৭১, এশিয়ান সার্ভে ১৯৭৩

৮৭. বিবিসি, বাংলাদেশ প্রোফাইল, www.bbc.com/bangladeshprofile

৮৮. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, *ওয়ার্ল্ড হেলথ রিপোর্ট ২০০৫*, ঢাকা : বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিকস, ২০০৬ খ্রি.

৮৯. ঢাকা : দৈনিক ইত্তেফাক, ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিমিটেড, দ্র. http://www.ittefaq.com.bd/national

90. বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ, দ্র. https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/intreserve

Dhaka University Institutional Repository

৯১. নাজমুল আহসান, *Why Bangladesh's inequality is likely to rise*, Dhaka : The Daily Star, Transcom Group, 12 May 2018 AD

৯২. রোলান্ড বার্ক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস এ্যাইম টু কমপ্লিট, লন্ডন : বিবিসি নিউজ ঢাকা, ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, ৬ জানুয়ারি ২০০৫ খ্রি.

৯৩. ফাহমিদা খাতুন, *তৈরি পোশাক খাত : এগোনোর পথ*, ঢাকা : ট্রান্সকম গ্রুপ, দৈনিক প্রথম আলো (অনলাইন সংস্করণ), ১০ মে ২০১৩ খ্রি.

৯৪. সম্পাদকীয়, *তারপরও এগিয়েছে পোশাক খাত : বেড়েছে রপ্তানি*, ঢাকা : চ্যানেল আই (অনলাইন সংস্করণ), ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড, ২৮ নভেম্বর ২০২১ খ্রি.

95. এন বেগম, *এনফোর্সমেন্ট অফ সেইফটি রেগুলেশনস ইন গার্মেন্ট সেক্টর ইন বাংলাদেশ : গ্রোথ অফ গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ : ইকোনোমিক এন্ড সোস্যাল ডাইমেনসন*, দ্র. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/insights/bangladesh-garment-industry

৯৬. সম্পাদকীয়, *পার ক্যাপিটাইনকাম রাইজেস টু ১৪৬৬ ইউএস ডলার*, ঢাকা : দ্যা ডেইলি স্টার, ট্রান্সকম গ্রুপ; বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৪-২০০৫, বাংলাদেশ ব্যাংক

৯৭. স্ক্রানার মার্ক, *অ্যা কস্ট ইফেক্টিভ এ্যানালাইসিস অফ দ্যা গ্রামীণ ব্যাংক অফ বাংলাদেশ*, ঢাকা : ডেভেলপমেন্ট পলিসি রিভিউ, ২০০৩ খ্রি.

৯৮. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, ঢাকা : অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০২১

৯৯. সম্পাদকীয়, *বাংলাদেশ মার্চিং অ্যাহেড*, ঢাকা : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মার্চ ২০১৪ খ্রি., দ্র. www.primeministeroffice.com/bangladesh

১০০. স্থানীয় সরকার কার্যবিধি নং ২০, ১৯৯৭ খ্রি.

১০১. সম্পাদনা পরিষদ, *পপুলেশন এন্ড হাউজিং সেনসাস : প্রিলিমিনারি রেজাল্ট*, ঢাকা : বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিক্স, ২০১১ খ্রি., ১২ জানুয়ারি ২০১২ খ্রি.

১০২. ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন তথ্যতীর্থ, ০৮/০৮/২০১১ খ্রি., দ্র. http://www.ugc-universities.gov.bd

১০৩. সম্পাদনা বোর্ড, *হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৫*, নিউইয়র্ক : ইউএনডিপি, ৩১ অক্টোবর ২০০৬ খ্রি.

১০৪. সম্পাদনা টিম, *বাংলাদেশ স্ট্যাটিসটিক্স ২০১৫*, নিউইয়র্ক : ইউনিসেফ, ৩ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি.

১০৫. জেমস হাইটসম্যান ও রবার্ট এল ওয়ার্ডেন, *বাংলাদেশ : এ্যা কান্ট্রি স্ট্যাডি*, লন্ডন : লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, ১৯৮৯ খ্রি.

১০৬. সম্পাদনা পরিষদ, *চাইল্ড এন্ড ম্যাটারনাল নিউট্রিসন ইন বাংলাদেশ স্ট্যাটিসটিক্স ২০১৬*, ঢাকা : বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিক্স, ২০১৭ খ্রি., ১২ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি.

১০৭. সম্পাদকীয়, *এ্যা শর্ট হিস্টোরি অব দ্যা বাংলাদেশ আইএসপি ইন্ডাস্ট্রি*, ঢাকা : উইকিপিডিয়া, ১৯ মার্চ ২০০৮ খ্রি.; ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস এসোসিয়েশন, দ্র. www.wikipedia.com/computer

১০৮. মাসুদ হাসান চৌধুরি, *কম্পিউটার*, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০ খ্রি.

১০৯. রফিকুল ইসলাম আজাদ, ৩৩ *মিলিয়ন ইন্টারনেট ইউজার্স ইন বাংলাদেশ*, ঢাকা : দি ইনডিপেনডেন্ট, ইনডিপেনডেন্ট পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি.

১১০. ড. বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ, *রূপকল্প ২০২১ থেকে ২০৪১ : শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ভাবনা*, দ্র. https://en.wikipedia.org/wiki/vision_2021

Dhaka University Institutional Repository

১১১. শাহাব উদ্দিন মাহমুদ, *বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব*, দ্র. https://albd.org/bn/articles/news/31416/, visited on 27 May 2022 AD

১১২. ড. রাশিদ আসকারী, *ভিশন ২০২১ : স্বপ্ন ও বাস্তবতা*, ঢাকা : দৈনিক ইত্তেফাক, ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৫ জুন ২০১৫ খ্রি.

১১৩. জুনায়েদ আহমাদ পলক, *তরুণেরাই গড়বে নতুন দেশ, ডিজিটাল হবে বাংলাদেশ*, ঢাকা : দৈনিক যুগান্তর, যমুনা গ্রুপ, ২৩ মার্চ ২০১৮ খ্রি.

১১৪. ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, *ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম*, ঢাকা : ডেইলি মেইল বাংলাদেশ, ৪ মার্চ ২০১৮ খ্রি.

১১৫. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, *ডিজিটাল গেমিং রোগ : কোন অতলে হারিয়ে যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম*, ঢাকা : দৈনিক সংগ্রাম (অনলাইন সংস্করণ), বাংলাদেশ পাবলিকেশন লিমিটেড, ২৩ মার্চ ২০১৭ খ্রি.

১১৬. লিওন এফ সেলজার, *হোয়াট ডিসটিংগুইসেজ ইরোটিকা ফ্রম পর্ণোগ্রাফি*, নিউইয়র্ক : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১ খ্রি.

১১৭. মনোগোমারি হাইড, *অ্যা হিস্টোরি অফ পর্ণোগ্রাফি*, লন্ডন : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪ খ্রি.

১১৮. জাহিদ হাসান, *পর্ণোগ্রাফি একটি যুদ্ধ*, ঢাকা : দৈনিক সংগ্রাম (অনলাইন সংস্করণ), বাংলাদেশ পাবলিকেশন লিমিটেড, ২০ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.

১১৯. মাহমুদ হাসান, *ইসলাম প্রচারে সোস্যাল নেটওয়ার্ক*, ঢাকা : কোহিনুর প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.

১২০. সম্পাদনা বোর্ড, *বাংলাদেশে শিক্ষার হার জরিপ, ২০১৬ খ্রি.*, নিউইয়র্ক : ইউনেস্কো, ২০১৬ খ্রি.

১২১. সম্পাদকীয়, *বাংলাদেশ সিকিউর সিরিজ ভিক্টরি*, লন্ডন : বিবিসি নিউজ, ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, ২০ জুলাই ২০০৮ খ্রি.

১২২. নূর ইসলাম হাবিব, *সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের গুরুত্ব ও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া*, ঢাকা : দৈনিক যুগান্তর, যমুনা গ্রুপ, ৩০ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি.

১২৩. মোরশেদা ইয়াসমিন পিউ, *বাড়ছে শিশুদের চোখের ক্ষীণ দৃষ্টির সমস্যা*, ঢাকা : দৈনিক ইত্তেফাক (অনলাইন সংস্করণ), ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২৬ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি.

১২৪. দ্যা ওয়াল নিউজ পোর্টাল, দ্র. www.thewalnewsportal.com

১২৫. বাসস, *ডিজিটাল আসক্তি শিশুদের মারাত্মক ক্ষতি করছে*, ঢাকা : দৈনিক নয়া দিগন্ত (অনলাইন সংস্করণ), দিগন্ত মিডিয়া করপোরেশন লিমিটেড, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.

১২৬. ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট।